www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

আনোয়ারা বুক হাউস ঢাকা

মিনহাজুল আবেদীন
ইমাম গায্যালী (রহঃ)

মিন্হাজুল আবেদীন

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

দাদীর রূহের মাগফিরাৎ কামনায় উৎসর্গীত

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের কথা

যুগে যুগে যে সকল প্রতিভাবান মনীষী, দার্শনিক, সর্বস্বত্যাগী পুণ্যবান ব্যক্তি ও যশস্বী লেখক দ্বারা পবিত্র ইসলামের পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছে, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল্‌গাযযালী (রহঃ) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতকের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এক উজ্জ্বল মো'জেযা সদৃশ। কারণ পঞ্চম শতাব্দীর সময়কার অকল্পনীয় পার্থিব সমৃদ্ধি যখন মুসলিম উম্মাহকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনেকটা বিস্মৃত করে দিয়েছিল, উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে ইমাম গাযযালীর আবির্ভাব ঘটেছিল এক বিপ্লবের বার্তাবহ হিসেবে। তাঁর সাধনালব্ধ ক্ষুরধার লেখনী পথহারা মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছিল সঠিক পথের সন্ধান, ঘটিয়েছিল তাদের আত্মার জাগরণ।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)-এর দর্শন ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহনির্ভর। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয়ভীতি এবং আখেরাত সম্পর্কে পূর্ণ ইয়াক্বীন বিশ্বাস সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পশু চরিত্রের সাথে মানব চরিত্রের পার্থক্য সম্ভব নয়; বরং আল্লাহতে অবিশ্বাসী মানব সন্তান হিংস্র প্রাণীর চেয়েও মারাত্মক। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত মানবতার জাগরণ শুধু আনুষ্ঠানিক ও গতানুগতিক শিক্ষা দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের শত্রু তার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। নফসে আম্মারারূপী সে শত্রুই শয়তানের বাহন। সুতরাং সে শত্রুকে তাকওয়া বা খোদাভীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে প্রকৃত মানুষের স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এ উপলব্ধিতে উদ্বেলিত হয়েই তিনি রাজকীয় পদমর্যাদা এবং সুখী জীবন পরিত্যাগ করে যুহদ ও তাকওয়ার পথের যাত্রী হয়েছিলেন। আর সে যাত্রারই অমৃত ফসল তাঁর রচিত মহামূল্যবান গ্রন্থসমূহ।

আধ্যাত্মিকতা কি ও কেন এবং তা অর্জন করার পথই বা কোন্‌টি? তা অনুধাবন করার জন্য হযরত ইমাম গাযযালীর গ্রন্থাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট। জীবনের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি যেসব উক্তি করেছেন এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

জীবন পথে চলতে গিয়ে যেসব বৈরী শক্তির মোকাবিলা করতে হয়, সেগুলো তিনি যেভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তা সর্বকালেই চির নতুন হয়ে প্রকাশিত হবে। প্রায় এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পথে, কিন্তু তাঁর লেখনী আজও পুরাতন হয়নি। মনে হয় যেন তা আজও নতুন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর সাথে যাঁরাই পরিচিতি লাভ করতে চান, তাঁদের চোখে যে সত্য ধরা পড়ে তা হচ্ছে, তিনি যেন এ যুগেরই এমন এক মহৎ ব্যক্তি, যিনি তাদেরকে লক্ষ্য করেই কথা বলছেন। মানব মনের এতটা গভীরে মনে হয় আর কোন দার্শনিকই প্রবেশ করতে সক্ষম হননি, যতটা সক্ষম হয়েছেন হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ)।

'মিনহাজুল আবেদীন' গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (রহঃ) উল্লেখ করেন– মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও জীবন চলার পথে অসংখ্য ত্রুটিসমূহ লক্ষ্য করে এর সমাধান সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনার তাগিদ নিয়ে তিনি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে যে ঐশী লেখনী শক্তি লাভ করেছিলেন তারই ফসল হল 'মিনহাজুল আবেদীন'। যার বিষয়বস্তু তাঁর অন্য কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি। ঐশী জ্ঞানের সমস্ত নির্যাস নিয়ে রচিত এ গ্রন্থ থেকে অফুরন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করবে প্রতিটি পাঠক।

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর বেশ কয়েকখানা গ্রন্থই বাংলাভাষায় অনুবাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও তাঁর রচিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়ে গেছে। যেসব গ্রন্থের নাম আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। এ গ্রন্থখানা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ মূল্যবান গ্রন্থখানা সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ করা হল। আমি আশা করি এ মহামূল্যবান গ্রন্থখানা পাঠ করলে দুনিয়া ও আখেরাতের চির সুখ শান্তি লাভে নিশ্চিত সহায়ক হবে।

আমীন সুম্মা আমীন।

এ. কে. সিদ্দীক

ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর জীবনচরিত

যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস, দার্শনিক, সর্বস্বত্যাগী যাহেদ, পুণ্যবান মনীষী, ইসলামী সমাজের পুনর্জাগরণকারী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর পরিচিতি–

- **নাম** ঃ আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযযালী আত্‌তূসী।
- **উপাধি** ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম (ইসলামের যুক্তিসম্পন্ন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর)।
- **জন্ম** ঃ ইলম ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল, শীর্ষস্থানীয় আলেম উলামার পুণ্যভূমি সুপ্রসিদ্ধ "তূস" নগরীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ৪৫০ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- **শিক্ষা** ঃ বাল্যকালে পিতৃগৃহেই প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তূস নগরীর সুবিখ্যাত ফকীহ "আহমদ বিন মুহাম্মদ রাযেক্বানী" (রহঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ফেকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।
- **উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে জুরজান গমন** ঃ উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশে তিনি জুরজান প্রদেশের সুবিখ্যাত ইমাম আবু নসর ইসমাঈলী (রহঃ)-এর নিকট গমন করেন। তথায় ফেকাহ শাস্ত্রের উপর হযরত ইসমাঈলীর অধ্যাপনা থেকে সঞ্চিত বিশদ জ্ঞান অর্জন করে একটি মূল্যবান কিতাব প্রস্তুত করতঃ পুনরায় "তূস" নগরীতে ফিরে আসেন।
- **নিশাপুর গমন** ঃ অতঃপর ইলমে দ্বীন অন্বেষী একটি কাফেলার সাথে তিনি তূস নগরী হতে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল "নিশাপুর" গমন করেন। তথায় ইমামুল হারামাইন (রহঃ)-এর নিকট বিভিন্ন বিষয় যথা– হাদীস, তাফসীর, কালাম, দর্শন ও তাসাওউফ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ইমামুল হারামাইনের ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।
- **নিযামুল মুলকের সাহচর্য গ্রহণ** ঃ ইমামুল হারামাইনের ইন্তেকালের পর সেলজুক রাজের প্রধানমন্ত্রী "নিযামুল মুলক"-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কিছুকাল তাঁর সাহচর্যে অবস্থান করেন। তথায়

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

প্রথিতযশা বহু জ্ঞানী গুণীর সংস্পর্শে আসেন। এ সময় তাঁদের সাথে বিভিন্ন তর্ক বহস অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁদের সবাইকে বহস তর্কে পরাভূত করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে নিযামুল মুলক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন এবং চতুর্দিকে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

◆ **অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ ঃ** অতঃপর ৪৮৪ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে "নিযামুল মুলকের" অনুরোধে তিনি বাগদাদের "নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে" অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বেশ কিছুদিন বিশেষ সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন।

◆ **রূহানী বিপ্লব ঃ** অধ্যাপনার দায়িত্বে থাকা অবস্থায়ই তাঁর অন্তরে রূহানী বিপ্লব সূচিত হয়। ৪৮৮ হিজরীর রজব মাস হতে ৪৮৯ হিজরীর শুরু ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাস যাবত তাঁর অন্তর্জগতে এমন অস্থিরতা বিরাজ করে, যার ফলে তিনি নিযামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি গ্রহণে বাধ্য হন। অবশেষে দুনিয়ার তামাম সম্পর্ক জাল ছিন্ন করে ইশক ও মহব্বত এবং যুহদ ও মা'রেফাতের পথের যাত্রী হয়ে স্বীয় ভ্রাতা "আহমদ গাযযালীকে" নিজ দায়িত্বে স্থলাভিষিক্ত করে বাগদাদ থেকে হিজরত করেন।

◆ **দামেশক ও জেরুযালেমে গমন ঃ** তিনি ৪৮৯ হিজরীর প্রথম ভাগে দামেশক শহরে উপস্থিত হন। এখানে মসজিদে দামেশকের পশ্চিম মিনারায় বেশ কিছুদিন দরজা জানালা বন্ধ করে একাকী ই'তেকাফের হালতে অবস্থান করেন। অতঃপর তথা হতে "বায়তুল মাকদাসে" গমন করেন। এখানেও প্রত্যহ "সাখরা" গম্বুজে প্রবেশপূর্বক দরজা জানালা বন্ধ করে নির্জনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন।

◆ **পুনরায় দামেশকে গমন ঃ** এ বছরের শেষের দিকে তিনি পুনরায় দামেশকে উপস্থিত হন এবং তথাকার জামে মসজিদের পশ্চিম মিনারায় ইতেকাফ আরম্ভ করেন। দরজা জানালা বন্ধ করে সারাদিন মসজিদেই অবস্থান করতেন। এভাবে ৪৯০ হিজরীর শাওয়াল মাস পর্যন্ত দামেশকেই অবস্থান করেন।

◆ **পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশে যাত্রা ঃ** অতঃপর যিলক্বদ মাসে পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশে দামেশক হতে পবিত্র মক্কা মুআজ্জামার উদ্দেশে রওয়ানা হন। ফরীযায়ে হজ্জ আদায় করতঃ রওজা পাক যিয়ারতের উদ্দেশে মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করেন। তিনি এখানে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন।

◆ **খোরাসান গমন ঃ** হজ্জ আদায় করতঃ ৪৯১ হিজরী সালের জমাদিউল উলা মাসে তিনি খোরাসানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বাগদাদেও পৌঁছেন। কিন্তু বেশী দিন এখানে অবস্থান না করে পুনরায় খোরাসানের পথে রওয়ানা হয়ে যান।

◆ **'তূস' নগরীতে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন ঃ** খোরাসান থেকে ফেরার পর তিনি কিছু কাল নিজ মাতৃভূমি তূসে অবস্থান করেন। এখানে কিছুদিন অধ্যাপনার দায়িত্বও পালন করেন। অতঃপর তিনি অধ্যাপনা, বহস মুবাহাসা, সবকিছু পরিত্যাগ করে রিয়াযত ও এবাদতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। এখানে তিনি নির্জনতা, মুরাকাবা, মুশাহাদা ও যিকর আযকার দ্বারা অন্তরের পরিশুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু সময়ের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত, অভাব অনটন, পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের সমস্যা তাঁর এ অবস্থায় বেশ কিছুটা বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। তবুও তিনি বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে দীর্ঘ প্রায় নয় বছর এবাদত রিয়াযতে কাটিয়ে দেন। এরই মধ্যে তিনি তাসাওউফ ও দর্শন শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে পথহারা মুসলিম উম্মহকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে থাকেন।

◆ **পুনরায় নিশাপুরে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ ঃ** সুলতান মুহাম্মদ ইবনে মালিক শাহ কর্তৃক খোরাসান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন সুলতানের ভ্রাতা সানজার। তিনি হিজরী ৪৯৮ সালের রবিউস সানী মাসে "আলী ইবনে নিযাম"-কে খোরাসানের উযীর নিযুক্ত করেন। এ সময় ইমাম সাহেবের সাথে আলী ইবনে নিযামের বিশেষ একটা সুপরিচিতি ছিল। যার কারণে তিনি ইমাম গাযযালী (রহঃ)-কে পুনরায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করার জন্য জোর আবেদন জানান। ইমাম সাহেব উযীরের আবেদন এড়াতে না পেরে অবশেষে নিশাপুরের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি এ দায়িত্বে বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেননি।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

- **পুনরায় মাতৃভূমি তূস নগরে আগমন :** অত্যল্পকাল পরেই তিনি স্বীয় মাতৃভূমি তূস নগরে ফিরে আসেন এবং তথায় নিজ দায়িত্বে দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মাদ্রাসা, আর রূহানী তরবিয়তপ্রার্থীদের জন্য একটি খানকা কায়েম করেন। অতঃপর ইমাম সাহেব নিজের জন্য এবং শিক্ষার্থী ও মুরীদ মো'তাকেদীনের জন্য বিভিন্ন আমলের একটি সময়সূচী প্রবর্তন করেন। তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল খতমে কুরআন, আল্লাহওয়ালা ও যাকেরীনের সান্নিধ্যে উপবেশন, শিক্ষার্থীদের পাঠদান এবং গ্রন্থ রচনা ইত্যাদি। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁর সাথী এবং শাগরেদদের কারো কোন সময় বৃথা নষ্ট না হয়।
- **ইন্তেকাল :** এভাবে ইলম ও আমল, গ্রন্থ প্রণয়ন ও দাওয়াতে কর্মমুখর দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আলগাযযালী (রঃ) ৫০৫ হিজরী সালের জমাদিউল উখরা (মোতাবেক ১১১১ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর) মাসে সোমবার দিন নিজ মাতৃভূমি তূস নগরীতে সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দারে আখেরাতে পাড়ি দেন। "ত্বাবরান" নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়, তাঁর মাজার আজও তথায় বিদ্যমান রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ (পঞ্চান্ন) বছর কয়েক মাস।

  হযরত ইমাম গাযযালী (রহঃ) ছিলেন হিজরী পঞ্চম শতকের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে ছিলেন একজন বাগ্মী ও মোবাহেস (তার্কিক), দার্শনিক, যাহেদ ও মুত্তাকী, রূহানী ওস্তাদ ও সাধনালব্ধ গ্রন্থ প্রণেতা সুপুরুষ। যে কোন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বে-নজীর বে-মেসাল। সাধনালব্ধ ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তিনি পথহারা মুসলিম উম্মাহর আত্মাকে জাগরূক করতে সক্ষম হন। তাঁর দর্শন ছিল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহনির্ভর।
- **উপসংহার :** পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহঃ) রাজকীয় পদমর্যাদা ও বর্ণাঢ্য জীবন পরিত্যাগ করে সীমাহীন কষ্ট সম্পন্ন তাকওয়া পরহেযগারীর জীবন গ্রহণ করেন। আর সে জীবনেরই অমৃত ফসল তাঁর রচিত অমর গ্রন্থসমূহ। যা আজও ইসলামী সমাজে অনুপ্রেরণা জাগাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রারম্ভের কথা	২১
তওবার স্তর বা ঘাটি	২৯
আঁধার স্তর সমূহ	২৯
উপসর্গের ঘাটি সমুহ	৩১
ধ্বংসাত্মক ঘাটি	৩৩
হামদ ও শুকরের ঘাটি	৩৩
প্রথম অধ্যায়	
ইলম ও তার আবশ্যকতা	৩৬
উপাসনার ওপরে ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের দুটো দিক	৩৯
কোন প্রকার ইলম ফরজ	৪৪
তওবার স্তর বা ঘাটি	৫১
তওবার অর্থ ও শর্ত	৫৩
তওবার পট-ভুমি	৫৪
গুণাহ হতে বাঁচার উপায়	৫৭
তওবা করার নিয়ম	৬৩
বিপদের ঘাটি বা স্তর	৬৫
দুনিয়ায় অনাসক্তির তাৎপর্য	৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক	৭৪
নিঃসঙ্গতার তারতম্য	৮২
ফেৎনার যমানায় আলেমদের নিঃসঙ্গ জীবন যাপন	৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	
শয়তানের ধোকা	৯৭
শয়তানকে দমন করার উপায়	৯৯
শয়তানী কু-মন্ত্রণার ভিত্তি মূল	১০১
খাওয়াতের ও ওয়াসওয়াসের পার্থক্য	১০৪
শয়তানী চক্রান্তের প্রতিকার	১০৯

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায়	
রিপুর তাড়না	১১৪
নফস বা রিপু সব পাপের মূল	১১৫
রিপুর সংশোধন ও প্রতিকার	১১৬
তাকওয়ার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য	১১৭
পরহেজগারীর তাৎপর্য ও বিন্যাস	১২৪
নফস বা প্রবৃত্তি থেকে তাক্বওয়া	১৩০
প্রথম পরিচ্ছেদ	
চক্ষুর তাক্বওয়া	১৩১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
কর্ণের তাক্বওয়া	১৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
জিহ্বার তাক্বওয়া	১৩৭
অন্তর	১৪১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
ফেরেশতাও শয়তান	১৪৫
অন্তরের ক্ষতিকারক বিষয় সমূহ	১৪৭
অধিক আকংখা	১৪৮
হিংসার কু-ফল	১৫৪
তাড়াহুড়া	১৫৬
অহংকার	১৫৮
মুক্তির উপায়	১৬০
হিংসার প্রতিকার	১৬৩
তাড়াহুড়ার প্রতিকার	১৬৪
অহংকারের প্রতিকার	১৬৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
পেট ও তার রক্ষণা-বেক্ষন	১৬৬
অধিক ভক্ষণে দশটি বিপদ রয়েছে	১৬৮
হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু	১৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাদশাহ ও যালিমের তোহ্ফা	১৭৪
ব্যবসায়ী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপঢৌকন	১৭৬
হালাল বস্তু ও তার পরিমাণ আলোচনা	১৭৮
দুটি শয়তান ও রিপুর লিলাভূমি দুনিয়া	১৮৩
রিপুর প্রভাব ও তার প্রতিকার	১৮৬
চক্ষু জিহ্বা, পেট, কর্ণ ও অন্তরের সংশোধন	১৯০
আকাংখা, ব্যাগ্রতা, হিংসা ও অহংকার	১৯৩
আসল কথা	১৯৫
পঞ্চম অধ্যায়	
আনুসংগিক প্রতিবন্ধক সমূহ	১৯৯
তাওয়াক্কুলের হাকীকত	২০৫
তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা	২০৯
সংকল্প বনাম সংশয়	২১৭
সমর্পনের তাৎপর্য ও রীতি-নীতি	২২০
তাবীজ কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব	২২৩
আল্লাহর মীমাংসা ও তার শ্রেনীবিভাগ	২২৭
রেজা বিল ক্বাযা বা ভাগ্যে খুশী থাকা	২২৯
দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ	২৩১
ধৈর্যের পরিচয় ও উপকারিতা	২৩৪
ধৈর্য অর্জনের উপায়	২৩৯
[illegible]র ঘাটি	২৩৯
উপায় উপকরণ	২৪৭
তাবীজের আলোচনা ও কারণ	২৫১
কেন, রিযা-বিল ক্বাযা?	২৫৩
ধৈর্য ও তার শ্রেনীভেদ	২৫৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উত্তেজক কার্যাবলী	২৬৩
ভয় ও আশ্বাসের পরিচয় ও বিধান	২৬৭
বিশেষ আলোচনা	২৬৯

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আশা ও ভীতি সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ	২৭১
ভয় ও আতঙ্ক সম্পর্কিত আল্লাহর এরশাদ	২৭৩
আল্লাহ তায়ালার লীলার প্রকাশ	২৭৬
পরকাল সম্পর্কে আল্লাহর অঙ্গিকার ও হুশিয়ারী	২৮৮
মৃত্যু	২৮৮
কবর ও মরণের পরের অবস্থা	২৯১
ক্বেয়ামত	২৯২
জান্নাত ও জাহান্নাম	২৯৪
ভয় ও আশা সৃষ্টির উপায়	৩০০
পাপের আখড়া থেকে মুক্তির উপায়	৩০২
রিয়ার বিপদাপদ	৩০৩
ইখলাছ ও রিয়ার আসল পরিচয়	৩০৬
ওজব বা আত্মম্ভরিতা	৩১৪
রিয়া এবং ওজবের কুফল থেকে বাঁচার উপায়	৩১৭
ওজব বা আত্মগর্বের বিপদ সমূহ	৩২১
বান্দার নগন্যতা ও প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন	৩২৬
আলোচ্য বিষয়ের আশ্চর্য পর্যালোচনা	৩২৮
ব্যাধির প্রতিবিধান	৩৩১
হামদ ও শোকর (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা)	৩৪৩
নেয়ামতের শ্রেণীভেদ	৩৪৫
হামদ ও শোকরের পরিচয়	৩৪৬
ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের মর্যাদার ব্যবধান	৩৪৯
কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই নেয়ামতের হকদার	৩৫১
অবজ্ঞাকারীর নেয়ামত কেড়ে নেয়া হয়	৩৫৫
আল্লাহ পাকের আনুগত্যে চল্লিশটি ফযীলত	৩৭৫

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভের কথা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহর জন্য। সমস্ত মান সম্মানের অধিকার তাঁরই। তিনি বিচক্ষণ রাজাধিরাজ। তিনি মহিমান্বিত দয়ালু দাতা. সকলের উপরে ক্ষমতাশালী, সর্বশেষ বিচার দিবসের একমাত্র কর্মফল দানকারী।

মানবজাতিকে তিনি সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী করে তৈরী করেছেন। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে এ বিচিত্রময় বিশ্ব ও আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কার্যাদীসমূহ সুনিপুন হাতে উৎকৃষ্ট নিয়মে পরিচালনা করছেন। তিনিই জ্বীন, ইন্‌সান সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই উপাসনার জন্য।

যে ব্যক্তি তাঁর নৈকট্য ও সাক্ষাৎ লাভের আকাংখী তার জন্য তিনি সরল সোজা পথ উম্মুক্ত রেখেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর দর্শন প্রার্থী ও তাঁকে জানতে চায়, তার জন্য সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ মউযুদ রেখেছেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে সঠিকভাবে পেতে আগ্রহী, তিনি তাকে পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিপথে চলতে চায় তাকে তিনি বিপথে চলার সুযোগ প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি পথ পাবে আর কোন ব্যক্তি পথ পাবে না তা তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত নাযিল হোক নবী রাসূলগণের নেতা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি এবং তাঁর উম্মতগণের প্রতি।

হে আমার প্রিয় ভাই সকল! পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহ পাক আমার ও আপনাদের প্রতি রাজি-খুশী থাকুন। উত্তমরূপে জেনে রাখুন যে,

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর উপাসনা হচ্ছে সব শিক্ষা দীক্ষার আসল লক্ষ্য, জিন্দেগীর মূল করনীয়, ধর্মবিশ্বাসের আসল লক্ষন ও নিদর্শন, পুণ্যবানদের পরিচয়, মর্যাদাশীলদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, সৎসাহসীগণের পরম কামনীয় বস্তু, দূরদর্শী লোকদের একমাত্র মনোনীত কার্য। এক কথায় উপাসনা হচ্ছে কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ এবং বেহেশ্‌ত লাভের একমাত্র চাবিকাঠি।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আনা রব্বুকুম ফা'বুদূন।

অর্থ ঃ আমিই তোমাদের একক প্রভূ। সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর।

তিনি আরও এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا *

উচ্চারণ ঃ ইন্না হা-যা কা-না লাকুম জাযা-উ ওয়াঁকা-না সা'য়ুকুম মাশকূরা।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের সাধনা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু আমরা যখনই সে সাধনার প্রতি লক্ষ্য করি, তার রীতি, পদ্ধতি ও আদ্যান্ত লক্ষের প্রতি গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা করি, তখন পরিস্কার রূপে ধরা পড়ে যে, সে পথ অতি দুরূহ এবং তার রীতি পদ্ধতি অতি কঠোর। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার বিপদ সঙ্কুল বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। সেজন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, দূরত্বের দিক দিয়ে তা সুদীর্ঘ, দুর্গম বিপদ ঘেরা পথ। আর এ নিশ্চিত যে, এ পথের নানা স্তরে বহু বিপদ ও বহু ধ্বংস অবস্থান করছে। আর বহু সংখ্যক দুশমন এ পথের যাত্রীকে শেষকরে ফেলার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। দুশমনের দল ভারী, তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। যেহেতু এ পথ জান্নাতের পথ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীস ঃ "আলা-ওয়া ইন্নাল জান্নাতা হাফ্‌ফাত লিল মাকারিহী ওয়া ইন্নান্নারা হাফ্‌ফাত বিশ্ শাহ্ওয়াতি।"

অর্থাৎ, জেনে রাখ ! নিশ্চয় জান্নাত দুঃখ-কষ্টের প্রাচীরে ঘেরা, আর জাহান্নাম কামনা করলেই পেতে পার। যেহেতু তা কু-প্রবৃত্তির চাহিদার সাথেই বাঁধা।

তিনি আরও ফরমায়েছেন ঃ- "আলা-ওয়া ইন্নাল জান্নাতা হুযনুম বিরাবওয়াতিন, আলা-ওয়া ইন্নান্নারা সাহলুম্ বাহওয়াতিন।"

অর্থাৎ জেনে রাখ ! জান্নাত উন্নত স্থানে বলে তা দুর্গমনীয়, আর জাহান্নাম নিম্নস্তরে বলেই তা সহজগম্য।

এ সকলতো আছেই, এরপর কথা হচ্ছে মানুষ অতি বেশী দুর্বল, কালচক্র কঠিন, দ্বীনের কাজ অনেক, কিন্তু লোকের সময় কম, কর্তব্য কাজ অনেক, হায়াত সীমিত। উপাসনা ও ধর্মের কাজ যে টুকুই হচ্ছে তাতে ত্রুটি হয় অধিক। যার কাজ করতে হবে এবং যিনি চুলচেরা হিসাব গ্রহন করবেন, তিনি সদা জাগ্রত ও সুক্ষদর্শী। সুদীর্ঘ সফর কিন্তু মরণের বিভীষীকা নিকটবর্তী। এ সফরে দ্বিতীয় আর কোন পাথেয় নেই। যা একবার বিগত হয়ে যায় তা আর ফেরৎ পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপাসনার মাধ্যমে সম্বল কামাই করে, সে ব্যক্তিই এ সফরে সফলতা লাভ করে। চিরকালের জন্যে সে ব্যক্তি কল্যানের চাবিকাঠি হস্তগত করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের উপাসনার সম্বল কামাই করতে অক্ষম হল, সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হল। সে চিরকালের জন্য ধ্বংস প্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংসের গভীরে ডুবে গেল।

আল্লাহ পাকের কসম! বর্তমানকালে এ সকল কার্যাদি করা অতি কঠিন ও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বহু বিপদাপদের সম্মুখিন হয়ে এ পথে আগুয়ান হতে হয়। এ জন্যেই এ পথে আগুয়ান হওয়া লোকদের পক্ষে অতি দুহূহ কষ্টকর বিষয় হয়ে পড়েছে। সুতরাং দিনের পর দিন এ পথের যাত্রীদের সংখ্যা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হয়ে উঠছে। যারা একমাত্র এ পথের একজন যাত্রী হতে আগ্রহী, তাদের বাধা বিপত্তির শেষ নেই। তার চেয়েও সাংঘাতিক ঝুকি বহন করতে হয় তাদেরকে, যারা পথের শেষ সীমায় পৌছে চরম কামনার জিনিষ হাছিল করতে আকাংখী এ শেষের দলটিই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হচ্ছেন আল্লাহ পাকের মনোনীত প্রিয় দোস্ত। যাদেরকে তিনি তাঁর মারেফাত ও ভালবাসায় ধন্য করে এবং পাপাচার হতে রক্ষা করে বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউস পর্যন্ত পৌঁছায়েছেন। অতএব সে মহিমাময় আল্লাহ পাকের কাছে বিনীত দোয়া প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাদেরকে এবং আমাকে নিজ খাছ অনুগ্রহের ছায়ায় স্থান দিয়ে সে সফলতা লাভকারী দলটির দলভুক্ত করে নেন। "কবুল করুন"।

যখন আমরা মোটামুটিভাবে এ পথের সঠিক পরিচয় পেয়ে গেছি, এখন আমাদের করণীয় কর্ম হচ্ছে কি প্রকারে এ বিপদের ঝুকিপূর্ণ দুর্লংঘ পথটি পারি দেওয়া যায় তার উপায় বের করা। এবং এ পথে যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগার করার প্রস্তুতি নেয়া।

অতঃপর কায়মনো বাক্যে আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়া প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি স্বীয় দয়ায় পুরাপুরি নিরাপদের নীড়ে স্থান দিয়ে বিপদ সংকুল এবং ধ্বংসের স্তরগুলো উৎরায়ে লক্ষের প্রান্ত সীমায় পৌছায়ে দেন। এ জন্যেই আমি এ পথের যাত্রীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন কেতাব লিখে পথে চলার এবং উৎরাবার বিভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ ও আদেশ প্রদান করার কোশেষ করেছি। যথা এহ্ইয়ায়ে উলূমিদ্দীন, আল কুরবাতু ইলাল্লাহ, ইত্যাদি।

সে সব কেতাব অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা এবং পুংখানুপুংখ সমালোচনায় ভরপুর, অতএব তা সাধারণ লোকজনের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কস্টসাধ্য। সাধারণ লোকেরা তা হতে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য প্রাপ্ত হয়নি। যেহেতু তা হতে পথ নির্দেশনা দুরের কথা কেতাবের জটিল তত্ত্বাবলি ও তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। যার কারণে আসল মঞ্জিলে মকছুদে পৌছতে সক্ষম হয় না।

মূলকথা হচ্ছে মহান আল্লাহ পাকের অপেক্ষা উত্তম কেতাব ও বাণী সারা বিশ্বে আর কারোর হওয়া সম্ভব নয়। সে মহান কোরআন পাকের বিবরণ সমূহ সম্পর্কে মূর্খ জনগণ বলাবলি করতোঃ

إِنَّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহু আসা-ত্বীরুল আওয়্যালীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই কোরআন হচ্ছে পুরনো কালের গল্পগুজবের সমষ্টি মাত্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ ব্যতিত তোমরা ইমাম যয়নুল আবেদীনের বক্তব্যটি কি শ্রবন করনি? তিনি বলেছেন, আমি আমার জ্ঞানের রত্নসমূহ ঢেকে রেখে যাচ্ছি, যেন তা দ্বারা মূর্খ জনেরা ফেৎনা ফাসাদে জড়িয়ে না পড়ে। এ সম্বন্ধে হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর বক্তব্য ছিল আরও এক সিড়ি উপরের, তিনি তার পুত্রদেরকে উপদেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন, হে আমার পালনকর্তা ! আমি যদি জ্ঞানের রত্নসমূহের আবরণ উন্মুক্ত করে ফেলি, তা হলে জনগণ আমাকে মূর্তি পুজক ধারণা করবে। মুমিন মুসলিমগণ আমাকে তখন নিহত করা জায়েয মনে করবে। মুলকথা হচ্ছে, তখন আমার নেক উদ্দেশ্য সম্ভলিত কথাগুলোও তাদের কাছে খারাপ বলে ধারণা হবে। আসল কথা, সময়ের চাহিদা এযে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মাঝে যারা তাঁর ধর্মের চালিকাশক্তি হয়ে চলছে, তারা যেন সামষ্টিক রুপে কৃপা দৃষ্টি রাখেন। এ জন্যে যাঁর দস্তমুবারকে বিশ্বভূবনের সৃষ্টির শাসনভার ও শৃংখলা রয়েছে তাঁর নিকট আমি সরল অন্তকরণে এ প্রার্থনা পেশ করেছি, আমাকে এমনি একখানা কেতাব লিখার শক্তি প্রদান করেন যা জনগণ বিনাবাক্যে মান্য করে এবং তা হতে সকলে সমভাবে উপকৃত হতে পারে। সে জন্যে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমার প্রার্থনা শ্রবন করেছেন এবং কবুলও করেছেন। এ প্রকারে যারা আকুলভাবে ব্যকুল হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ করে তিনি সাথেসাথে তাদের স্মরণের উত্তর দেন। আমার অন্তর নিংড়ানো আহবানেও সাড়া দিলেন। এবং তিনি আমাকে (ইলক্বাদারা) পরোক্ষ রূপে একখানা জনগণের পছন্দিত কেতাব লেখার পদ্ধতি ও রসদপত্র জানায়ে দিলেন।

তিনি এমনি আশ্চার্য ধরণের পদ্ধতির দিকনির্দেশনা করলেন, যা আমি ইতিপূর্বে আমার লেখা এহইয়ায়ে উলূমিদ্দীন কেতাবে এবং অন্যান্য কেতাব অনুসরণ করতে সক্ষম হইনি। মহান দয়াময়ের দিক নির্দেশনা প্রদত্ব সে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে আমার মূল্যবান এ কেতাবখানা লেখা আরম্ভ করলাম।

শুরুতে যে ব্যক্তি উপাসনার মানষে তৈয়ার হয়ে যায় এবং আল্লাহর রাহে চলার উদ্দেশ্যে সকলের থেকে ভিন্নহয়ে নির্জনতা অবলম্বন করে, সে আল্লাহ পাকের তরফ হতে গায়েবী ইশারা ও খাছ শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍمِّنْ رَّبِّهٖ *

উচ্চারণ ঃ আফামান শারাহাল্লাহু ছদরাহু লিল ইসলামি ফাহুওয়া আ'লা নূরিম মির্‌রব্বিহি।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ পাক ইসলামের জন্যে প্রশস্ত করে দিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই তার পালন কর্তার দেয়া নূরের দ্বারাই হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীসে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন ঃ–

اَنَّ النُّوْرَ اِذَادَخَلَ الْقَلْبَ اَنْفَسَحَ وَاَنْشَرَحَ وَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِذٰلِكَ مِنْ عَلَامَتٍ تَعْرِفُبِهَا ـ فَقَالَ التَّجَا فِىْ عَنْ دَارُالْغُرُوْرِ وَالْاَنَابَةِ اِلٰى دَارُالْخُلُوْدِ ـ وَالْاِسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلَ الْمَوْتَ *

অর্থাৎ যখন মানুষের অন্তরে নূর প্রবেশ করে, তখন অন্তর প্রশস্ত এবং উদার হয়ে পড়ে। প্রশ্ন করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! তার কোন লক্ষন প্রকাশ পায় কি ? উত্তর করলেন, দুনিয়াবী আকর্ষণ হতে দূরে থাকা এবং স্থায়ী বাসস্থানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আর মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকা।

আসল কথা, বান্দার অন্তকরণে যখন এ প্রকার বস্ত রেখাপাত করে তখন নিশ্চয়ই আমি আমাকে সহস্র নেয়ামতে ধন্য ব্যক্তির ন্যায় মনে করি যথা হায়াত, কুয়্যাত, আকল, কথা বলার শক্তি এবং এ প্রকার সর্ববিধ মজাদায়ক বস্তসমুহ এমনিরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠে যেন আমার ক্ষতিকারক ও বিপদাপদপূর্ণ দিক সমূহ বিদুরিত করে দেয়। সাথে সাথে এ সকল নেয়ামতের যেন আমি শুকুর গুজারী করি, সে দাবীও হাযির হয়। এরূপ অবস্থায় আমি যদি সে সকল নেয়ামতের শুকুর গুজারি না করি, তবে আমার থেকে তা ছিনতাই করা হবে। অতঃপর আমাকে কঠিন শাস্তিতে জর্জরিত করা হবে। কেন এমন হবে ? যেহেতু আমার নিকট আল্লাহ পাক এমনি এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি বহু অলৌকিক ক্ষমতাসহ আগমণ করেছেন যা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। আর তিনি সাথে সাথে আমাকে এও জ্ঞাত করায়েছেন যে, আমার একজন পালনকর্তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আছেন তাঁর স্মরণ অত্যাধিক মহান ব্রত। তিনি সর্ব কিছুতে সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুই অবগত। তিনি চিরজীবি, তিনি ইচ্ছাধীন কর্তা, যা ইচ্ছা করেন তার নির্দেশ প্রদান করেন, যা ইচ্ছা হয় তা নিষেধ করেন। তিনি আমাকে যে কোন অবাধ্যতার জন্যে গ্রেফতার করতে সক্ষম। আবার তিনি আমার নেককার্যের প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান করতেও সক্ষম। তিনি আমার সকল ফরিয়াদ ও দাবীসমূহ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ। তিনি আশ্বাসবাণী শুনান আবার ভীতিও প্রদর্শন করেন। শরীয়াতের আইন কানুন যে অপরিহার্য করেছেন যেন মানুষের সুস্থির বিশ্বাস ঘটে। তিনি সকল ক্ষমতার মালিক জ্ঞানের মাপকাঠিতেও এ অসংগত নয়। যেহেতু মানবজাতি যদি তাকে সরল অন্তকরণে বিশ্বাস করে, তবে নিশ্চয়ই বিধানতার সঙ্গে তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করবে। তখন তালবাহানা করে এড়িয়ে যাবার রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে মানবজাতি তার যুক্তি প্রমানগুলো গভীর ভাবে বুঝার জন্যে আগ্রহী হবে ও বাধ্য হবে। অতএব এ আল্লাহ ভীতির ঘাটিতে মানুষে দিসাহারা হয়ে যায় এবং তা হতে দূরে সরে যাবার রাস্তা তালাশ করতে থাকে।

বলা বাহুল্য ভীতির ঘাটিতে এসে মানুষ দিসাহারা হয়ে যায়। কি প্রকারে এ দুর্ভাবনা হতে রক্ষা পাওয়া যায়, তার রাস্তা খুজতে থাকে। যা তার হৃদয় মাঝে সুদৃঢ়রূপে অধিষ্টিত হয়ে গেছে অথবা তার কর্ন যা স্পষ্টরূপে শ্রবন করেছে, তা হতে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়। ফল এ হয় যে, তার সকল আকল বুদ্ধি খাটায়ে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব আবিস্কার ও গুণসমূহের পরিচিতি হাসিল করার জন্যে যত্নবান হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকেনা। সে বেস্টিত হতে থাকে যাতে করে গায়েবী বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরন করতে সক্ষম হয় এবং উত্তমরূপে জানতে পারে যে, এখন তার একজন পালনকর্তা আছেন যিনি তাকে শরীয়তের বিধান পালনকালে নির্দিষ্ট ভাবে সকল আদেশ নিষেধ জানায়ে দিয়েছেন।

উপাসনার পথে এ আল্লাহ ভীতির স্তরটিই আমার নিকট প্রথম ঘাটিরূপে দেখা দিয়েছে। ইলম ও মারেফাতের ঘাটি ইহাই। এ স্তরে পৌছালেই দ্বীনের অন্তর্দৃষ্টি হাছিল হয়। কোন প্রকার তালবাহানা না করে চলা আরম্ব করে দেয়। দ্বীনদ্বার আলেম, জাতীর হেদায়েতকারী পথ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রদর্শকগণের নিকট চলে গিয়ে তারা এ সকল বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করে। শুধুমাত্র তাই নয় আল্লাহ পাকের সমীপে প্রার্থনা করে যেন তাদের গায়েবী শক্তিগুলোর প্রতি সুদৃঢ় আস্থা সৃষ্টি হয়। গায়েবী বস্তুগুলোর বিশ্বাসের আমলকরা হচ্ছে বান্দার জন্যে একজন উপাস্য আছেন। তাঁর কোন অংসী নেই তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বান্দার প্রতি নানা প্রকার নেয়ামত প্রেরণ করেছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ জারী করেছেন। কুফরী ও নাফরমানীতে গ্রেফতার হতে নিষেধ করেছেন। সর্বদা আনুগত্যে স্থির থাকার বদলে নেকী বা পুরস্কার এদানের কথা জারী করেছেন। আল্লাহর বিরোধিতা ও নাফরমানীর বদলা কঠিন শাস্তি ও দুঃখ কষ্টের প্রাপ্তি সংবাদ জানায়ে দিয়েছেন।

গায়েবী শক্তিতে বিশ্বাসের ঘাটি মানবজাতিকে উপাসনা করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকে। যে মহান সত্বা তাকে অশেষ নেয়ামত প্রদান করে ধন্য করেছেন, তাঁকে সে লাভ করে ফেলে । তার অজ্ঞতা ও মুর্খতার অন্ধকার বিদূরীত হয়ে আলোর সন্ধান লাভ করে ফেলে।

এবার কথা হচ্ছে, মানুষ জানেনা কি প্রকারে প্রভুর উপাসনা করতে এবং প্রভুর প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সেবার মাঝে কি কি কার্য রয়েছে। অতএব আল্লাহর পরিচয় এবং আল্লাহ ভিতীর এ স্তরে পৌঁছেই সে সকল কার্য জ্ঞাত হতে ও আমল করতে লেগে যায়। যখনই এ প্রকারে মানুষের আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তার মারেফাত কর্তব্য মত অর্জিত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহর উপাসনা আরম্ভ করে দেয়। এ উপাসনাকেই তার বিশেষ কার্যরূপে গ্রহন করার উদ্দেশ্যে তৈয়ার হয়ে যায়। কিন্তু সে যখন চিন্তামগ্ন হয় তখন সে নিজেকে অসীম গুণাহ ও আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল থাকতে প্রত্যক্ষ করে। এ অবস্থায় বহুসংকখ্যক মানুষের অন্তরে চিন্তার উদয় হয়, সে কি ভাবে এত বড় গুণাহগার হয়েও আল্লাহর উপাসনা করবে? অতএব প্রথমে সে পিছনের পাপের জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে যায়। ইহাই তার জন্যে তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেহেতু এ প্রকারেই সে অতীতের নাপাক জিন্দেগী হতে মুক্তি পেয়ে নতুন ভাবে তার পবিত্র জিন্দেগী শুরু করতে পারে। অতঃপর তার অন্তরে খেদমতের ক্ষমতা জন্ম হয়ে যায়। অতএব সে এ পথে পূর্ণরূপে ঝুকে পড়ে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তওবার স্তর বা ঘাটি

নিজস্ব উদ্দেশ্য বস্তুর নিকট পৌঁছার জন্য এ ঘাটি বা স্তরটি অতিক্রম করা জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহর বান্দা সকল শর্ত ও রীতি-নীতি সহকারে এ স্তরটি অতিক্রম করতে শুরু করে দেয়। এ স্তর হতে নাজাত লাভের পর বান্দা আল্লাহ পাকের উপাসনায় অন্তরের সাথে লেগে যেতে পারে। সঠিকভাবে তওবা করে পাক পবীত্র হবার খোশ নছীব যার হয়, সেই শুধু আল্লাহ পাকের উপাসনায় সঠিক ভাবে মনোনিবেশ করতে পারে। এ স্তর পাড়ি দিয়ে উপাসনার স্তরে পা ফেলতেই সে প্রত্যক্ষ করে যে, পথের চতুর্দিকে বহু গর্ত রয়েছে। পথ অতিক্রম করতে যেয়ে সে দিশেহারা হয়ে যায়। চলার পথে সে সকল গর্ত অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়।

চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যক্ষ করা যায়, সে অন্তরাল চার রকমের। যথা ঃ (১) দুনিয়া (২) মাখলূক (৩) শয়তান ও (৪) নফস। অতএব এ সমস্ত হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সে সকল শুদ্ধ করে নেয়া একান্ত পক্ষে জরুরী হয়ে যায়। এ চার প্রকার রিপু হতে পরিপূর্ণরূপে রক্ষা না পেলে উপাসনায় একনিষ্টভাবে মন লাগানো সম্ভব হয় না। অতএব সে দিকে আমি দৃষ্টিপাত করছি।

বাঁধার স্তর সমূহ

এ চারটি স্তর পাড়ি দেয়ার জন্যেও চারটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। (১) দুনিয়ার সকল আকর্ষণ জাতীয় বস্তু হতে নিজেকে বহুদুরে সরিয়ে রাখা। (২) সৃষ্টি জীবসমূহের পরিবেশ পরিস্থিতি ছেড়ে দিয়ে নিঃসংঘ হওয়া। (৩) শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং (৪) নফস বা -রিপুকে দমন করা।

এ চারটি বস্তুর মধ্যে নফ্স সব চেয়ে বৃহৎ। ইহা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াও দুরুহ ব্যাপার। সে একদম পরাভূতও হতে সক্ষম নয়। যেহেতু শয়তান তার সঙ্গী হয়ে সর্বদাই তার শক্তি-সাহস যোগায়। তাই আল্লাহর বান্দা যে কোন উপাসনা করতে ইচ্ছা করুক না কেন, নফসের তাড়নায় তা সফলতা লাভের মুখ দেখে না। যেহেতু নফস সর্বদা কল্যানকর ও মঙ্গলময় কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে বান্দার ভেতরে সক্রিয় থাকে। তাই উপাসনায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোনিবেশ করার পূর্বে জরুরী হয়ে পড়ে নফসের মুখে আল্লাহর ভয়ের লাগাম লাগিয়ে কল্যাণময় পথে অগ্রসর করাই যুক্তিপূর্ণ কাজ। ধ্বংস ও অন্যায় কাজে যাতে নফস সক্রিয় না থাকতে পারে সে জন্য কল্যাণময় পথে সক্রিয় থাকতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর বান্দা এ প্রকারে এ বিপদ সংকুল স্তরটি পাড়ি দেয়ার প্রচেষ্টা করলে আল্লাহ পাকও তাকে এ বিষয়ে সাহায্য সহযোগীতা করে থাকেন। এ জন্যে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

অতঃপর আল্লাহর বান্দা যখন এ দুর্গম স্তরটি পাড়ি দিয়ে ফেলে, অর্থাৎ নফসকে বশীভূত করে ফেলে, তখন নানা উৎপাত উপসর্গ উপস্থিত হয়ে বান্দাকে উপাসনা হতে তার মন অন্য দিকে ফিরাতে বাধ্য করে থাকে, যাতে বান্দা কোন প্রকারেই উপাসনার সময় না পায়। চিন্তা করে দেখা যায় যে, এ উপসর্গগুলোও চার প্রকারের।

প্রথম উপসর্গ ঃ জীবিকা বা খাদ্য। নফস বশীভূত হবার পরই তালবাহানা করে বলবে হাঁ উপাসনায় রাজী, তবে সে জন্য শক্তি সামর্থ চাই এবং ভিটামিন যুক্ত খাদ্য চাই। অথচ তুমি পার্থিব সব উপাদেয় বস্তু পরিত্যাগ করে আমাকে আহার না করিয়েই মারার বন্দোবস্ত করেছ।

দ্বিতীয় উপসর্গ ঃ এ হলো যে বিষয়ে বান্দা আশা নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান ছিল যে ব্যাপারে সে আশা করতো কিংবা কিছু করার ইচ্ছা করত বা কতকটা পছন্দ করত না, এ সকল ব্যাপারের পরিণাম ভাল মন্দ না জানার কারণে প্রত্যেক বিষয়েই তার মনের গভীরে একটা প্রভাব থাকা ব্যাপার। যা উৎরিয়ে উঠা শক্ত কঠিন কাজ। অবশেষে সে সব কিছুই হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ইহকাল পরকাল উভয়ই বরবাদ করে এবং বিভিন্ন ঝামেলায় মগ্ন হয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

তৃতীয় উপসর্গ ঃ এ হলো একনিষ্ঠভাবে উপাসনায় মগ্ন হওয়া কালের জটিল সমস্যাদি। যথা ঃ এ সময়ে চতুর্দিক হতে যে দুনিয়াবী বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের বন্যা ছুটে আসে, সে সময়ের বহু দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তকেও তার হজম করতে হয়। বহু কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে নিতে হয়, এসময় তাকে নানা প্রকার দুঃখ দৈন্য পরিবেষ্টিত করে ফেলে।

চতুর্থ উপসর্গ ঃ এ হলো মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ব্যবস্থাপত্র কিংবা নিজ তকদীর যা কোন কোন সময় প্রতিকুল অবস্থায় দেখা দেয়, তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মান্য করতে নফস অস্বীকার করে বসে কিংবা অসন্তুষ্টি জাহির করে। এ প্রকার পরিস্থিতিতে অনেক সময় নফস বিদ্রোহ ঘোষণা করে পথিককে বিপথে পরিচালনা করে বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়। অতএব এ সকল উপসর্গ দুরীভুত করার বিষয়েও আলোচনা করা উচিৎ।

উপসর্গের ঘাটি সমূহ

এ চার প্রকার উপসর্গ বিদুরীত করার জন্য চার প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধের প্রয়োজন। উহা হচ্ছে এই ঃ (১) জীবিকার বিষয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভর করা। (২) মনের দিধা-দন্দের সমস্যা কাদেরে কুদতের হাতে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত হওয়া। (৩) দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদের বেলায় আল্লাহ পাকের নামে ধৈর্য অবলম্বন করা। (৪) এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যে কোন ব্যবস্থাই প্রেরীত হোকনা কেন, তা সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করা। ফলতঃ আল্লাহর বান্দা এ সমস্ত উপসর্গগুলোও অতিক্রম করে এ প্রকারে জয়ী হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকই বান্দাকে এ বিষয়ে শক্তি-সাহস যোগান দেন এবং সাহায্য সহযোগীতা করেন।

এ সব উপসর্গের ঘাটি সমূহও যখন পাড়ি দিয়ে উঠেন, আল্লাহর বান্দা তখন উপাসনার প্রতি মনোনিবেশ করে থাকে। অথচ নফস তখন অতি দুর্বল ও উদাসীন হয়ে যায়। তার বল-বীর্য আর বাকী থাকে না। সে বান্দার থেকে কল্যাণকর কোন কার্যই হতে চাচ্ছেনা। সর্বদাই হৃদয় অবহেলা উদাসীনতা, আরাম, লিপসা ইত্যাদির দিকে ঝুকে পড়ে। তখন তার মধ্যে আজে-বাজে কথা-বার্তা, অশ্লীল গল্প-গুজব এবং অন্যায় আচরণ দেখা দিয়ে থাকে। তখনই তার জন্য একজন পথ প্রদর্শনকারী দরকার হয়ে পড়ে। তিনি তাকে সব সময় কল্যাণকর পথে চলার জন্য এবং কল্যাণময় কার্যাদি করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। আর একজন থাকবেন যিনি সর্বদা তাকে অকল্যাণজনক কার্যাদির মন্দ ও ক্ষতিকারক দিক সমূহ প্রকাশ করে তার অন্তরে ভীতিজনক অবস্থা সৃষ্টি করবে। এ কার্যকেই রেজা ও খাওফ অর্থাৎ আশা-আকাংখার স্তর বলা হয়। এ আশা আকাংখার অপর নাম হচ্ছে ঈমান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রেজা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কৃপা লাভের আশা, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের এটা একটা বৃহৎ বস্তু এবং তাঁর কারামাতের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ কারামাত। আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার স্মরণ করায়ে সুদীর্ঘ দুর্গম পথে সতেজ ও সক্রিয় রাখে।

খাওফ অর্থাৎ, আল্লাহর গজবের ভীতি। ইহা হচ্ছে আল্লাহ পাকের অভিশাপের একটা রূপ। রেজা যখন সম্মুখ থেকে আল্লাহ পাকের রহমতের আশা দিয়ে আগায়ে নেয় তখন খওফ পেছন থেকে আল্লাহ পাকের গজবের ভীতি প্রদর্শন করে বান্দাকে হাঁকায়ে নিয়ে যায়। এ স্তরটিও উল্লেখ করার মত। ইহারও আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্য সকল ঘাটির মত রেজা ও খাওফ এর ঘাটিও বান্দাকে পার হয়ে চলে আসতে হয়।

আল্লাহ পাকের মদদ নিয়ে যখন বান্দা এ ঘাটি পাড়ি দিয়ে উপাসনায় লেগে যায়, তখন আর তার পথিমধ্যে কোন অন্তরায় থাকেনা। তখন সে নিজেকে উপাসনার জন্য পূর্ণরূপে তৈরী প্রত্যক্ষ করে।

এ প্রকারে অন্তরালের নানা স্তর পাড়ি দিয়ে যখন আল্লাহর বান্দা উপাসনা আরম্ভ করে দেয়, তখন সে উপাসনায় অতি আগ্রহ ও আনন্দ ফুর্তি প্রকাশ করে এবং উপাসনায় স্থায়িত্ব দেখা যায়। অথচ উপাসনায় এ মস্তবড় ব্রত সম্পাদন কালে মারাত্মক দুটো বিপদ দেখা যায়। তার একটার নাম হচ্ছে রিয়া, অন্যটার নাম হচ্ছে ওজব।

'রিয়া' অর্থ ঃ লোককে দেখায়ে উপাসনা করা। এ উপাসনা যদি সে প্রকারে লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে অথবা আল্লাহর জন্যে উপাসনা করে বটে কিন্তু রিয়ার ভাব কম বেশী উদয় হয়, তবে সকল উপাসনা বরবাদ হয়ে যাবে।

ওজব অর্থ ঃ দম্ভ করা কিংবা আত্ম প্রশংসা করা। উপাসনা করে বান্দা যদি রিয়া নাও করে থাকে কিন্তু ভিতরে ভিতরে উপাসনায় ওজব অর্থাৎ দম্ভ কিংবা আত্ম প্রশংসা জাগরিত হয়ে থাকে, তবে তার উপাসনা বরবাদ হয়ে যাবে। অতএব এ দুটো বিষয় নিয়েও আলোচনা করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধ্বংসাত্মক ঘাটি

ধ্বংসের স্তর ঃ এ ধ্বংসাত্মক ঘাটি দুটোও নিঃসার্থভাবে এবং কৃতজ্ঞতার সাথে পাড়ি দিতে হবে। তবেই যা কিছু উত্তম কর্ম করা হবে, তা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। এ প্রকারে আল্লাহর বান্দা এ যুদ্ধ ময়দানটিও আল্লাহ পাকের মদদে অতি সাবধাণের সাথে পাড়ি দেবার চেষ্টা করে থাকে।

মোটামুটি কথা হচ্ছে এ সকল ঘাটিগুলো পাড়ি দিতে সক্ষম হলে আল্লাহর বান্দা উপাসনার সেই স্তরে পৌছাতে সক্ষম হয় যা তার কামনা। সমস্ত বিপদাপদ হতে সে রক্ষা পেয়ে থাকে। এ স্তরে পৌছে যখনই বান্দা নিজের বিষয়ে চিন্তা করে, তখন সে দেখতে পায় যে, সে আল্লাহ পাকের অসীম কৃপা ও পুরস্কারের দরিয়ায় ডুবে আছে। সহস্র দিক হতে সাহায্য সহযোগীতা ধেয়ে আসছে। যে প্রান্তেই দৃষ্টিপাত করছে আল্লাহ পাকের দান ও পুরস্কারে নিজেকে পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ করছে। এখানে পৌছেই বান্দা হামদ ও শুকর এর ঘাটি প্রত্যক্ষ করে। যদি কোন প্রকার অসাবধানতার কারণে এ ঘাটিতে পৌছার পর তার পদস্খলন হয়ে যায়, তবে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে যে মহা সম্মান ও উন্নত মর্যাদা সে বান্দা পেতে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে হারায়ে ফেলবে। অতএব এ ঘাটি পাড়ি দেবার সম্বল সম্বন্ধে আলোচনা দরকার।

হামদ ও শুকরের ঘাটি

এ রণাঙ্গনও সাধককে পাড়ি দিতে হয়। যদি অসংখ্য নেয়ামতের হামদ ও শুকর গুজারী পূর্ণরূপে আদায় করা তার পক্ষে অসম্ভব তবুও যতটুকু আদায় করা সম্ভবপর সে ততটুকু আদায় করে। এ ঘাটিও যখন সে পারি দিয়ে ফেলে এবং পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখনই নিজ কাম্যবস্তু সম্মুখে প্রত্যক্ষ করে। তখন তার আনন্দ-উচ্ছাস কম হয়ে যায়। এমনকি মর্তবার স্থল, আগ্রহের উদ্যান, মহব্বতের সৌধ সর্বস্থানেই সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। সম্ভোগের বাগিচা ও মহব্বতের কাননে প্রার্থনা ও প্রতিফলের খোলা মাঠে সে প্রদক্ষিন করা আরম্ভ করে ফেলে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত সকল বাঁধা বিপত্তি হতে নির্ঝন্ঝাট হয়ে আল্লাহ পাকের পরম সন্তুষ্টি লাভ করতে থাকে। দুনিয়ায় তার বাকী জিন্দেগী চলে যায় আখেরাতের একটি সাফল্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লাভকারী মানুষ হিসাবে এবং পরিতৃপ্ত আত্মা হিসেবে। তখন সে দিনের পর দিন পরকালের ভ্রমণের লক্ষে উন্মুখ হয়ে যায়। সকল সৃষ্টিকুল হতে সে আকর্ষণ হারায়ে ফেলে। দুনিয়াবী জিন্দেগী তার নিকট অসহ্য লাগতে থাকে এবং মৃত্যুর প্রতি মনোনিবেশ করতে থাকে। তার মধ্যে তখন সর্বশ্রেষ্ট দোস্তের সঙ্গে মিলনের আগ্রহ বর্ধিত হয়ে পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হয়।

অতএব সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির পালনকর্তা আল্লাহর পক্ষ হতে তখন বিসিষ্ট দূতগণ (ফেরেশতাগণ) তার নিকট আল্লাহ পাকের রেজামন্দির খোশ খবর এবং নমুনা সহকারে উপস্থিত হতে থাকে। অতঃপর তার আত্মাকে বিভিন্ন প্রকার খোশ খবর দিয়ে খুশী করতে থাকে। এ অস্থায়ী দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী জগতে সর্বশ্রেষ্ট মাহবুবের সম্মুখে নিয়ে যায়। তথায় তাকে বেহেশ্তের চিরস্থায়ী উদ্যানে থাকতে দেয়।

তথায় তার ক্ষুদ্র ও দীন হীন আত্মার জন্য চিরন্তন নেয়ামত ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বান্দা লাভ করে। সে আরও প্রাপ্ত হয় তার প্রতি অফুরন্ত করুনা ও নেয়ামত দাতা মহান রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে অজস্র সম্ভর্ধনা। সে আরও প্রাপ্ত হয় তাঁর নৈকট্য সুধা নেয়ামত ও অলৌকিক ক্ষমতা রাশি দর্শনের সৌভাগ্য যার গুণাবলী প্রকাশ করা অসাধ্য বিষয়। তার এ সৌভাগ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে থাকে। এ স্তরে পৌছে বান্দা সত্যিকার রুপে ঈর্ষার পাত্রে পরিগণিত হয়। এ শুধু তার চরম গৌরব ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ স্তর যথার্থই বান্দার জন্য আল্লাহর দেয়া সুসংবাদ ও অঙ্গিকার লাভের স্থান।

অবশেষে আমি মহান রহমানুর রহীম রব্বুল আলামীনের দরবারে এ মিনতি জানাই তিনি যেন আমকে ও আপনাদের সকলকে তাঁর এ বিপুল নেয়ামত এবং এ প্রকার মর্যাদা প্রাপ্তির তাওফিক প্রদান করেন। ইহা তাঁর পক্ষে সামান্যতম কঠিন কোন ব্যাপার নয়। এবং আমাদেরকে যেন তিনি ঐরূপ আলেমদের দলভুক্ত না করেন, যারা শুধু এ অফুরন্ত নেয়ামতের সব কিছু জানার পরেও কোন কল্যান প্রাপ্ত হয় নি। আর আমরা যে জ্ঞান অর্জন করেছি, তা যেন বিচার দিবসে আমাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা না হয়, বরং জ্ঞান প্রাপ্তি অনুসারে আমল করার এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকার শক্তি প্রদান করেন, যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমল করতে সক্ষম হই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি তো নিশ্চয়ই করুনা ও দয়ার সাগর। আমাদের প্রিয় নবী মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি অসীম দরুদ ও রহমত প্রেরীত হোক। আর তাঁর আল ও আসহাবগণের প্রতিও। আর তাকে যেন শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা ও শাফাআত করার সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

আমি সাধকদের সাধারণ পথ পাড়ি দেয়ার জন্য যে সকল স্তর বা ঘাটি সম্পর্কে আলোচনা করলাম, আমার প্রকৃত মা'বুদ সে সমস্ত আমাকে ইল্‌কা এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছেন। অতএব আল্লাহ পাকের দেয়া ক্ষমতার সাহায্যে ইহা খুব ভাল করে জ্ঞাত হন যে, আমার সকল আলোচনার মূল হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সাতটি স্তর বা ঘাটির পরিচয়। যথা ঃ (১) ইলমের স্তর। (২) তওবার স্তর। (৩) বাধা বিপত্তির স্তর। (৪) উপসর্গের স্তর। (৫) উত্তেজিত হওয়ার স্তর। (৬) বরবাদী বা ধ্বংসের স্তর এবং (৭) হামদ ও শুকর এর স্তর।

এগুলোর পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করলেই মিনহাজুল আবেদীন কিতাবখানা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আমি এগুলো এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ চাহে তো আমি এখন আমার এ মিনহাজুল আবেদীন কিতাবের প্রতিটি ধাপ বা স্তর ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করব। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমার এ মহান উদ্দেশ্য সম্পুর্ন করার শক্তি সামর্থ প্রদান করে আমাকে স্বীয় অসীম দানে ধন্য করার ক্ষমতা রাখেন। ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায়

ইলম ও তার আবশ্যকতা

সকল মান সম্মানের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলার দেয়া ক্ষমতা ও সাহায্যকে সম্বল করে এ কেতাব লেখা আরম্ভ করালম।

হে আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ উপাসনায় আগ্রহী জনগণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে উত্তম কার্যের তৌফিক দান করুন।

প্রথম অধ্যায়ে আমি ইলম ও তার আবশ্যকতার বিষয়ে বর্ণনা করব। যেহেতু সর্ব কিছুর মূল ইহা-ই। ইলম ও উপাসনা আল্লাহ তা'আলার এমনি দু'টো রত্ন, যার উপর সারা জাহান সৃষ্টির সর্বরকমের শৃংখলা নির্ভর করছে। কেতাব লেখকের কেতাবের দ্বারা হোক কিংবা ওস্তাদের শিক্ষা প্রদানের দ্বারা হোক, বক্তৃতাদানকারীদের বক্তৃতা দ্বারা হোক অথবা জ্ঞানমান মনীষীগণের অভিজ্ঞতা আলেচনার দ্বারা হোক, আপনারা এ বিষয়টি নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন। শুধু ইলম ও উপাসনার দরকারেই ঐশী কিতাব নাযিল হয়েছে, এজন্যেই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এমনকি সারা জাহান সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়েছে।

কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টো অন্তর দিয়ে বুঝবার চেষ্টা কুরুন। এক জায়গায় আল্লাহ পাক এরশাদ কেরেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ * وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুল্লাযীখলাক্বা সাব্‌য়া' সামাওয়াতিওঁ ওয়া মিনাল আরদ্বি মিছলাহুন্না, ইয়াতানায্‌যালুল আমরু বাইনাহুন্না লিতা'লামূ আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহা-ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তো তিনিই-যিনি সপ্ত আকাশ সৃজন করেছেন এবং তেমনিভাবে যমীনও সৃজন করেছেন। সে সকলের মাঝে আল্লাহ পাকের বিধান নাযিল হতে থাকে। তোমরা যেন তা হতে বুঝতে পার আল্লাহ পাকের অধিকার সর্বত্রই বিরাজ করছে এবং ইহাও বুঝতে পার যে, আল্লাহ পাকের ইলমের বাইরে কিছুই নেই। ইলমের মর্তবা জ্ঞাত হবার জন্যে এ আয়াতই যথেষ্ট। বিশেষভাবে তিনি একত্ববাদ সম্পর্কিত ইলম নিয়ে একথা বলেছেন।

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন।

অর্থ ঃ এবং আমি জিন ও মানুষকে উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃজন করিনি।

এ আয়াত খানা আমরা উপাসনাকে অত্যান্ত দরকারী ব্রত হিসাবে গ্রহন করার খোলামেলা দলিল রূপে পাচ্ছি। এতে পরিস্কার ভাবে জানা যায় যে, এ দুটো অমুল্য রত্নের জন্যেই ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কিছুই সৃজিত হয়েছে।

এ জন্যই বান্দার প্রতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এ দুটো বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুতে মনোসংযোগ করবে না। সবকিছু সাধনা, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এ দুটো ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই যেন হয়। এ দুটো ব্যতীত যা কিছু দেখা যায় সবই আজে-বাজে ও অনর্থক। এর মধ্যে কোনই কল্যাণ নিহিত নেই। ইলম ও উপাসনার মধ্যে কিন্তু ইলমের বৈশিষ্ট ও মর্যাদা অনেক গুণ বেশী।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, উপাসনাকারীর ওপর ইলম শিক্ষাকারীর মর্যাদা এতটুকু, যতটুকু মর্যাদা একজন সাধারণ উম্মাতের ওপর আমার আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহানবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, একজন আলেমের প্রতি একবার নজর করা আমার নিকট এক বছর রোজা-নামায সহকারে উপাসনা করার চেয়ে উত্তম।

মহানবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের নিকট জান্নাতের সবচেয়ে সম্মানিত দলের বিষয় বলবনা ? সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাদেরকে তা ফরমান, তিনি ফরমালেন, তারা হচ্ছে আমার উম্মতের মধ্যে আলেমগণ।

অতএব এ বিষয়টি উত্তমরূপে জানা গেল যে, ইলম উপাসনার চেয়েও শ্রেষ্ঠ রত্ন। যেহেতু সঠিকভাবে উপাসনা করার জন্য ইলম জরুরী। যে ইলম উপাসনার জন্য নয়, তা একেবারেই মূল্যহীন। ইলম হচ্ছে গাছ আর উপাসনা হচ্ছে ফল-মুল। অতএব মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্ব গাছেরই হবে। যেহেতু গাছই মুল। কিন্তু গাছ ফলযুক্ত না হলে কোন উপকারই হয় না। অতএব সকল বান্দার পক্ষে এদুটো রত্নই কামাই করা জরুরী।

এ জন্যেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইলম এমনিভাবে শিক্ষা কর যেন তা উপাসনার অন্তরায় না হয় এবং উপাসনা এমনি ভাবে কর যেন ইলম অর্জনে ত্রুটি না হয়।

ইলম ও উপাসনা যখন দুটোই বান্দার জন্য জরুরী, তখন তার মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইলম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যেহেতু ইলমই হচ্ছে মূল ভিত্তি ও প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাদীসে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে ফরমায়েছেন ঃ

اَلْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ *

উচ্চারণ ঃ আল্ ই'লমু ইমামুল আমালি ওয়াল‌আমালু তাবিউ'হু।

অর্থ ঃ আমলের জন্য ইলম হচ্ছে পথ প্রদর্শক শিক্ষক, আর আমল হচ্ছে ইলমের অনুগামী বা ছাত্র।

অতএব প্রকৃত পক্ষে ইলম হচ্ছে সমস্ত কিছুর ভিত্তি বা উৎসমূল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপাসনার ওপরে ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের দুটোদিক

দু'কারণে ইলমকে উপাসনার ওপরে স্থান দেওয়া ওয়াজিব ও জরুরী। প্রথমতঃ উপাসনার রাস্তাঘাট চিনবার ও রাস্তাঘাটের বিভিন্ন উপসর্গ থেকে নাজাত লাভের জন্য। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সত্যিকারের মা'বুদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা। তাঁকে সঠিকভাবে জানবার পরে তাঁর উপাসনা করা আমাদের ওপর ওয়াজিব ও জরুরী হয়ে পড়ে। আল্লাহর উপাসনা কখন সম্ভব পর? যখন তার নিরানব্বই ছেফাতী নামের সার্থকতা ও তার ওপর আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ইলম অর্জন করি।

এর আরও কারণ আছে ঃ অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় যে, ইলমের অভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাগুণ সম্পর্কে অনেকের মাঝে বিভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস ও সংস্কার গড়ে উঠে থাকে। যার কারণে সমস্ত উপাসনা নষ্ট হয়ে যায়। (আল্লাহ মাফ করুন)

দ্বিতীয়ত ঃ আপনাদের জন্যে মহান আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেও ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। যেহেতু আল্লাহর উপাসনার জন্যে এও জরুরী যে, কি কাজ করলে উপাসনা হবে এবং কি কাজ করলে তাঁর নাফরমানী করা হবে, সে বিষয়ে পূর্ণরূপে জ্ঞান থাকা। আল্লাহর উপাসনা কি জিনিষ সে বিষয়ে পূর্ণরূপে জ্ঞান থাকা। আল্লাহর উপাসনা কি জিনিষ সে বিষয়ে ইলম অর্জন না করা পর্যন্ত আপনি কি ভাবে উপাসনার কাজে মনোনিবেশ করবেন?

নিশ্চয়ই আপনাকে জ্ঞাত হতে হবে যে, কি প্রকারে তাঁর কোন বিধান পালন করা দরকার, তাঁর অবাধ্যতা থেকে কিরূপে বেঁচে থাকা যায়, কি প্রকারে উপাসণার উদ্দেশ্যে পাক সাফ হয়ে তৈরী হতে হয়? নামায-রোযা ইত্যাদি ঠিকভাবে পালন করতে হলে কি শর্তাদি পুরণ করা কর্তব্য এ বিষয়ে পুর্ণরূপে ইলম হাসিল করা প্রয়োজন নয় কি ?

অনেক সময় দেখা যায় যে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেউ উপাসনা করে যাচ্ছে, কিন্তু তা মোটেই আল্লাহর নিকট মকবুলিয়াতের দরজায় পৌছেনা। যেহেতু যে প্রকারে যা পালন করা প্রয়োজন এবং যে সকল শর্তাদি পালন না করলে তা মকবুল হবার যোগ্যতা রাখেনা যেহেতু সে এর কোনই ইলম জানেনা। উপাসনা আদায় করতে যেয়ে সে হয়ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে যায় অথচ তা হতে মুক্তি পাওয়ার পথ তাকে বাতলায়ে দেবার কেউই নেই। মূল কথা হচ্ছে নিজস্ব মতানুযায়ী তা আদায় করতে যেয়ে তার উপাসনার শ্রম পন্ড হয়ে যায়।

আর এক বিষয় হচ্ছে, প্রকাশ্য উপাসনা মকবুল হবার জন্য কিছু অপ্রকাশ্য প্রতিক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। যথা তাওয়াক্কুল তাফবীজ, রেজা, ধৈর্য্য, তাওবা, ইখলাছ ইত্যাদি।এ সকল প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে পূর্ণরূপে ইলম থাকা দরকার। ইলম সম্পর্কে ইন্‌শাআল্লাহ আমি এ কেতাবের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

উপরে আলোচিত মানষিক প্রক্রিয়া সমুহের বিপরীত কতক ক্ষতিজনক প্রক্রিয়া আছে। রিয়া, কিব্‌র, দুরাশা, ইত্যাদি। এ গুলো হতে রক্ষা পাওয়া জারুরী। যেহেতু কি ধরণের কার্যাদি করতে হবে, এবং কি ধরণের কার্যাদি হতে বিরত থাকতে হবে, আল্লাহ তা'আলার কেতাব ও নবী করীম (সঃ)-এর বাণী সে সম্বন্ধে আমাদেরকে ব্যপকভাবে শিক্ষা দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ-

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ - وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালূ ইনকুনতুম মু'মিনীন। ওয়াশকুরু লিল্লাহি ইনকুনতুম ইয়্যাহু তা'বুদূন। ওয়াছবির ওয়ামা ছব্‌রুকা ইল্লা বিল্লাহি, ওয়া তাবাত্তাল ইলাইহি তাব্‌তীলা।

অর্থ ঃ যদি তোমরা পূর্ণরূপে ঈমান এনে থাক, তবে শুধু আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর এবং আল্লাহর শুকর গুজারী কর। যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে তাঁরই উপাসনা কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। কিন্তু তা আল্লাহর ওপর নির্ভর ব্যতীত অন্য কারও প্রতি তাওয়াক্কুল করে সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাঁর সাথে সম্পর্ক একনিষ্ট খুলুছিয়াত নিয়ে গড়তে হবে।

এ ব্যতীত কোরআন পাকের এ রকম বহু আয়াত আছে। আশ্চর্য ব্যাপার আপনারা নামায রোজার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু কেন যে আপনারা আল্লাহর এদুটো ফরজের (ই'লম ও হেদায়াতের) প্রতি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোযোগ করছেন না? কেন সে সকল আল্লাহর হুকুমকৃত ফরজকে একেবারে বাদ দিয়েছেন? আল্লাহ পাকের একই কেতাবে নামায-রোজার ন্যায় এ দুটো হুকুমও রয়েছে। আপনারা সে দুটো থেকে সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছেন। ফলতঃ আপনাদের দিবা-নিশির উপাসনার কি যে দশা তা বলার শক্তি নেই। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ই'লমকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে নূর-ই হিকমাত ও হেদায়াতরূপে ঘোষণা করেছেন, তা যে লোক ত্যাগ করে নিশ্চয় সে হারাম পথে চলে নিজেকে জাহান্নামের লাকড়িরূপে তৈরী করে।

সুতরাং হে হেদায়াত লাভের আগ্রহীগণ! আপনাদের অন্তরে ভয় জাগে না যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম কৃত অন্যতম ফরজকে বাদ দিয়ে আপনারা সকল নামায রোযা ও যিকির করে যাচ্ছেন যা ইলমের অভাবে সাধনা শ্রম নষ্ট হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হচ্ছে না।

একদিকে এ প্রকারের বৃহৎ বৃহৎ অবৈধ কার্যে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতি জাহান্নাম নিশ্চিত করে নিচ্ছেন, অন্যদিকে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চলা-ফিরার এমনি সব জায়েব অথচ সাধারণ কার্য সমুহকে বাদ দিয়ে চলেছেন, কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে অতি সহজে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেত। আসলে ফলাফল এ হল যে, জিন্দেগীভর এবাদতসমূহ অকার্যকর হয়ে গেল।

এ সমস্তের চেয়ে সাংঘাতিক রোগ হচ্ছে, আমল যাই করুক না কেন অন্তরে বিপুল আশা (দুরাশা) ধারণ করে থাকে। দুরাশা গুণাহ, আশা জায়েয। আকলের শূন্যতার জন্য এ দুটোরই মধ্যস্থিত সুক্ষ্ম ব্যবধান বুঝতে অক্ষম এবং আল্লাহর খাছ বান্দার যে কোন প্রকারের আশাকেই ভাল ধারণা পোষণ করে থাকে। অযথা ছটফট ও চিল্লাচিল্লি করে সময় বরবাদ করে থাকে আর মনে মনে ভাবে আল্লাহর মহব্বতে অস্থির হয়ে, যথেষ্ট মোনাজারী করল। হাট মিলায়ে মানুষকে দেখায়ে রিয়া করে উপাসনা করে চিন্তা করে আল্লাহর অনেক গুণকীর্তন করল এবং সকলকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল। মোটামুটি কথা হচ্ছে, ইলম না থাকার কারণে বান্দা আল্লাহর নাফরমানি করে বুঝতে থাকে আল্লাহর বহুত উপাসনায় রত রয়েছে। যার ফলে অনুগ্রহের আকাংখা করে গজব কামাই করে। তখন সারাক্ষণ ফাকির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মধ্যে পড়ে যায়। সাংঘাতিক গাফলতিতে গ্রেফতার হয়ে যায়। যেহেতু প্রকাশ্য উপাসকদের এ মারাত্মক দুরাবস্থা সাংঘাতিক ও সোচনীয় পর্যায় পৌছে যায়। যেহেতু প্রকাশ্য হুকুম আহকামের সঙ্গে যুক্ত আছে নানান অপ্রকাশ্য উপসর্গসমুহের যেমন রিয়া, ওজব ইত্যাদি। সে সব হতেও বাঁচা দুস্কর, যার কারণে সমস্ত চেষ্টা–সাধনা নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব যে বান্দা প্রকাশ্য আমলের সাথে অপ্রকাশ্য প্রক্রিয়া সমুহের যোগাযোগ সম্বন্ধে ই'লম রাখে না, প্রকাশ্য আমল কিপ্রকারে অপ্রকাশ্য উপসর্গসমুহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাও জানে না, সে বান্দার প্রকাশ্য আমল ঠিক থাকা কঠিন ব্যাপার। মোটকথা এ প্রকার বান্দার সকল উপাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের দ্বারা পাপের আচরণ ব্যতীত অন্য আর কিছু আশা করা বৃথা। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি থাকতে পারে?

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলমের ব্যাখ্যায় এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ نَوْمًا عَلٰى عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوةٍ عَلٰى جَهْلٍ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না নাওমান আ'লা ঈলমিন খাইরুম মিন ছালাতি আ'লা জাহলিন।

অর্থ ঃ আলেমের ঘুম মুর্খের নামায হতে উত্তম।

যেহেতু মুর্খলোক উপাসনা করতে যেয়ে সঠিক উপাসনার পরিবর্তে পাপাচারে গ্রেফতার হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইলম শুধু ভাগ্যবান ব্যক্তিই লাভ করতে পারে। হতভাগা ব্যক্তিরা তা হতে বঞ্চিত থাকে।

আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে এ ধরণের ইলম ও আমল হতে পরিত্রান লাভের জন্য প্রার্থনা করা দরকার, যা মোটেই কল্যাণ জনক হয় না। এ জন্যই যুগ যুগান্তর ধরে ওলামাগণ জাহেদগণ ও আবেদগণ ইলম অর্জনের জন্য সকল মানুষকে শক্তি সাহস দিয়ে আসছেন। যেহেতু উপাসনার মূল ভিত্তি হচ্ছে ইলম এবং আল্লাহর দাসত্ব করার সর্ব কিছু নির্ভর করছে ইলমের ওপর। দুরদর্শী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং নেয়ামত লাভকারীদের এটাই ধারণা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব এ বিষয় পরিস্কার ভাবে প্রমাণীত হল যে উপাসনা ব্যতীত আমাদের উপায় নেই এবং ইলম ব্যতীত উপাসনা নির্ভেজাল ও কবুল হতে পারে না। সুতরাং ইলমকে উপাসনার ওপর প্রাধান্য দেয়া জরুরী হয়ে যায়।

উপাসনার ওপর ইলম শ্রেষ্ঠ হওয়ার অন্যদিক হচ্ছে, আল্লাহ বিষয়ক ইলম মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় জন্ম দেয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবা-দিহীল ওলামাউ।

অর্থ ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

এর কারণ হচ্ছে যে, আল্লাহর গুণাসমুহ ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যার ইলম নেই, সে কি প্রকারে আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দান করবে? আল্লাহ তা'আলাকে যতখানি ভয় করা দরকার, তা যে ব্যক্তি জ্ঞাত, সে ব্যক্তিই শুধু আল্লাহ পাককে ভয় করতে জানে। ইলমের দ্বারাই আল্লাহর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁকে ভয় করে চলার জ্ঞান জন্মে। ইলমই সকল বিধান পালনের প্রেরনা যোগায় এবং সর্ব প্রকার নাফরমানী হতে ফিরায়ে রাখে। আসল কথা হচ্ছে, ইলম ব্যতীত উপাসনা বান্দাকে কোন কল্যাণই দিতে সক্ষম নয়।

অতএব, হে আল্লাহর রাহে চলার যাত্রী! আপনাদের যাত্রার প্রারম্ভেই আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথ নির্দেশনা করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে সফলতা দান করুন এবং শক্তি সাহস সঞ্চার করুন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন প্রকার ইলম ফরজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّ مُسْلِمَاتٍ *

উচ্চারণ ঃ তালাবুল ইলমি ফরীদ্বাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিওঁ ওয়া মুসলিমাতিন।

অর্থ ঃ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ইলম শিক্ষা করা ফরয।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তা'আলার উপাসনার মূল ভিত্তি যেই ইলম, তা কোন প্রকারের ইলম ? এর উত্তর হচ্ছে, তিন প্রকারের ইলম অর্জন করা ফরজ।

প্রথম প্রকার ইলম ঃ ইলমে তাওহীদ ঃ (আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কিত ইলম)।

দ্বিতীয় প্রকার ইলম ঃ ইলমে বাতেনী ঃ (আত্মিক উপসর্গ সম্পর্কিত ইলম)।

তৃতীয় প্রকার ইলম ঃ ইলমে শরীয়ত ঃ (জাহেরী হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত ইলম)।

ইলমে তাওহীদ এতখানি জানা প্রয়োজন যাতে ধর্মের মূল বিষয় বস্তু সমুহ জ্ঞাত হওয়া যায়। তা হচ্ছে আমাদের হাক্বিকী উপাস্য সর্বজ্ঞ মহাশক্তিশালী একক কর্তৃত্ব লাভকারী ইচ্ছাময়, চিরঞ্জীব সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অসম্পূর্ণ থেকে মুক্ত, চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর চিরশাশ্বত এবং নতুনত্ব তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর খাছ বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর পক্ষ হতে যে সকল বিধান তিনি নিয়ে এসেছেন, তা সকলই বিশুদ্ধ ও সত্য-সঠিক আখেরাতের যে সকল বিষয় তিনি বলেছেন, তা সকলই সত্য-সঠিক। অতঃপর তাঁর সুন্নাতের মূল বিষয় সমুহও জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন তাহলে খেলাফে শরা ও শরীয়ত পরিপন্থী বেদআত কার্যাদি হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। নচেৎ বেদ্আত কার্যে লিপ্ত হয়ে সুন্নতে নববীর অনুসরণ অনুকরণ হতে বিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওহীদ সম্পর্কীয় মূল বিষয়সমুহ কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে। এ ব্যতীত উহার আলোকেই ধর্মীয় ইমামগণ তাঁদের প্রণীত কেতাবসমূহে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। মুল বিষয় হচ্ছে, যে সকল বিষয় বস্তুর অজ্ঞতা তোমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে তার বিষয়েই ইলম শিক্ষা করা তোমাদের জন্য ফরজ। যে কোন হালতেই তা শিক্ষা না করা তোমাদের জন্য বৈধ বা জায়েয হবে না।

ইলমে সির্র বা বাতেনী ইলমের এতটুকু শিক্ষা করা দরকার যার দ্বারা অন্তরকে পাক পবিত্র করার বিষয় বস্তুসমুহ জ্ঞাত হওয়া যায় এবং কিসের দ্বারা তা সম্ভব হবে তাও জানা দরকার। তবেই দেলে আল্লাহ ভীতি ও শ্রদ্ধাবোধ এবং আমল করার খাঁটি মনোভাব জন্ম হবে। অধিকন্তু নিয়ত সঠিক করার প্রক্রিয়াদি এবং কিসের দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আমলগুলো প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুষ্টগ্রহ ও কু-মন্ত্রনা এবং কু-প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়া যায় তাও জানা একান্ত জরুরী। এ বিষয় সমূহের বিষদ আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

অতঃপর ইলমে শরীয়াতের এতটুকু জ্ঞাত হওয়া জরুরী, যার মাধ্যমে শরীয়তের কোন কোন কার্যাদি করা ফরজ তার পরিচয় জানা যায়। যেমন পাক পবিত্রতা লাভ করা, নামায রোজা ইত্যাদি। এ ব্যতীত হজ্জ, যাকাত ও জেহাদ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া তাদের জন্য একান্ত জরুরী যাদের প্রতি এগুলো ফরজ।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইলমে তাওহীদ কি মানুষের জন্য এতটুকু শিক্ষা করা ফরজ যার দ্বারা সকল আল্লাহ বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিনাশ করা যায়, ইসলামকে তাদের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সকল বেদআতের মূলোৎপাটন করা যায় এবং সুন্নাতে নববীর পথ সকল মানুষের জন্যে জরুরী করে দেয়া যায় ?

এর উত্তর হচ্ছে, এ প্রকার ইলম অর্জন করা ফরজে কেফায়া (অর্থাৎ সমাজের কতক লোক আদায় করলে, সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়)। আর মানুষের জন্য এতটুকু ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। (অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের জন্যে আদায় করা ফরজ)। যা হতে মানুষ ধর্মের বুনিয়াদী নীতি ও বিশ্বাস সমূহ চিনতে পারে ও ঠিক করতে সক্ষম হয়। এ ব্যতীত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর অধিক কিছু সকল মানুষের জন্যে ফরজ নয়। ধর্মের সকল খুটি নাটি মাসআলা মাসায়েলের বিষয় পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রতি ফরজ নয়। যদি দ্বীনের মূলনীতি অবগত হতে যেয়ে কোনও খটকা হাযির হয় তবে যতটুকু ইলম অর্জন করলে সে খটকা দূরীভুত হয় ততটুকু ইলম অর্জনকরা জরুরী। ইসলামের মূলনীতি বিষয়ে একেবারে সন্দেহ হীন হওয়া যায় এ প্রকার ইলম অর্জন করতে না যেয়ে বরং সে সকল তর্ক বিতর্ক ও সন্দেহ হতে একেবারে দুরে, সরে থাকাই উত্তম। যেহেতু ধর্মের মূলনীতিতে সন্দেহ শুধু একটা রোগ। তা দ্বারা তর্ক বিতর্ক শুরু করায় কোন কল্যাণ নেই। তা হতে স্বীয় প্রচেষ্টাকে বাঁচায়ে রাখা দরকার। হ্যাঁ আল্লাহ যদি মেহেরবানী করে তাদেরকে সে শয়তানী ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেন।

অতঃপর এ বিষয়ও উত্তমরূপে অবগত হওয়া দরকার, যখন সুন্নত তরীকা আমলকারী জ্ঞানীদের ওয়াজ নছীহত দ্বারা সে সকল সন্দেহ দূরীভুত হয়ে যায়, বেদআতের অবসান ঘটে, তবে তাদের ইলম ও আমলের মাধ্যমে অন্য সকলের পক্ষে ফরজ নয়। তবে ঐ সকল জ্ঞাত না হওয়ার কারণে যদি কারোর উপাসনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তখন তা অর্জন করা অপরিহার্য, যেন তা জ্ঞাত হওয়ার বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। পুর্বেই বলা হয়েছে যা যা আমল করা জরুরী তার ইলম অর্জন করাও জরুরী। যাতে সঠিক ভাবে আল্লাহর বিধানসমুহ আমল করা যায়। যেমন ঃ খুলুছিয়াত, হামদ, শুকরগুজারী, ভরষা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ ব্যতীত আর অধিক কিছু অপরিহার্য নয়।

এ প্রকারে ফিকাহ শাস্ত্রের নানা বিষয় সম্পর্কে যথা ঃ কেনা-বেচা, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা ফরজ নয়। বরং এ সকল ইলম শিক্ষা করা ফরজে কেফায়া মাত্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইলমে তাওহীদ সম্পর্কে যতটুকু ইলম শিক্ষা করা ফরজ তা কি কোন ওস্তাদ ব্যতীত শিক্ষা করা যায়? আসলে ওস্তাদ হচ্ছেন সাহায্য সহায়তাকারী এবং কঠিন কঠিন বিষয় সমুহ সহজ ভাবে শিক্ষাদানকারী। ওস্তাদের সাহায্য সহযোগীতায় অতি সহজে ও কম সময়ের মধ্যে শিক্ষা লাভ করা যায়। অতঃপর আল্লাহ পাকতো আসল ওস্তাদ রয়েছেনই। তিনি যাদেরকে তাঁর অসীম রহমতের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেন, তার সম্পর্কে আর কথা কি?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর জেনে রাখুন ইলমের ঘাটিটি অতি সাধনার ঘাটি। তবুও তা ব্যতীত মঞ্জিলে মকছুদে পৌছা যায় না। এর কল্যাণ অফুরন্ত। এর ঘাটি পার হওয়া অতি কষ্টকর ব্যাপার। এ পথে বাধা বিঘ্নের শেষ নেই।

এ জন্যেই অনেক বিজ্ঞজনকে দেখা যায় তাঁরা ইলম পরিহার করে চলেছেন, ফলতঃ তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। বহুজন এ পথে আগুয়ান হতে গিয়ে পদস্খলিত হয়েছেন। যারা ইলম অর্জন করেছেন, তাদের বহু জনই এখানে মহাসাধনা ও কঠোর শ্রম দিতে বাধ্য হয়েছেন। নামী দামী জ্ঞানীজন এ ঘাটিতে পৌছে হয়রান পেরেসান হয়ে পড়েছেন। বহুভাগ্যবান ব্যক্তি কখনো অতি কম সময়ের মধ্যে এ সোপান উত্তির্ণ হয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন জ্ঞানীজন জিন্দেগীর সুদীর্ঘ সত্তর বছর যাবৎ এ সমস্যাঘন ঘাটিতে চক্কর মেরেও কোন সীমান্তে পৌছতে পারেননি। আসলে সকল সফলতার মূল চাবি কাঠি আল্লাহ পাকের হাতে।

ইলমের আবশ্যকতা ও উপকারীতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। এখন বুঝা গেল, উপাসনার বিষয়টি পুরোপুরী নির্ভরশীল ইলমের উপর। বিশেষভাবে ইলমে তাওহীদ ও ইলমে সিরর এর উপর যে তা নির্ভরশীল তা এখন আর কারোর বুঝতে বাকী থাকার বিষয় নয়।

ইলম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, হে দাউদ! তুমি কি কল্যাণময় ইলম হাসিল কর। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রব্বুল আলামীন কোনটি কল্যাণময় ইলম? আল্লাহ পাক উত্তরে বল্লেন, আমার ক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়াই এবং সমস্ত কিছুর উপরে আমার আধিপাত্যের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা। তবেই আমার নৈকট্যতা লাভে সক্ষম হবে।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, শিশুকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে গমন করা আমি পছন্দ করিনা। আমি কোন অবস্থায় চাচ্ছিনা যে আমি বড় হব না এবং সারা জাহানের পালন কর্তার পরিচিতি প্রাপ্ত হব না। যেহেতু মানুষের মধ্যে সেই তো অগ্রগামী, যে আল্লাহ তা'আলাকে উত্তমরূপে জানল, তাঁকে অধিক ভয় করল, বেশী উপাসনা করার সুযোগ লাভ করলো। এবং এর ফলে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরী হল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইলম অর্জনের পথে সর্বাধিক কঠিন বিষয় হচ্ছে, মানুষকে খুলুসিয়াত বা নিঃসার্থপরতার প্রেরণায় উজ্জিবিত হওয়া। তবেই বিদ্যাটি শুধুমাত্র কিতাবগত বা ভাষাগত বিদ্যা না হয়ে সাফল্যময় ও কল্যাণময় বিদ্যানে রুপান্তরিত হবে। সাথে সাথে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ইলম হাসিলের পথে বাঁধা বিঘ্নের শেষ নেই। যদি কেউ এ জন্যে ইলম অর্জন করে, যেন সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে, রাজা বাদশাহের এবং বড় বড় মানুষের মাহফিলের শোভা বর্ধন করবে, লোকদের নিকট গৌরব করে চলবে এবং বিভিন্ন পার্থিব স্বার্থ আদায় করবে, তবে তার এ ধরণের ব্যবসা ভুন্ডুল হয়ে যাবে এবং সারা জিন্দেগী শুধু-সে লোকসানী হতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে যে, বিদ্যানগণের মাঝে সে গৌরব করে বেড়াবে অথবা অবনতশীল মুখ লোকদেরকে তার বিদ্যার দ্বারা আরও অবনত করবে। কিংবা মানুষের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, তবে তাকে আল্লাহ পাক দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) বলেছেন, আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর্যন্ত কঠিন মোজাহাদার সাধনায় লিপ্ত ছিলাম। তখণ আমি আমার মধ্যে ইলম সংক্রান্ত বিপদ অপেক্ষা অন্য কোন বিপদ দেখিনি।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে, তা হচ্ছে ইলমের মাঝে যখন এতই বিপদাপদ রয়েছে, এ সুযোগ গ্রহন করে শয়তান যেন কারোর অন্তরে কু-মন্ত্রনা না দিয়ে ফেলে যে, ইলমের মাঝে যখন এর বিপদ রয়েছে, তখন ইলম অর্জন করতে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ মস্তবড় গোমরাহী।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মেরাজের রাতে যখন আমি জাহান্নামের পার্শ দিয়ে যেতে ছিলাম তখন জাহান্নামের মধ্যে অধিকাংশ গরীব লোক দেখলাম। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর হাবীব ! এরা কি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গরীব ? তিনি জবাবে বললেন- না, ইলমের দিক দিয়ে গরীব।

অতএব পরিস্কার ভাবে বুঝা গেল যে, যে লোক ইলম অর্জন করেনি, তার উপাসনা ঠিক ভাবে আদায় হয় না।সুতরাং তা কোন কল্যাণময় কার্যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসেনা। যদি কোন আল্লাহর বান্দা ইলম বাদ দিয়ে আকাশের ফেরেশ্‌তামন্ডলীর ন্যায়ও ইবাদতে রত থাকে, তবুও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত তার কোনই পথ থাকবে না।

সুতরাং যে কোন প্রকারে হোক ইলম অর্জন করতে হবে। আর তা করতে যেয়ে অলসতা ও শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। নচেৎ গোমরাহীর বেড়াজালে গ্রেফতার হতে হবে। মহান আল্লাহ পাক এ হতে সকলকে মুক্ত রাখুন।

মোট কথা হচ্ছে, তোমরা যখনই আল্লাহ পাকের অভুতপূর্ব ক্রিয়া কলাপের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করবে, গবেষণা করবে, তোমরা তখন বুঝতে পারবে যে, তোমাদের একজন উপাস্য রয়েছেন। তিনিই সমস্ত কিছু করছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, চিরঞ্জীব, ইচ্ছাময়, সর্বস্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, এক কথায় তিনি সর্বগুণের অধিকারী, কেউই কোন দিক দিয়ে তাঁর তুলনীয় নয়। তিনি সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত, তিনি অসম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি ও শিক্ষা হতে পবিত্র। সর্ব প্রকার অসম্পুর্ণতা ও অস্থায়িত্ব তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত নয়। সৃষ্টির কোন বস্তুর সঙ্গেই তাঁর সত্তার কোন তুলনা হওয়া সম্ভব নয়। কোনও সৃজিত বস্তু দ্বারা তাঁর বিষয়ে কোন উপমা দেয়াও সম্ভপর নয়। তাঁর সত্তার অবস্থিতির জন্য কোন স্থানের দরকার নেই, তাঁর নিকট দিক নির্নয়ের সমস্যা বলতে কোন সমস্যাই নেই। এক কথায় সর্বকালে ও সর্বক্ষেত্রে তিনি সয়ং সর্বে সর্বা।

এ প্রকারে আপনি যখন মহানবী (সঃ)-এর অলৌকিক শক্তি সামর্থ, অকাট্য দলিল প্রমাণ সহকারে গবেষনা কার্যে রত হবেন এবং চিন্তা ভাবনা করবেন তাঁর নবুয়তের নিদর্শন সমুহ নিয়ে, তখন আপনার দৃঢ় আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে, তিনি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর রাসূল! তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওহী বর্ণনা করেছেন। আমাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসী মুসলমানগণ যে সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধান সমূহ প্রচার করেছেন ও আমল করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। পরকালে সারা জাহানের মালিকের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তা অতি সত্য। অতএব আল্লাহর সত্বা মৌজুদ আছে, যদিও তা কোন স্থান-কাল-পাত্র বা দিকের মুখাপেক্ষী নয়। যদিও তিনি কোন কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র কোরআন আল্লাহর অমর ও চিরস্থায়ী বানী। তা অস্থায়ী সৃষ্টির মত নয়। পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র কতকগুলো অক্ষর ও বাক্যসমষ্টি নয়। তা হলে তা নিশ্চয়ই সৃষ্টিরূপে পরিগনিত হত। আর আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র রাজত্ব আধিপত্যে কোনও প্রতারকের প্রতারণা এবং সমালোচকদের সমালোচনা বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা ঘুণ ধরাতে পারে না। সর্বত্র যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই ইচ্ছায় ঘটছে। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি বিশ্বাস অবিশ্বাস সর্বকিছু তাঁর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। সৃষ্টি জগতের কেউ বা কিছুই কোন ক্ষেত্রে তাঁকে বাধ্য করতে সক্ষম নয়। যাকে ইচ্ছা তিনি নিজ অনুগ্রহ প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু তাও পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক ব্যতীত নয়। ইসলামী শরীয়াতের বিধান দাতা আল্লাহ পাক পরকালে যা কিছু ঘটবে বলে জানায়েছেন। যথা ঃ পুনরুত্থান, কবর আযাব ও বিচারের দিন, মুনকার নকীরের সুয়াল জওয়াব আমলনামা, মীযান ও পুলসিরাত এগুলো সমস্তই সত্য। মোটকথা পূর্ববর্তী নেককার মুলমানগণ যা কিছু বিশ্বাস করেছিলেন ও কার্যকরী করে গেছেন, যা কিছু শক্তভাবে ধারণ করতে অনুপ্রেরণা জোগাবেন, বেদআত ও খাহেসাতে নফসানী আত্ম প্রকাশ করার পুর্বে যেগুলো সকলেই বিনা বাক্যে মান্য করে নিয়েছেন, সে সমস্ত হুবহু পালনের ও গ্রহণের জন্য আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমতা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর আসতেছে আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সমূহের যা কিছু পালন করতে হবে এবং যা কিছু বর্জন করতে হবে, সে সম্পূর্ণ আলোচনা করা। সে সমস্ত পূর্ণরূপে অবগত হয়ে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করে যেতে হবে। প্রকাশ্য আমল কবুল হওয়ার জন্য সেসব জরুরী। নামায, রোজা ও পাক পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে সে সকল কার্যে পরিণত করতে হবে। তবেই যে সকল ফরজ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ঠিকভাবে আমল করা সম্ভব হবে।

মহানবী (সঃ)-এর উম্মতগণের মধ্যে যারা সদাচারী ও নেককার ছিলেন, তারা বছরের পর বছর এ সকল অনুসরণ করেছেন। অতএব তোমরাও এ সকল ইলম অর্জন করে সে মত আমল করতঃ পরকালের সফলতা লাভের দুর্গ গড়ে তুলবে। আল্লাহ পাকের আলেম বান্দাগণই তাঁর বিধানাবলী অন্তর দৃষ্টির সাথে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে অন্ধ অনুসরণ ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অলসতা বাদ দিয়ে পরিপূর্ণভাবে আমল করতে সক্ষম হয়। তখনই তোমার লাভ হতে পারে বিপুল মর্যাদা, তোমার জ্ঞান বুদ্ধির অপরিসীম মূল্যায়ন, বিশেষভাবে তোমার উপাসনার সঠিক প্রতিফল। তখনই তুমি শুধু সফলতার ময়দান পার হলে এবং দরকারী সকল কিছু পরিহার করে নিজ লক্ষে পৌছার উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেয়া শক্তি সামর্থ লাভ করলে। অতঃপর আমি এখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাকেও তোমাদের সকলকে যেন ইলম অর্জনের তওফিক প্রদান করেন। তিনি সর্বোত্তম দাতা।

"ওয়ালা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।"

তওবার স্তর বা ঘাটি

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার উপাসনাকারীদের পক্ষে তওবার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়। তওবা দু প্রকারে জরুরী হয়ে থাকে। প্রথমত আল্লাহর উপাসনায় শক্তি সামর্থ সঞ্চার হওয়া। যেহেতু গুণাহের অপবিত্রতা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনার বেলায় বঞ্চনা ও ব্যর্থতার উদ্ভব ঘটায়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় লাঞ্চনা ও অমাননা। যার কারণে উপাসনার পথে বাঁধার প্রাচীর দন্ডায়মান হয়। সন্দেহহীনভাবে গুণাহ এমনি শিকলের ন্যায় যে শিকলে আটকা পড়ে মানুষ কোন প্রকারেই উপাসনার পথে একটুও আগাতে পারেনা। এছাড়া পাপাচারী মানুষ কখানো নেককার্যের দিকে চলতে পারে না, কারণ গুণাহের বোঝা মানুষকে নেকীর পথে গমন করা রুদ্ধ করে দেয়। সর্বদা গুণাহের কার্যাদি অন্তরকে কালো করে ফেলে যার কারণে তার আঁধার ও কঠিনতা বৈশিষ্ট হয়ে দাড়ায়। যাতে তার এখলাছ ও পবিত্রতা একেবারে দূর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উপাসনার আকর্ষণও অন্তরে বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থায় সে আল্লাহর রহমত হতেও বঞ্চিত হয়, তখন যদি বান্দা তওবা না করে তবে তার অন্তরের ঐ অবস্থাই তাকে কুফরীর দোর গোড়ায় পৌছায়ে দেয়। এভাবে যে কুফরী ও গজবের অন্ধকার গহবরে নিমজ্জিত, তার আল্লাহর উপাসনার তওফিক অর্জন করা অতি আশ্চার্য নয় কি? যে নিজেকে পাপের পঙ্কিলতায় নিজেকে পতিত করেছে সে কি প্রকারে আল্লাহর উপাসনায় মনোনিবেশ করবে। যে নিজে ঘৃন্য পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সে কি প্রকারে আল্লাহ পাকের নিকট দুহাত তুলে প্রার্থনা করবে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন ঃ

اِذَا كَذِبَ الْعَبْدُ تَنْحٰى عَنْهُ الْمَلَكَانِ مِنْ فَمٍ مَّا خَرَجَ مِنْ فِيْهِ *

উচ্চারণ ঃ ইযা কাযিবাল আবদু তানহা আনহুল মালাকানি মিন ফামিম্মা খারাজা মিন ফায়হি।

অর্থ ঃ বান্দা যখন মিথ্যাকথা বলে, তখন তার দেহরক্ষী ফেরেশ্‌তাদ্বয় তার মুখের দুর্গন্ধে দূরে সরে যায়।

একবার ভেবে দেখেন যে, ঐ মুখ কি আল্লাহ পাকের উপাসনার যোগ্যতা রাখে? গুণাহের কার্যে লিপ্ত মানুষ তো আল্লাহর তওফিকের ধারে কাছেও যেতে পারে না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার উপাসনায় তার মদদ হবে। অতঃপর যদিও আল্লাহ পাকের তওফিক অর্জন করা সম্ভব হয় তবুও তা পুরোপুরি কার্যকর হবে না। যেহেতু তার মধ্যে তো উপাসনার স্বাধ লাভের যোগ্যতাই বলবত নেই। গুণাহের কার্যে লিপ্ত হওয়া এবং তওবা না করার কারণে এতো সব দুর্ভাগ্য। যিনি একথা বলেছেন, তিনি যথার্থই বলেছেন যে, যখন প্রত্যক্ষ করবে যে, রাত্রের নামায ও দিবসের রোজা রাখার শক্তি সামর্থ পাচ্ছনা তখন বুঝতে হবে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়েছ। তোমার গুণাহ তোমাকে দুর্বলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এখন যা কিছু ঘটছে তা ঐ কারণেই ঘটছে।

তওবা জরুরী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, উপাসনা যেন কুবল হয়। যেহেতু যার নিকট ঋন গ্রস্থ থাকে তার নিকট ঋন আদায় না করে হাদিয়া সহকারে গেলে সে তা গ্রহন করে না। দোষ স্বীকার না করে কারোর নিকট অনুগ্রহ চাওয়া যেমন অন্যায়, তেমন নিজ প্রার্থনা করাও অন্যায়। তওবা করা হচ্ছে ফরজ কাজ এবং অতিরিক্ত উপাসনাসমুহ হচ্ছে নফল কাজ। ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ না করে কিভাবে নতুন উপাসনার কবুলিয়াতের আকাংখা করছেন। আল্লাহ পাক যখন আপনার প্রতি নাখোশ তখন কি প্রকারে তার নিকট প্রার্থনা করছেন, রহমত কামনা করছেন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তওবার অর্থ ও শর্ত

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, তওবাতুন নসুহার অর্থ কি? তার ব্যাখ্যা কি? বান্দার পক্ষে কোন প্রকারের তওবা ফরজ? কোন প্রকার তার দরকার। উত্তরে বলা যায় যে, এক ধরণের আত্মিক প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টা হচ্ছে তওবা।

বিশেষভাবে আলেম ওলামাদের দেয়া ব্যাখ্যানুযায়ী মানষিক যে কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষেরা গুণাহ হতে নাজাত প্রাপ্ত হয়, তাকেই তওবা বলা হয়। আমাদের হযরত শায়েখ (রহঃ) বলেন, অতীতের গুণাহের জন্য মাফ চেয়ে নিয়ে পুণরায় সে ধরণের গুণাহের কাজ করবে না বলে অন্তরকে পাকা-পাকি করে নেয়া। আল্লাহ তা'আলার দুরদৃষ্টি ও অসন্তুষ্টি রক্ষা পাওয়ার জন্যেই মহান আল্লাহর নিকট তওবা করা হয়।

তওবার শর্ত হচ্ছে চারটি ঃ

প্রথম শর্ত এই ঃ গুণাহ হতে ফিরে যেয়ে আবার তা না করার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে তৈরী থাকা। অতএব কেউ যদি কোন গুণাহ হতে বিরত থেকে এবং আগামীতে তা আর কখনো করবে কিনা তা স্থির করতে সক্ষম না হয়, তবে তার তওবা ছহি-শুদ্ধ হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত এই ঃ যে একবার গুণাহ করেছে তা হতে বিরত থাকার লক্ষে তওবা করা। যদি ইতিপূর্বে সে গুণাহ না করে থাকে, তবে তাকে তওবাকারী বলা যাবে না। বরঞ্চ সে মুত্তাকী পরহেজগারের মধ্যে ধর্তব্য হবে। আপনাদের অবগতির জন্য বলা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'মুত্তাকী আ'নিল কুফর' বলা জায়েয হবে। তাঁকে কুফরী হতে তওবা করেছেন একথা বলা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু তাঁর জিন্দেগীতে তাঁর মধ্যে কখনো কুফরীর চিহ্ন মাত্র দেখা যায়নি। তবে হ্যাঁ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলা যাবে, তিনি কুফরী হতে তওবা করেছেন, যেহেতু তাঁর জিন্দেগীতে কুফরী পরিলক্ষিত হয়েছিল।

তৃতীয় শর্ত এই ঃ পূর্বের কৃত যে গুণাহ পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে সে তওবা করেছে, সে গুণাহ এখন তার পক্ষে আর করার সম্ভাবনা না থাকলেও তার এ তওবা মকবুল হবে। তবে শর্ত হচ্ছে এ প্রকারের অন্য যে সকল গুণাহ আছে, তা হতেও তাকে তওবা করতে হবে। যেমন ৮০ বছর বয়সের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'কোন বৃদ্ধলোক যতি তার আগেকার গুণাহ যেনা কিংবা চুরি ডাকাতির জন্য তওবা করে, যদিও তার শারীরিক দিক দিয়ে সামর্থ নেই এ সকল গুণাহ করার, তবুও তার তওবা আল্লাহ পাক কবুল করবেন। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা, অশ্লীল বাক্যালাপ ইত্যাদি যে সব গুণাহ এখন ও তার পক্ষে বিনাক্লেশে করা সম্ভবপর, তা হতেও তাকে তওবা করতে হবে। নতুবা তার তওবা পূর্ণতা লাভ করবে না।

চতুর্থ শর্ত এই ঃ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় করে তওবা করতে হবে এবং তাঁর শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য, তাঁর অসন্তুষ্টি লাঘব করার জন্যে। কোন প্রকার পার্থিব দুর্বলতা কিংবা কোন স্বার্থপরতার জন্য নয়। লোকজনের ভয়ে ভীত হয়ে, সামাজিক চাপে পতিত হয়ে এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় পতিত হয়ে তওবা করলে সে তওবা হবে না বা মকবুল হবে না।

তওবার এ চারটি শর্ত পুরণ করে তওবা করলে সে তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে, নতুবা নয়।

তওবার পট-ভুমি

তওবার পটভুমি তিনটি ঃ প্রথম ঃ গুণাহের অসংখ্য দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা, যেন গুণাহের প্রতি যথেষ্ট ঘৃনার উদয় হয়। দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও গজবের সাংঘাতিক দিকগুলো বর্ণনা করা, যেন বান্দার অন্তরে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হয় এবং নিজ অনুশোচনা ও ব্যাপক দুর্বলতার দিক উল্লেখ করা। যেহেতু দুর্বল লোকেরা সামান্য সুর্যের কিরণ কিংবা পিপিলিকার ক্ষুদ্র দংশন সহ্য করতে অক্ষম, সেখানে তারা কি প্রকারে দোযখের লেলিহান অগ্নিশিখার উত্তাপ সহ্য করবে। উটের ন্যায় সাপ. খচ্চরের মত বিচ্ছুর দংশন এবং জাহান্নামের উপর্যপরি লেলিহান অগ্নিশিখার আক্রমন কিভাবে ঠেকাবে? আমরা আল্লাহর দরবারে সহস্র বার সে ভয়ে এ আযাব হতে নাজাত কামনা করছি। যখন এ সকল আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা স্থিতি লাভ করবে এবং দিন রাত্রি এ চিন্তায়ই থাকবে তখনই গুণাহ হতে দৃঢ় তওবা অর্জন হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (গুণাহের জন্যে) লজ্জিত হওয়া এবং অনুতাপ করাই তওবা। এ অবস্থায় তিনি আপনার ন্যায় তওবার উদ্দেশ্যে চারটি শর্তের কথাতো বলেননি?

এর উত্তর জানতে হলে আগে এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, 'লজ্জা' বান্দা হতে জন্মাতে পারে না। অনেক সময় পরিলক্ষিত হয় যে, মানবের অনেকগুলো মানসিক প্রক্রিয়া একত্রিত হয়ে লজ্জা ও অনুতাপের জন্ম হয়ে থাকে এবং নিজ হতেই আকাংখা জাগরিত হয় যে, এ গুণাহ তার থেকে বিদুরীত হোক। অথচ তওবা লোকের ইচ্ছা মাফিক। এটি হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আর অন্যটি হচ্ছে স্বেচ্ছা প্রনোদিত ভাবে। এখন সেটি আমাদের হাতে হবে, যা আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে। সাথে সাথে যদি স্বতঃস্ফুর্তভাবে লজ্জা ও অনুতাপ এসেই যায় তবে আমাদের কোন ক্ষতি-লোকসান নেই। সেজন্যে আমাদের পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না এবং অর্থের লোকসানও হবে না।

অতএব এটা কিছুতেই তওবা হতে পারে না। সাথে সাথে এ বিষয়টাও জ্ঞাত হওয়া গেল যে, হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এখানে ধরা হয়নি। আল্লাহ পাকের বিপুল শক্তি ও কঠোরতম শাস্তির ভয়ে শুধু তওবাতুন নাসূহা, ফলে নাদামাত বা অনুসোচনা পরিলক্ষিত হবে। যেহেতু তা তওবাকারীরই পোষাক। তওবার তিনটি পট ভুমি হতেও অনুসোচনা জন্ম হবে। গুণাহের কার্যাদি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে এ লজ্জা। অতঃপর তা সদাসর্বদা অন্তরের লজ্জায় পর্যবষিত হবে। বিনয় ও রোনাজারী লজ্জার প্রভাবে পরিলক্ষিত হবে।

এ সমস্তই যখন তওবার উপাদান ও গুণাগুণ স্থির হল, সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শেষ ফল প্রাপ্তিটুকুও তওবার সাথে যোগ করে দিয়েছেন। মোট কথা হচ্ছে, এ তওবা বা প্রতিজ্ঞার ওপর অবিচল থাকার তওফিক আল্লাহর হাতে।

অতঃপর প্রশ্নহতে পারে ইহা কি সম্ভব মানুষের দ্বারা কোন সময় সগীরা (ছোট) কিংবা কবীরা (বড়) গুণাহ দেখা দেবে না?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মনোনীত বান্দাহ আম্বিয়াদের কথা আলাদা। যেহেতু তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই গুণাহ তাদের থেকে ছাদের (প্রকাশ) হয়েছে কিনা এ বিষয়ে ওলামাদের মতে মতানৈক্য আছে। অতএব গুণাহের কার্য হতে সঠিকভাবে সাধারণ লোকের পক্ষে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? তবে হ্যাঁ, মহন আল্লাহ তা'আলা যদি কাওকে বিশেষত্ব প্রদান করেন, তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এমতাবস্থায় তওবার শর্ত হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে গুণাহের কাজ না করা। তবে যদি ভুল বশত গুণাহ হয়েই যায়, তবে তা আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্ষমা হয়ে যাবে। তা আবার আল্লাহ তা'আলার বান্দার জন্যে তওফিক এনায়েত করবেন, তার জন্যেই তা আছান হবে।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, আমি যদি খোলাখুলি বুঝতে সক্ষম হই যে, যে বিষয়ে আমি তওবা করার ইচ্ছা করেছি, তা হতে ফিরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তওবা করে কি উপকার হবে?

এ হচ্ছে ইবলীস শয়তানের খোলাখুলি ধোকা। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, তওবা করার পর আবার সে গুণাহের কার্য না করতেই আপনি তওবার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন না?

অতএব তওবা করার পর আবার গুণাহের কার্য দেখা দিতে পারে এ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তওবা করা বন্ধ করবে না। স্বরণ রাখবে, খাছ তওবার মাধ্যমে দুটো জিনিষ অর্জন হয়। একটি সর্বদা গুণাহ হতে রক্ষা পাওয়া, দ্বিতীয়টি পূর্বেকার গুণাহসমূহ মাফ হয়ে যাওয়া। আসলে তওবা কিছুনা কিছু কল্যাণ বয়ে আনবেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সব ব্যাপারে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তওফিক এনায়েত করুন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গুণাহ্ হতে বাঁচার উপায়

সাধারণত ঃ গুণাহ তিন প্রকার। প্রথমঃ আল্লাহ তা'আলার আদেশ কৃত ফরজ কার্যাদি তরক করা অর্থাৎ না করা। যথা ঃ নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কাফ্ফারা ইত্যাদি। যে কোন অবস্থায়-ই এগুলো আদায় (পালন) করতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ (হারাম) কার্যাদি করা। যথা ঃ মদ পান করা, সুদ-ঘুষ খাওয়া প্রভৃতি। এ প্রকার গুণাহ হতে মুক্তি লাভের পথ হচ্ছে অনুশোচনার সাথে কৃত গুণাহের কার্য হতে খাছ তওবা করা। আর আগামীতে এ প্রকার গুণাহের কার্য করবে না বলে ওয়াদাবদ্ধ হওয়া।

তৃতীয়তঃ সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির অর্থাৎ বান্দার সাথে বান্দার অধিকার ও সম্পর্ক বিষয়ক গুণাহসমূহ। এ গুণাহ অত্যন্ত মারাত্মক। এ ধরণের গুণাহ আবার কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা ঃ ধন সম্পদ বিষয়ক। আবার মান-ইজ্জৎ, সম্মান, হুরমত ও ধর্মীয় বিষয় ইত্যাদি।

ধন-সম্পদ সম্পর্কিত গুণাহ হতে নাজাতের পন্থা হচ্ছে ঃ যার ধন-সম্পদ বা অর্থ অপহরণ বা আত্মসাত করা হয়েছে, তাকে তার অর্থ-সম্পদ ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ না থাকার কারণে ফেরৎ দিতে অসমর্থ হলে, সম্পদের মালিকের নিকট হতে মাফ চেয়ে দাবি ছাড়ায়ে নিতে হবে। আর যদি সম্পদের মালিক মৃত্যুবরণ করে থাকে কিংবা যথা স্থানে অবস্থান না করে কিংবা তার কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে উক্ত অর্থ বা সম্পদের সমপরিমান গরীব মিছকীনদের মধ্যে ছদকা স্বরূপ দান করে দেবে। অর্থ সংকট বা অভাবের জন্য তাতে অসমর্থ হলে বেশী বেশী নেক কার্যাদি করবে। অনুনয় বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী কান্নাকাটি করবে। হয়ত রোজ কেয়ামতে ক্ষতিগ্রস্ত লোককে আল্লাহ তা'আলা রাজী করায়ে তার থেকে তাকে দেনা মুক্ত করে দেবেন।

যদি কেউ কারোর মান ইজ্জতের হানি করে থাকে, যেমন ঃ কারোর মিথ্যা বদনাম গেয়ে গীবত করে থাকে কিংবা কুৎসা রটনা করে তাকে গাল মন্দ দিয়ে তার মান ইজ্জৎ নষ্ট করে থাকে, তবে তার কর্তব্য হচ্ছে, যার বা যাদের সামনে এ প্রকার করা হয়েছে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে দোষ স্বীকার করে নেয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে মাফ চেয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেয়া। কিন্তু এ প্রকার করতে যাওয়ায় কোন দুর্ঘটনা বা সংকট সৃষ্টির ভয় থাকলে তবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনয়ের সাথে বেশী বেশী কান্নাকাটি করবে, যাতে তিনি দায়বদ্ধ লোকটিকে বুঝায়ে তাকে দায়মুক্ত করে দেন।

যদি কেউ কারোর ইজ্জত, আবরু কিংবা মান-সম্মানের হানি করে থাকে যেমন কারোর স্ত্রী, মেয়ে বা বোনের শ্লীলতা হানি ঘটায়ে থাকে, তবে এ গুণাহ মাপের জন্য কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সম্মুখে অবস্থা বর্ণনা করে মাফ চেয়ে নেয়া। তবে যদি এ ব্যাপারে দুর্যোগ দুর্ঘটনার ভয় থাকে, তবে এ অবস্থায় অনুনয় বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী কান্নাকাটি করতে হবে এ আকাংখায় যেন আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে ঐ সকল লোকদেরকে তার প্রতি রাজী খুশী করায়ে দেন।

ধর্মীয় ব্যাপারে যদি কেউ কারো ক্ষতি-লোকসান করে থাকে যথা ঃ কেউ কাউকে অযথা কাফের, মোশরেক, বেদয়াতী কিংবা গোমরাহ বলে থাকে, তবে তা সাংঘাতিক বিষয়। যার সম্মুখে সে এসব কথা বলেছে তার সম্মুখে হাজির হয়ে নিজের ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে। আর সম্ভব হলে যাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছে তার নিকট থেকে মাফ চাইতে হবে। এ যদি সম্ভবপর না হয় তবে বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বদা রোনাজারী করতে থাকবে। হয়তো বা শেষ বিচারের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে রাজী খুশী করায়ে দেবেন।

মোটা কথা হচ্ছে ঃ যেখানে যতদুর সম্ভব প্রতিপক্ষ বান্দাকে বুঝায়ে সুজায়ে, বলে-কয়ে মাফ চাওয়া সম্ভব পর তার কাছে তাই করবে। যেখানে ইহা করা সম্ভবপর হবে না, সেখানে অনুনয়-বিনয়সহকারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে রোনাজারী করতে থাকবে এবং সম্ভবমত গরীব মিছকীনদেরকে দান খয়রাত দিতে থাকবে। যাতে আল্লাহ তা'আলা রাজী খুশী হয়ে কেয়ামতের দিবসে সে বান্দাকে মাফ করে দেয়ার জন্য রাজী করায়ে দেবেন।

সদা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ ও অসীম দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দার মনের সত্য ব্যাপারে অবগত হয়ে যান, তখন তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সংশ্লিষ্টদ্বয়কে একে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপরের ওপর রাজী খুশী করায়ে দেন। বান্দাগণের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে উক্ত বিষয়বস্তুগুলো অতি মূল্যবান উপদেশ। সুতরাং এগুলো যথাযথভাবে পালনীয়।

জরুরী কথা হচ্ছে এই যে, যখন আপনারা আমার এ আলোচনা অনুযায়ী কার্যাদি করবেন, আগামী দিনের জন্য এ সব পাপ-পঙ্কিলতা হতে অন্তরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় শপথ করে নেবেন, সকল গুনাহ হতে পূর্ণরূপে নিজেকে মুক্ত করে ফেলবেন, তখনই অন্তরকে সুরক্ষা করার আশা করতে পারেন। কিন্তু যে সব দেনা পাওনা পরিশোধ করতে সক্ষম হন নি কিংবা হকদারকে রাজী খুশী করাতে পারেন নি, এ সবের জন্যে আমি যে সৎকার্যাদি করার জন্যে আলোচনা করেছি, তা সদা সর্বদা আমল করতে থাকবেন। সমস্ত গুণাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করতে ইচ্ছা করলে মাফ করবেন। কিন্তু বান্দার হক অর্থাৎ পাওনাদারের পাওনা, ক্ষতিগ্রস্তের পাওনা বা ক্ষতিপুরণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তাদের দ্বারা ক্ষমা করে না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না । এ ব্যাপারে আরো দীর্ঘ আলোচনা করা আবশ্যক কিন্তু তা এখানে সম্ভব পর নয়। এখানে আমি অতি জরুরী কথাগুলো বর্ণনা করলাম। তবে আমার লিখিত কেতাব এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দৃঢ় বিশ্বাস বা এক্বীনের সাথে এ কথাটি জেনে রাখা উত্তম যে, তওবার এ স্তরটি অতি কঠিন ও বিপদ সংকুল। এতে মারাত্বক ধরণের বিপদ বা ঝুঁকি রয়েছে। আমার অভিজ্ঞ আলেমে হাককানী আবেদে রব্বানী ওস্তাদ হযরত আবু ইসহাক আল আসকার আইনী (রহঃ) বলেছেন ঃ

আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে একাধারে ত্রিশ বছর পর্যন্ত তওবায়ে নসুহা এর তওফীক লাভের সাধনায় রত ছিলাম। তার পরেও যখন তা কবুল হতে ছিলনা, তখন আমি অবাক বিস্ময়ে ভাবতে ছিলাম যে, "সুবহানাল্লাহ"। যখন একাধারে ত্রিশ বছর যাবত একটা বস্তু প্রার্থনা করে সফলতা পাচ্ছি না, এমনি সময় আমি স্বপ্নের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলাম, কোন এক ব্যক্তি বলছেন, তুমি এতটুকুই আশ্চার্য হয়ে গেলে? তুমি কি অবগত নও যে, দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত আল্লাহ তা'আলার দরবারে তুমি কোন্ জিনিষটি প্রার্থনা করছো ? তুমি তো প্রার্থনা করছো, আল্লাহ তা'আলা তোমার সঙ্গে ভালবাসা স্থাপন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুত তাওয়্যাবীনা ওয়া ইয়ুহিব্বুল মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তওবাকারী এবং পবিত্র জীবন যাপন কারীকে ভালবাসেন। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার চিন্তার কিছুই নেই, এ অমুল্য জিনিষ লাভের বিলম্বে তোমার অবাক হবার কিছু নেই।

হে বে-সবর মুসলমানগণ! এ প্রকার সাধক ওলামায়ে কেরামগণের সাধনার দিকে দৃষ্টিপাত করে খেয়াল করুন। তারা নিজেদেরকে নিষ্পাপ ও পাক পবিত্র করার উদ্দেশ্যে কতইনা কঠিন সাধনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তওবা করতে দেরী করা গুরুতর ক্ষতির কারণ, যে ক্ষতি কল্পনার বাইরে। ধ্বংসের মধ্য দিয়েই পাপের কাজ শুরু হয় এবং এর পরিণাম হচ্ছে কুফরী। ইবলিস ও বলআম বিন বাউয়ার ঘটনা ভুলে গেলে চলবে না। তাদের দু'জনের কর্মের সুচনা ছিল এক, একটি পাপের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা আস্তে ধীরে কুফরীতে গিয়ে পৌছানো এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে ধ্বংস প্রাপ্তদের দলে শামিল হলো। এ কারণেই তোমাদেরকে সর্বদা সাবধাণতার সাথে গুনাহ মাফীর জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাহলে পুণর্বার পাপ করার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। পাপের মাধ্যমে তোমার ভেতরে যে কঠিনতার জন্ম হয়েছিল তা দুর হয়ে যাবে। তুমি সব সময় স্বীয় অবস্থার প্রতি সজাগ থাকবে। সাবধান থাকতে হবে যাতে অন্তর কালিমাযুক্ত না হয়। কোন কোন আবেদ লোক এ প্রকার মন্তব্য করেন যে, পাপের দ্বারা রুহ মসিলিপ্ত হয়ে যায়। এর লক্ষণ হচ্ছে, পাপ কাজ করতে অন্তরে কোন প্রকার দ্বিধা-সঙ্কোচ জন্ম হবে না। আল্লাহর এবাদত করতে সে আগ্রহান্বিত হবে না এবং কোন উপদেশই তার দেলে প্রভাব ফেলবে না। হে ভাইগণ ! কোন গুণাহকেই ক্ষুদ্র ধারণা করো না। হয়তো তুমি নিজেকে গুণাহ মুক্ত ধারণা করছো, আসলে তুমি কবীরাহ গুণাহে লিপ্ত রয়েছো।

হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হামান (রহঃ) বলেছেন, আমি একটি পাপ করেছিলাম। তার জন্য আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে চল্লিশ বছর কান্নাকাটি করলাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেটা কি প্রকার পাপ ছিলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি উত্তরে বললেন, আমি বাজার হতে তার জন্যে মাছ খরিদ করে আনলাম। সে মাছ আমরা উভয়েই ভক্ষন করলাম। তারপর আমার এক প্রতিবেশীর দেয়াল হতে একটু মাটি নিয়ে আমার হাত ধুয়ে ফেল্লাম। (সুবহানাল্লাহ)

অতএব সকলে নিজ নিজ আত্মার সাথে বুঝা-পড়া ও হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলুন। দ্রুত তওবার দিকে ঝুকে পড়ুন। যেহেতু কেউই মরণের সংবাদ অবগত নয়। নশ্বর পৃথিবী শুধু ধোকাবাজিতে ভরপুর। নফস ও শয়তান উভয়েই দুশমন। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে দিবা রাত্রি রোনাজারী করতে থাকুন।

আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের ঘটনাটি সদা-সর্বদা স্মরণ রাখুন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতি হাতে সৃজন করে বিশেষ আত্মা তাঁর অন্তরে ফূঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশ্‌তামন্ডলীর কাঁধে সওয়ার করায়ে জান্নাতের ভেতরে পৌঁছায়েছেন। জান্নাতে বসে ইবলিসের কু-মন্ত্রনায় একটি মাত্র ভুল করেছিলেন। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কতখানি সাংঘাতিক অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করলেন, হে আদম! তোমার প্রতিবেশী কে? উত্তরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লাই আমার সর্বোত্তম প্রতিবেশী। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করলেন, হে আদম ! তুমি আমার স্বর্গরাজ্য হতে ভূতলে চলে যাও। আর আমার দেয়া কারামতি তাজ মস্তক হতে খুলে ফেল। যেহেতু কোন নাফরমান ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য নয়।

আরও বর্ণিত আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর একটি মাত্র ভুলের জন্যে দীর্ঘ দুশ বছর যাবত রোনাজারী করেছেন। অতঃপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার তওবা গ্রহন করেছেন।

এ তো দুনিয়ার প্রথম নবী আদি পিতা আল্লাহ তা'আলার খাছ বন্ধু হযরত আদম আলাইহিস সালামের একটি ভুলের তওবার অবস্থা মাত্র। তবে যাদের আল্লাহর সাথে কোন প্রকার সম্পর্কই নেই, তারপর আবার পাপের বোঝা অসংখ্য, তাদের দুঃখময় অবস্থায় যে কিরূপ হবে তা একবার ভেবে দেখুন।

এ তো হচ্ছে যারা গুণাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবার জন্য ব্যাতিব্যস্ত হয় তাদের ব্যাপার। যারা গুণাহের কোন তোয়াক্কাই করে না, লা পরোয়া,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

গুণাহের পরিণতির বিষয় চিন্তাও করে না, তাদের পরিণামটা যে কত ভয়াবহ হবে তা চিন্তার বাইরে।

জনৈক সাধক ঠিকই বলেছেন, যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা তওবা করতে থাকেন, সে ব্যক্তি ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েন, না জানি পরিণামে কি ঘটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তওবার ধারে কাছেও যায় না তার পরিণাম কি হবে?

অতএব তওবা করে যদি ঠিক থাকতে পারা না যায়, তবুও তওবা করতে থাকতে হবে। যদি বান্দা আবারও গুণাহ করে ফেলে তবে সাথে সাথে আবার তওবা করতে হবে এবং অন্তরে এ বাসনা করতে হবে, এ তওবার ওপরেই যেন আমার মরণ হয়। যদি বারংবার তওবা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে বারংবার নতুন ভাবে তওবা করতে হবে, প্রতিবারই পূর্বের চেয়ে কিছুটা ভাল হয়ে চলতে চেষ্টা করতে হবে.।

ইবলিস শয়তান যেন তোমার অন্তরে হতাশা সৃষ্টি করে তওবা হতে ফিরায়ে রাখতে না পারে। যেহেতু তওবা প্রতিফল ব্যতীতই মঙ্গলময়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ *

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে যারা বেশী গুণাহ করে বেশী তওবা করছে।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে যেঁ, লজ্জিত হয়ে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করছে, সে লোকের মনে সর্বদা আল্লাহর কথা জাগরিত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْيَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁয়্যা'মাল সূআন আও ইয়াযলিমা নাফসাহু ছুম্মা ইয়াস্তাগ ফিরুল্লাহা ইয়াজিদিল্লাহা গাফূরার রা-হীমা।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজ করে বা নিজ আত্মার ক্ষতি সাধন করে ফেলে, তার পরক্ষণেই সে আবার আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে তখন আল্লাহ তা'আলাকে পরম ক্ষমাসীল ও শ্রেষ্ঠ দয়ালূ রূপে পেয়ে যায়।

অতএব এ সকল বর্ণনা এবং আল্লাহর দেয়া তওফিকের কারণে এর উল্টা দিকগুলোও মন-মগজে রাখতে হবে।

তওবা করার নিয়ম

যখন তওবা করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে অন্তরকে একেবারে পাক-ছাফ করে ফেলবে। তারপর আর কখনো গুণাহের কার্যে লিপ্ত হবে না অন্তরে এ ধারণা পোষণ করবে। যাতে তোমার এ ধারণার কোন প্রকার সত্যতা ও খুলূছিয়াতের অভাব না ঘটে। তবে হ্যাঁ, যদি গুণাহের কাজ ঘটেই যায়, তবে হতাশ না হয়ে বার বার তওবা করতে থাকবে যতক্ষণ গুণাহের মনোভাব দূর না হয়।

গুণাহ যদি কারোর হক নষ্ট কারী অর্থাৎ ধন সম্পদ জাতীয় বিষয়ে কিংবা ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত হয়, তবে যার হক নষ্ট করা হয়েছে তাকে তা পরিশোধ করে ক্ষমা চেয়ে নিবে। তা সম্ভব না হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা তার ওয়ারিশকে রাজী খুশী করায়ে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেবে।

নামায, রোজা, যাকাত, ইত্যাদি যা কাজা হয়েছে, তার কাজা আদায় করে দিতে হবে। আর যেগুলো আদায় করা সম্ভব হবে না তার জন্য আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় সহকারে রোনাজারী করবে। আসল কথা হচ্ছে, যেগুলো যে প্রকারে সম্ভব সেগুলো আল্লাহর নিকট হতে মাফ করায়ে নিয়ে নিম্নোক্তভাবে তওবার জন্য তৈরী হতে হবে। সর্ব প্রথমে অজু গোসল করে, পাক সাফ পোশাক পরে এক নির্জন স্থানে চার রাকয়াত নফল নামায আদায় করবে। তবে নামাযের স্থানে যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর দৃষ্টি না পড়ে। অতঃপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাটিতে মস্তক রেখে তাতে ধুলোবালি মাখবে। শরীরের সর্বাধিক প্রিয় স্থান চেহারায় ধুলোবালি লাগাবে। চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকবে। অন্তর লজ্জা, অনুতাপ ও দুঃখের ভারে অস্থির থাকবে। কণ্ঠস্বর বিষাদময় ও কম্পিত হয়ে পড়বে। তখন একে একে পূর্বেকৃত পাপগুলো স্মরণ করে করে প্রত্যেকটি পাপের জন্য নিজের মনকে ধিক্কার দিতে থাকবে।

অতঃপর নিজ আত্মাকে লক্ষ করে বলবে হে, আমার হৃদয় ! তোমার এখনো কি অনুতাপ করার সময় হয় নি? তুমি কি আল্লাহর দরবারে এখনো তওবা করবে না? আল্লাহ তা'আলার কঠোর শাস্তির মোকাবেলা করার শক্তি সামর্থ তোমার আছে কি? এখনো কি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করা দরকার মনে কর না? এরূপে অনুনয় বিনয় সহকারে অনেক বিলাপ ও রোনাজারী করতেই থাকবে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলার নিকট হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বলতে থাকবে। হে পরোয়ারদেগার! তোমার পলাতক দাস আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছে। পাপী ও দোষী ভৃত্য তোমার দরবারে এসে পুণরায় ক্ষমা চাইতেছে। তোমার পাপী বান্দা তোমার কাছে এ অজুহাত নিয়ে তোমার নিকট আরজু পেশ করতে সাহসী হয়ে এসেছে যে, হে প্রভূ! তুমি অনন্ত অসীম দয়াময়। তোমার সে দয়াসমুহের বিন্দুমাত্র দান করে আমাকে মাফ করো। এ পাপীকে তোমার দয়ার ছায়ায় আশ্রয় প্রদান কর। তুমি এ নাদান বান্দার প্রতি একবার মাত্র দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন! তুমি আমার পূর্বেকার সকল দোষ-ত্রুটি মাফ করে দিয়ে আমার বাকী জিন্দেগীকে পাক-পবিত্র ও নিস্পাপ কর। হে দয়াময়! যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলের কুঞ্জী তোমারই হস্তে। তুমিই তো শুধু অনুগ্রহ ও দান-দক্ষিণার কর্তা।

অতঃপর অন্তরের অন্তস্থল হতে আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়াটি করবে। হে সকল সমস্যা ও সংকট মোচনকারী মহান ত্রাণকর্তা! হে দুঃখী অসহায় বান্দাদের আশ্রয়দানকারী! হে সর্বশক্তিশালী আল্লাহ! যার শুধু কুন (হয়ে যাও) বাক্য দ্বারা বড় বড় সৃষ্টিগুলো অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি গুণাহের গভীর সমূদ্রে নিমজ্জিত। তুমিই শুধু আমাকে রক্ষা করতে পার। এ ভীষণ দুঃসময়ে আমি তোমারই আশ্রয় প্রার্থী। হে সুমহান কর্তা ! তুমি আমার তওবাকে কবুল কর। তুমিই একমাত্র তওবা কবুলকারী। আর তুমিই শুধু অনুগ্রহশীল ও অনুগ্রহকারী।

অতঃপর আরও অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করে এভাবে দরখাস্ত পেশ করবে। হে সর্বজ্ঞাতা মহান আল্লাহ! তুমিই তো এমন কার্য বিধায়ক যে, শত সহস্র কার্যও তোমাকে অন্য এক কার্য হতে বিরত রাখে না। তুমি কোন হালতেই কোন কার্য হতে বেখবর নও। লাখো কোটি বাক্যও তোমাকে কোন লোকের বাক্য শ্রবণ করতে বাঁধা প্রদান করে না। তুমি অসংখ্য প্রার্থণাকারীর মধ্যেও একের প্রার্থনা অন্যের প্রার্থনার মধ্যে মিশ্রিত কর না। বার বার প্রার্থনাকারীর প্রতি তুমি বিরক্ত হও না। হে মহান প্রভূ! তোমার অসংখ্য গুণাবলীর ওপর ভরসা করেই এহেন প্রার্থনা পেশ করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং তোমার দয়া লাভে ধন্য কর। হে সুমহান সর্বশ্রেষ্ট দয়ায়ম। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব শক্তিমান তুমি যা খুশি তাই করতে সক্ষম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ প্রকারে প্রার্থনার পর নবীয়ে দুজাহান রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর আহাল পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি দরুদ প্রেরণ করে সকল মৃত মু'মিন মু'মিনাত ও মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি ছওয়াব রেছানী করবে। অতঃপর মা'বুদে ইলাহীর উপাসনায় মনকে তৈরী করবে।

আলোচিত বিষয় সমূহ সঠিকভাবে আদায়ের পর এখন আপনার তওবাতুন্নাসুহা পূর্ণ হল। সাথে সাথে আল্লাহর বান্দা এরূপ বেগুণাহ হয়ে যাবে যেন সে মায়ের গর্ভ হতে এই মাত্র জন্ম গ্রহন করলো। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তখন বান্দাকে নিজ বন্ধুত্বের আসনে সমাসীন করবেন। অফুরন্ত নেকী তার আমলনামায় যুক্ত করবেন। তার প্রতি তিনি রহমত ও বরকতের এরূপ বারি বর্ষন করবেন যা বর্ণনার অতীত। এবার বান্দার পুরাপুরি নিরাপত্তা ও মুক্তি লাভের সৌভাগ্য নছীব হবে। বান্দা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি ও গজব থেকে মুক্তি লাভ করবে। ইহকাল ও পরকালের সকল পরীক্ষা হতে নাজাত লাভ করবে। এ প্রকারে আল্লাহর দেওয়া তওফিকের মাধ্যমে বান্দা তার এ কঠিনতর স্তরটি পার হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁর নিজ দয়ায় তাকে পথ প্রদর্শন করেন।

বিপদের ঘাটি বা স্তর

যারা আল্লাহর উপাসনায় আগ্রহী তারা অবগত হোন, উপাসনার পথে চারটি মারাত্বক প্রতিবন্ধকতা আছে। যার সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলে এসেছি। তবে ওগুলোকে ভয় পেলে কিংবা পথে থমকে গেলে চলবে না। তাতে আপনার এ পথে অগ্রযাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অতএব প্রতিবন্ধকতাগুলো পথ হতে দূর করে ফেলা জরুরী ।

এ প্রতিবন্ধকতার প্রথমটি হচ্ছে 'পার্থিব আকর্ষণ'। একে বিদুরীত করার উপায় হচ্ছে পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ওসবের মহব্বত অন্তর থেকে দূর করে ফেলা। দুটো কারণে এ কার্যটি করা প্রয়োজন। পহেলা কারণ হচ্ছে, আল্লাহর উপাসনা অধিক পরিমাণে করা যাবে। যেহেতু পার্থিব আকর্ষণ বান্দাকে আল্লাহর উপাসনা হতে অন্য দিকে ব্যস্ত রাখে। প্রকাশ্যে দুনিয়া পাওয়ার প্রচেষ্টা আর অন্তরে দুনিয়া লাভের লালসার ধোকা, এ দুটোই উপাসনার পথে বিরাট বাঁধা। যেহেতু বান্দার অন্তর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তো শুধু একটি তাই অন্তর যখন এক কাজে ব্যাস্ত তখন তার উল্টোটার স্থান তথায় কি করে হবে? বিশেষভাবে ইহকাল ও পরকাল এ দুটোর পরস্পরে সতীনের সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের একটিকে খুশি করতে গেলে দ্বিতীয়টি বেজার হবে। পূর্ব ও পশ্চিম দিক দুটির সাথেও এর তুলনা করা যায়। একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে পথ চলা যাবে না। পূর্ব দিকে মুখ করে চলতে গেলে পশ্চিম দিক পশ্চাতে পড়ে থাকবে। সুতরাং উপাসনা এবং পার্থিব কার্য এ দুটোর একটির দিকে আকৃষ্ট হলে অন্যটি বাদ পড়ে যাবে তা সুনিশ্চিত।

এখন কথা হচ্ছে অন্তরে যাই আসুক, বাহ্যিক ভাবে উপাসনায় লিপ্ত হলেই হল। এ অবস্থায় হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি, তিনি বলেছেন, আমি উপাসনা ও ব্যবসা দুটোই এক সাথে চালাতে চেয়ে ছিলাম। কিন্তু এ দুটোকে আর একত্রিত করতে সক্ষম হলাম না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে উপাসনা রেখে ব্যবসা (পার্থিব কাজ) বাদ দিলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, যদি কেউ উপাসনা ও দুনিয়া এক সাথে চালাতে সক্ষম হতো, তবে তা আমিও পারতাম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি ও বিনয় উভয়ই দান করেছেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এ দুটো বস্তু এক সাথে একই সময় অর্জন সম্ভব নয়। যদি এ প্রকারই হয় তবে ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে পরিত্যাগ করে যেটা স্থায়ী বস্তু মুল্যবান ও অক্ষয় তা অবলম্বন বা গ্রহণ করা উচিৎ। এখন থাকলো, দুনিয়ার জন্য বাতেনী ব্যস্ততা মানসিক আকর্ষণ এবং যে পরকাল তথা আল্লাহর উপাসনার অন্তরায় সৃজন করে তার বাস্তব প্রমান উপস্থাপন করা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

যে ব্যক্তি পরকালের দিকে আকৃষ্ট হবে সে ব্যক্তি ইহকালে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যে লোক ইহকালের মহব্বতে জড়িয়ে যাবে সে পরকালে ক্ষতির সম্মুখিন হবে। অতএব তোমরা স্থায়ী বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর চেয়ে বেশী পছন্দ কর।

উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, যখন বাহির দিক থেকে ইহকাল লাভের চেষ্টায় রত থাকবে এবং অন্তরেও তারই আকাংখা করবে, তখন বান্দার জন্য সঠিক ভাবে আল্লাহর উপাসনা লাভের সুনছীব হবে না। অবশ্য বান্দা যখন বাহ্যিক ভাবে ইহকাল প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় বিরত রইবে এবং অন্তর্কেও

তার আকর্ষণ হতে মুক্ত রাখতে পারবে, তখনই সে পূর্ণরূপে আল্লাহর উপাসনায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে। আর এহেন অবস্থায় বান্দার জাহেরী-বাতেনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তাকে সহযোগীতা করবে।

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বলেছেন, যখন বান্দা দুনিয়াবী বস্তু সমূহ হতে মোহ পরিত্যাগ করে থাকে, তখন তার অন্তর নুরে উজ্জ্বল হয় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুহ সাথে সাথে উপাসনার জন্য তৈরী হয়ে যায়। অতএব অস্থায়ী জিনিষের ওপর স্থায়ী জিনিষকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ বান্দার আমলের গুরুত্ব বেড়ে যাবে এবং তার মানও বর্দ্ধিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

"দুনিয়ায় অনাসক্ত আলেমের দু'রাকয়াত নামায দুনিয়াদার উপাসনাকারীর কেয়ামত পর্যন্ত উপাসনা হতে বেশী উত্তম।"

অতএব উপাসনার লক্ষে পার্থিব মোহযুক্ত বান্দার যখন গুরুত্ব এর বেশী তখন তার জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে সংসার ত্যাগ করে আল্লাহর উপাসনায় পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা।

দুনিয়ায় অনাসক্তির তাৎপর্য

দুনিয়া সম্পর্কে অনাসক্তি বলতে কি বুঝা যায় আর তার স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তর সম্মুখে আলোচনা করছি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের মতে অনাশক্তি দু রকম। এক রকম হচ্ছে, বান্দার সাধ্যের মধ্যে এবং দ্বিতীয় রকম হচ্ছে, বান্দার সাধ্যের বাইরে। অর্থাৎ প্রথম রকম অনাশক্তি দেখাবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা বান্দার ইচ্ছামাফিক। ইচ্ছার মাধ্যমে সে তা কার্যে পরিণত করতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় রকম অনাশক্তি বান্দার ইচ্ছামাফিক নয়, অর্থাৎ তার ক্ষমতার বাইরে। ইচ্ছা করলেও তা কার্যে পরিণত করতে পারে না। বান্দার সাধ্যের অনাশক্তি আবার তিন রকমের হতে পারে।

প্রথমতঃ যা কাছে নেই তা পাওয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করা।

দ্বিতীয়তঃ যা কাছে আছে তা পরিত্যাগ করা।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয়তঃ যা আছে কিংবা নেই সমস্ত কিছুর ওপর আশা ও অধিকার পূর্ণরূপে বর্জন করা।

যার মধ্যে এ তিনটি অবস্থা অর্জিত হয়, সে বান্দাই আনাসক্ত। এরপর সাধ্যের বাইরের অনাশক্তির ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। এ অনাশক্তি এমন একটা হালত যে, যেই বান্দার মধ্যে ইহা পাওয়া যায়, তাকে সর্বদা পরিতৃপ্ত মানুষ রূপে ধারণা করা হয়। মনে রাখতে হবে, সাধ্যের বাইরের অনাশক্তি বান্দার সাধ্যের ভেতরকার অনাশক্তির ভেতর দিয়েই সৃজিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমটির সূচনা স্বরূপ। কিংবা একে প্রথমটির কারণ বলেও ধরা যেতে পারে। যেহেতু বান্দা যখন এ হালতটি অর্জন করতে পারে, অর্থাৎ যা তার নিকট নেই তা পাওয়ার চেষ্টা বাদ দেয়, যা তার নিকট আছে তা বন্টন করে দেয় এবং মন হতে এ সমস্তের আশা ও অধিকার সমস্ত কিছু আখেরাতে পাওয়ার আকাংখার এবং দুনিয়াবী বিপদের কথা মনে করে বাদ দিতে পারে, তখন তার দুনিয়া ও তার ভেতরকার সব কিছুর প্রতি একটা ঘৃণার অবস্থা নিজ থেকেই তৈরী হয়ে যায়। এ হালতটিকেই দুনিয়ার প্রতি প্রকৃত অনাশক্তি ধরা যায়।

বর্ণিত সাধ্যের ভেতরকার অনাশক্তির তৃতীয় হালতটি অর্জন করা অতি কষ্ট সাধ্য। যেহেতু সর্ব প্রকার আকর্ষণ বাদ দেয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্যত! পর্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং দুনিয়ার ওপর ঔদাসীন্যও জাহির পাচ্ছে বটে, কিন্তু দেলের মধ্যে তার ওপর আকর্ষণ ও আশা ঠিকই মৌজুদ আছে। আসল নিরাশক্তির এমতেহান এখানেই। এ এমতেহানে আশা করার ওপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا *

উচ্চারণ ঃ তিলকাদ্দারুল আখিরাতু নাজআ'লুহা লিল্লাযীনা লা-ইয়ুরীদূনা উলুওয়্যান ফিল আরদ্বি ওয়া লা-ফাসাদা- ।

অর্থ ঃ এ আখেরাতের গৃহ আমি নির্মান করেছি তাঁদেরই জন্য যারা অহংকার ও ফেৎনা ফাসাদ করতে ইচ্ছা করেনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, বর্ণিত আয়াতে কাজ হতে বিরত থাকার বিষয় বুঝাতে ইচ্ছা বাদ দেয়ার ব্যাপার বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ *

উচ্চারণ ঃ মান কা-না ইয়ুরীদু হারছাল আখিরাতি নাযিদ্ লাহূ ফী হারছিহী ওয়া মান কা-না ইয়ুরীদু হারছাদ্দুনইয়া নু'তিহী মিনহা ওয়ামা লাহূ ফিল আ-খিরাতি মিন নাছীব।

অর্থ ঃ যে লোক আখেরাতের চাষাবাদ আকাংখা করে, তাকে সেখানের ক্ষেত্র বাড়িয়ে দেই, এবং যে লোক দুনিয়ার চাষাবাদ কামনা করে, আমি তাকে এখানেই ব্যবস্থা করে দেই। আখেরাতে তার অংশই থাকবেনা।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ *

উচ্চারণ ঃ মান কা-না ইয়ুরীদুল আ'জিলাতা আ'জ্জালনা লাহূ ফীহা মা-নাশা-উ।

অর্থ ঃ যে লোক দুনিয়ার স্বার্থ কামনা করে, তাকে আমার উচ্ছানুযায়ী তা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেই। আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মান আরা-দাল আখিরাতা ওয়া সাআ-লাহা-ছা'ইয়াহা- ওয়া হুওয়া মুমিনুন, ফাউলা-য়িকা কা-না সা'য়ুহুম মাশকুরা-।

অর্থ ঃ আর যে লোক আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে, তার জন্য যেরূপ প্রচেষ্টা চালানো দরকার ঠিকভাবে তা চালায়, যদি সে মু'মিন হয়, তার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখিত সমস্ত আয়াতে আল্লাহ পাক শুধুমাত্র ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অতএব এ ব্যাপারে ইচ্ছার গুরুত্ব বুঝা যায়। মূলকথা এই যে, ইচ্ছার বিলুপ্তিই হচ্ছে প্রকৃত অনাশক্তি বা যুহদ। বান্দা যখন ইচ্ছা বা আকাংখার রাহুগ্রাস থেকে নাজাতের বিষয়ে দৃঢ়তা হাছিল করতে সক্ষম হয়, আল্লাহ পাক তখন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার দুনিয়াদারি পূর্ণরূপে বর্জনের তওফিক বখশিস করে তার মনকে অনুপ্রেরণা জোগান, পূর্ণ অনাশক্তি শুধু তাঁরই দয়ায় অর্জিত হতে পারে। তিনি প্রকৃত পরম অনুগ্রহকারী।

এ ব্যাপারে মনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দুনিয়ার দৈনন্দিন বিপদাপদ দুঃখ দুর্দশা এবং দুনিয়ার নানা প্রকার জঘন্য ও কদর্য বিষয়সমূহ সকল সময় আলাপ আলোচনা করতে হবে। দুনিয়ার অসারতা ও দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামগণ বহুকিছু মশিলিপ্ত করে গেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আমরা দুনিয়ার পাপ-পঙ্কিলতা, কদর্যতা, অসারতা এবং তাতে মশগুল মানবদের দুঃখ-দুর্গতির কথা চিন্তা করে দুনিয়াকে বর্জন করেছি। কিন্তু ইহা হতে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের গন্ধ পাওয়া যায়। এ যেন দুনিয়া ত্যাগ করার ইচ্ছা বা আকাংখা না থাকতেও ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। যেহেতু যা ত্যাগ করার পরে তার অজুহাত তালাশ করে থাকে, সে আসলে তাঁরই মিলন আকাংখা করে। যদি কেউ কাওকে এ জন্য পরিত্যাগ করে দেয় যে, তার প্রতি শত-সহস্র মানবের আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করে সে অতিষ্ট, তবে সে বস্তু একা ভোগ করতে পারলে খুশি হবে।

অতএব এ সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আমাদের শায়েখই বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া আল্লাহর দুশমন দোস্তী করে, তবে সে দোস্তের দুশমনকে নিশ্চিন্ত মনে দুশমন মনে করবে। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া একটি ঘৃণিত সড়ক। তোমরা চিন্তা ফেকের করেকি দেখনি? এর পরিণাম নির্ঘাত ধ্বংস দুর্গন্ধক্লিষ্ট, জুদায়ী ও নাপাকী। কিন্তু এ মড়কের মায়া তোমাদেরকে গাধায় পরিণত করছে। এর বহ্যিক সাজ-সজ্জা রং-তামাসা ও চাক-চিক্য প্রত্যক্ষ করে তোমরা ধোকায় পড়ে যাও। জ্ঞানী বুদ্ধিমানেরা তা দেখেই দূরে ভেগে যায়।

প্রকৃত অনাসক্তদের তৃপ্তিপূর্ণ হালতের বিষয় পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, সে হালতই হচ্ছে ইহা। যাদের দেলেএ তৃপ্তি পূর্ণ হালতের জন্ম হয়ে যায় তারা পৃথিবীর হালাল-হারাম সমস্তের ওপরই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেহেতু তারা পৃথিবীর আসল রূপ ও হালতের প্রতি পূর্ণরূপে জ্ঞাত যে, এমন খারাপ ক্ষতিজনক জিনিষ আর কোনটি নেই। তাই তাদের দেল হতে এর ওপর কোন প্রকার আকর্ষণ কিংবা সম্পর্ক রাখার ইচ্ছা চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যায়।

যদি কারো দেলে এরূপ প্রশ্নের জন্ম হয় যে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা দান করেছেন এবং তা প্রয়োগের নানা ক্ষেত্রও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তা কিভাবে দোযখের অগ্নি ও গলিত লাশের ন্যায় হতে পারে?

এর উত্তরে শুধু ইহাই বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে তওফিক দান করেছেন তার নিকট ইহা একটুও অস্পষ্ট থাকার বিষয় নয় যে, পৃথিবীটা প্রকৃতই পুঁথি গন্ধময় মড়ক সম। ইহা যে কত সাংঘাতিক বিপদজনক ও খারাপ স্থান তা তার নিকট পুরাপুরি ধরা পড়ার জন্যই সে দুনিয়া থেকে দুরে সরে পড়ে? আর যে বান্দা প্রকৃত রূপটি বুঝতে না পেরে উপরকার চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করেই দুনিয়াকে ত্যাগ করছেনা বরঞ্চ তা তার নিকট আশ্চার্য বোধ হয়। একটা উদাহরণের দ্বারা বিষয়টা পরিস্কার করে বর্ণনা করছি।

এক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল-মসল্লা দিয়ে অতি মজাদার হালুয়া বানালো। তার মধ্যে কিছু বিষও মিলিয়ে দেয়া হলো। এক ব্যক্তি তা নিজের চোখে দেখে ফেললো, আর অন্য এক ব্যক্তি এর প্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি। দোকানের মালিক সে হালুয়া ঘটা করে রং চং মাখিয়ে উভয়ের সম্মুখে হাযির করলো। এখন যে ব্যক্তি নিজ চোখে হালুয়ার মধ্যে বিশ মিশাতে দেখেছে, সহস্র রং চং মাখা দেখলেও সে তাতে ভুলবে না। সে কোন অবস্থায়ই হালুয়া ভক্ষণ করতে সম্মত হবে না এবং তার অন্তরে হালুয়ার ওপর একটুও লোভ লালসা সৃষ্টি হবে না। বরং সে বিষ মিলানো হালুয়া পরিত্যাগ করবে এবং অগ্নির চেয়েও সাংঘাতিক বস্তু মনে করবে, যেহেতু সে হালুয়ার রহস্য অবগত আছে। বাহ্যিক রং চং প্রত্যক্ষ করে সে ভুলবে কেন? আর যে ব্যক্তি সে রহস্য প্রত্যক্ষ করেনি, সে ব্যক্তিতো হালুয়ার বাহ্যিক রং চং দেখে অতি আগ্রহ ভরে লোভের বশবর্তি হয়ে তা ভক্ষণ করতে এগিয়ে আসবে। যে ব্যক্তি এহেন মজাদার সুন্দর জিনিষ ভক্ষণ করতে পারেনা, তার জন্য আশ্চার্য বোধ করবে। শেষ পর্যন্ত সে তার দোস্তকে বোকা ধারণা করে ফেলবে। আল্লাহর প্রকৃত এবাদতকারী ও দুনিয়াদারের মধ্যকার পার্থক্যও এরূপ হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি দোকানদার ঐ হালুয়ায় বিষ ঢেলে না দিয়ে তার মুখের থুথু মিশ্রিত করে দেয়, তবুও তা যে ব্যক্তি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবে, সে তা হতে অনেক দুরে থাকবে। সে ঐ হালুয়াকে ঘৃণার বস্তু ধারণা করবে। মানুষ মুমুর্ষ অবস্থায় দিশাহারা হয়ে হয়তো বা তা হতে জান রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু খাবে। অথচ যে ব্যক্তি হালুয়ার মধ্যে থুথু মিশ্রিত করতে দেখেনি, সে ব্যক্তিতো হালুয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোকার মধ্যে পড়ে যাবে। লোভ-লালসা ও ভোগ করার আনন্দ ফুর্তি নিয়ে সে ব্যক্তি তা খাবার জন্য অগ্রসর হবে। ইহা হচ্ছে দুনিয়ার বস্তুসমূহের উদাহরণ। সুক্ষ চিন্তাশীল সংযমী বান্দা এবং লোভাতুর বেখেয়াল বান্দার মধ্যকার পার্থক্য এটাই। উভয়ই আল্লাহর বান্দা হিসেবে একই প্রকৃতিতে গঠিত। ভোগ-বিলাস লালসা, কামনা, ও বাসনা উভয়েরই সমান। উভয়ের উদ্দেশ্য কল্যাণ ব্যতীত লোকসানী হওয়া নয়। অথচ পার্থক্য হচ্ছে বুদ্ধি-জ্ঞান দুরদর্শিতার সাথে বোকামী ও হটকারীতার পার্থক্য মাত্র। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যদি প্রথমোক্ত লোকটির ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও দুরদর্শিতা লাভ করে, তবে সে ব্যক্তিও প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় দুনিয়াদারী হতে দুরে সরে থাকতে সক্ষম হবে। যদি সে তা না করে তবে অসংখ্য এবাদতের আকাংখা থাকলেও বোকামীর জন্যে তার নছীবে ব্যর্থতা দেখা যাবে।

এখন ইহা পরিস্কার ভাবে উদ্ভাসিত হল যে, দু'জনের ভেতরকার পার্থক্য প্রকৃতির বা রুচির নয়। বরং ইলম ও অভিজ্ঞতা জনিত। অতএব আমি দুনিয়ার বিষয়ে যা বর্ণনা করলাম, ইহাই অতি সত্য ও মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত। যার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি ও ন্যায় নীতির বিন্দুমাত্রও থাকবে অবশ্যই সে ব্যক্তি এ সিদ্ধান্ত মান্য করবে। অতঃপর তা বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা আল্লাহ পাকই দেয়ার মালিক।

অতঃপর যদি সন্দেহ জন্ম হয়, দুনিয়ার তো কতকটা দরকার আছে। আমরা তার বুকে অবস্থান করে বল শক্তি কামাই করি। অতএব দুনিয়ার সাথে পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করা কেমন করে সম্ভব ?

এর উত্তর হচ্ছে এই ঃ মানুষের বেচে থাকার জন্য যা দরকার তা ব্যতীত অতিবেশী খাওয়া-দাওয়ার দরকারতো খাওয়া-দাওয়ার জন্য নয়। শক্তি লাভের জন্য খাওয়া-দাওয়া করে। যাতে আল্লাহর উপাসনা করার শক্তি বেশী বেশী লাভ করে। খাওয়া-দাওয়া ও মজা প্রাপ্ত হওয়া আসল লক্ষ হতে পারে না। সে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থাতে আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে শক্তি তো অন্য কোন অবস্থায়ও প্রদান করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে তো আছবাব ব্যতীতই শক্তি প্রদান করতে পারেন। যেভাবে ফেরেশ্‌তা মন্ডলীর মধ্যে তিনি শক্তি প্রদান করে থাকেন।

আবার দেখুন যে জিনিষ হতে আপনি শক্তি লাভ করছেন, তা দু'প্রকারের হতে পারে। হয়তো সে সকল জিনিষ আপনার আকাংখা ও চেষ্টার দ্বারা কামাই করা। তা হতেও আপনি শক্তি লাভ করতে পারেন। আবার এমনি সকল জিনিষ হতেও আপনি শক্তি লাভ করতে পারেন, যা আপনার আকাংখা ও কামাই ক্ষমতার আওতার বাইরে।

সে সব জিনিষ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁয়্যাত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজআ'ল লাহু মাখরাজা ওঁয়া য়্যারযুকুহু মিন হাইছু লা-ইয়াহ্‌তাসিব।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে আল্লাহ তার জন্যে একটা উপায় বের করে দেন এবং সেখান থেকে তার জন্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেন যে, সে ব্যক্তি কখনো ভাবতেও পারে না।

এরূপ ক্ষেত্রেতো আকাংখা ও কামাইয়ের কোনই স্থান নেই। যদি এ স্তরে নিঃসঙ্গ কামাই করতে সক্ষম না হও তবে নিজের কামাইকৃত বস্তুর প্রতি ভরসা করে আল্লাহর উপাসনায় রত হও। তবে তাতেও দৈহিক বা জৈবিক শক্তি বা স্বাদ লক্ষ না হওয়া উচিৎ। তবে বান্দার কামাইয়ের ইচ্ছা ও চেষ্টা মূলতই কল্যাণময় কার্যরূপে গণ্য হবে। তখন এ পার্থিব জিনিষ কামাইয়ের আকাংখাও আখেরাতের অভিলাষ রূপে ধর্তব্য হবে। তার মধ্যে দুনিয়াবী কোন অংশ রইবেনা এবং বৈরাগ্যের বেলায়ও বান্দার কেহ সমালোচনা করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে উপরোক্ত বিষয়সমুহ বুঝার ও আমল করার ক্ষমতা দান করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক

পৃথিবীর আসক্তি ত্যাগ করার পর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রশ্ন সম্মুখে আসে। আল্লাহর উপাসনার লক্ষে এর দরকার অনেক বেশী। এর কারণ দুটো, প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষের সাথে সম্পর্ক আল্লাহর উপাসনা হতে বিরত রাখে, এমনকি উপাসনা ভূলায়ে দিয়ে থাকে। মেছাল সরূপ বলা যায়, কোন কোন বিজ্ঞ হযরতের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, এমনি মানুষও তাঁরা দেখেন, যিনি দল-বল ত্যাগ করে, অনেক দূরে গিয়ে অবস্থান করেন এবং তাঁর সাথে কেউ কোন কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচন করতে গেলে, তিনি মুখের সামনে বলে ফেলেন যে, তোমার সঙ্গে কথা বার্তা আলোচনার চেয়ে আল্লাহর স্মরণ অতি উত্তম। আমি ইহাই পছন্দ করে থাকি। কেচ্ছাটি এই ঃ উক্ত বিজ্ঞ হযরত বর্ণনা করেছেন, আমি একদা কোথাও যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে দেখতে পেলাম কতক মানুষ তীর ধনুক ছুড়ছে। এদের দেখে একটু দূরে এক ব্যক্তি নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলো। আমি চিন্তা করলাম যে, ঐ ব্যক্তিটি একাকী বসে কি করছে, তার কাছে গিয়ে দেখে-শুনে আসি। আমি তার নিকট গিয়ে কথা বলা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, তোমার সাথে কথা-বার্তা বলার চেয়ে আমি আল্লাহ তা'আলার যিকির অধিক ভালবাসি।

তখন আমি তাকে বললাম, আপনি কি একাই আল্লাহ তা'আলার জিকির করতে চান? উত্তরে তিনি বললেন, আমার সাথে আমার পালনকর্তা এবং দুজন ফেরেস্তা আছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, যে লোকেরা তীর ধনুক ছোড়া ছুড়ি করছে, তাদের মধ্যে আল্লাহর উপাসনায় কে অধিক অগ্রগামী ? তিনি উত্তরে বললেন, যাকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেন। আমি পুণরায় জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌছার পন্থা কি? তিনি আসমানের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করে যা বলার তা বলে দিলেন। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দন্ডায়মান হলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর মূল কথা হচ্ছে এইঃ মানুষ আল্লাহর উপাসনার রাস্তায় অন্তরাল পয়দা করে, এমনকি উপাসনা ভূলায়ে দিয়ে থাকে। আর উপাসনাকারীকে ধ্বংসের পথে ও অনাচারের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

হাতেম ইবনে আসেম বর্ণনা করেছেন, আমি আল্লাহর মাখলুকের নিকট পাঁচটি দবী পেশ করছিলাম। অথচ তার মধ্যে একটি দাবীরও সমাধান পুরা হয়নি। আমি মাখলুকের নিকট আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নিঃসঙ্গ চেয়েছিলাম ঃ কিন্তু সে তা অস্বীকার করলো ঃ অতঃপর আমি এ পথে সাহায্য সহযোগীতা করতে আবেদন করেছি, তাতেও সে রাজী হলোনা। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করলাম। এতে তুমি বেজার হইওনা বরং রাজী থেকো কিন্তু সে এতেও রাজী হলো না।

তখন আমি তাকে বললাম ঃ উক্ত কাজে আমি রত হয়ে যাই। তুমি আমাকে বাঁধা প্রদান করোনা। কিন্তু সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে আমার কাজে বাঁধার পর বাঁধা দিতে থাকলো। অবশেষে আমি তাকে অনুনয় বিনয় করে আবেদন করলাম। তবে আমার এ অনুরোধটি রাখো। আল্লাহর নিষেধকৃত কাজে আমাকে আহবান করোনা এবং তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ না করায় তুমি আমার পিছনে লেগোনা। কিন্তু সে আমার এ আবেদনটিও অগ্রাহ্য করলো। অগত্যা আমি তাকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার উপাসনায় মনোনিবেশ করলাম।

আমার প্রিয় ভাইগণ! আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) অনেক পূর্বেই নিঃসঙ্গ জীবন পরিচালনার যুগের কথা বর্ণনা করে গেছেন। সে যুগেরর হাল হাকীকত এবং তার লোকদের বৈশিষ্ট তিনি স্পস্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন। সাথে সাথে তিনি সে যুগের লোকজন থেকে আলাদা থাকার হুকুম করে গেছেন। খাছ করে আমাদের কল্যাণের বিষয়ে তিনিই উত্তমভাবে হৃদয়ঙ্গম করতেন এবং মঙ্গলের লক্ষে সকল কিছুর উপদেশ দেয়ার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তারই মধ্যে ছিলো। অতএব আপনারা যদি আপনাদের যুগকে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর উল্লেখিত যুগকে প্রত্যক্ষ করেন, তবে সর্ব প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করে অতিশিঘ্র তাঁর উপদেশ মান্য করে সে যুগে চলাচলের জন্যে আগুয়ান হবেন। যেহেতু সে যুগে আপনার পক্ষে কিরূপে চলাচল করলে আপনার মঙ্গল হবে, তা তিনিই উত্তমভাবে জানতেন। এহেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবস্থায় মিছা মিছি অনর্থক আজেবাজে কারণ উদঘাটন করে যেমন ঃ ইহা সে যুগ নয় বলাবলি করে নিজেকে নিজে ধোকার মধ্যে ফেলবেন না। তাহলে আপনি সন্দেহাতীতভাবে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবেন। আমি যা কিছু বর্ণনা করলাম সেসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেনঃ

بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ اِذْ رَاَيْتُمُ النَّاسَ يَرْحَمُ عُهُوْدُهُمْ وَخَفَتْ اَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَكَ بَيْنَ اَصَابِعَهُ قُلْتُ مَاَاصْنَعُ عِنْدَ ذَالِكَ جَعَلَنِى اللّٰهُ نِدَاءَكَ - قَالَ الزِمْ لِبَيْتِكَ وَاَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا يُعْرَفُ وَدَعْ مَا يُنْكَرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ الْخَاصَّةِ وَدَعْ عَنْكَ اَمْرَ الْعَامَّةِ *

অর্থ ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফেত্না-ফাসাদের যমনার বিষয়ে বর্ণনা করছিলেন। তিনি ফরমালেন, তোমরা যখন লোকদেরকে ওয়াদা ভঙ্গ করতে দেখবে, আমানতের খেয়ানত করতে দেখবে। ইহা বলেই তিনি তাঁর এক হস্তের অঙ্গুলী অপর হস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকায়ে ইরশাদ করলেন, যমানাটি তখন এ প্রকার কঠিন হয়ে পড়বে। আমি (আব্দুল্লাহ) তখন বললাম, আমার প্রাণ আপনার প্রতি কোরবান হোক ঃ সে অবস্থায় আমার কি করতে হবে। তিনি ইরশাদ করলেন, সর্বদা নিজ গৃহে বসে থাকবে। স্বীয় জবান সর্বদা সামলায়ে চলবে। নিশ্চিত হয়ে যা কিছু জানবে, শুধু তাই পালন করবে, যা কিছু মন্দ বুঝবে কোন অবস্থায়ই সে দিকে অগ্রসর হবে না। নিজেকে সামাল দিয়ে চলার লক্ষেই তখন ব্যতিব্যস্ত থাকবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

ذَالِكَ اَيَّامُ الْهَرَجِ - قِيْلَ وَمَا اَيَّامُ الْهَرَجِ - قَالَ حِيْنَ لَايَاْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ যালিকা আইয়্যামুল হারাজি ক্বীলা ওয়ামা আইয়্যামুল হারাজি, ক্বালা হীনা লা-ইয়া'মানুর রাজুলু জালীসাহু।

অর্থ ঃ ইহাই ফেৎনার যমানা। আরজ পেশ করা হলো, ফেৎনার যমানার অবস্থা কি? তিনি ফরমালেন, যে যমানার মানুষ নিজ সঙ্গী হতেও নিরাপদে থাকবে না।

অন্য এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত হারিস ইবনে ওমায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ফরমায়েছেন ঃ যদি তুমি দীর্ঘজীবি হও, তবে তুমি এমন এক যমানা দর্শন করবে, যে যমানায় ওয়ায়েজীন (বক্তা) বহুত হবে, কিন্তু (প্রকৃত) আলেম বহুত কম হবে। চাওয়ার লোক বেশী হবে কিন্তু দেওয়ার লোক কম হবে। প্রশ্ন করা হলো, সে যমানা কখন আসবে? তিনি ফরমালেনঃ যখন নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। ঘুষের অবস্থা সরগরম থাকবে। এবং ধর্মকে দুনিয়াবী স্বার্থের বদলায় বিক্রি করা হবে। এ প্রকার যমানা হতে মুক্তি কামনা করো।

আমি বিভিন্ন হাদীস মারফত যা কিছু আলোচনা করলাম তা সবই আমার যুগে প্রত্যক্ষ করছি। আমি আপনাদের আর কি উপদেশ দেব, আমি আমাকে নিয়েই চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত আছি। পূর্বেকার যমানার পুণ্যবান লোকজন স্বীয় যুগকে মনে প্রাণে ভয় করে চলেছেন এবং নিসঃঙ্গ জিন্দেগী যাপন করা উত্তম মনে করতেন। আর তা পালন করার জন্যে সকল লোকদেরকে নছীহত করতেন। আর এতে কোনই শক-শোভা নেই যে, সর্বকালের মান্য সে পুণ্যবান লোকগণই দূরদর্শী সম্পন্ন নছীহতকারী ছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সে পুণ্যবানদের পরবর্তী যুগ তাদের যুগ থেকে মন্দ ব্যতীত মোটেও উত্তম নয়।

এ বিষয়টিই হযরত ইউসুফ বিন আসবাত (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, সেই পবিত্র জাতের কসম, আমার এ যুগে সংসার ত্যাগ করা ও নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপন করা বৈধ।

এখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর যুগে সংসার ত্যাগ করাও এককভাবে জিন্দেগী যাপন করা বৈধ হলে, আমাদের এ জামানায় তা ওয়াজিব বরঞ্চ ফরজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর একজন খাদেমকে চিঠির মাধ্যমে জানায়ে ছিলেন, তুমি এমনি এক জামানায় অধিষ্ঠিত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ সে যমানা হতে সর্বদা মুক্তি চাইতেন। যেন তাঁদের জিন্দেগীতে সে জমানার আগমণ না হয়। অথচ শিক্ষার দিক দিয়ে তারা যে উচু স্তরে অবস্থান করছিলেন তা হতে আমরা বহুগুণে পেছনে, অতএব যে যুগে ইলম ও ছবরের অভাব, মঙ্গলের দিকে সাহায্য সহযোগীদের সংখ্যা অতি কম, সমস্ত দুনিয়া নাফরমানী ও ফেৎনা ফাসাদে ভরপুর। সে যুগে আমাদের ন্যায় মুসলমানদের অবস্থা কেমন হবে?

এ বিষয়টি সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, নিঃসঙ্গ জিন্দেগীতে গুণাহগারদের সঙ্গ হতে বাঁচার মধ্যে আনন্দ ও শান্তি আছে। এ লক্ষে তিনি কবিতার ছন্দ আওড়াতেন।

তিনি আরো বলেছেন, হযরত কা'ব ও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী আমরা যে যুগ হতে বেঁচে থাকার আকংখা করছি, সে যুগ থেকে সত্যবাদিতা একদম তিরোহীত হবে, যুলুম অত্যাচারে ও নাফরমানীতে সর্বত্র ছেয়ে যাবে। যুগের সে হালতের প্রতি যারা অন্ধ, বধির ও অসাবধান তারা ঘুর্নিপাকের মধ্যে পতিত হয়ে দিশাহারা হয়ে যাবে। কিন্তু ইবলিস শয়তানের সে যুগে ব্যপক উন্নতি ও প্রসারতা দেখা দেবে। যদি সে অবস্থা চলতে থাকে, তার যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তবে শেষ পরিণতি এ হবে যে, লোকজনের মরণে শোক প্রকাশ করা এবং জন্ম গ্রহণে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্যে কোন মানুষ পাওয়া যাবে না।

হযরত সুফিয়ান বিন আইনা হযরত সুফিয়ান বিন ছাওরী (রহঃ)-এর কাছে বললেন, আমাকে কিছু নসীহত প্রদান করুন। তিনি বললেন, লোকের সাথে যোগাযোগ কম করে ফেল। তখন সুফিয়ান বিন আইনা বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দয়া করুন। হাদীসে আছে যে; লোকের সাথে যোগাযোগ বাড়ায়ে চলো। যেহেতু সকল ঈমানদারেরই শাফাআত করার ক্ষমতা নছীব হবে। তার উত্তরে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার খেয়াল এই যে, বন্ধু-বান্ধবের দ্বারাই তোমার সকল অশান্তির বিষয় সমূহ দেখা দেবে। তখন হযরত সুফিয়ান বিন আইনা বললেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর কিছু দিনের মধ্যে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এন্তেকাল করলেন। হযরত সুফিয়ান বিন আইনা বলেছেন, তারপর আমি হযরত সুফিয়ান বিন ছাওরী (রহঃ)-কে খাবের মধ্যে দেখলাম। দেখলাম তিনি সকলকে কিছু বলতেছেন। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, জনাব আবু আব্দুল্লাহ! আমাকে কিছু নছীহত করুন। তখন তিনি বললেন! যতদুর সম্ভব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ কম করো। এ কারণে যে, তাদের থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই দুরুহ ব্যপার। তারপর এ বিষয়ে আরও পরিস্কার করে বলার জন্যে কবিতার কয়েকটি ছন্দ আওড়ালেন। যার মর্মার্থ এই ঃ

আর যখন আমার মধ্যে বার্ধক্যের আলামত দেখা দিল, তখন দিনের পরদিন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ও যোগাযোগ বাড়ায়ে ফেললাম। কিন্তু যত লোকের সাথেই দেখা করলাম সকলকেই দেখা করার পরে খারাপ ধারণা করলাম। আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকদের কল্যাণ করুন এবং তাদের পরিণাম মঙ্গলময় করুন যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার এমন কোন গুণাহ নেই যে, যার কারণে আমি এখন দুঃখ-কষ্ট লাভ করছিনা।

কিন্তু আমরা এ প্রকার লোকের সঙ্গে মহব্বত করে যাচ্ছি যাদের মধ্যে ইনসাফ ও দ্বীনদারীর বিন্দুমাত্র নিশানাও নেই। পূর্বেকার সুফী সাধক ও উপাসনাকারীগণ তাদের গৃহের দুয়ারে লিখে রাখতেন। আল্লাহ তা'আলা সে সকল হযরতদের মঙ্গল প্রদান করুন, যারা আমাকে জানেন না। আর তিনি যেন আমার দোস্ত বন্ধুদেরকে কোন প্রকার মঙ্গল প্রদান না করেন। যেহেতু আমার প্রতি যে সব দুঃখ-দুর্দশা ঘটছে তা তাদেরই কারণে।

এ কথাগুলো কবিতায়ও আবৃত্তি করা হতো। যার মর্মার্থ এই, আল্লাহ তায়ালা সে সকল হযরতদেরকে মঙ্গল প্রদান করুন, যাদের সঙ্গে আমার দোস্তী মহব্বত বা জানা শুনা আদৌ ছিল না। যেহেতু লোকদের সাথে আবার দোস্তী মহব্বত ও যোগাযোগ থাকার কারণেই আমার প্রতি যত দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিয়েছে।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেছেন, ইহা এমনি এক যুগ যে, নিজ জবান সামলায়ে রাখতে হবে, স্বীয় মান-মর্যাদা ছোট করে দেখতে হবে। নিজ আত্মার চিকিৎসা করতে হবে। সাথে সাথে কল্যাণ মূলক কাজ আকড়িয়ে ধরতে হবে এবং অকল্যাণ মূলক কাজকে ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করতে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলেছেন, ইহা চুপ চাপ থাকার যুগ, গৃহে অবস্থান করার যুগ, আর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র একান্ত জরুরী বস্তু গ্রহণ করার যুগ।

হযরত দাউদ তাঈ (রহঃ) বলেছেন, দুনিয়াকে এড়ায়ে চলবে। পরকালের প্রতি নজর নিবদ্ধ রাখবে। তোমরা ব্যাঘ দেখে যে ভাবে দৌড়ে পালায়ে যাও, লোকজন হতে তদ্রূপ পালায়ে যাবে।

হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেছেন, আমার এমন কোন বিজ্ঞ মানুষের সাথে আলাপ পবিচয় হয়নি, যিনি একথা বলেননি যে, তুমি মানুষের মধ্যে নিজে পরিচিত হওয়াকে অপছন্দ করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার গুরুত্ব বর্দ্ধিত হবে।

আসল কথা হচ্ছে, নীরব নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপনের পক্ষে এরুপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। এ সবগুলো এ কেতাবে লিপিবদ্ধ করা মোটেও সম্ভবপর নয়। সে কারণে আলাদা ভাবে অন্য একখানা কেতাবে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। সে কেতাবের নাম হচ্ছে, "কেতাবুল আখলাক্বিল আবরার ওয়ান নাজাতু মিনাল আশরার।" সে কেতাব খানা পাঠ করলে এ বিষয়ে বহুত অদ্ভুত ও আশ্চার্যজনক ঘটনা জানতে পারবে। নিশ্চয় জ্ঞানীদের জন্যে ইশারাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমতা দেয়ার মালিক। শুধু তাঁর দয়ায়ই পথ লাভ করা সম্ভব।

মানুষের থেকে দূরে থাকার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই, যদি আল্লাহ তায়ালা হৃদয়ের নির্মলতা রক্ষায় সাহায্য না করেন, তবে লোকালয় উপাসনা করতে গিয়ে অনেক রিয়ার অভ্যুদয় ঘটে থাকে। যার কারণে উপাসনাই হয় না।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মা'আজ ও হযরত রাজী (রহঃ) মূল্যবান কথা বলেছেন, মানুষের সাথে মেলা-মেশা করাই হচ্ছে রিয়ার কেন্দ্রস্থল। এ কারণেই সংসার ত্যাগী সুফী সাধকগণ রিয়ার ভয়ে একে অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করেছেন।

কথিত আছে ঃ একদা হরস বিন হাইয়ান হযরত ওয়ায়েস করনী (রহঃ) এর নিকট আরজ পেশ করলেন, জনাব আপনার সাথে দেখা করার অনুমতি দান করে আমাকে ধন্য করুন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে তার চেয়েও উত্তম সম্পর্ক আমার সাথে স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবর্তমানেই আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করতেছি। আর ইহাই হচ্ছে কল্যাণ কর ও খাঁটি বস্তু। যেহেতু দেখা সাক্ষাত ও মিলামিশার কারণে রিয়ার সাক্ষাত হতে পারে।

একদা হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বল্খী (রহঃ) হযরত সোলায়মান খাস (রহঃ)-এর শহরে তাশরীফ আনলেন কিন্তু সোলায়মান খাস (রহঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তরে বললেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার বদলে আমি এক নাফরমান ইবলিসের সাথে সাক্ষাত করা উত্তম মনে করি। উপস্থিত লোকগণ সকলেই তাঁর এ উক্তি শ্রবন করে বেজার হলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে রিয়ার পথটি উম্মুক্ত হতে পারে। তাঁর জন্য আমি রিয়ার মাধ্যম হয়ে না যাই। তার চেয়ে ইবলিসের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলে তাকে আমি তাঁর নিকট যেতে বাঁধা দিতাম।

আমার ওস্তাদ এক আল্লাহ প্রেমিকের সাথে সাক্ষাত করে অনেক সময় পর্যন্ত কথা-বার্তা বললেন। তারপর তারা দু'জনেই আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। দোয়ার মাঝে আমার ওস্তাদ বললেন, আমরা যে মজলিসে আজকে মিলিত হয়েছি, এর চেয়ে মর্তবা-ওয়ালা উত্তম মজলিসের কথা আমার মনেই আসে না। তাঁর এ উক্তির উত্তরে আল্লাহর প্রেমিক লোকটি বললেন, আমিও আজ পর্যন্ত এমনি কোন মজলিসে উপবেশন করিনি। যে মজলিসের সকলের থেকে আমি সব চেয়ে বেশী ক্ষতির আশংকা করছি। আমাদের অদ্যকার মজলিসটি ভয়ের ছিলো। এ মজলিসে আমরা অনেক জ্ঞানের মূল্যবান কথা-বার্তা বলেছি। এ আলোচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে এসেছে। তাই নিশ্চয়ই এতে রিয়া দেখা দিয়েছে। এ কথা শ্রবন করেই আমার ওস্তাদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অতঃপর কিছু সময় বেহুস হয়ে পড়ে থাকলেন। অতঃপর চৈতন্য পেয়ে কবিতার কয়েকটি পংক্তি পাঠ করলেন। যার মর্মার্থ এই ঃ

হায় আফসোস! আমি এমন নরাধম হলাম, এ লোকটি যাকে সর্বাধিক ভীতির দৃষ্টিতে দেখলো। যার বিপক্ষে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদি হলো। হায়! আমি গুণাহের প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত আমার পরিত্রানের কোন পথ খোলা নেই। হে সারে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জাহান সৃষ্টির পালনকর্তা ! আমি তোমার নিকট এমনি সব গুণাহ্গারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যাদের গুণাহের সীমা নেই। যারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে গভীর রজনীতে ছিজদায় নত হয়ে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করে,যে, আফসোস! এমন গুণাহের জন্যে যার দ্বারা সকল সৃষ্টি পরিবেষ্টিত। এ হচ্ছে আবেদে-আবেদে সাক্ষাতকারের দৃশ্য। সে হালতে নাফরমান ও পৃথিবীর লোকদের সাথে মুর্খ ও গুণাহগারদের সাথে সাক্ষাৎকার ও যোগাযোগের পরিণাম কি হওয়া সম্ভব?

কাল-চক্র আমাদেরকে মারাত্মক ফেৎনা ফাসাদের যমানায় এনে ফেলেছে, মানুষেরা এ যমানায় সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলছে। ক্ষতিজনক কাজে-কর্মে সকলেই মনোনিবেশ করছে। এ সকল কার্যকলাপ আমাদেরকে মহান আল্লাহর উপাসনা হতে বিরত রাখে। কোন নেক কাজই করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। বরং যা কিছু উপার্জন করা থাকে তাও নষ্ট হযে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালার উপাসনার কতক কাজ করলেও তার নেকী রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব এ ফেৎনা-ফাসাদের যমানার অভিসম্পাত হতে আল্লাহর দরবারে সদা সর্বদা নাজাত প্রার্থনা করতে হবে এবং যমানার মানুষ হতে সর্বদা আলগ হয়ে দূরে গিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ সাধনায় মনোনিবেশ করতে হবে। এ অবস্থায় দয়ার সাগর আল্লাহ পাকই তাঁর দয়ায় তোমাকে রক্ষা করবেন।

নিঃসঙ্গতার তারতম্য

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা কোন প্রকার মানুষের প্রতি একান্ত দরকার আর মানুষের প্রকার ভেদে বিষয়টি গ্রহনে কোন মাত্রা-বৈষম্য আছে কি?

এখন এ প্রশ্নের উত্তরের বিষয়ে আলোচনা করছি। আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টিতে মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। এক প্রকারের মানুষ আছে যাদের সৃষ্টি থেকে কিছু শিক্ষা করার বা গ্রহন করার দরকারই নেই এবং তাদের নিকটও সৃষ্টির কোন দরকার নেই। এ প্রকার মানুষের উচিৎ যে, মানুষের নিকট থেকে দূরে সরে থাকা। তাদের সংস্রব-সংসর্গ পরিত্যাগ করে চলা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধুমাত্র জুমুআ, জামায়াত, ঈদাইন, হজ্জ, শিক্ষালাভের মজলিস এবং যে কোন পার্থিব কাজ জরুরী তা ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে মানুষের সংসর্গে তাদের না আসাই উচিত। এরা যদি একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চায় এবং সৃষ্টি থেকে একদম আলাদা থাকা পছন্দ করেন, তবে কোন হালতেই তাদের মানুষের সংস্পর্শে না আসা উচিৎ। এমনকি জুমুআ, জামায়াত, ঈদ ইত্যাদিতেও নয়। ইহা কখন অবলম্বন করবে? যখন দেখবে যে, এরূপ করার মধ্যেই তার মঙ্গল নিহিত আছে।

দু'প্রকারে এ চরম নীতি মান্য করা যায়। হয়তো সে এমন এক স্থানে চলে যাবে, যেথায় জুমুআ, জামায়াত তার প্রতি ফরজ বর্তাবে না। যেমন পর্বতের চুড়ায় বা গুহায় অবস্থান করা এ প্রকারেই সূফী সাধকগণ জনপদ ও জনগণ থেকে নিজেদের হেফাজত করেন।

কিংবা জনপদ থেকেও এ নীতি পালন করে ফরজ কাজ তরক করা যায়। তার নিয়ম হচ্ছে এই ঃ যদি সূফী সাধক নিঃসন্দেহভাবে জ্ঞাত হয় যে, সে ফরজ কাজে যে পুণ্য লাভ করবে, তার চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনপদের সংস্রবে আসলে, তবে সে এ কারণেও জনপদে ফরজ কাজ তরক করতে পারবে।

আমি স্বয়ং মক্কা মোয়াজ্জমায় কোন কোন সংসার ত্যাগী ও নিঃসঙ্গ আবেদকে দর্শন করেছি। তার ভেতরে একলোক হেরেম শরীফের নিকট থেকে পুরাপুরি সুস্থ থাকা অবস্থায়ও জামায়াতে শরীক হতেন না। আমি সন্দেহ করে একদা বিষয়টি উত্তমরূপে লক্ষ করলাম, অতঃপর তার নিকট এ বিষয়ে কিছু অবগত হতে চাইলে, আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি, তিনি তার প্রতিই ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ জামায়াতে শরীক হয়ে যে পুণ্য পাওয়া যাবে, মসজিদে আসা যাওয়ার লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাতে যে গুণাহ হবে, তা শোধরাবার জন্য সে পুণ্য যথেষ্ট নয়।

আমি এখানে বলতেছি যে, সকল বিষয়ে তারা যে ওজর দেখান, তারপর তাদেরকে আর জোরাজুরি করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ পাকই সকলের ওজর আপত্তির রহস্য সর্বধিক উত্তম জানেন। তিনি সবার দেলের খবর অবগত। জুমুআ, জামায়াতের সময়ে লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাত হয় থাক কিন্তু অন্য সময়ে মানুষের থেকে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলা দরকার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে, অর্থাৎ লোকজন থেকে সদা-সর্বদা দুরে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এমনকি ফরজ কাজ তরক করেও নিঃসঙ্গতা মান্য করে চলে, সে অবস্থায় উত্তম পথ হচ্ছে এই ঃ সে হালতে এমন জায়গায় চলে যাবে, যেথায় তার ওপর এ সব ফরজ কাজ থাকবে না।

এ লক্ষে নিঃসঙ্গ জিন্দেগীর তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই ঃ যদি আবেদ লোকটি জনপদে থেকেও জুমুআ, জামায়াত ইত্যাদি কাজ হতে অতিরিক্ত গুণাহের কারণে দুরে থাকে, তবে তখন এমন রহস্য ও বিপুল উপসর্গ থাকতে হবে, যার দ্বারা তার ঘাড় থেকে ফরজ কাজ মাফ হয়ে যায়।

ইহা থাকায়ও অবশ্য লোকজনের কু-ধারণা থেকে এ অবস্থায় রক্ষা পাওয়া যায় না। অতএব প্রথম নিয়মই সর্বোত্তম ও নির্ঝঞ্ঝাট। বাকী আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শনকারী।

দ্বিতীয় প্রকার মানুষের ব্যাপারে এখন বর্ণনা করব। তা হল, সে মানুষ শিক্ষার দিক দিয়ে জনপদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সুতরাং তার নিকট লোকজনের বহু দরকার আছে। তার পক্ষে দরকার হচ্ছে লোকদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করা। বেদআতের কার্যাদি থেকে বিরত রাখা, কথা-বার্তা ও কাজের দ্বারা লোকজনকে সত্য পথের খোজ খবর দেয়া ইত্যাদি। এ প্রকার ব্যক্তিকে লোকালয় থেকে আলাদা হয়ে দূরে থাকা কোনভাবেই উচিত হবে না। যার ফলে তার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দারা নছীহত প্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহর দ্বীন রক্ষা ও তাঁর হুকুম আহকামের সবকিছু আলোচনা তার দ্বারা সাধিত হবে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন বেদাআতী কার্যকলাপ দেখা দেয় এবং আলেমগণ সে সম্পর্কে মুখ বন্ধ করে চুপ চাপ বসে থাকে, এ ধরণের আলেমের প্রতি আল্লাহর গজব আসুক।

এ হাদীস তখন কার্যকরী হবে, যখন সে আলেম ব্যক্তি বেদাআত সংঘটিত স্থানে হাযির থাকবে। কিন্তু সে আলেম যদি সমাজ থেকে বাইরে থাকে সে অবস্থায়ও কথা হচ্ছে তার বাইরে অবস্থান করা কিংবা লোকজনের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে থাকা সিদ্ধ বা জায়েয হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শায়েখ আবু বকর ইবনে ফোরাকের সম্বন্ধে এক ঘটনা আছে যে, তিনি একদা আল্লাহর উপাসনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করার জন্য লোকালয় হতে একেবারে বহুদূরে অবস্থানের ইচ্ছা করেছিলেন। এ নিয়তে তিনি এক নির্জন পর্বতে গিয়ে আসন গাড়লেন। তথায় চলাফিরা করার সময় শ্রবণ করতে পেলেন, তাকে কে যেন ডেকে ডেকে বলছেন, হে আবু বকর ! যখন আল্লাহর দাসদের জন্যে নিজেকে নজীর হিসেবে দাঁড়া করলে, তখন তুমি তাদের সংস্পর্শ ছেড়ে দিলে কেন? এ আওয়াজ শ্রবণ করা মাত্রই তিনি তথা হতে জনপদে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি নিজকে লোক সমাজে মানুষের কল্যাণার্থে নিয়োজিত রাখলেন।

আমার নিকট মামুন বিন আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শায়েখ আবু ইসহাক (রহঃ) পর্বতগামী সুফী সাধকদেরকে বলতেন, তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মতগণকে বেদ'আতের কার্যকলাপে লিপ্ত হতে ছেড়ে দিলে ? আর এখানে এসে তোমরা ঘাস চিবাতে শুরু করলে? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের মানুষের সংস্পর্শে থাকার যোগ্যতা ও শক্তি সামার্থ নেই। আল্লাহ পাক আপনাকে তা দান করেছেন। অতএব আপনি লোকালয়ে থাকতে পারেন। আসলে হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) লোক সমাজে থেকেই গেলেন এবং তিনি একখানা বিশিষ্ট কেতাব লিখলেন যার নাম হচ্ছে, কেতাবুল জামে লিলজলী অল খফী। এ সুবিখ্যাত আবেদ একাধারে যেমন তুলনাহীন আলেম ছিলেন, অপর দিকে তেমন আমল ও এবাদতেও সুউচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রকার আলেমদের প্রতি রাজী খুশী থাকুন।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজনঃ তা হচ্ছে দ্বীনের ব্যাপারে লোক সমাজে যে ধরণের মানুষের প্রতি নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী, লোকজনের সংস্পর্শে থাকার উদ্দেশ্যে তাদের ভেতরে দুটো বস্তু বর্তমান থাকা একন্ত জরুরী। যেমন ঃ প্রথমতঃ তাদের মধ্যে সীমাহীন ছবর ও পরিপক্কতা এবং দরাজ দিল এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দয়া ও মদদ প্রাপ্তির অধিকারী যোগ্যতা। এবং দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে বাহ্যিক দিক দিয়ে লোকালয়ে থাকলেও দরকারী সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাদের থেকে দূরে সরে থাকা। এ ছাড়া অন্তরের দিক দিয়ে নিঃসঙ্গ থাকতে হবে। অতএব কোন লোক তার সঙ্গে কথা বার্তা বলতে আসলে তার সাথে কথা বার্তা বলবে, কেহ তার সঙ্গে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দেখা করতে আসলে যতদুর সম্ভব তার মেহমানদারী করবে। আর যদি লোকজন তাকে এড়িয়ে চলে ও উপেক্ষা করে, তা হলে তা নিজের সৌভাগ্য ধারণা করবে। যদি লোকজন ন্যায় ও সঠিক কাজে রত থাকে, তবে উৎসাহ প্রদান করবে ও সাহায্য করবে। আর যদি অন্যায় কাজ ও অনাচার দেখা যায় তবে তার বিরোধিতা করবে অথবা নিজেকে দূরে সরায়ে রাখবে। যদি দেখা যায়, সে চুপচাপ থাকার কারণে অনাচার প্রসারিত হয়েছে, তবে সক্রিয় ভাবে তার বিরোধিতা করবে এবং অসৎ কাজের জন্য লোকজনকে ভয় দেখাবে। মোটামুটি কথা হচ্ছে, যে কোন প্রকারে হোক অসৎ কাজে ও অনাচারে সম্ভবমত বাঁধা প্রদান করবে।

সম্ভবমত সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে এবাদতে ইলাহীতে লিপ্ত করাবে এবং নিঃসার্থ কল্যাণমূলক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে। শক্তি সামর্থ থাকলে তাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য করে দ্বীনের পথে চলার জন্য চেষ্টা করবে। যেন তারা কোন ভাবে কুপথে না চলে। এ প্রকারে সমাজ হতে অন্যায় অত্যাচার ও অনাচার বিদায় করবে এবং সৎ কাজের পক্ষে উৎসাহ যোগাবে এবং পরকালের সু-খবর প্রদান করবে। স্বীয় অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজন তাদের কাছে বলবেনা বরং গোপন রাখবে। কোন ভাবেই যেন লোকজন তার মধ্যে স্বার্থ পরায়নতা কিংবা লোভ লালসার চিহ্ন মাত্র দর্শন না করে। অন্তর ও বাহ্যিক একেবারে পরিস্কার রাখতে হবে। কোন লোক যেন তার প্রতি সামান্যতমও সন্দেহ করতে না পারে।

সাথে সাথে এও দরকার যে, সে স্বীয় আত্মা ও সত্তাকে পাক পবিত্র রাখার প্রতি চেষ্টিত থাকবে। যাতে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতে পারে। যেমন হযরত ওমর ফরুক (রাঃ) ফরমায়েছেন, যদি আমি রজনীতে নিদ্রামগ্ন হই,তবে আমার আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে আর যদি আমি দিনের বেলা আরাম গ্রহন করি তবে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। এরুপ হালতে আমি কিভাবে আরাম আয়েশ গ্রহন করতে পারি?

এ বিষয়টা আরও পরিস্কার হওয়ার জন্য আমার অন্তরে কয়েক পংক্তি কবিতা এসে পড়েছে। যার মর্মকথা হচ্ছে এই ঃ

যদি মহামান্য ইমামগণের জিন্দেগী চরিত্র সম্বন্ধে তোমার উপলব্ধি ও আগ্রহ জাগরিত থাকে, তবে তাদের জীবন চরিত্র সমূহ শক্তভাবে আকড়িয়ে ধর। যে কোন বিপদাপদে তুমি তার মাধ্যমে পবিত্রান লাভ করতে সক্ষম হবে। মহান ব্যক্তিত্ব ও অপরিসীম ধৈর্যসহকারে তুমি দুনিয়াবী অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও, যাতে তোমার চারিত্রিক গুণাবলী ঢাল স্বরূপ হয়ে পড়ে। তোমার জবান বন্ধ থাকুক। চতুর্দিক তোমার সাথে জড়িত থাকুক। তবুও তোমার রহস্য অপ্রকাশ্য থাকুক। জ্ঞানবানদের কাছে ইহাই সুপরিচিত।

তোমাকে লোকজন মন্দ বলুক, তোমার দুয়ার বন্ধ থাকুক, তোমার অন্দরে ক্ষুধার অগ্নি জ্বলতে থাকুক, কিন্তু মুখে হাসি খুশী জুড়ে থাকুক। তোমার অন্তরে ব্যথা-বেদনা জাগরিত থাকুক, ব্যবসার ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিক, মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন হোক, বদনাম-দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ুক, সে হালতেও তুমি কালের ঘুর্ণাবর্ত ও তোমার ভ্রাতৃদের ক্রোধ সমূহ হজম করে অগ্রসর হবে। এরকম হালতেও দিনের বেলা স্বার্থহীন হয়ে জনগণের সেবা যত্নে আত্ম নিয়োগ করবে এবং রাতের বেলায় সে মহান কার্যে নিয়োজিত থাকবে, পৃথিবীর বহুজন যে কাজের সংবাদ রাখে না।

অতএব জিন্দেগীর রজনীগুলোকে এমনি সংকটময় দিবসের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাও। যে দিবসে আর কোনই উপায় খুজে পাওয়া যাবে না।

মোটকথা হচ্ছে, তোমার অবস্থা এমনি হবে যে, শরীর লোকের সঙ্গে থাকবে, কিন্তু রুহ তাদের থেকে বহু দুরে থাকবে। আল্লাহর কসম! এ কার্যটি অতি কঠিন। জীবনটিও খুব সহজ নয়। এ সম্বন্ধে আমার ওস্তাদ উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, হে বৎস! যমানার লোকের সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে অনুকরণ ও অনুসরণ করবে না। তিনি আরও উপদেশ দিয়েছেন ঃ দেখ, বিষয়টি কতো কঠিন। জিন্দেগী চালাতে হবে জীবিতদের সাথে কিন্তু মৃতদেরকে অনুসরণ করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, লোকের সাথে মিল-মহব্বৎ রেখে চলবে। কিন্তু তোমার দ্বীনের কার্যাদি যেন তাদের সাথে মিলিত হয়ে না যায়।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেৎনার যমানায় আলেমদের নিঃসঙ্গ জীবন যাপন

অতঃপর এ কথাগুলো জেনে রাখ, যখন ফেৎনা ফাসাদ ব্যাপক ভাবে দেখা দেবে, সত্যের বিলোপ এবং অসত্যের বিস্তার ঘটবে, লোকেরা ধর্ম কর্ম ছেড়ে দিয়ে উল্টা হয়ে যাবে, ঈমানদারগণ অযোগ্য ও অকর্মন্য বিবেচিত হতে থাকবে। কেহই আলেমদেরকে তালাশ করবে না, ধর্মীয় উপদেশ বাণী শ্রবন করার লোক পাওয়া যাবে না, ধর্মীয় কোন ব্যাপারে ফেৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, ধর্মীয় কাজে কর্মে সকলেই শৈথিল্য দেখাবে, এরূপ অবস্থায় আলেমগণও জনগণ থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্জনে নিঃসঙ্গ জিন্দেগীতে উপাসনায় মনোনিবেশ করতে পারে এবং নিজের ইলম গোপন করে চলতে পারে। আমার তো সন্দেহ হয়, যে যমানার কথা আলোচনা করলাম, আমি সে যমানায় এসে গেছি কি না। অতএব উত্তমরূপে জেনে রাখ, আমাদের জন্য লোকজনের সংস্রব পরিত্যাগের হুকুম এরূপ ফেৎনা ফাসাদের যমানায় হবে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করতে দেরী করলে সাংঘাতিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاَنْ يَّدَ اللّٰهُ تَعَلٰى عَلَى الْجَمَاعَةِ وَاَنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْاِنْسَانَ ياخذ الشاذة والناجية والقاصية والفلاذة وَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَرَدُ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ ابعد -

অর্থ ঃ জামায়াতে দলবদ্ধ থাকা জরুরী মনে করিও। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের হাত জামায়াতের ওপরই পতিত হয়ে থাকে। শয়তান মানুষের জন্য বাঘের ন্যায়। জামায়াত (দল) থেকে যে লোক দূরে সরে যায়, আলাদা হয়ে যায়, এক কিনারায় চলে আসে মরদুদ শয়তান তাকেই আক্রমণ করে থাকে। শয়তান সর্বদা নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গেই থাকে। একাধিক লোক দর্শন করলে শয়তান পালিয়ে যায়।

আর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন ঃ গৃহ ত্যাগ করে কোথাও যাবে না। বিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত কারো সহচর্যে যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জনসাধারণের সংস্পর্শ একেবারে ত্যাগ করবে। এ হাদীস দ্বারা পরিস্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ফেৎনা-ফাসাদের যুগে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের হুকুম প্রদান করেছেন। এ হালতে মান্য করতে হয় যে, নবী করীম (সঃ)-এর এ দুটো হাদীসের মধ্যে আসলে কোন বিরোধ নেই। এ দুটো হাদীসের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যোগ সুত্র আছে। এ দুটো হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করলেই পরিস্কার হয়ে যাবে।

দৃঢ়ভাবে জামায়াত আকড়িয়ে ধর, এ হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) জমায়ে উম্মৎ অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের মতামত অনুসরণ করার বিষয় ফরমায়েছেন। জমহুর ওলামায়ে কেরামগণ যে দিকে যাবেন তার উল্টো দিকে গেলে শয়তানের ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জমহুর ওলামাগণের বিরোধিতাকারী সকলেই পথ হারা হয়েছে, গোমরাহ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, স্বীয় দ্বীনের উন্নাতির জন্যে তাদের সংঙ্গ হতে পৃথক থাকায় কোন দোষ নেই। এটা একেবারে আলাদা ব্যাপার।

জামায়াত দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ এ নেয়া যায়, জামায়াতের সাথে নামায পড়া ও জুমুয়ার নামায আদায় করা। যেহেতু এতে ধর্মের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। সাথে সাথে কাফের বেইমানেরা ও নাস্তিকেরা মনের দুঃখে ও রাগে জ্বলে-পুড়ে আঙ্গার হয়ে যায়। সুতরাং এ কার্যে বরকত আছে। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যায়। এ কারণেই আমি নিঃসঙ্গ আবেদদেরকে বলি, সকল উত্তম কার্যে তারা যেন সংশ্লিষ্ট থাকে। ঝগড়া ফাসাদ ও সন্দেহজনক কার্য হতে যেন তারা দূরে থাকে। যেহেতু তার ভেতরে নানা ধরণের বাঁধা বিপত্তি ও বিপদাপদ আছে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে এই ঃ শান্তিপূর্ণ নিরাপদ যুগের জন্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে যুগে যে লোক আল্লাহ তা'আলার ধর্মের বিষয়ে উত্তম ইলমের অধিকারী হবে, সে নবীর উম্মতদেরকে সঙ্গে নিয়েই অগ্রসর হবে।

সে তাদেরকে একতাবদ্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু যখনই ফেৎনা ফাসাদের যুগ দর্শন করবে, তখন দ্বিতীয় হাদীসের উপর অনুসরণ করে নিঃসঙ্গ উপাসনায় মনোনিবেশ করবে। তাই তার পক্ষে উত্তম হবে। যেহেতু তখন লোকজনের সাথে যোগাযোগ রাখাতে বিপদাপদের সম্ভাবনাই অধিক। সাথে সাথে সে মন পুনঃরায় ইসলামের জুমুয়ার নামাযের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জামায়াত ইত্যাদি মঙ্গলময় কার্যাদি হতে দূরে পড়ে না যায়। যদি লোকজন থেকে একান্তই পূর্ণরূপে দূরে গিয়ে থাকতেই হয়, তবে সে যেন পর্বতের চূড়ায় কিংবা গভীর বন-জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। তথায় ধর্মের কার্যাদি নির্বিঘ্নে করতে সক্ষম হবে।

মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলতেছেন, এ প্রকার ব্যক্তি যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, জুমুআর নামাযের জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামী মাহফিলে যদি যোগদান করার সুযোগ সুবিধা ও সামর্থ থাকে, তবে অবশ্যই তাতে শরীক হবে। যেহেতু এ সকল অসংখ্য পুণ্যের কাজ হতে ফিরে থাকা উচিৎ নয়। ইসলামের নামে দ্বীনি মাহফিল বা জামায়াত হোকনা কেন, আর যে যুগেই হোকনা কেন তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হচ্ছে। লোকজনের অবস্থা যতই বিগড়ে যাকনা কেন, তথায় উপস্থিত হওয়া জরুরী। আবদাল ও আকতাবদের যতটুকু সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁরা ইসলামী মাহফিল ও জামায়াতে শরীক হন। যেখানেই তাঁরা যাওয়ার মনস্থ করেন নিমিষের মধ্যে তথায় হাযির হন। যেহেতু দুনিয়া তাদের জন্য একটি পদক্ষেপের স্থান মাত্র।

বর্ণিত আছে ঃ তাদের জন্য দুনিয়া সংকোচন করে দেয়া হয়, তাদের নিরাপত্তা সহকারে আহবান করে নেয়া হয় এবং কল্যাণ ও কারামতের ছায়া বিছায়ে তাদেরকে গন্তব্য স্থানে পৌছায়ে দেয়া হয়।

আমি তাঁদেরকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি, এ ধরণের সফলতা যারা কামাই করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সে সকল হযরতদের পা জমিয়ে দিন এবং অগ্রগতির ক্ষমতা দান করুন যারা নিজেদেরকে নাজাতের পথে নেয়ার বিষয়ে এখনো গাফেল রয়েছেন। আর আমার ন্যায় আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার দুর্বল আশাবাদি যারা তাদেরকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করে লক্ষে পৌছার সামর্থ প্রদান করুন। আমি আমার অসহায় অবস্থানটি এরূপে প্রকাশ করছি।

মহান আল্লাহর পথের পথিক যারা তারা সফলতা লাভ করলো, লক্ষে পৌছে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে পেয়ে গেল। বন্ধুগণ! বন্ধুদের সাহায্য সহযোগীতায় সফলতা লাভ করলো। আমি লক্ষস্থলের মাঝামাঝি স্থানে এসে দুদুল্যমান অবস্থায় পতিত হয়ে পেরেশান হয়ে রয়েছি। যা হাতের নাগালে তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি বহুদূরে তালাশ করে মরছি। নফস এমন বস্তু যে, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে এসে জ্ঞানের সম্মুখে উপস্থিত করছে।

অতএব আমাকে এরূপ সুধা পান করাও যা আমার দুঃশ্চিন্তা দূর করে দেবে। সোজা সরল সঠিক পথ আমার সম্মুখে উম্মুক্ত হয়ে যাবে।

হে সর্ব রোগের নিয়ামক! আমার শত আহত আত্মার ক্ষতস্থান হতে তোমার দরবারে এ প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি। হে সর্ব বিপদ দূরকারী! কি ঔষধ দিয়ে আমার এ রোগ নিরাময় করবো, তা আমার অবগত নেই। রোজ কিয়ামতে কি দিয়ে যে, মহা সংকট হতে রক্ষা পাবো।

এখন মুল কথায় প্রত্যাগমন করছি। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা ও নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপন করার লক্ষ নিয়ে আলোচনা করছি।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, হযরত নবী করীম (সঃ) কি ফরমাননি যে, আমার উম্মতগণের বৈরাগ্য হচ্ছে মসজিদে উপবেশন করা। এ হাদীছ দিয়ে কি উম্মতগণের অন্য কোন প্রকারের বৈরাগ্য নিষেধ হয়নি? এর উত্তর আমি পূর্বে যা বলেছি, তার মধ্যেও আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, এ নির্দেশ ফেৎনা আমাদের যমানায় নয়, ফেৎনা ফাসাদ পূর্ব যমানার জন্যে। দ্বিতীয় কথা এও হতে পারে যে, মসজিদে উপবেশন করে যদি লোকের সাথে মেলা-মেশা ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকে তবে সে বাহ্যিক দিক দিয়ে জনপদে অবস্থান করলেও আত্মার দিক দিয়ে সে বৈরাগ্যের অনুসরণ করলো।

জনগণের সংশ্রব পরিত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জিন্দেগী দ্বারা আমি ইহাই চেয়েছি। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিক দিয়ে নিঃসঙ্গ থাকা আমার লক্ষ ছিল। এ বিষয়েই হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বত করো এবং লোকদেরকে ভয় করো, তাহলে লোকের মাঝে এক হয়ে থাক।

আলেমদের মাদ্রাসা সমূহে চুপচাপ বসে পড়ার বিষয়ে কি ধারণা মনে রাখছেন? হ্যাঁ একদম উত্তমভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন। আলেমদের জন্য এ পথটি তাদের শান-শওকতের মত একক পথ। যেহেতু এর মধ্যে এক সাথে দুটো লক্ষ অর্জন হয়। প্রথমতঃ লোকালয় হতে দূরে সরে থাকা এবং একাগ্রভাবে ইবাদতে মনোনিবেশ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমুয়া নামাযের জামায়াত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ও অন্যান্য ইসলামী কল্যাণমুলক কার্যাদিতে শরীক হওয়াও যাচ্ছে। এভাবেও বৈরাগ্যকে নিরাপদ করা যায়। একদিকে লোকজনের সম্পর্ক হতে রক্ষা পাওয়া যায়, অন্যদিকে মানুষের সাথে জুমুয়া নামাযের জামায়াত ও ঈদের মজলিসে এবং অন্যান্য দ্বীনি জলসায় শরীক হয়ে অসংখ্য পুণ্য লাভ করা যায়। অতএব এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকাই ওলামাদের পক্ষে ভাল ও নিরাপদ রাস্তা। এহেন মর্তবার জন্যেই অনেক আল্লাহ ভক্ত ব্যক্তি জনপদে থেকে গেছেন যাতে আল্লাহর দাসগণ ধর্মীয় কাজে কর্মে তাদের নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। তাঁদের নেক সহচর্যে গুণাহের কার্যাদি কমে যায়। লোকেরা তাদের জীবন চরিত্র হতে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে। তাঁদের সকল কাজ কর্ম নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করে তা অনুকরণ করার সুযোগ পায়।

এ কারণেই বক্তৃতা-বিবৃতি ও কথার মাধ্যমে জনগণকে হেদায়েতের চাইতে স্বীয় জিন্দেগীতে কাজ-কর্ম করে লোকদেরকে শিক্ষা প্রদান করলে বেশী সফলতা লাভ করা যায়। অতএব ধর্মীয় বিষয়ে বিদ্যা ও উপাসনার জন্যে ইহাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা এবং অপরিবর্তনীয় মতামত।

এখন পীরের মুরীদগণের বিষয়টা চিন্তা করা প্রয়োজন। তারা কি তাদের পীরগণের সাথে যোগসুত্র রেখে চলবে ? না তাদের সঙ্গ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবে?

এ ক্ষেত্রে যদি পীরেরা পূর্বেকার নেককার বুজুর্গদের জিন্দেগী অনুসরণ করে চলতে থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ভাই এবং উত্তম সাথী। তারা আল্লাহ তা'আলার খাঁটি দাসদের সাহায্যকারী। অতএব তাঁদের সঙ্গ থেকে দূরে সরে থাকা কিছুতেই ঠিক হবে না। তাঁরা তো গুহা-বিরাগী ইবাদতকারীদের রীতি নীতিতে চলে থাকেন। তাঁদের সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়া যায় যে, নেকী ও পরহেজগারীর পথে তারা সাহায্য সহযোগীতা করে থাকেন এবং ন্যায় ও ছবর করার নছীহত প্রদান করেন। যদি পীরগণ পূর্বদিনের নেককার বুজুর্গদের রীতি নীতি ও পথ ত্যাগ করে থাকেন, তবে তার সাথে মুরীদের সম্পর্ক ঠিক অন্য সকল সাধারণ লোকদের সমপর্যায় পৌছে যাবে এবং তারা দায়রা সঠিক রেখে কথা-বার্তা ও যোগাযোগ ত্যাগ করবে। যদি সে পীর কোন নেক কার্যাদি করে তাতে শরীক হবে। ইহা

ব্যতীত সর্বাবস্থায় তার থেকে দুরে সরে থাকবে। যার কারণে নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপনের লক্ষও পূর্ণ হবে। আর ফরজ ত্যাগকারী বিরাগীদের সাথেও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে।

অতঃপর মুরীদ যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে তার দায়রা ত্যাগ করে স্বতন্ত্র ভাবে সংস্কার ও শুদ্ধিমূলক মনোনিবেশ করবে আর তার পীরের সংস্পর্শ যে বিপদাপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তা থেকে নাজাত লাভ করবে। তবে এক্ষেত্রে তার জন্য সর্বোত্তম ও নিরাপদ জায়গা হচ্ছে কোন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা খানকাহ। যেহেতু এ দুটো জায়গা হচ্ছে সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপ। সূফী সাধক ও আল্লাহ প্রেমিক বান্দাগণ দুশমনের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এ জায়গায় পৌছে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে থাকে। যারা এর বাইরে অবস্থান করে, তারা যেন খোলা ময়দান কিংবা গহিন জঙ্গলে অবস্থান করে। কিন্তু সেসকল জায়গার শয়তানের শিস্যরা প্রত্যহ শিকার ধরতে ঘুরাঘুরি করে থাকে। তারা তাদেরকে এরূপ অরক্ষিত যায়গায় পেয়ে তাদের সর্বস্ব সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, খোলা ময়দান ও গহিন জঙ্গলে থাকার কারণে শত্রুপক্ষের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় আছে। এ অবস্থায় দুর্বল চিত্ত লোকের জন্যে উল্লেখিত নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করা ব্যতীত আত্মরক্ষার অন্য কোন স্থান নেই।

এখন বাকী থাকলো শুধু সে সকল শক্তিশালী ও সতর্ক মানুষের কথা। এদের ওপর কোন দুশমনের জয়ী হওয়া সম্ভবপর নয়। এদের কাছে খোলা ময়দান ও দুর্গ একই ব্যাপার। এরা যথায়ই অবস্থান করেন না কেন, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এরা যদি পীরের দায়রা থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে, তবে আসতে পারে। কিন্তু এদের পক্ষে মাদ্রাসা কিংবা খানকায় অবস্থান করাই উত্তম। যেহেতু ইহার ব্যতিক্রম শক্তি সামর্থ থাকার পরেও তাকে সর্বক্ষণ বিব্রত ও চিন্তামগ্ন থাকতে হয়। এ জন্যে এ প্রকার মানুষের পক্ষেও সর্বোত্তম হচ্ছে, বর্ণিত দুর্গরূপ নিরাপদ জায়গায় থেকে আল্লাহ প্রেমিকদের সংস্পর্শ পাওয়া এবং তাদের থেকে উপকৃত হওয়া। অবশ্য এ ধরণের খাঁটি দ্বীনদার এবং সজাগ ও সাবধানী মানুষের নিঃসঙ্গ নির্জন জিন্দেগী যাপন করা জরুরী নয়, তবুও তা তাদের পক্ষে উত্তম এতে কোন শক ও শোভা নেই।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষের সংস্রব ত্যাগ করা এবং নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপন করার বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করা হলো, তার প্রতি ঠিকভাবে আমল করা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার রহমতে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। অবশ্য এ বিষয়ে অতি সাবধানতার সঙ্গে পথ বের করতে হবে।

এখন দ্বীনি ভাই ও খাঁটি বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও পত্র যোগাযোগের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

এ ক্ষেত্রে জেনে নেওয়া উত্তম দ্বীনি ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা রত্নের ন্যায় মহামূল্যবান কাজ। আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জনেরও ইহা একটা উত্তম পন্থা। যদি এর দ্বারা মঙ্গল লাভ করতে সক্ষম হও এবং আত্মশুদ্ধি করতে পার।

তাও আবার দুটো শর্তের মাধ্যমে। প্রথম শর্ত হচ্ছেঃ তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কিংবা পত্র যোগাযোগের ব্যাপারে যেন বেশী বাড়াবাড়ি করা না হয়। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে ফরমায়েছেন ঃ তৃতীয় দিবসে সাক্ষাৎ করবে, যার দ্বারা ভালবাসা বর্দ্ধিত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ঃ রিয়া, আড়ম্বর, পরনিন্দা ও আজে-বাজে কথা-বার্তা ও কার্যাদি যেন তার মধ্যে না থাকে। তা হলে এর কুফল উভয়কেই ভোগ করতে হবে এবং দু'জনকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

বর্ণিত আছে ঃ হযরত ফোজায়েল (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) দুজনে এক সাথে উপবেশন করে কিছু সময় কথা-বার্তা বললেন। অতঃপর উভয়েই অনেক রোনাজারী করলেন। হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বললেন, হে আবু আলী! অদ্যকার জলসার চেয়ে অধিক পুণ্যের আকাংখা আমি অন্য কোন জলসা হতে করছি না। তার উত্তরে হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বললেন, এ জলসার চেয়ে অধিক ভয় অন্য কোন জলসাকে করছিনা।

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) আশ্চর্য হয়ে আরজ করলেন, হে আবু আলী! তা কিরূপে হয় ? হযরত ফোজায়েল (রহঃ) উত্তরে বললেন, আপনি কি আমার নিকট সর্বোত্তম মুল্যবান ও ভাল ভাল কথা বলেননি ? আমিও তো বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর কথা আপনার নিকট বলেছি। অতএব আমার ও আপনার দুজনের জন্যেই ইহা রিয়ার কারণ হয়ে পড়েছে। এ কথা শ্রবণ করেই হযরত সুফিয়ান (রহঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব তোমাদের পক্ষেও ইহা জরুরী যে, ধর্মের সঙ্গী ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এর বিষয়ে নিয়ত ও কথা বলায় অধিক সাবধাণতা অবলম্বন করা উচিৎ। কোন অবস্থায়ই যেন সীমা অতিক্রম না হয়। এরূপ অবস্থা আছে বলেই তোমাদের পক্ষে লোকজন থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ উপাসনায় মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। এতে তোমার কিংবা তোমার সাথীদের কোনই ভয় ভীতি থাকে না। বরং এতে অনেক মঙ্গল ও বিপুল উপকার অর্জিত হয়।

লোক সমাজের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করা ও নিঃসঙ্গ জিন্দেগী যাপনের কার্যে কোন বস্তু বেশী প্রেরণাদায়ক হতে পারে? যার দ্বারা এ প্রকার কঠিন কার্যও অতি আসানে সম্পন্ন হয়ে যাবে?

তিনটি কার্য দ্বারা এ কঠিন পথও আসান হয়ে যায়। প্রথম কাজ হচ্ছে ঃ আল্লাহর উপাসনায় পুরাপুরি ভাবে মনোনিবেশ করা। যেহেতু ইহাই জিন্দেগীর সর্ব উত্তম কাজ। আর লোক জনের সঙ্গে আড্ডা মিলিয়ে বেড়িয়ে চলা সবথেকে দৈন্য ও আলস্যের কার্য।

অতএব যখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে যে, তোমার নফস অযথা লোকের সঙ্গে মিলা মিসা ও আলাপ চারিতার জন্যে উৎসাহিত তখনই হৃদয়াঙ্গম করতে হবে সময় নাফরমানির প্রতি তোমাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে। সে তোমাকে অনর্থক কাজে ডাকতেছে। কোন এক সা'য়ের অতি উত্তমরূপে এ বাক্যটি বলেছেন।

فراغت تیری سلامتی کے جانب مجھے کھینچ
لائی *

অর্থ ঃ অবকাশ! তুমি আমাকে তোমার আরামের দিকে টেনে নিলে।

অনেক সময় দেখা যায়, অবসর সময় লোকজন আজে বাজে কাজে জড়িয়ে পড়ে। অতএব যে সময়ই তুমি আল্লাহ পাকের উপাসনায় পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে সে সময়ই আল্লাহর নিকট দোয়ার স্বাধ তুমি অনুভব করবে। সে সময় আল্লাহ তা'আলার সে সবের প্রতি তোমার আগ্রহ এবং লোকের প্রতি তোমার বিরক্তিভাব ও তাদের সাহচর্য অথবা তাদের সাথে আলোচনা করার প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া-মোনাজাত সমাধা করে ফিরে আসলেন, তখন জনপদ তার নিকট অতি সাংঘাতিক মনে হলো। এমনকি তিনি লোকজনের শব্দ হতে বাঁচার জন্য কর্ণে আঙ্গুল দিতে ছিলেন। পূর্বে যে শব্দ তাঁর নিকট ব্যক্তি বা কওমের বাক্য হিসেবে মনে হতো, এখন তা যেন গর্ধবের চিৎকারের মত শব্দ মনে হচ্ছে।

অতএব আমার ওস্তাদ এ বিষয়ে যা বলেছেন তা শক্তভাবে আকড়ে ধরুন। তিনি বলেছেন ঃ

মহান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলাকে বন্ধুরূপে লাভ করার লক্ষ্যে তৈরী হোন এবং সমস্ত জনগণকে দূরে তাড়িয়ে ফেল। আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের প্রকৃত আগ্রহী হলে অতি উত্তমরূপে জেনে নাও যে, তাদের মধ্যে থেকেও তুমি আসলে তাদের মধ্যে থাকবে না। মানুষকে তুমি যে রূপেই বদল করে নাওনা কেন, সদা সর্বদা তাদেরকে বিচ্ছুর ন্যায় পাবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঃ লোভ লালসা ও রিপুকে একদম বিলুপ্ত করে ফেল। তবেই তোমার পক্ষে লোকের সম্পর্ক এড়ায়ে থাকা আসান হবে। যেহেতু যাদের নিকট থেকে তোমার লাভের লক্ষ নেই , ক্ষতির ও আশংকা নেই তাদের মাঝে অবস্থান করা না করা সমান কথা।

তৃতীয় কথা হচ্ছে ঃ মানুষের সংসর্গে থাকার ক্ষতিজনক বিষয়গুলো অতি সুক্ষ্মভাবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং তা বার বার আওড়াবে। স্বীয় অন্তরে এ বাক্যসমুহ বদ্ধমূল করে নিবে। যখনই তুমি এ তিনটি কাজকে নিজের জন্যে জরুরী মনে করবে, তখনই লোকের আকর্ষণ ছিন্ন করে আল্লাহর মহব্বতে আগ্রহী হবে। আল্লাহর তা'আলার উপাসনায় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে একদম পৃথক হয়ে নিঃসঙ্গ রূপে মনোনিবেশ করার সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। যার ফলে তুমি আল্লাহর দরওয়াজা শক্তভাবে আকড়িয়ে ধরবে। আর আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে নিরাপদ স্থানে স্থান দিবেন ও ক্ষমতা দান করবেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় অধ্যায়

শয়তানের ধোকা

উপাসনার পথে সফলতা লাভের জন্যে শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে দমন করা ও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করা একেবারে জরুরী। দুটি উপায়ে তা সম্ভব।

প্রথমেই ধারণা করতে হবে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তান সর্বদা মানুষের কল্যাণের বদলে তার ধ্বংস ও প্রথভ্রষ্ট করতে সব সময় ব্যাস্ত থাকে। অতএব এহেন শত্রু হতে নিজেকে কখনো নিরাপদ মনে না করা জরুরী। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত দুটি সুক্ষ ভাবে বোঝা দরকার। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ *

উচ্চারণ ঃ আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া-বানী আদামা আল্লা-তা'বুদুশ শাইত্বানা ইন্নাহূ লাকুম আ'দুব্বুম মুবীন।

অর্থ ঃ হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না। যেহেতু সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাশ শাইত্ব-না লাকুম আদুয়্যুন ফাত্তাখিযূহু আদুওয়্যান।

অর্থ ঃ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রধান শত্রু। তাই তোমরাও তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত কর।

এ আয়াত দুটো উল্লেখ করার পর শয়তানের ভয় ও সতর্ক থাকার ব্যাপারে আর কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখতে হবে যে, শয়তানকে মানুষের সাথে শত্রুতা করার লক্ষ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে সর্বদা মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে তৈরী। এবং সে কু-মতলব নিয়ে মানুষের পশ্চাতে লেগে রয়েছে। এ অবস্থায় মানুষ শয়তান হতে গাফেল ও উদাসীন থাকলে, মানুষের দশাও পরিনাম কি হবে, তা অতিসহজে বুঝা যায়।

চিন্তার বিষয় হলো ঃ তোমার ইচ্ছা হচ্ছে উপাসনায় রত থাকতে, আরো ইচ্ছা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে, কিন্তু এটা শয়তানের ইচ্ছার একেবারে উল্টো। সে কোন অবস্থায় ইহা মানতে চায়না। এর দ্বারা বুঝা যায় তুমি শয়তানের মোকাবেলায় সংগ্রামে নেমে পড়েছ। এ অবস্থায় শয়তানও যে তোমার সাথে সংগ্রামে রত হবে আর তোমাকে ধোকা ও প্রতারণার মধ্যে ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার সকল লক্ষ ও পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়ে তোমাকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে সে ক্ষান্ত হবে।

শয়তান তো সাভাবিকভাবে সকল বণী আদমের ঘোষিত দুশমন। এমনকি কাফের-বেঈমান পথভ্রষ্ট যারা সর্বদা শয়তানের অসনুসরণ করে থাকে আর তার বিরোধিতা করে না, তাদেরকেও শয়তান ধ্বংসের শেষ সীমানায় ঠেলে দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এমন অবস্থায় যে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে, তাকে সে কিভাবে ছেড়ে দেবে? বরঞ্চ যারা শয়তানের বিপক্ষ শক্তি নয় তাদের বিরুদ্ধে দুশমনি হচ্ছে সাধারণ পর্যায়ের।

উপরন্ত ইবলিস একাই তোমাদের দুশমন নয়, তার সাথে একটি সংঘটিত শয়তান বাহিনী আছে। তার মধ্যে শরীক রয়েছে তোমাদের ভেতরকার কু-রিপুগুলো, তারা তোমার বিপক্ষে শয়তানকে সাহায্য সহযোগিতা করছে। তা ব্যতীত তোমার মধ্যে প্রবেশের তার নিকট অনেক পথ আছে। তোমরা এ সম্বন্ধে কোনই সংবাদ রাখনা।

ইয়াহইয়া বিন মা'আজ আররাজী (রঃ) সত্য কথাই বলেছেন যে, শয়তানের অবকাশ আছে তোমার অবকাশ নেই। শয়তান তোমাকে দেখতেছে, তুমি শয়তানকে দেখতে পাচ্ছনা। তুমি শয়তানকে ভুলে যেতে পারো কিন্তু শয়তান কখনো তোমাকে ভুলে যায়না। তোমার নফসই তোমার প্রধান দুশমন, আর সে শয়তানকে সহায়তা করছে। অতএব শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে দমন করা অতি সহজ কাজ নয়। তবুও তা তোমার জন্য অতি জরুরী বিষয়। তা না হলে শয়তানের ক্ষতিকর আক্রমণ হতে বাঁচা কঠিন ব্যাপার।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

শয়তানকে দমন করার উপায়

শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে কিরূপে তাকে হটায়ে দেয়া যায় তা একটি জটিল প্রশ্ন। যাহেদ ও আবেদগণের মতামত হচ্ছে ঃ দুটি উপায়ে শয়তানের সাথে সংগ্রাম করে সফলতা অর্জন করা যায়।

প্রথম উপায়টি হচ্ছে ঃ যা কোন এক বুজুর্গ মাশায়েখ বলেছেন, তিনি বলেছেন, শয়তানকে দমন করতে ইচ্ছা কুকুর সদৃশ, তাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি শক্তিশালী করে তোমাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার সাথে সংগ্রাম করে তাকে হটাবার চেষ্টা করে জয়ী হবে না। বরং ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। আর তোমাদের মূল্যবান সময়ও অপচয় হবে। শেষতক শয়তানই সংগ্রামে সফল হবে বরং তুমি আহত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হবে। এ কারণেই কুকুরের মহাজনের নিকট তার থেকে বাঁচার জন্যে প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি কুকুররূপী শয়তানকে পশ্চাতে হটায়ে তোমাকে জয়ী করবেন।

দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে ঃ অনেক বিজ্ঞ মনীষীগণ বলেছেন ঃ শয়তানের সাথে সংগ্রাম শুরু করে সর্বক্ষেত্রে তার বিপক্ষে লেগে যাও এবং সর্বস্থান হতে তাকে বিতাড়িত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাও।

আমি বলছি যে, উল্লেখিত দুটো পথই এ ব্যাপারে এক সাথে চেষ্টা করা উত্তম এবং ইহাই হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা। সে অনুযায়ী প্রথমে শয়তানের প্রভাব হতে রক্ষা পাওয়ার লক্ষে মানুষকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে এবং ইহা আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহ তা'আলাই শয়তানকে পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সক্ষম। এ বিষয়ে তিনিই যথেষ্ট। তার পরও যদি এ রকম হয় যে, শয়তান মানুষের উপরে জয়ী হচ্ছে। তবে বুঝতে হবে ইহা মানুষের জন্যে শুধু একটা ইমতেহান। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাধনা, ঈমানের মজবুতী এবং সত্যের প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রমাণ চান। তিনি পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন মানুষের ত্যাগের পরিমাণ। আমাদের ধৈর্য্য সংযম ও একাগ্রতা দেখতে চাচ্ছেন। যে ভাবে আমাদের ওপর বর্তমান যুগে কাফেরদেরকে বিজয়ী করে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে জিহাদ, জযবা এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। যেহেতু

www.AmarIslam.com

কাফের মোশরেকদের উপরে আমাদেরকে বিজয়ী রাখা তার নিকট মোটেও কঠিন বিষয় নয়।

আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালিয়া'লামাল্লাহুল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া ইয়াত্তাখিযু মিনকুম শুহাদা-আ।

অর্থ ঃ যাতে করে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কতককে শাহাদতের সৌভাগ্য দান করতে পারেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আম হাসিবতুম আন তাদ্‌খুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা- ইয়া' লামিল্লা-হুল্লাযীনা জা-হাদু মিনকুম ওয়া ইয়া'লামুছ ছা-বিরীন।

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেন নি যে, কে তাঁর জন্য জিহাদ করল বা করলনা এবং কে তার পথে কঠিন বিপদের মুখে ধৈর্য ধারণ করল বা কে করল না।

শয়তানের বিপক্ষে সংগ্রাম ও বিরোধিতায় লেগে যাওয়ার পশ্চাতেও এ কারণই বর্তমান। আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম ও বিরোধিতার তিনটি পন্থার কথা বলেছেন।

প্রথম পন্থা হচ্ছে ঃ শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশলের যত দিক রয়েছে তা সবই জেনে নেয়া। এগুলো জ্ঞাত থাকলে শয়তান নিকটে আসতে সাহসী হবে না। যেহেতু চোর যদি লক্ষ করে যে, গৃহের মালিক তার কৌশলসমূহ জেনে গেছে, তবে সে চোর ঐ গৃহে চুরি করতে না ঢুকে বরং সে এ এলাকা ছেড়ে ভেগে যাবে।

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে ঃ শয়তানের ডাকাডাকি ও কু-মতলবের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করবে না, মনকেও সে দিকে আকৃষ্ট না করে আপন মনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাশ কাটিয়ে সন্মুখে চলতে থাকবে। যদি তুমি শয়তানকে একটি বারও কিছু গুরুত্ব দাও, একটি বারও যদি সে কুকুরের প্রতি নজর দাও, তখন সে তোমাকে আক্রমণ করে কামড়াবে, ক্ষত বিক্ষত করে ফেলবে। আর যদি তুমি তাকে গুরুত্ব না দাও, তবে সে কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে চুপ হয়ে পালিয়ে যাবে।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে ঃ সদা-সর্বদা দিলে ও মুখে আল্লাহর যিকির জারী রাখবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, শয়তান থেকে পরিত্রানের জন্য আল্লাহর যিকির যেন ক্ষুধা কাতর লোকের সম্মুখে এক লোকমা খাদ্য।

এখন শয়তানের চক্রান্ত ও কু-মন্ত্রণার বিষয়ে কিভাবে বুঝা যাবে তার আলোচনা করছি।

প্রথমতঃ শয়তান তার কু-মন্ত্রণার তীর ধনুক একের পর এক নিক্ষেপ করতে থাকে। যদি তার কু-মন্ত্রণার পথ-ঘাট ঠিকভাবে জানা থাকে তবে তা সহজেই বুঝা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ শয়তানের ধোকা ও চালবাজী একটা চাল স্বরূপ। যা লোকের গলে বিদ্ধহয়ে যায়। শয়তানের চাল, অবস্থা ও পন্থাগুলো বিস্তারিত জানার পরেই সে চালের বিবরণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর হয়।

ওলামায়ে কেরামগণ শয়তানের ওয়াছওয়াছা (কু-মন্ত্রণার) শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছেন। আমি নিজেও এ বিষয় নিয়ে একখানা পুর্ণাঙ্গ কেতাব রচনা করে এর নাম দিয়েছি "তালবীছে ইবলিছ"। এই কেতাবে সে বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবুও এর দরকারী ও মৌলিক বিষয় সমূহ বর্ণনা করব। সেগুলো অতি দৃঢ় চিত্তে আকড়ে ধরবে।

শয়তানী কু-মন্ত্রণার ভিত্তি মূল

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে একজন করে ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে মানুষের অন্তরে প্রভাব খাটিয়ে মানুষকে সৎ পথে আহবান করতে থাকবে। এ ফেরেশ্‌তাকে বলা হয় মুলহিম আর তার আহবানকে বলা হয় ইলহাম। এর ঠিক উল্টো এক শয়তানকেও মানুষের অন্তরে বসিয়ে দিয়েছেন। সে কিন্তু মানুষদেরকে অসৎ ও অন্যায়ের পথে আহবান করতে থাকে। এ শয়তানকে বলা হয় ওয়াছওয়াছ এবং তার আহবানকে বলা হয় ওয়াছ ওয়াছা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেক ওলামায়ে কেরামদের মতামত হচ্ছে ঃ মুলহিম ফেরেশতা ন্যায় ও সৎ কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে আহবান করতে পারে না। সেভাবে শয়তান ওয়াছ ওয়াছা, অন্যায় ও অসৎ কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজে আহবান করে না।

আমার ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন, শয়তান মন্দ কার্যাদি ব্যতীত কখনো কখনো আবার মানুষকে সৎ কার্যের প্রতিও আহবান করে থাকে। যদি তার পরিণাম মন্দই হয়ে থাকে। সে ক্ষুদ্র কোন সৎ কার্যে আহবান করে নিয়ে হয়তো বৃহৎ কোন অসৎ কার্য সমাধা করায়। কিংবা বৃহৎ কোন নেক কার্য হতে ফিরায়ে রাখার জন্যে ক্ষুদ্র কোনও নেক কার্যে প্রেরণা যোগায়ে থাকে।

মোটকথা হচ্ছে ঃ তারা উভয়েই মানুষের অন্তরে স্থায়ীরূপে আসন গেড়ে বসে আছে। তারা নিজ নিজ কর্তব্যে সক্রিয় রয়েছে। অন্তর যখন যে দিকে ঝুঁকে পড়ে., সে দিকে মানুষ অনুসরণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

اِذَا وَلَدَ لِابْنَ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ قَرَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهْ بِه مَلَكًا وَقَرَنَ الشَّيْطَانُ بِه شَيْطَانًا فَالشَّيْطَانَ جَائِمٌ عَلٰى اُذُنِ قَلْبِ اِبْنُ اٰدَمَ الْاَيسروَالْمَلَكَ جَائِمٌ عَلٰى اُذُنِ قلبه الايمن فهما يدعوانه *

অর্থ ঃ যখন কোন আদম সন্তান ভুমিষ্ট হয়, আল্লাহ পাক তখন একজন ফেরেশতা তার সঙ্গীরূপে নিযুক্ত করে দেন। তদ্রুপ শয়তানও অন্য এক শয়তানকে তার সঙ্গী করে দেয়। তখন এ শয়তানটি শিশুর বাম দিকে অবস্থান করে আর ফেরেশ্‌তাটি তার ডান দিকে অবস্থান করতে থাকে। অতঃপর তারা উভয়ই নিজ নিজ কর্তব্যে রত হয়ে যায়।

হযরত নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, মানুষের প্রতি' যেমন একটি শয়তানের প্রভাব পতিত হয়, তদ্রূপ এক ফেরেশতার প্রভাবও তার উপর রয়েছে। অর্থাৎ দুজনেরই আহবানের প্রভাব দেখা দেয়।

এ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা মানুষের শরীরের মধ্যে এমন সব বস্তু রেখে দিয়েছেন, যারা সর্বদা মানুষকে কামনা-বাসনার বিষয়ে মানুষকে সক্রিয় করে থাকে এবং তাকে বিপদাপদের দিকে চালনা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে আহবানকারীর মোট সংখ্যা তিনটি ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ বর্ণনা আলোচনার পরে, এ বিষয়টি বুঝা দরকার যে, মানুষের অন্তরে শয়তান ও ফেরেশ্‌তার প্রভাবে কতক পরিস্থিতি ও অবস্থার জন্ম হয়। সে সকল অবস্থার কারণেই মানুষেরা একটি কিছু করতে বাধ্য হয়ে থাকে। এগুলো মিলে যে অবস্থার জন্ম হয়ে থাকে তাকে খাওয়াতের বলা হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্নরূপে যখন থাকে তখন তাকে খাতরাত (অনিষ্টকারী) বলা হয়ে থাকে। যেমন কামনা-বাসনা ইত্যাদি। যে কোন পরিস্থিতিতেই এগুলো চার প্রকারের হয়ে থাকে।

প্রথম অবস্থায় আল্লাহ পাক শুরু থেকেই মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন তাকে খাতের বলা হয়। দ্বিতীয় অবস্থা কোন কোন সাময়িক হালত শেস পর্যন্ত প্রাকৃতিক হয়ে থাকে, তাকে "হাওয়ায়ে নফস" বলা হয়ে থাকে। এটা নফসের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তৃতীয় অবস্থা ঃ মুলহিমের ডাকে অন্য এক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাকে ইলহাম বলা হয়ে থাকে। চতুর্থ অবস্থা ঃ শয়তানের আহবানে কতক অবস্থা প্রকাশ পায়। একে ওয়াসওয়াসা বা শয়তানের কারসাজি বলা হয়ে থাকে।

এখন উত্তমরুপে জেনে নাও, আল্লাহর পক্ষ হতে যে খাতের মানুষের অন্তরে প্রথমেই প্রকাশিত হয়, তা কল্যাণ জনকই হয়ে থাকে। তা কৃতজ্ঞতা প্রমাণাদির প্রতি দৃঢ় আস্থার কারণেই হয়ে থাকে। তা আবার কখনো এ অকল্যাণকর দেখা দিয়ে থাকে। পরীক্ষা ও কষ্ট বেশী হবার জন্য এ রকম হয়ে থাকে। তবে মুলহিমের তরফ হতে মানুষের ওস্তাদ ও পীর । তার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলময় বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশিত হয় না।

বস্তুতঃ শয়তানের তরফ হতে যে সব খাওয়াতের প্রকাশিত হয়, তা সব প্রায়ই খারাপ ও অকল্যাণকর হয়ে থাকে। যেহেতু এ সবের লক্ষই হচ্ছে মানুষের ঈমান ও দ্বীনি বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়া।

অবশ্য কোন কোন সময় এগুলো উত্তমরূপ ধরেও প্রকাশিত হয়, কিন্তু তারও লক্ষ থাকে প্রতারণা ও গুণাহের দিকে ধাবিত করা। আর নফসের প্রবৃত্তি হতে যে খাতের জন্ম হয়, তাও মানুষের মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। তবে কোন কোন সময় এ ও মানুষকে সৎকাজের প্রতি আগ্রহী করে থাকে কিন্তু সলফে সালেহীনদের মতামত হচ্ছে যে, এর ভিতরগত লক্ষও হচ্ছে মানুষের অমঙ্গল সাধিত করা। যেহেতু শয়তানের মূল রীতিই হচ্ছে এই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

খাওয়াতের ও ওয়াসওয়াসের পার্থক্য

এর পরে তিনটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অতি জরুরী। যেহেতু তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর প্রথমটি হচ্ছে ঃ খাতেরে খায়ের এবং খাতেরে শার এর ভেতরকার পার্থক্য জানা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ খাতেরে শার এর ইবতেদায়ী, শয়তানী ও নফসানী এ তিনটি রূপ জানা। তৃতীয়টি হচ্ছে ঃ খাতেরে খায়ের এর ইবতেদায়ী, রহমানী, ইলহামী, শয়তানী ও নফসানী, এদের ভেতরকার পার্থক্য বুঝা। তবেই খাতেরে খায়েরে রহমানী ও ইলহামীর অনুসরণ করা যাবে এবং খাতেরে খায়েরে নফসানী ও শয়তানী হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়।

প্রথম বিষয় ঃ আলেমগণ বলেছেন ঃ যখন তোমরা খাতেরে খায়ের ও খাতেরে শার এর স্বরূপ এবং এ দুটোর ভেতরকার ব্যবধান জানতে ইচ্ছা কর, তখন এ ব্যাপারে নির্দ্ধারিত বাটখারার কোনও একটিতে উঠায়ে এগুলোকে মেপে নাও। তবেই তোমার লক্ষ সফলতা লাভ করবে। প্রথমটি হচ্ছে শরীয়তের বাটখারা। অতএব তোমার দিলে যে অবস্থার জন্ম হবে সর্বাগ্রে তা উক্ত বাটখারার মেপে নিতে হবে অর্থাৎ বুঝতে হবে, তোমার দিলের অবস্থাটা শরীয়াত সম্মত কিনা। যদি তাই হয়ে যায় তবে হৃদয়াঙ্গম করবে যে, তা কল্যানজনক। আর যদি শরীয়ত সম্মত না হয় তবে তা অকল্যান জনক। যদি শরীয়তের বাটখারায় ওজন করে ব্যাবধানটা বুঝা না যায়, তবে সলফে ছালেহীনদের রীতি নীতি অর্থাৎ অন্ধ অনুকরনের বাটখারায় ওজন করে দেখ। যদি দিলের অবস্থাটি তাদের রীতি নীতির পক্ষে হয় তবে তা মঙ্গলজনক আর যদি তার উল্টা হয় তবে তা অমঙ্গলজনক।

তবে যদি এ বাটখারায়ও ব্যবধানটা ঠিক করা না যায়, তবে নফস ও প্রবৃত্তি তাকে স্বীকার করছেনা বরং তারা তার বিপরীত চলতে চাচ্ছে, তবে ধরে নিতে হবে যে দিলের হালতটি মঙ্গলজনক। আর যদি এর প্রতি প্রকৃতিগত ভাবেই ঝুঁকে যায়, তবে বুঝতে হবে যে, উহা অমঙ্গলজনক।

অতঃপর আবার অন্য বাটখারায় ওজন করে দেখবে যে, মনোবৃত্তির উপরে যদি নফসের সাধারণভাবে ঘৃণার জন্ম না হয়; বরং কোন ও ভীতিজনক কারণে ঘৃণার জন্ম হয় তবে বুঝতে হবে যে, এটা মঙ্গলজনক। আর যদি সে ঝুকে পড়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কোন আশ্বাস বাণী সক্রিয় না থাকে,

তবে বুঝবে যে, তা অমঙ্গলকর। এর কারণ হচ্ছে আসলে নফসই সকল পাপ কার্যের মূল ভিত্তি।

মোটকথা হচ্ছে ঃ উল্লেখিত চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমাদের মনোবৃত্তি সমূহের যাচাই বাছাই করে তার ভাল-মন্দ দিক বুঝতে হবে।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই সর্ব কাজের তওফিক দানের মালিক। যেহেতু তিনিই একক দাতা ও দয়ালু।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ঃ অতঃপর খাতেরে শার (খারাপ মনোবৃত্তি) এর কোনটি শয়তানের কু-মন্ত্রনা ও কু-প্ররোচনা হতে সৃষ্টি হয়েছে, কোনটি খাওয়ায়ে নফস হতে জন্ম হয়েছে এবং কেনটি জন্মরূপে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অর্থাৎ ওয়াছাবেছ হতে সৃষ্টি হয়েছে, এগুলোর ব্যবধানটা বুঝা জরুরী। তজ্জন্য তিনটি পদ্ধতিতে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে এই ঃ যদি ওয়াছাবেছকে শক্তভাবে একই হালতে অনুভব কর এবং তার থেকেই কোন মনোভাবের জন্ম হয় তবে বুঝতে হবে তা জন্মগত দিক দিয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়োগকৃত ওয়াছাবেছ অথবা তা হতে উদ্ভুত নফসানী খাহেশ হতে তা সৃষ্টি হয়েছে। যদি সে মনোভাবটি অস্থায়ী অস্থির চঞ্চল বলে ধারণা হয় তবে মনে করবে যে, শয়তানের কুমন্ত্রনায় সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন বুজুর্গ লোক বলেছেন যে, নফসানী খাহেশ বা প্রবৃত্তির চাহিদা চিতাবাঘের মত। সে যখন আক্রমন করতে আগ্রহী হয়, তখন পর্যন্ত তাকে জব্দ করা না যায় সে একটা অঘটন না ঘটিয়ে চুপ হয় না। কিংবা তাকে ঐ সকল খারেজীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা হত্যা করা বা নিহত হওয়ার কছম করে যুদ্ধের ময়দানে নেমে যায়। আর শয়তান হচ্ছে ঐ ব্যাঘ্রের ন্যায় যাকে একদিক থেকে ভাগায়ে দিলে সে অন্য দিক থেকে আগমণ করে আক্রমণের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই ঃ যদি তুমি গুণাহ করার পরে ঐ রিপু সমূহকে উপলব্ধি করতে পার আর তার আগে কোন হালতে তা বুঝতে না পার, তবে বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা স্বরূপ এসে ছিল।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

উচ্চারণ ঃ কাল্লা- বাল র-না আ'লা- কুলূবিহিম মা-কানূ ইয়াকসিবুন।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ কখনোই এরূপ নয়। বরং তাদের অনাচারের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে।

আমার ওস্তাদ বলেছেন ঃ এ প্রকারের গুণাহ মনের কঠিনতা হতে সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে মনের উপর প্রভাব ফেলে অন্তরাল সৃষ্টি করে, অতঃপর তা প্রকৃত ও কঠিন অবস্থায় পৌছে যায়।

যদি এই ওয়াছবেছ কোন গুণাহের কাজ করার পুর্বেই ধরা পড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে এটা তোমার নিজ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আর তা শয়তানের প্ররোচনা হতেই সৃষ্টি হয়েছে। বেশীরভাগ ওয়াছাবেছ এর অবস্থাই এরূপ। যেহেতু তার শুরুতেই মন্দ পন্থায় প্রেরণা দেয়া হয়ে থাকে। তার আকাংখাই হচ্ছে নাফরমানীর কাজ করা।

তৃতীয়তঃ যদি দেখা যায় যে, আল্লাহর উপাসনায় কমতি হয় না অথবা কোন প্রকার দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাতে বুঝতে হবে এটা বান্দার স্বাভাবিক জৈবিক প্রেরণা হতে সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি পরিদৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'আলার যিকির ও উপাসনার দুর্বলতা ও কমতি ধরা পড়ে, তবে মনে করতে হবে, এটা নিশ্চয় শয়তানের পক্ষ হতে আগত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ *

উচ্চারণ ঃ মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস।

এর ব্যাখ্যায় তাফছীরে বলা হয়েছে ঃ শয়তান সর্ব সময় বান্দার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, অথচ বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার যিকির করে তখন সে ভেগে পালিয়ে যায়। কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার যিকির ও উপাসনা হতে গাফেল হয় তখন সে আগমন করে কু-মন্ত্রনা দিতে থাকে।

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই ঃ অতঃপর তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, আল্লাহর পক্ষ হতে সোজাসুজি যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং অন্তরে কর্তব্যরত ফেরেশতার প্রভাবে যে মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়, তার মধ্যের ব্যবধান বুঝতে হবে। তবে সে জন্যে তিন প্রকারের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। প্রথম প্রকার চিন্তা হচ্ছে ঃ যদি দেখা যায় যে, সে মনোবৃত্তিটি স্থির হয়ে স্থায়ী আসন দখল করেছে। যেহেতু উহা তোমার উপদেষ্টারূপে যখন ইচ্ছা যে কোন দিক হতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগমণ করতে পারে। সে তোমার সম্মুখে সর্ব প্রকার উপদেশমূলক কথা বার্তা নিয়ে উপস্থিত হবে। তুমি তা মান্য করবে, ইহাই সে আকাংখা করতে থাকবে।

দ্বিতীয় প্রকার চিন্তা হচ্ছে ঃ যে মনোবৃত্তি উপাসনা ও আনুগত্য ইত্যাদির পরে দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা যা-হাদূ ফীনা- লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম্ সুবুলানা।

অর্থ ঃ যারা আমার পথে ত্যাগ ও সংগ্রামে লিপ্ত থাকে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَتْهُمْ هُدًى *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযী-নাহ্‌তাদাও যা-দাতহুম হুদান।

অর্থ ঃ যারা ঠিক পথে আছে, আল্লাহ তাদেরকে আরও বেশী করে পথ প্রদর্শন করেন।

আর যদি উপাসনা ও আনুগত্যের শুরুতেই এ মনোভাব গুলো সৃষ্টি হয়, তা হলে বুঝতে হবে এ শয়তানের চক্রান্ত।

তৃতীয় প্রকার চিন্তা হচ্ছে ঃ যদি সে মনোভাব মূলনীতি ও অপ্রকাশ্য আমলের মধ্যে দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। আর যদি তা শাখা-প্রশাখা ও প্রকাশ্য আমালের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তবে বুঝতে হবে তা ফেরেশতার পক্ষ হতে হয়েছে। যেহেতু বেশীরভাগ আলেমগণের মতে ফেরেশতাগণ মানুষের অপ্রকাশ্য বিষয়ে অবগত হতে পারে না।

যে খাতেরে খায়ের শয়তানের পক্ষ হতে মানুষের দিলে গিয়ে দেখা দেয়, সে হালত বা মনোভাব যদি নফসের পক্ষে হয়, ভয়হীন রূপে জলদি করে নফস তা গ্রহণ করে ফেলে এবং বিনা দ্বিধায় তা অনুসরণ করা আরম্ভ করে দেয়। তখন বুঝতে হবে এ শয়তানের পক্ষ হতে আগমণ করেছে। এ প্রকার মনোভাব বাদ দিয়ে চলতে হবে। যেহেতু এর মধ্যে কোন প্রকার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

পরিণাম বা দূরদর্শিতা তালাশ করে পাওয়া যাবে না। আর যদি তোমার নফস তার দ্বারা ভয় পায়, সন্তুষ্ট না হয়, জলদি করে মান্য না করে গড়িমশি করা আরম্ভ করে দেয় এবং এর একটা পরিণাম স্পষ্ট ভাবে বুঝবে, হয় তো বা তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগমণ করেছে নচেৎ ফেরেশ্‌তার প্রভাব হতে সৃষ্টি হয়েছে।

আমার ধারণা জলদি করা হচ্ছে ভাব প্রবণতা যা মানুষকে কাজের মধ্যে কোন প্রকার ফলাফল না বুঝেই নামায়ে দিয়ে থাকে এবং সে কারণে এমনি ফলাফল প্রত্যক্ষ করে যাতে মানুষ সন্তুষ্ট হয়েই তার দিকে দৌড়াতে থাকে। আর ধীরস্থির ভাবে কাজ হচ্ছে উত্তম। তবে হ্যাঁ, শুধু কতক কার্য জলদি করে করা ভাল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাড়াহুড়া করা শয়তানের কার্য। তবে পাঁচটি যায়গায় তা (তাড়াহুড়া) করা উত্তম। (১) কন্যা বয়স্কা (বালেগা) হলেই তাকে জলদি করে বিবাহ দেয়া। (২) ঋন পরিশোদ করার সামর্থ হওয়া মাত্রই ঋন পরিশোদ করা। (৩) মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথেই মূর্দারকে কাফন-দাফন দেয়া। (৪) মেহমান আসার সাথে সাথে মেহমানদারি করা এবং (৫) গুণাহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তওবা করা।

এখন বাকী থাকলো ভয়। অন্তরের এ হালতটি, কাজের পরিনাম ও আল্লাহ তা'আলার নিকট তা কবুলের ভিত্তিতে বিচার্য।

মহানুভবতা অনুভব হওয়া সহজ। মহানুভবতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, সে মনোবৃত্তিটি মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় এবং আখেরাতের বৃহত্তর কল্যাণের আকাংখায় অন্তরের সে অবস্থাটি এসে যায়। যদি এ প্রকার হয় তবে তা কল্যানজনক হবে।

মোট কথা হচ্ছে ঃ এ সকল ব্যাপারগুলোতে তওফিক লাভ করতে হবে এ সমস্তই হচ্ছে সেই তিনটি মূলনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা খাওয়াতের সম্পর্কিত অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে, সেখান থেকে জেনে নিতে হবে। আর এ সমস্ত চিনে নেয়া জরুরী বিষয়। অতএব এসবগুলো অন্তরের স্মৃতিতে একে রেখে যতদুর সম্ভবপর এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতে হবে। যেহেতু এ ইলমের এ সকলই হচ্ছে সুক্ষাতি সুক্ষ রহস্য ও বিস্ময়কর তত্বাদি।

শয়তানী চক্রান্তের প্রতিকার

আল্লাহর উপাসনার মধ্যে শয়তান বান্দার সাথে যে চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তা হচ্ছে সাত প্রকার।

প্রথম প্রকার হচ্ছে ঃ শয়তান বান্দাকে সরাসরি উপাসনা হতে বিরত রাখে। যদি তখন আল্লাহ পাক তার বান্দার সাহায্যকারী হন, তবে বান্দা এ কথা বলে শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয় যে, আল্লাহর উপাসনা করা আমার জন্যে জরুরী কর্তব্য। যেহেতু এ অস্থায়ী দুনিয়া হতে আমাকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। সে জন্যে আখেরাতের সম্বল কামাই না করে আমার কোন গতি নেই।

এ প্রকার শয়তান যখন বান্দাকে সরাসরি বাধা প্রদানে অসমর্থ হয়, তখন শয়তান দ্বিতীয় প্রকারের কলা কৌশল গ্রহন করে। এ হচ্ছে বান্দাকে উপাসনায় বিলম্ব সৃষ্টি করা। বান্দার দিলের মধ্যে আলস্য যোগান দেয়া, তাতেও যদি আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে রক্ষা করেন আর বান্দা যদি শয়তানের সে চালবাজি এ কথা বলে ব্যর্থ করে দেয় যে, আমার জিন্দেগী আমার হাতে নয়। সুতরাং অদ্যকার কাজ আগামী কালের জন্যে অথবা এখনকার কাজ যদি আগামী দিনের জন্য ফেলে রেখে দেই, তবে আগামী দিনের কাজ কবে করবো? যেহেতু প্রত্যেক দিবসের জন্যই তো আলাদা আলাদা আমল আছে।

শয়তান এ প্রকার কলা-কৌশলে সফল হতে না পেরে তৃতীয় প্রকার কৌশল গ্রহণ করে। এ হচ্ছে ঃ জলদি করে উপাসনার কার্যাদি শেষ করার জন্য বান্দাকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। সে এ কথা বলে বান্দাকে বুঝাতে থাকে যে, তোমার অনেক কাজ রয়েছে। উপাসনার কাজ শেষ করে তোমাকে এ কাজ ও কাজ অনেক কাজই সমাধা করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি করে উপাসনা শেষ কর। যদি আল্লাহ তায়ালা শয়তানের এ চালবাজি হতে তার বান্দাকে হেফাজত করেন এবং বান্দা এ কথা বলে তখন শয়তানকে হতাশ করে দেয় যে, সঠিকভাবে অল্প আমল করা বেঠিকভাবে বেশী আমল করার চেয়ে অতি উত্তম। নিখুঁত নির্দোষ অল্প ইবাদত ত্রুতি যুক্ত সহস্র ইবাদত হতে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর শয়তান চতুর্থ প্রকার কৌশল অবলম্বন করে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শয়তানের চতুর্থ কৌশল হচ্ছে ঃ বান্দাকে বুঝায়ে শুনায়ে দেয় যে, ইবাদত যখন করবেই তখন তা লোকদেরকে দেখায়ে করবে। তাতে তোমার উপর লোকের মান সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। সাথে সাথে তারাও আল্লাহর ইবাদতে উৎসাহ উদ্দিপনা পাবে। সুতরাং অপ্রকাশ্যে ইবাদত না করে প্রকাশ্যে লোকদেরকে দেখায়ে ইবাদত করো। এ সকল কথা বার্তা বলে বান্দাকে বুঝায়ে শুনায়ে রিয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা যদি তার বান্দাকে শয়তানের এ চালাকি হতেও বাঁচায়ে দেন এবং যদি বান্দা শয়তানকে এ কথা বলে ফিরায়ে দেয় যে,ইবাদত তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই করছি, তাই তিনি দেখলেই হবে, মানুষকে দেখায়ে কোন লাভ নেই। তখনও শয়তান বিফল হয়ে পঞ্চম কৌশলের পথ ধরে।

পঞ্চম প্রকারের কৌশল হচ্ছে ঃ শয়তান এ বার বান্দার অন্তরে আত্মাভিমান ও অহংকার পয়দা করে দিয়ে থাকে। বান্দার অন্তরে একথা জাগরিত করে দেয় যে, কত বড় পুণ্যের কাজ করে ফেললে, কত উত্তম করেছো, তোমার ন্যায় ইবাদতকারী কি আর কেহ আছে? এ অবস্থায়ও যদি আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে রেহাই করে দেন তা হলে বান্দা শয়তানকে এ কথা বলে ভাগিয়ে দেয় যে, যা কিছুই করেছি, তা আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে করেছি। আমার করার কোন শক্তিই নেই। যা কিছু করেছি তা মহান প্রভূর বদৌলতে। তিনি যে আমার ন্যায় অনুপযুক্তকে ইবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্য ব্যতীত আর কি? যদি আল্লাহ তা'আলা মঞ্জুর না করেন, তবে আমার হাজারো ইবাদতের কি মূল্য আছে? আমার পাপরাশী সীমাহীন। এর তুলনায় এ ইবাদত আর কতটুকু?

এ ভাবে যখন বান্দা শয়তানের এ চক্রান্তও ব্যর্থ করে দেয়, যখন শয়তান ষষ্ট প্রকার কৌশলের পথ ধরে। এ কৌশলটিই হচ্ছে তার চালের মধ্যে কঠোর ধ্বংসাত্বক। সাবধানী ও শুক্ষদর্শী মানুষ ব্যতীত শয়তানের এ চক্রান্ত কেহই বুঝতে পারে না। শয়তান হাযির হয়ে আল্লাহর বান্দাকে বুঝতে থাকে যে, তুমিতো গোপনভাবে পালিয়ে আল্লাহর ইবাদত করছো। অথচ আল্লাহ তা'আলা তা সর্বকিছু জাহের করে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল আমলকারীর আমলকে তার পোষাক বানায়ে দিবেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজে যা প্রকাশ করা পছন্দ করেন, তা তুমি লুকায়ে আমল করে কি সাফল্য পেলে? আল্লাহ তা'আলা যদি এ বারেও বান্দাকে শয়তানের খপ্পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে উদ্ধার করেন, তবে তখন বান্দা এ কথা বলে শয়তানকে হাঁকিয়ে তাড়ায়ে দেয় যে, হে অভিশপ্ত মরদুদ শয়তান। এতদিন তুই আমার আমলের মধ্যে দোষ ত্রুটি ঢুকাতে চেয়েছ। তাতে সুবিধা করতে না পেরে এখন তা শুদ্ধ করার ভান করে সম্পুর্ণটা বরবাদ করতে চাচ্ছ? এবার উপকারী সেজে আমার মারাত্মক ক্ষতি করতে এসেছ? তুমি জেনে নাও আমি আল্লাহর বান্দা এবং তিনি আমার মাবুদ! তিনি যদি কোন কিছু জাহের করতে ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন। আর যদি গোপন করতে ইচ্ছা করেন তবে তাতেও আমার আপত্তি করার কিছুই নেই। তিনি যদি আমাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেন তা উত্তম ব্যাবস্থা। তিনি যদি আমাকে নগন্য করতে ইচ্ছা করেন, তাতেও আমার আপত্তি করার কিছুই নেই। এ সকল ব্যাপার তার ইচ্ছার উপর নিভর্শীল। সে জন্য আমার চিন্তা করার কিছুই নেই। যেহেতু আমল জাহের হয়ে যাক অথবা গোপন থাকুক তা বান্দার হাতে নেই। সে স্বইচ্ছায় জাহের না করলেই উত্তম।

অতঃপর শয়তান নিরুপায় হয়ে তার সপ্তম প্রকারের নীতি কৌশল অবলম্বন করে। সে বান্দার নিকট হাযির হয়ে বলতে থাকে, এসব কাজ করে তোমার কি হবে? তোমার অবস্থা কি হবে তা আল্লাহ তা'আলা নির্দ্ধারিত করেই রেখেছেন। অতএব নেক বান্দাই হওয়া যদি তোমার কিসমতে থাকে তবে এ সকল নেক কাজ তো না করলেও চলবে। আর যদি তোমার অদৃষ্টে গুণাহগার ও দোযখী হওয়াই থেকে থাকে, তবে হাজারো নেক কাজ করলেও কোন উপকার হবে না।

এ অবস্থা হতেও যদি আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে উদ্ধার করতে উচ্ছা করেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলার বান্দা শয়তানের যুক্তি পূর্ণ কথা এ বলে খন্ডন করবে যে, আমি হচ্ছি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা। আর বান্দার কাজ হচ্ছে প্রভূর উপাসনা করা। তাকে প্রভূ যে হুকুম করেন তা কার্যে পরিণত করা এবং তিনি যা নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকাই হচেছ বান্দার জন্য একান্ত কর্তব্য। মহান রব্বুল আলামীন তাঁর প্রভূত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সজাগ রয়েছেন। আর ইহা সুনিশ্চিত যে, নেক কার্য কখনো অর্থহীন বা মুল্যহীন হয় না। তাঁ কোন না কোন কল্যানের কাজে লাগবেই। যেহেতু যদি নেককার বান্দাই হতে পারি তা হলে আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী সৌভাগ্যের জন্যে আরজ পেশ করতে পারবো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর যদি আমার ভাগ্যে গুণাহগার হওয়াই লিখে রেখে থাকেন, তবুও আমার নেক কাজের দরকার আছে। তা না হলে আমাকে আমার আত্মার প্রতি ধিক্কার দিতে হবে, আর এ বলে আমাকে অনুতপ্ত হতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার বান্দা হয়েও তার ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ আমার কখনো হলো না। সুতরাং আজকে আমার এ দূরাবস্থা। তা ব্যতীত নেক আমল সমূহ আমার জন্যে কোন সময়ই ক্ষতিকর হয়ে ধরা দেবেনা।

যদি আমাকে দোযখে প্রবেশ করানো হয়, সে অবস্থায়ও আমার অন্তরে এ শান্তনা থাকবে যে, আল্লাহর নাফরমানী করে গুণাহগার সাব্যস্ত হয়ে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইনি। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানীর কারণে পাপী সাব্যস্ত হয়ে দোযখে দাখিল হলে অন্তরকে শান্তনা দেবার অন্য কিছুই আর থাকবেনা। যেহেতু নেককার্যাদি আমল করেও দোযখবাসী হওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা নিজে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা জাজল্যমান সত্য সঠিক। তাতে বিন্দুমাত্র শক ও শোভা নেই। তিনি নেক কাযের জন্য পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করেছেন।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেক কার্যাদি সম্পন্ন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবে, সে লোক কোন দিনই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না। বরং জান্নাতেই প্রবেশ করবে। আর সে নিজের নেক কার্যের ছওয়াবের ভাগীদার হয়ে জান্নাতে যাবে না; বরঞ্চ আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারের উছিলায় যাবে। ইহাই আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের মারফতে আমাদেরকে অবগত করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ *

উচ্চারন ঃ ওয়া ক্বালুল হামদু লিল্লা-হিল্লাযী ছুদাক্বনা-ওয়া'দাহূ।

অর্থ ঃ আর সে বেহেশ্তবাসীগণ বলবে, সব প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

আল্লাহ পাক আপনাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আপনাদেরকে তিনি সকল জ্ঞান ও তত্ত্বাদী অবগত হওয়ার তওফিক দান করুন। কার্যাদি ও উপাসনা সম্পর্কীয় আলোচনা সমূহ যা কিছু দেখলেন ও বুঝলেন তা সবই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরূপে চলবে। যে সমস্ত কার্যাদি এর ভেতরে নেই, তা এর ভিত্তিতে কেয়াস করে ঠিকঠাক করে নিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে আনুগত্য ও উপাসনা করার শক্তি সামর্থ প্রদান করুন, গুণাহের কার্যাদি হতে ফিরে থাকার ব্যবস্থা করুন। যেহেতু সকল ব্যাপার গুলোই আল্লাহ তা'আলা নিজ গুণে নিয়ন্ত্রন করে থাকেন এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানকারী।

وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া-লা হাওলা ওয়া-লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হিল আলিয়্যিল আজীম। (আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই)

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

চতুর্থ অধ্যায়

রিপুর তাড়না

ইবাদতকারীর জন্যে চতুর্থ শত্রু বা বাধাদানকারী হচ্ছে নফসে আম্মারা বা কু রিপুর তাড়না সমূহ। অতএব তাকে এ শত্রুর কবল হতেও পরিত্রান পাওয়া একান্ত আবশ্যক। যেহেতু এটা মারাত্মক ক্ষতিকারক শত্রু এবং এর দ্বারা যে বিপদ সমূহ জন্ম হয় তা সাংঘাতিক আর তা হতে রক্ষা পাওয়াও কঠিন ব্যাপার। এ গুলোর কারণ দুটো।

প্রথম কারণ হচ্ছে ঃ এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীন দুশমন। চোর ডাকাত যখন গৃহের মধ্যে অবস্থান করে, তখন তার থেকে রক্ষা পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। তখন সে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করতে সক্ষম হয়ে থাকে। এক বুজুর্গ অতি সত্য কথা বলেছেন যে, আমার আত্মা কু-রিপুর দ্বারা বেশী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার রোগ ও বেদনা তার প্রভাব ও প্রতিপত্তিতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। দুশমন যখন আমার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থেকে ক্ষতি করছে, তখন আমি তার বিপক্ষে কি ব্যাবস্থা নিতে পারি ?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ নফস বা রিপু মানুষের একটি প্রিয় দুশমন। মানুষ তার আপন জনের দুশমনী থেকে উদাসীন বা অসাবধান থাকে। আপনজনের দোষ-ত্রুটি তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেমন জনৈক ওয়ায়েজীন বলেছেন ঃ বন্ধু বান্ধবদের দোষ ত্রুটি মানুষের চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সে যখন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তখন তাদের সকল দোষ-ত্রুটি তার মায়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু অসন্তুষ্টির দৃষ্টি সকল দোষ-ত্রুটিই জাহির করে দেয়।

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নিকট নফস বা রিপু প্রিয়জনক বিবেচিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তার সর্ব প্রকার ক্ষতিজনক কাজই মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকবে। সুতরাং তার সকল মন্দ কাজ ও কথা বার্তাই উত্তম মনে হবে। কিন্তু নফস বা রিপু সর্বক্ষণ তার ক্ষতি করতে সচেষ্ট থাকে। এ প্রকারে মানুষ নফসের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে ধ্বংসের শেষ সীমায় গিয়েও বুঝতে সক্ষম হয় না যে, তার কি ক্ষতি হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে এ সাংঘাতিক দুশমনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং সাহায্য-সহায়তা করতে পারেন।

নফস বা রিপু সব পাপের মূল

এখন একটা ভাল রহস্য জানা আবশ্যক। তা হচ্ছে ঃ এ সৃষ্টি জগতে আদিকাল থেকে যত রকমের ঝগড়া বিবাদ, বিপদ আপদ, ধ্বংস মূলক কাজ ও অনাচার ইত্যাদি ঘটছে, তা সকলই নফস বা রিপুর জন্যই ঘটছে। এ সকল কিছুই নফস ও তার সহকারীদের কান্ড কারখানা। আল্লাহর নিকট সর্ব প্রথম দোষী হয়েছে ইবলিস শয়তান। তার দোষের মূলেও অদৃষ্টের পরিক্ষণেই নফস বা রিপু সক্রিয় রয়েছে। তা হচ্ছে তার হিংসা ও অহংকার বোধ। আশি সহস্র বছর যাবৎ উপাসনা করার পরে সে এ অপরাধ ঘটাতে শুরু করলো আর এর কারণেই আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন তথায় এ জগতের মায়া মহব্বৎ আদৌ ছিল না। সৃষ্টি জগতের লীলা খেলা বা ইবলিস শয়তানের চক্রান্তও ছিল না। শুধু মাত্র ইবলিসের কু-রিপু তথা অহংকার ও হিংসাই তার অপরাধের প্রেরণা বা ইন্ধন যোগায়ে ছিল।

এরপর আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) অপরাধ করে বসলেন। তারও মূলে এ রিপুরই তাড়না বা কারসাজি ছিল। তাঁদের স্থায়িত্ব দীর্ঘ জিন্দেগী প্রাপ্তির আকাংখা আর ইবলিস শয়াতনের চক্রান্ত বা প্ররোচনা। মোটামুটি কথা হচ্ছে, রিপু ও তার আনুসঙ্গিক শক্তি সমূহই তাঁদেরকে এহেন অপরাধ করতে বাধ্য করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যতা ও বেহেশতের সুখ শান্তি হারিয়ে ফেলে এই অস্থায়ী জগতে নিক্ষিপ্ত হলেন। এমনকি তাদের সন্তান-সন্ততিগণ বংশক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে সে দুর্ভোগ বয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর হাবীল ও কাবীলের কাহিনী সম্মুখে আসে। এ দুজনের বিষয়েও আমরা হিংসা বিদ্বেশ, কৃপণতা লক্ষ করছি।

তারপর হারুত মারুতের কাহিনী দেখা যায়। তার মূলেও ছিল নফস বা কু-রিপুর তাড়না। এরূপে মানুষেরা কেয়ামত পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা দেখতে পাবে। মোট কথা হচ্ছেঃ দুনিয়ার এমন কোন ফেৎনা ফাসাদ কিংবা দুর্ভান্তিকর ঘটনা দেখা যায়নি, যার পশ্চাতে নফস বা রিপুর তাড়না সক্রিয় ছিল না। রিপু বিহিন সৃষ্টি জগৎ একমাত্র কল্যাণ কর।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিপুর সংশোধন ও প্রতিকার

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এ দুশমনের বিরুদ্ধে আমাদের এখন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ? আমি আগেই আলোচনা করেছি যে, এ কু-রিপুর সমস্যাটি সাংঘাতিক ও কঠিন, অন্য দুশমনের ন্যায় একে একদম শেষ করা যায় না।

বর্ণিত আছে ঃ এক বেদুইন আরববাসী অন্য একলোককে তার মঙ্গল কামনা করে এ দোয়া প্রার্থনা করলো আল্লাহ পাক তোমার নফস (রিপু) ব্যতীত অন্যান্য সকল দুশমনকে অবদমিত ও পরাজিত করুন।

সর্বাগ্রে রিপুর বিষয়ে সতর্ক হয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করতে হবে। এর ক্ষতির মাত্রা মারাত্মক। ভাল ও মন্দ দুটি পন্থার একটি মানুষকেই গ্রহণ করতেই হয়। নেক কার্যাদি করে এবং সৎ পথে পরিচালিত হয়ে যা কিছু কামাই হয় তা সমস্তই রিপুকে দমন করার ব্যাপারে নিয়োজিত করতে হবে। রিপুকে সর্বক্ষণ এমন ভাবে দূর্বল ও অবদামিত করে রাখতে হবে যেন সে কখনো মস্তক খাড়া করতে না পারে। মোটামুটি কথা হচ্ছে রিপুর মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্যে অতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রিপু হচ্ছে অত্যাধিক শক্তিমান ও উচ্ছৃংখল জানোয়ার। খুব সহজে তাকে বশীভুত করা যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার দরকার আছে। অবশ্য এও সত্য কথা যে, রিপুকে বসে আনার পূর্বে নানা উপায়ে তাকে দূর্বল করে ফেলতে হবে।

অনেক ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, তিনটি জিনিষ রিপুকে দূর্বল ও নিধন করতে সক্ষম। প্রথম ইচ্ছা ও আবেগের মুখে লাগাম দিতে হবে এবং কামনা ও বাসনার কাছে পরাভূত না হওয়া। শক্তিমান উচ্ছৃংখল প্রাণীকে যদি তার খাবার কম করে দেয়া হয়, তবে সে ক্রমান্নয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত ঃ উপাসনার ও আনুগত্যের বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে দুর্বল করে রাখা। গাধা ও খচ্চর দুর্বল থাকলেও যখন তার পিঠে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় , তখন সে অনুগত হয়ে সম্মুখে চলতে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করা। তাঁর নিকট রোনাজারী করে দোয়া মোনাজাত করা। যেহেতু তিনি ব্যতীত এর কবল হতে মুক্ত করার আর কেউ নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي *

উচ্চারণ ঃ ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিস্‌সূয়ি ইল্লা মা-রহিমা রব্বী।

অর্থ ঃ আমার আল্লাহ না বাঁচালে, রিপুর তো কাজই হল বার বার অন্যায় কাজে উস্কানি দেয়া।

অতএব উপরোক্ত পন্থা তিনটি সদা সর্বদা অবলম্বন করতে হবে। তবেই আল্লাহর রহমতে এ উচ্ছৃংখল জানোয়ারটি মানুষের বশে এসে যাবে। তখন সুযোগ মত তাকে আয়ত্বে এনে তার মুখে লাগাম পড়িয়ে নিতে হবে। এ প্রকারে তার ক্ষতি হতে নিজেকে রক্ষা করে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যাবে।

তাকওয়ার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

তাকওয়া–পরহেজগারী বা আল্লাহ পাকের ভয় এক অমুল্য সম্পদ স্বরূপ। যদি মানুষ এ সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে এর মাধ্যমে অনেক মূল্যবান জাওয়াহের রত্ন ও মনিমুক্তা অর্জন করতে সমর্থ হবে। মোট কথা হচ্ছে ঃ ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যাণকর ও মঙ্গলময় বস্তুসমূহ এ তাকওয়ার উছিলায় অর্জন করা যাবে।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ের উপকারিতা বুঝতে হলে ক্বোরআন মজীদ দেখতে হবে। তাতে দেখা যাবে আল্লাহ পাক তাকওয়ার সাথে অগণীত কল্যান সংযোগ করে রেখেছেন। তার মধ্যে বহু পূণ্য ও পুরস্কার রেখে দিয়েছেন। তাকওয়ার সে অগণীত গুরুত্ব ও বৈশিষ্টের মধ্যে এখানে মাত্র বারটি কথার আলোচনা করতেছি।

এর প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ আল্লাহর প্রশংসিত কাজ সমূহ। আল্লাহ পাক বলেন–

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্ তাছবিরূ ওয়া তাত্তাক্বু ফাইন্না যা-লিকা মিন আ'যমিল উমূর।

অর্থ ঃ যদি ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহর উপর ভয় রাখ, তবে তা এক বিরাট কাজ হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারার দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্ তাছবিরূ ওয়া তাত্তাকূ লা-ইয়াদুররুকুম কায়দুহুম শাইয়া।

অর্থ ঃ যদি তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর ও আল্লাহর ভয় রাখ, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তৃতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ ইহা সাহায্যকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনাত্ তাক্বাও ওয়াল্লাযীনা হুম্ মুহ্সিনূন।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও নেককার, আল্লাহ তার সহায়ক হয়ে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়্যুল মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের বন্ধু।

চতুর্থ বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ হয়রানী থেকে মুক্তিদান ও হালাল জীবিকা সরবরাহ করা।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁয়্যাত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজ্আল্ লাহূ মাখ্রাজাওঁ ওয়া ইয়ারযুক্হু মিন হাইছু লা-ইয়াহতাসিব।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে পথ করে দেন এবং সে অযাচিত ভাবে রিযিক লাভ করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছেঃ কাজসমূহ সংশোধন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ *

উচ্চরণ ঃ ইয়া- আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্ তাকুল্লাহা ওয়াকূলূ ক্বাওলান সাদীদাইঁ ইয়ুছলিহ্ লাকুম আ'মালাকুম।

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সহজ সুন্দর কথা বল। তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহ ঠিক করে দেবেন।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ আল্লাহর ভয় গুণাহ মাফীর কারণ হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ *

উচ্চারন ঃ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনূবাকুম।

অর্থ ঃ এবং তোমাদের গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ তাকওয়া আল্লাহর মহব্বৎ সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীগণকে মহব্বৎ করেন।

অষ্টম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ ইবাদত ও আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা- ইয়াতাক্বাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা শুধু মুত্তাক্বীদের থেকেই যা কিছু কবুল করেন।

নবম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ তাক্বওয়া মর্যাদা দান করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আত্‌ক্বাকুম।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যে যত আল্লাহকে ভয় করে, সে তত মর্যাদাবান।

দশম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ মৃত্যুর সময় সুসংবাদ দান করে, যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ - لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা আ-মানু ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন, লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ফিলল আ-খিরাহ্‌।

অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং মুত্তাক্বী হয়েছে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের উভয় জীবনের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

একাদশ বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ জাহান্নাম হতে মুক্তি দান। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا *

উচ্চারণ ঃ ছুম্মা নুনাজ্জিল্লাযীনাত্ তাক্বু।

অর্থ ঃ অতঃপর আমি মুত্তাক্বীদেরকে জাহান্নাম হতে নাজাত দেব।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন ঃ

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى *

উচ্চারণ ঃ ওয়া সায়ুজান্নাবুহাল আত্‌ক্বা-।

অর্থ ঃ তা হতে এমন লোকদেরকে দূরে রাখা হবে যারা মুত্তাকী।

দ্বাদশতম বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ বেহেশতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা করার ঘোষনা প্রদান। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ উই'দ্দাত লিলমুত্তাকীন।

অর্থ ঃ বেহেশত নির্মান করাই হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটামুটি কথা হচ্ছে ঃ ইহকাল ও পরকালের যতই কল্যান ও মঙ্গল রয়েছে, তা সমস্তই মুত্তাক্বীদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব হে মানুষ! তোমরা যেন এ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত না হও।

অতঃপর উপাসনাকারীর জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা তিন প্রকারের। প্রথমত ঃ আল্লাহর মদদ ও অনুপ্রেরণা লাভ করা। তাও মুত্তক্বীগণ লাভ করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ নিজে ঘোষনা করেন, আল্লাহ মুত্তাক্বীগণের সঙ্গে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ নিজের ভেতরগত ও বহির্গত সংশোধনের সৌভাগ্য লাভ করা, এও মুত্তাক্বীন হলেই সহজতর সম্ভব। তৃতীয়তঃ স্বীয় কাজ কর্মগুলো আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়া। এও পরহেজগারীর মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন. মুত্তাক্বীগণের কাজসমুহ আল্লাহ কবুল করেন।

স্মরণ রাখবে, বর্ণিত তিনটি বিষয় বস্তুর উপর উপাসনার পূর্ণতা নির্ভর করে। প্রথমদিকে আল্লাহর মদদ প্রাপ্ত হয়ে মানুষ উত্তম কাজ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। তৎপর স্বীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম হয়ে থাকে। ফলতঃ বিশ্বাস ও আমলের পরিপূর্ণতা হাসিলের পর কাজসমূহ আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে থাকে। এ তিনটি লক্ষেই উপাসনাকারী আল্লাহর সম্মুখে রোনাজারী করে এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বলে যে, হে আমার প্রভূ ! আমাকে উপাসনার শক্তি প্রদান করুন, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করুন এবং আমার উপাসনা মঞ্জুর করুন। আল্লাহ পাক পরহেজগারীর বিনিময়ে এ সমস্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বলেও অবগত করেছেনঃ অতএব আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার আকাংখা থাকলে, অবশ্যই পরহেজগারী এখতিয়ার করতে হবে। বরঞ্চ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত সৌভাগ্য প্রাপ্তির আশা যার মধ্যে আছে, তার পক্ষেও পরহেজগারী এখতিয়ার করা অতি জরুরী।

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, যে লোক আল্লাহ পাকের পরহেজগারী এখতিয়ার করেন, তিনি এমনি দরজায় পৌছেন যে, তার কাছে সকল কল্যাণ দাঁড়ায়ে আসে।

স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের সাথে কবর পর্যন্ত তার পরহেজগারী ও সৎকাজ ব্যতীত অন্য কিছুই যায় না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে সক্ষম হল, কিন্তু তার সকল রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হলো না, তা তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। মানুষের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্য ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া মোটেই লাভের ব্যাপার নয়। পরহেজগারের জন্য পুরাপুরি মর্যাদা তো আছেই। আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দার জন্য তার আনুগত্যের কারণে কিছু অর্জন হয়েছে, তার কোন কিছুই ক্ষতিজনক নয়।

কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি কবরের উপরে এ বাক্যটা লিপিবদ্ধ করেছেন, পরহেজগারী ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নেই। অতএব ঐটাকেই আকড়িয়ে ধর এবং হেফাজত কর।

অতঃপর আর একটা আসল কথা হচ্ছে ঃ তুমি জিন্দেগীভর আল্লাহর উপাসনায় ব্যাপৃত থাকলে, সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ও কষ্ট ভোগ করলে, এমনকি যা কিছুই আকাংখা ও প্রার্থনা করলে, তাও প্রাপ্ত হলে। এখন সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার আকাংখা কবুল হোক, আর কবুলিয়াতের শর্ত হচ্ছে পরহেজগারী। যেহেতু আল্লাহ পাক পরহেজগারদের কার্যকে কবুল করে থাকেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে, সর্ব প্রকার কার্যের মূল হচ্ছে পরহেজগারী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পৃথিবীর মাঝে পরহেজগারী ব্যতীত কোন কাজ এবং পরহেজগার ব্যতীত কোন লোককে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পছন্দ করেন না।

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেছেন, তিনি স্বয়ং তাওরাত কেতাবের লেখা দর্শন করেছেন, সেখানে লেখা আছে, মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, হে মানব! আল্লাহর পরহেজগারী অবলম্বন কর এবং যথায় ইচ্ছা আরাম আয়েশে থাকো।

আমার নিকট আমের ইবনে আবদে কয়েস (রাঃ) হতে এ বর্ণনা এসে পৌঁছেছে যে, তিনি মৃত্যুকালে কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভ্যাস এ ছিল যে, প্রত্যহ রাতে ও দিবসে তিনি সহস্র রাকয়াত নফল নামায আদায় করতেন। অতঃপর বিছানায় পৌঁছে নিজের আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, হে সকল পাপের আধার! আমি তোমাকে মুহুর্তের তরেও খুশী করবো না।

তিনি একদা কান্না কাটি করতে ছিলেন ঃ তা প্রত্যক্ষ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কি জন্যে আপনি এ প্রকারে কান্না কাটি করছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন., আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, শুধুমাত্র পরহেজগারদের আমল মঞ্জুর করা হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর আর একটি তত্ত্বমূলক কথা শুনে নাও। একদল পুণ্যবান লোক তাঁদের ওস্তাদদের নিকট কতক উপদেশ শ্রবণ করতে আকাংখা করলে, তাঁরা তাঁদেরকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা প্রাথমিক ও পরবর্তীদিনের উম্মাতগণকে উপদেশ দিয়েছেন, আমরা তাই তোমাদেরকে বলছি।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালাক্বদ ওয়াচ্ছাইনাল্লাযীনা উ-তুল কিতা-বা মিন্ ক্ববলিকুম ওয়া ইয়্যাকুম আনিত্তাকুল্লাহা।

অর্থ ঃ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে, তাদেরকে এবং বিশেষভাবে তোমাদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যেন আল্লাহকে ভয় কর।

আমার কথা হচ্ছে এইঃ আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর সৃজিত বান্দার সংশোধন ও মঙ্গলের বিষয়টি সব চেয়ে উত্তম অবগত নন? আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর বান্দার জন্যে সবকথা অধিক উপদেশ দেয়ার ক্ষমতা দয়া করতে পারেন না? যদি দুনিয়ার মাঝে পরহেজগারী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বান্দার জন্যে ভাল হতো, সর্ব প্রকার মঙ্গলের চাবিকাঠি, সবচেয়ে বেশী পুণ্যের, বৃহৎ উপাসনার হতো, সম্মানের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হতো এবং সবচেয়ে সফলতা প্রাপ্তির হতো, তবে অবশ্যই মহান পালনকর্তা আল্লাহ সে কাজের হুকুম করতেন এবং স্বীয় গুণাবলী ও দয়া রহমতের পূর্ণ নিদর্শন রুপে মানুষকে সে ব্যাপারে নছীহত করতেন।

সে অবস্থায় যখন আল্লাহ শুধুমাত্র পরহেজগারীর নছীহত করলেন, পূর্বের ও বর্তমানের সকল মানুষকে যখন তার নীচে একত্রিত করলেন এবং এটাকেই সবকিছুর লক্ষে যথেষ্ট মনে করলেন, তখন বুঝেনেও যে, ইহা সেই চরম স্তর বা ঘাটি যার সম্মুখে অন্য কোন স্তর বা ঘাটি নেই। এর চেয়ে বৃহৎ কামনার বস্তুও আর অন্য কিছু নেই। আল্লাহ পাক তার মঙ্গলময় সকল নছীহত ও তালিম তরবিয়াত সকলই এ একটি মাত্র বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও দয়ার যেন ইহাই পরিপোষক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, পরহেজগারীর বৈশিষ্ট ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যাণকে গিলে ফেলেছে, যে কোন মারাত্মক কাজে ইহা যথেষ্ট এবং গোলামীর পরিপূর্ণতা এনে দেয়ার লক্ষে ইহাই পাথেয়।

এক বুজুর্গ লোক উত্তমরূপে এ কথাটি আর এক রূপে বর্ণনা করেছেন, পরহেজগারী উপাসনা ও বুজুর্গীর মূল ভিত্তি। পৃথিবীর সংশ্রবে লালচ ও মোহ এর বেলায় পরহেজগারী হচ্ছে রক্ষাকবজ স্বরূপ। পরহেজগারের জন্য এখানে ক্ষতিকারক কিছুই নেই। এমনকি কোন লোক যদি তার বিপক্ষে সমালোচনা করে বা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে চলে, তবে তাতে কোন ক্ষতি লোকসান নেই। অতঃপর এ ব্যাপারে আর কোন বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নেই। অতএব যে লোক নূর দর্শন করতে সক্ষম হয়, পথ প্রাপ্ত হয়ে সে অনুযায়ী কার্যাদি করে থাকে এবং তার মাধ্যমে অন্য সকল কিছুর নির্ভরশীলতা হতে রক্ষা পায়, তবে তার পক্ষে তাই প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক।

পরহেজগারীর তাৎপর্য ও বিন্যাস

অতঃপর যদি কেউ ধারণা করে যে, এরূপ সমোন্নত ও মহান জিনিষের পরিচয় বিষদভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন, তবে সে এখানে তা লাভ করবে। বিষয়টি হচ্ছে এ পরহেজগারীকে সর্বোত্তম মূলধন ধারণা করবে এবং তা লাভ করা জরুরী মনে করবে। অতএব তার সকল কিছুই অবগত হওয়া দরকার।

মানুষের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, প্রত্যেক বৃহৎ ও মহান জিনিষ লাভ করতে বহু প্রচেস্টা ও অনুসন্ধান করা দরকার। সে লক্ষে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। অনেক সৎ সাহস দেখাতে হয়। মোটামুটি কথা হচ্ছেঃ এ বিরাট বস্তু লাভ করতে অনেক চেষ্টা সাধনার দরকার আছে। তার হক হুকুকু আদায় করা খুব একটা সহজ সাধ্য বিষয় নয় কিন্তু। কষ্ট স্বীকারের পরক্ষণেই মিষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিপদ আপদের পরে সুখ শান্তি পরিলক্ষিত হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ
مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা জাহাদূ ফীনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা- ওয়া ইন্নাল্লাহা মাআ'ল মুহসিনীন।

অর্থ ঃ যারা আমার পথে কষ্ট ক্লেশ স্বীকার করে, নিশ্চয় আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি, আল্লাহ নিশ্চয়ই নেককারদের সঙ্গে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালাই সকল মুছিবত সহজ করতে সক্ষম। এখন বিষয়টি উত্তম রূপে শ্রবন কর এবং বুঝে লও, যেন তা তোমাদের নিকট পরিস্কার হয়ে পরে। অতঃপর তা আমল করার জন্যে তৈরী হয়ে যাও। তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে সাহায্য ভিক্ষা কর। যেহেতু তাঁর কাছেই রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে। তিনি ক্ষমতা দেওয়ার একমাত্র প্রভু।

আসল কথা হচ্ছে ঃ আমি প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করতে যাচ্ছি। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে দ্বীনের ব্যাপারে উন্নততর সফলতা প্রদান করবেন। এখন পরহেজগারীর সজ্ঞা বুঝে নেওয়া দরকার। আমাদের বুজুর্গ ওস্তাদদের ধরাণায় তা হচ্ছে, গুণাহ হতে আত্মাকে এ প্রকারে মুক্ত করে নেয়া, যেন তাকে কোন সময় গুণাহ স্পর্শ করেনি এবং গুণাহ পরিত্যাগের এ শপথকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া যেন তা গুণাহের মাঝে অলঙ্গনীয় প্রাচীর রুপে দন্ডায়মান হয়।

আমাদের ওস্তাদগণের ইহাই মতামত। যেহেতু তাকওয়া শব্দটি মুলতঃ অভিধানে তাকওয়া হরফকে তা দিয়ে বদল করা হয়েছে। যেমন ওকলান হতে তকলান হয়েছে। এ প্রকারে তাকওয়া শব্দ জন্ম হয়েছে। মোট কথা হচ্ছে ঃ যখন মানুষ ও তার গুণাহের মাঝে রক্ষার অন্তরাল তৈরী হয়ে যাবে, অর্থাৎ গুণাহ বর্জনের লক্ষে অন্তরে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যাবে, সে সময়ই তাকে মুত্তাকী বা আল্লাহ ভীরু বলা চলবে। গুণাহ বর্জনের দৃঢ় মনোভাব জন্মবার নামই হচ্ছে তাকওয়া বা পরহেজগারী।

ক্বোরআনের মধ্যে তাকওয়ার দ্বারা তিনটি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ভয় ভীতি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইয়্যাইয়া ফাত্তাকুন।

অর্থ ঃ বিশেষ ভাবে আমাকেই ভয় কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজাউ'না ফীহি ইলাল্লাহি।

অর্থ ঃ সে দিবসকে ভয় কর যে দিবসে তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ ইবাদত ও আনুগত্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া -আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুক্বাতিহী।

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ এরূপে করেছেন, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উপাসনা পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে কর।

হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেছেন. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এমনি ভাবে হওয়া দরকার যেন নাফরমানীর অবকাশ দেখা না যায়। অন্য কথায় আল্লাহকে এমনিভাবে স্মরণ রাখতে হবে, যেন কোন সময় তাকে ভুলে না যায়। তাঁকে এরূপ ভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে যেন কখনো অকৃতজ্ঞতা দেখা না দেয়।

তৃতীয়টি হচ্ছে ঃ অন্তর একদম গুণাহ যুক্ত হওয়া। তাক্বওয়ার যথার্থ অর্থ হচ্ছে ইহাই। পূর্বের দুটোতে এতখানি ব্যাপকতা নেই। তাতে আল্লাহর এ ফরমানের যথার্থ মর্ম প্রকাশ পায় না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَى اللّٰهَ وَيَتَّقِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইয়্যুত্বিই'ল্লাহা ওয়া রাসূলাহূ ওয়া ইয়াখ্শাল্লাহা ওয়া ইয়াত্তাক্বিহি ফাউলা-য়িকা হুমুল ফা-য়িযুন।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে ও তাক্বওয়া (পরহেজগারী) অবলম্বন করবে, সেই সফলতা লাভ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা প্রথমদিকে অনুগত্য ও ভীতির কথা বলেছেন। অতঃপর তাক্বওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তাক্বওয়ার সঠিক অর্থ হচ্ছে গুণাহ মুক্ত অন্তর।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন ঃ তাক্বওয়ার তিনটি দিক বা স্তর রয়েছে। যেমন ঃ (১) শিরক (অংশী) হতে তাক্বওয়া (২) বিদআত হতে তাক্বওয়া এবং (৩) ছোট ছোট গুণাহ হতে তাক্বওয়া। আল্লাহ পাক নিম্নের আয়াতে এ তিনটি দিক বা স্তরের কথা এরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا *

উচ্চারণ ঃ লাইসা আলাল্লাযীনা আ-মানু ওয়া আ'মিলুচ্ছলিহা-তি জুনাহুন ফীমা ত্বাই'মূ ইযা- মাত্তাক্বাওঁ ওয়া আ-মানূ ওয়া আমিলুছ ছলিহা-তি ছুম্মাত্তাক্বাও ওয়া আহসানূ।

অর্থ ঃ যারা ঈমানদার ও নেক্কার তারা যা কিছু পানাহার করবে, তাতে গুনাহের কিছু নেই। অবশ্য যদি তারা ঈমানদার, নেককার ও মুত্তাক্বী হয়। অতঃপর যদি তারা পরহেজগারী ইখতিয়ার করে চলে এবং নেক আমল করে।

অতএব পহেলা তাক্বওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ এখানে শিরক হতে বেঁচে থাকা। তাই তার সঙ্গে যে ঈমানের উল্লেখ আছে, তার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ) দ্বিতীয় তাক্বওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ বিদআত হতে তাক্বওয়া ঃ তার সঙ্গে যে, ঈমানের কথা উল্লেখ আছে, তার অর্থ হচ্ছে সঠিক বিশ্বাসগুলো, তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুসরণ। তৃতীয় তাক্বওয়ার অর্থ হচ্ছে ঃ অপরাপর ছোট ছোট গুণাহ হতে দূরে সরে থাকা। তাই তার সঙ্গে ইহসানের কথা উল্লিখিত হয়েছে এবং তার সারমর্ম হচ্ছে আনুগত্য ও তার উপর দৃঢ়তা লাভ করা।

ফলত ঃ দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণিত আয়াতটিতে তাক্বওয়ার তিনটি দিক বা স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঈমানের (বিশ্বাসের) দিক, সুন্নাতের দিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং আনুগত্য ও দৃঢ়তার দিক। মোহাক্কেক আলেমগণ তাক্বওয়ার এ অর্থ উল্লেখ করেছেন।

আমি মনে করি যে, তাক্বওয়ার অর্থ হচ্ছে, দরকার ব্যতীত জায়েয বস্তুগুলোকেও বর্জন করে চলা। যেমন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বস্তুসমূহের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ নেই সে বস্তু সমূহকেও বর্জনকারীগণকে মুত্তাক্বী বলা হয়।

এখন যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস এবং আলেমগণের মতামতকে এক সাথে মিলিয়ে তাক্বওয়ার অর্থ করা হয়, তবে তা হবে এই যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন ক্ষতি বা আশংকার জন্ম হতে পারে এ প্রকারের বস্তসমূহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে চলা তাক্বওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে জ্বরে আক্রান্ত এক রোগীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে তার জ্বর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার পক্ষে ক্ষতিকারক যে কোন উত্তম বস্তু সমূহ যথা ভাল ভাল খাদ্য-খাদক, ফল-মূল ও পানিয় বর্জন করে থাকে। তখন বলা হয়ে থাকে, সে সেই সকল বস্তু হতে পরহেজ করেছে অর্থাৎ তাক্বওয়া করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে যে সব বস্তু বা বিষয়ে ভয়ের কারণ থাকে, তাকে দুভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম হচ্ছে ঃ হারাম বা গুণাহের বিষয়। দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ অনাবশ্যক হালাল বিষয়। অনাবশ্যক হালাল বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লে এ বিষয়টিই তাকে হারাম বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে। আত্মার বাড়াবাড়ি ঔদ্ধত্যতা প্রবৃত্তির লালসা ও লজ্জাহীনতা ইত্যাদি হতে এ অবস্থা দেখা দেয়।

অতএব ধর্মের ব্যাপারে যে লোক নিরাপদ থাকতে ইচ্ছা করে, সে লোক যেন আত্মা বা রিপুর তাড়না পরহেজ করে চলে এবং অনাবশ্যক বা অপ্রয়োজনীয় জায়েয বস্তু বাদ দিয়ে চলে। তার মধ্যে এ ভয় থাকা দরকার যে, এ সকল অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত তাকে হারামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন সব জায়েয বিষয় হতেও দূরে থাকবে যা না জায়েয পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব তাক্বওয়ার পরিপূর্ণ স্তর হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম ক্ষতির ভয় রয়েছে এমন প্রত্যেকটি বস্তুকে বর্জন করে চলা। ধর্মের ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা জনক বস্তু হারাম বস্তুর ন্যায় অপ্রয়োজনীয় হালাল বস্তু সমূহেও নিহিত থাকে।

এক্ষণে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাক্বওয়ার সংজ্ঞা আলোচনা করা হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে অন্তরকে এমনি রূপে অন্যায় বাড়াবাড়ি হতে রক্ষা করা ও পবিত্র রাখা। যেন তা কখনো তার থেকে প্রকাশিত হয়নি। এ প্রকার স্থিরতার সঙ্গে তা হতে দূরে সরে থাকা যেন, সে মানসিক দৃঢ়তা তার ও গুণাহের মাঝে অলঙ্গনীয় প্রাচীর হয়ে দন্ডায়মান হয়।

গুণাহ্ ও অন্যায় দু'প্রকার। তার প্রথমটি হচ্ছে ঃ মৌলিক গুণাহ। যেগুলোকে খোদ আল্লাহ তা'আলা হারাম করে গুণাহ হিসেবে নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গুণাহের উপসর্গ। এ সবের প্রতি শুধুমাত্র আকার ইংগিত দিয়ে তা হতে দূরে সরে থাকার নছীহত করেছেন। যথা অপ্রয়োজনীয় হালাল বস্তু ও মোবাহ। প্রবৃত্তির চাহিদার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক। সুতরাং এ প্রকারের তাক্বওয়া হচ্ছে ফরজ। দ্বিতীয় প্রকারের তাক্বওয়া হচ্ছে ঃ কল্যাণ ও শালীনতা। তা পরিত্যাগ করলে জবাবদিহীতা ও [illegible]বাদের সম্মুখীন হতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি প্রথম প্রকারের তাক্বওয়া কামাই করল, সে সাধারণ পর্যায়ে রয়ে গেল। আনুগত্যে দৃঢ়তা প্রাপ্তিদের স্থান ইহা। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রকার তাক্বওয়া কামাই করল, তার স্থান হচ্ছে সকলের উপরে। মোবাহ বস্তু পরিত্যাগের দ্বারা এ সম্মান ও মর্যাদা হাসিল হয়।

মূল কথা হচ্ছে ঃ মানুষ যখন এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকটি গুণাহ ও বেদরকারী কার্যাদি হতে বেঁচে চলে, তখনই তার মধ্যে পরিপূর্ণ তাক্বওয়া পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তখনই সে তার হক্ব-হকুক্ব পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে। তার মধ্যে নিহিত সকল কল্যানই সে প্রাপ্ত হয়। এভাবে তাক্বওয়া অর্জন করাই হচ্ছে পূর্ণ পরহেজগারী আর দ্বীনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে এটা। আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রকার পথও হচ্ছে এটাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

নফস বা প্রবৃত্তি থেকে তাক্বওয়া

এক্ষনে আমাদেরকে নফস হতে তাক্বওয়া অর্জনের পুংখানুপুংখ আলোচনা করা দরকার। ব্যাপারটি অনেক জরুরী এবং নফস বা রিপুকে দমন করার লক্ষ্যে এর প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য।

নফস বা রিপুকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্যে শুরুতেই সংকল্প বদ্ধ হতে হবে এবং এতে স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এর সাথে সাথে সর্ব প্রকার গুণাহের কার্যাদি হতে নফস বা রিপুকে বিরত রাখতে হবে। এমনকি যখন বান্দা সর্ব কিছুতে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, তখন সে তার চক্ষু কর্ণ, অন্তর, উদর, ও লজ্জা স্থান ইত্যাদি অঙ্গসমুহের তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে। এ সম্পর্কে আমি আমার লিখিত 'ইয়াহ ইয়াউল উলুম' কেতাবে বিষদভাবে বর্ণনা করেছি এ কেতাবে প্রয়োজনমত সামান্য কিছু বর্ণনা করছি।

যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার তাক্বওয়া অর্জন করতে ইচ্ছা করে অবশ্যই তাকে তার ইন্দ্রিয়গুলোর বিষয়ে সম্পূর্ণ সাবধান ও সতর্ক থাকতে হবে। আর সেগুলো হচ্ছে ঃ চক্ষু, কর্ণ, জবান, অন্তর, উদর, ও লজ্জাস্থান ইত্যাদি। এ গুলোকে এমন সব ব্যাপার হতে রক্ষা করে চলতে হবে যে সকল ব্যাপারে দ্বীনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতম ক্ষতির কারণ দেখা দিতে পারে। তা হারামই হোক কিংবা অপ্রয়োজনীয় হালাল বস্ত হোক। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহের ভেতরে এ প্রকারের প্রতিরোধ স্পৃহা তৈরী হবে, তখনই তা উপাসনার ব্যাপারে যথেষ্ট হবে। তখন সমস্ত শরীরটাই আল্লাহ তা'আলার উপাসনার জন্য পরিপূর্ণ উপযুক্ত হয়ে যাবে।

মোট কথা, উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলোর তাক্বওয়ার বিষয়ে আলাদা করে বিস্তারিত ভাবে সম্মুখে আলোচনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

চক্ষুর তাক্বওয়া

চক্ষুর হেফাজত করা একন্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের চক্ষুর দৃষ্টিতে সংযম শক্তি প্রদান করুন। যেহেতু চক্ষুই হচ্ছে যাবতীয় ফেতনা ফাসাদের মূল বিষয়। চক্ষু সম্পর্কে আমি তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করছি। সেগুলোর ওপরে সঠিকভাবে আমল করলে আল্লাহর দয়ায় চক্ষু দৃষ্টির হেফাজত অর্জিত হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

উচ্চারণ ঃ কুললিল মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন আবছারিহিম ওয়া ইয়াহ্ফাযূ ফুরূজাহুম। যা-লিকা আযকা- লাহুম, ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা- ইয়াছনাউ'ন।

অর্থ ঃ মুমিনগণকে বলে দিন, চক্ষু যেন তারা নীচু করে রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এ নীতি পবিত্রতা বাড়িয়ে তুলবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সর্বকাজের সংবাদ সর্বাপেক্ষা বেশী রাখেন।

এ আয়াত দ্বারা গবেষনা করতে গিয়ে আমার নিকট তিনটি আশ্চর্য জনক বস্তু ধরা পড়ে। তা হচ্ছে ঃ (১) আদব শিক্ষা দেয়া, (২) সতর্ক করা ও (৩) ধমক দেয়া।

মুমিনদের চক্ষু নীচু রাখতে বলুন, কথাটির মধ্যে শালীনতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষের পক্ষে মা'বুদের উপদেশ মান্য করা একান্ত জরুরী। তাঁর হুকুমের ব্যাপারে বেয়াদবী করা মানুষের জন্য চলে না। তাহলে সে আল্লাহর বান্দার দলভুক্ত থাকতে পারে না। বরং তাকে বে-আদব আখ্যা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সুতরাং এ কথার রহস্য হৃদয়াঙ্গম করা চাই। এর মধ্যে আরও যে সকল তত্ব মৌজুদ রয়েছে তাও বুঝা চাই।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটাই তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের কাজ এ বাক্যটির মধ্যে রয়েছে সতর্ক করার প্রচেষ্টা। এ কথাটির দুটো অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ হচ্ছে এইঃ তোমাদের মনে পবিত্রতা অর্জনের এ হবে উপায়। যেহেতু যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা। দ্বিতীয় অর্থ হল ঃ এ কাজ তোমাদের কল্যাণ বর্দ্ধিত করে দেওয়ার উপায়। তখন যাকাত শব্দের অর্থ হবে লাভ।

মোট কথা হচ্ছে ঃ চক্ষুদৃষ্টিকে নীচু করে রাখার দিকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ হচ্ছে ঃ এর মধ্যে মনের পবিত্রতা আনুগত্য এবং কল্যাণজনক জিনিষের বৃদ্ধি মৌজুদ রয়েছে। যদি বান্দা তার চক্ষু দৃষ্টিকে নীচু না করে চতুর্দিকে প্রসারিত করে, তা হলে সাভাবিক ভাবে তা অনেক সময় অবাস্তব ও আজেবাজে বস্তুর দিকে পতিত হবে, এমনকি তার দৃষ্টি নিষিদ্ধ জিনিষের প্রতিও পড়তে পারে। যদি সে স্ব-ইচ্ছায় নিষিদ্ধ নিজিষের উপর দৃষ্টিপাত করে, তবে তার জন্যে তা মহা পাপের কাজ হব। অনেক সময় এ দৃষ্টির দ্বারা তার মন নিষিদ্ধ নিজিষের সাথে জড়ায়ে যেতে পারে। তাতে তার ধবংস নিশ্চিত যদি আল্লাহর করুণা তোমাকে রক্ষা না করে।

বর্ণিত আছে, যদি মানুষের কোনও বস্তুর উপর একবার চক্ষুদৃষ্টি পতিত হয়, তা হলে তা তার অন্তরে এভাবে দাগ কেটে যায় যেমন চর্মের রং চর্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। অতএব চক্ষুদৃষ্টি প্রসারিত করে চলার মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই। যদি কোন জায়েয বস্তুর উপরেও বান্দার চক্ষুদৃষ্টি পতিত হয়, তবুও তা বান্দার অন্তরে রেখাপাত করে খুসখুসির জন্ম দেবে। অথচ তা বান্দার পক্ষে লাভ করাই সম্ভব হবে না। বরং তা প্রাপ্তির চিন্তায় ব্যাস্ত থেকে বান্দা বহু উত্তম কার্য হতে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে বান্দা যদি তেমন কোন বস্তু না দেখে, তবে তার অন্তরে কোন বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কিংবা প্রাপ্ত না হওয়ার অস্থিরতা জাগরিত হবে না, ফলে বান্দা নিশ্চিন্তায় আরাম আয়েশে থাকবে।

এ প্রকারের একটি কথা হযরত মূসা (আঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, তোমরা নিজ নিজ দৃষ্টি সংযত করে রাখ। যেহেতু তা তোমার মনে কামনা বাসনা জন্ম দিয়ে থাকে। আর একটু বাসনাই বান্দাকে নানা প্রকার বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে।

• হযরত জুন্নুন মিসরী (রঃ) বলেছেন, কামনা বাসনা হতে যারা রক্ষা পেতে চায়, তারা যেন চক্ষু দৃষ্টি নীচু করে চলাচল করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর এক বুজুর্গ লোক এর চেয়েও একটা উত্তম কথা বলেছেন, যদি তুমি কোনও সময় নিজের খেয়াল খুশীতে বশীভূত হয়ে চক্ষুদৃষ্টিকে এদিক সেদিক কোন বস্তুর তালাশে প্রসারিত কর, তবে সে দৃষ্টি তোমাকে ধোকার মধ্যে পতিত করবে। তুমি যা কিছুই দর্শন করবে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং তোমার অন্তরও তার কতক অংশ অর্জন করে পরিতৃপ্ত হতে পারবে না।

মোটামুটি কথা হচ্ছে ঃ বান্দা যখন তার চক্ষুদৃষ্টি নীচু করে চলবে, বাজে বস্তু দেখা হতে চক্ষুকে বিরত রাখবে, এমনকি তার খেয়ালও অন্তরে করবে না তখনই বান্দা পবিত্র অন্তর এবং উসখুসহীন সুস্থির ও শান্তশিষ্ট অন্তর প্রাপ্ত হবে। বিপদ আপদ ও কষ্ট হতে বান্দা নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। এবং সর্ব প্রকার কল্যানকর কার্যে পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োগ করতে সক্ষম হবে। অতএব এ তত্বটাকে উত্তম রূপে স্মরণ রেখে চলতে থাকবে।

নিশ্চয় মহ্‌ান আল্লাহ পাক উত্তমরূপে তাদের সর্ব কাজের খবর রাখেন। এ বাক্যটির মধ্যে বান্দার প্রতি ধমকি রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرِ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া'লামু খা-য়িনাতাল আ'ইয়ুনি ওয়ামা- তুখফিছ ছুদূর।

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) চক্ষুর লুকোচুরির ব্যাপার এবং অন্তরে যা কিছু গুপ্ত বিষয় সর্বকিছু অবগত।

যে বন্দা স্বীয় মাবুদকে ভয় করে চলে, তার পক্ষে এ ধমকিই যথেস্ট। বলা বাকী থাকলোনা যে, কোরআন মজীদে উল্লেখ্য প্রথম নীতি সম্পর্কীয় আলোচনা এখন সুপ্রমানিত হয়ে গেল।

চক্ষু সম্পর্কীয় দ্বিতীয় নীতি প্রম্মান করার উদ্দেশ্যে আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করলাম ঃ

اِنَّ النَّظَرَ اِلٰى مَجَالِسِ الْمَرْاَةِ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْس
فَمَنْ تَرَكَهَا اَذَاقَهُ اللّٰهُ طَعْمُ عِبَادَةِ تَسُرُّهٗ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নান্ নাজরা ইলা- মাজালিসিল মারআতি সাহমুম মিন সিহামি ইবলীসা ফামান তারাকাহা আযাক্বাহুল্লাহু ত্বা'মু ঈবা-দাতি তাসুররুহূ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ মহিলাদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শয়তানের তীর গুলোর মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর স্বরূপ। যে লোক এ হতে বিরত থাকবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন উপাসনার মজা উপভোগ করাবেন, যা তাকে আনন্দিত করবে।

উপাসকের নিকট উপাসনা এবং দোয়া মুনাজাত আনন্দ প্রাপ্তির মূল রহস্য ইহাই। এ বিষয়টি অভিজ্ঞতার আলোকেও জানা যায়। যে বান্দা বাজে বস্তু ও জিনিষ হতে চক্ষু দৃষ্টি ও খেয়ালকে ফিরায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, সে বান্দা নিশ্চয়ই তার মনের নির্মলতা ও উপাসনার উৎফুল্লতা এভাবে অনুভব করতে পারে যা এর পূর্বে আর কখনো পায়নি।

তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে ঃ বান্দার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি মনোযোগের সাথে লক্ষ করে দেখতে হবে, সেগুলো কি কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতা রাখে। যদি সে সব রহস্য বান্দার নিকট উম্মুক্ত হয়ে যায়, তবে সেগুলো সুস্থ ও সুখি করে তুলতে সক্ষম হবে। তা হচ্ছে জান্নাতের উদ্যান সমূহে ও অট্টালিকায় চলাচলের জন্য। চক্ষু হচ্ছে ঃ আল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্যে। ইহকাল ও পরকালের চাইতে মান মর্যাদা ও কারামতের জিনিষ অন্য কিছুই আর নাই। অতএব যার মাধ্যমে এ সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান করামাত প্রত্যক্ষ করবে সেই চক্ষুকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখা জরুরী কর্তব্য এবং তাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

বান্দা এ তিনটি মূলনীতি যতক্ষণ পর্যন্ত মান্য করে চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সর্বপ্রকার কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-দৈন্যতা হতে মুক্ত থাকবে। কতইনা উত্তম সেই প্রতিপালক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ণের তাক্বওয়া

কর্ণকে আজে বাজে বিষয় বস্তু শ্রবণ করা থেকে বাঁচায়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এর কারণ হচ্ছে দুটো।

প্রথম কারণ হচ্ছে ঃ শ্রোতা বক্তার সাথে জড়িয়ে যায়। নানান পথ সমূহের ভেতরে মধ্যখানের সরল সোজা পথটি গ্রহণ করবে এবং সন্দেহজনক সংশয় ভরা অলি-গলির পথ থেকে অনেক দূরে থাকবে। পথের সীমানা কোন সময় অতিক্রম করে যাবে না। তদ্রূপ স্বীয় কর্ণকে মন্দ কথা বার্তা শ্রবণ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তদ্রূপ জিহবাকেও মন্দ কথা বলা হতে ফিরায়ে রাখতে স্বচেষ্ট হবে। যেহেতু মন্দ কথা শ্রবণ করলে তার প্রভাব একটু না একটু দেখা দেবেই এবং বক্তার সাথে নিজেকেও মিলিয়ে ফেলবে। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ কুমন্ত্রণা কর্ণের মধ্য দিয়েই অন্তর দেশে পৌঁছে থাকে। তার কারণে কামনা বাসনা জাগরিত হয় এবং বেহুদা কাজে কর্মে জড়িয়ে পড়ে আল্লাহর উপাসনা হতে বান্দা দূরে সরে পড়ে। যে সকল কথা বার্তা বান্দার মনে প্রবেশ করে থাকে, তা হচ্ছে উদরে দেয়া খাদ্য বস্তুর ন্যায়। সুতরাং তা ক্ষতিজনকও হতে পারে আবার মঙ্গল জনকও হতে পারে। ভাল খাবারের স্থানে বিষ মিশ্রিত খাবার হলে তা অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষতিজনক হবে। খাদ্য-খাদকের চাইতেও কথা-বার্তার প্রভাব অনেক গুণ বেশী। যেহেতু খাবার বস্তু পাকস্থলীর মধ্যে পৌছে নিদ্রা ও কাজ কারবারের মাধ্যমে পরিপাক হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময়ে এর প্রভাব নির্দিষ্ট কতক সময়ের জন্যে থেকে ক্ষণেই তা মিলিয়ে যায়। কোন পকার গন্ডগোল দেখা গেলে ঔষধ আছে, তা সেবন করা মাত্রই আরোগ্য হয়ে যায়, কিন্তু যে কথা-বার্তা অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায়, অনেক সময় দেখা যায় যে, তা তার জিন্দেগী ভর থেকে যায়। কখনো সে তা ভুলতে সক্ষম হয় না। অতএব সে কথা যদি ক্ষতিজনক ও বেহুদা কথা হয়, তবে মানুষ দুর্ভোগ ও হয়রানি মূলক ব্যাপারে লিপ্ত হয়। তার কারণে দেলের মধ্যে এমন কামনা ও দ্বিধা দ্বন্দের জন্ম হয়

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

যে, তা থেকে রক্ষা পাওয়া ও মনকে পাক পবিত্র করা জরুরী হয়ে পড়ে। তখন আল্লাহর নিকট তা হতে রক্ষা লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়। হয়তবা হাজারো চেষ্টা তদবীর করেও তখন তা হতে রক্ষা পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। এমনি সকল বিপদাপদ এসে হাযির হয়ে যায় যা জিন্দেগীর জন্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। বান্দা স্বয়ং স্বীয় কর্ণকে সে সকল বেহুদা কথা হতে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে, তবেই সে সকল বিপদাপদ ও দূর্ভোগ হতে মুক্ত থাকবে। মোটকথা হচ্ছে ঃ জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তা ভাবনা করে কার্যাদি করা দরকার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জিহ্বার তাক্বওয়া

অতঃপর জিহ্বাকে সংযত করে রাখা দরকার, যেহেতু জিহ্বা বেঈমানী ও লজ্জাহীনতার বিষয়ে বান্দার চরম দুশমন এবং ফেৎনা ফাসাদ জন্মের ব্যাপারে পারদর্শী।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আরজ পেশ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আমার পক্ষে সর্বোচ্চ ভয় করার বিষয় বা বস্তু কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপন জিহ্বা মোবারক ধরে বললেন এটা।

হযরত ইউনুস ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন, বসরা নগরের ভীষণ গরমের মধ্যে ও আমি রোজা ব্রত পালনের শক্তি সামর্থ রাখি, কিন্তু বেহুদা কথা বার্তা হতে জিহ্বাকে ফিরিয়ে রাখা কিংবা বাঁধা দেয়ার শক্তি পাইনা বা রাখি না। অতএব এজন্যে বেশী বেশী সাধণা ও শ্রমের দরকার। এ জন্য আমি এখানে পাঁচটি নীতির কথা আলোচনা করছি, তা বান্দার অনুসরণ করা দরকার।

প্রথম নীতি পাওয়া যায় হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনায়, তিনি বলেন, সকাল বেলা যখন মানুষ নিদ্রা হতে জাগরিত হয়, তখন দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বার প্রতি লক্ষ করে তাকে কসম দিয়ে বলতে থাকে, তুমি যদি ঠিক থাকো তবে আমরাও ঠিক থাকতে সমর্থ হব, আর যদি তুমি গন্ডগোল কর, তবে আমরাও গন্ডগোল বাঁধাব।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ এ জিহ্বাই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে শক্তি সামর্থ ও প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। অতএব তার ওপরে বান্দার ভাল মন্দ নির্ভরশীল।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, যখন নিজের কঠিনতা দেহে অলসতা ও রুজিতে দৈন্যদশা দেখবে, তখন বুঝে নিতে হবে, অবশ্য কোন বেহুদা কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে ঃ মানুষ স্বীয় সময়ের গুরুত্ব দেবে। যেহেতু বেশীরভাগ সময় মানুষ আল্লাহর স্মরণ ভুলে গিয়ে বেহুদা কথা-বার্তায় সময় অতিবাহিত করে। ফলত সময়ের অপচয় ঘটে থাকে।

কেতাবে বর্ণিত আছে ঃ হযরত হাসান ইবনে আবু সিনান (রহঃ) একটি নতুন নির্মিত দালানের পার্শ দিয়ে পথ চলছিলেন। তখন তিনি মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দালানটি কবে কখন নির্মাণ করা হয়েছে ? এ প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি স্বীয় অন্তরকে থামায়ে বললেন, হে দাম্ভিক ! তুমি এ সব বেহুদা বস্তু নিয়ে কেন মাথায় চিন্তা করছো? অতঃপর তিনি তার অন্তরকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে এক বছর কাল রোজা ব্রত পালন করলেন।

অতএব যারা নিজ নিজ প্রবৃত্তির সংশোধন কামনা করে তারাই হচ্ছেন ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যারা আপন আপন প্রবৃত্তিকে লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দিয়েছে তারা হচ্ছে দুর্ভাগ্যবান।

তৃতীয় নীতি হচ্ছে ঃ সর্বদা নেক কাজে ব্যস্ত থাকা। যেহেতু যে লোক বেশী কথা বার্তা বলবে, নিশ্চয়ই সে লোক মানুষের গীবত করতে জড়িয়ে পড়বে। তাই শাস্ত্র বলে, কথা বার্তা বেশী বললে, তার ভুলও অধিক হয়। গীবত (পরনিন্দা) ইবাদত ধ্বংস করে দেয়।

বর্ণিত আছে ঃ পরনিন্দাকারী (গীবতকারী) যেন কামান দাগায়ে স্বীয় ডান ও বাম পার্শের এবং অগ্র পশ্চাতের সকল নেকী উড়িয়ে ফেলে।

হযরত হাসান ইবনে আবু সিনান (রহঃ)-এর জিন্দেগীতে দেখা যায়, তাঁকে বলা হলো, হে আবু সাঈদ! অমুক লোক তোমার গীবত গেয়েছে। এ কথা শ্রবণ করেই তিনি গীবত কারীর উদ্দেশ্যে এক পাতিল খেজুর উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করলেন এবং তাকে এ কথা বলে সংবাদ পাঠালেন তুমি আমাকে তোমার নেকীর অংশ থেকে বেশ কতক অংশ পুরস্কার দিয়েছো, আর আমি এখন এ খেজুর পাঠিয়ে তার বিনিময় পরিশোধ করলাম।

ইবনুল মুবারকের সাথে গীবত সম্পর্কে কথা-বার্তা বলা হলে তিনি বললেন, ইবাদত কাজা হয়ে গেলে, তাঁর বিবি তাকে বকাবকি করছিলো। তিনি তখন বললেন, কতক লোক গত্ত রজনীতে নামায আদায় করে সকাল বেলা আগমণ করে আমার সাথে মিলিত হয়েছে। অতএব তাদের সকলের সমস্ত নামাযের নেকী রোজ কেয়ামতে আমার পাল্লায় চড়ানো হবে।

www.AmarIslam.com

চতুর্থ নীতি হচ্ছে ঃ নিজেকে পৃথিবীর সর্ব প্রকার ঝৈ-ঝঞ্ঝাট হতে রক্ষা করা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, স্বীয় মুখ দ্বারা এমন কথা-বার্তা ব্যক্ত করো না, যার দ্বারা নিজের দন্তরাজি ভেঙ্গে পড়ে।

অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলেছেন ঃ নিজের মুখের লাগাম এমনিরূপে খুলে ফেল না, যার দ্বারা নিজের অকল্যাণ হতে পারে। এ বিষয়ে একটি কবিতায় উল্লেখ আছে, স্বীয় জিহ্বা সংযত রাখো। মোটেই কথা-বার্তা ব্যক্ত কর না। কি জানি কোন বিপদাপদ সাক্ষাত করে বসে। যেহেতু কথা-বার্তাই মানুষের বড় দুশমন। সকল বিপদাপদই কথার দ্বারা সৃষ্টি হয়।

ইবনে মুবারক এ বিষয়ে যতটি কবিতা উল্লেখ করেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ আপনাপন জিহ্বা সংযত করে চলো। যেহেতু জিহ্বা বান্দাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সম্মুখ ভাগে দৌড়ায়ে থাকে। জিহ্বা বান্দার অন্তর্ভেদ প্রকাশ করে ফেলে।

হযরত ইবনে আবুল মুতি (রহঃ) যে কবিতাগুলো আওড়াতেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ বান্দার জিহ্বা ব্যঘ্রের ন্যায় পথের ধারে ওঁৎপেতে থাকে এবং সুযোগ ল্যাভ করলেই পথিকের গর্দানে চড়াও হয়ে তার ক্ষতি সম্পাদন করে থাকে। অতএব জিহ্বাকে এমন শক্ত রশি দিয়ে বাঁধতে হবে, যেন সে ক্ষতি করার মত শক্তি সামর্থ দেখাতে না পারে। তবেই বান্দা সকল বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হবে।

এরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন কোন কথা-বার্তা তাকে প্রকাশ করার জন্য বান্দার নিকট পীড়াপিড়ি করে থাকে।

পঞ্চম নীতি হচ্ছে এই ঃ আখেরাতের বিপদাপদ সমূহ ও পরিনাম সম্পর্কে কথা-বার্তায় মনোনিবেশ করা। এ সম্পর্কে একটি রহস্য এখানে লক্ষ্য করার মত। প্রথমত ঃ হয়তো বান্দা নিষেধকৃত ও হারাম কথায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। যদি সে নিষিদ্ধ হারাম কথায় মশগুল হয়, তবে তার প্রতি আল্লাহর গজব পতিত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, মেরাজের রজনীতে আমি দোযখে কতক লোক দর্শন করলাম। আমি হযরত জিবরাঈল আমীনকে জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই জিবরাঈল ! এরা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন, এরা লোকের গোশত ভক্ষনকারী অর্থাৎ গীবতকারী লোক।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজের জিহ্বাকে আলেম ও তালেবে এলেমদের প্রতি কটুক্তি করার বিষয়ে সংযত করে রাখ। আর স্বীয় জিহ্বাকে বান্দার পশ্চাতেও লাগিয়ে দিও না, যার উছিলায় দোযখের কুকুর তাকে আঘাত করতে না পারে।

হযরত আবু কালাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, অন্যের গীবত বলায় বান্দার দেলে হেদায়েত লাভের শক্তি-সামর্থ হারিয়ে যায়। প্রবৃত্তির মাঝে পরিবর্তন এসে যায়। অতএব আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে এ প্রার্থনা জানাই, তিনি এ সব বিপদ থেকে নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

এ পর্যন্ত হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনা করা হল, নির্দেষিত ও হালাল বিষয় বাকী থাকলো। ওগুলো পরিত্যাজ্য হওয়ার কারণ চারটি যেমন, অর্থহীন ও বেহুদা কথা-বার্তাগুলোও কেরামন কাতেবীন লিখে থাকে। অথচ মানুষের পক্ষে উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে সংকোচ করা উচিৎ। আর এরূপ বেহুদা কথা-বার্তা বলে তাদেরকে অযথা খাটানো উচিৎ নয়।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ *

উচ্চারণ ঃ মা ইয়াল'ফিযু মিন ক্বাওলিন ইল্লা লাদাইহি রক্বীবুন আ'তীদ।

অর্থ ঃ মানুষ জিহ্বা থেকে এমন কোন কথা উচ্চারণ করে না, যা টুকে রাখার জন্য একজন নেগাহবান মোতায়েন থাকে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট বেহুদা ও বাজে কথাগুলোকেও পৌঁছায়ে দেয়া হয়। অতএব সকলকে বেহুদা ও আজে-বাজে কথা-বার্তা হতে বিরত থাকা উচিৎ। এক কেতাবে উল্লেখ আছে, এক বুজুর্গ ব্যাক্তি অন্য এক লোককে বেহুদা বাজে কথায় লিপ্ত দেখে বললেন, চুপ থাকো, এ কথা সমূহ আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। অথচ তুমি জেনে শুনেই বাজে কথা বলে যাচ্ছ।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে ঃ কেয়ামতের দিবসে বান্দাগণকে বলা হবে, তোমরা আপন আপন আমলনামা আল্লাহর সম্মুখে একত্রিত সকলের নিকট

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঠ করে শুনাও। সে দিবসটি সাংঘাতিক কঠিন দিবস। সে দিবসে মানুষের পিপাসায় কাতর হয়ে মরণের কাছাকাছি পৌছাবে। ক্ষুধার জ্বালায় কোমর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হবে। কারোর শরীরে লেবাস থাকবে না। মানুষকে বেহেশতে যেতে বাঁধা দেয়া হবে। সর্ব প্রকার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিরাম মানুষের নিকট থেকে দূর করে দেয়া হবে। এমনি অবস্থায় আমলনামার লিখিত বেহুদা কথা-বার্তা পাঠ করা কতখানি সাংঘাতিক লজ্জাজনক ব্যাপার হবে তা সহযেই বোধগম্য। এ কারণেই জিহ্বা হতে বেহুদা ও বাজে কথা না বলা উচিৎ।

চতুর্থ কারণ হচ্ছে ঃ বেহুদা বাজে কথা বলার জন্যে মানুষকে অভিশাপ দেওয়া হবে। লজ্জা দেওয়া হবে। অথচ তা প্রতিকার করা বান্দার পক্ষে কিছুই থাকবে না। বরং আল্লাহর নিকট এ রূপে লজ্জিত ও লা-জওয়াব হয়ে বান্দা একদম ম্রিয়মান হয়ে যাবে। তাই বেহুদা ও বাজে কথা হতে রসনাকে সংযত করা দরকার। যেহেতু এর হিসাব নিকাশ দীর্ঘ হবে। যে বান্দা উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী তার পক্ষে উল্লেখ্য চারটি কারণই যথেষ্ট।

যদি কোন বান্দা এ বিষয়ে আরও জানার আগ্রহী হয়, সে যেন আমার লিখিত "আসরারে মুআমিলাতে দ্বীন" নামক কেতাব খানা পাঠ করে। এ কেতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে তার এ বিষয়ে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে।

অন্তরের তাক্বওয়া

অতঃপর অন্তরের রক্ষনাবেক্ষন ও তার সংশোধনের উপায় অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ রূপে চেষ্টিত হওয়া দরকার। যেহেতু অন্তরের বিষয়টি অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা সাংঘাতিক। যেহেতু সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অন্তরই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হতে অন্তর অতি উদার। এর সংস্কার ও শংসোধন করা অতি কঠিন ব্যাপার। আর এর সংস্কার ও শংসোধনের পরিণামও অতি ভয়াবহ। আমি এর সংশোধনের ব্যাপারে পাঁচটি নীতির কথা আলোচনা করছি। এগুলো পুরোপুরি পালন করতে পারলে ইনশাআল্লাহ অন্তর পূর্ণরূপে শংসোধন হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম নীতির ব্যাপারে ঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُورِ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া'লামু খা-য়িনাতাল আ'ইয়ুনি ওয়ামা তুখফিছ ছুদূর ।

অর্থ ঃ তিনি চক্ষুর লুকোচুরি সম্পর্কে যেমন ওয়াকিফহাল তেমনি অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কেও অবহিত।

আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা-ফী কুলূবিকুম।

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের অন্তরের সব কিছুই জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

অর্থ ঃ তিনি তো অন্তরের ভেদও উত্তম রূপেই জানেন।

আল্লাহ পাক এরূপে বারংবার নানা প্রকার অন্তরের খবর জানার বিষয়ে কোরআন পাকে এরশাদ করেছেন। বান্দার ভয় ও সাবধাণতা অবলম্বণের জন্য আল্লাহ তা'আলার এ জানাই যথেষ্ট। যেহেতু যিনি এ প্রকার সব রকম গোপনীয় খবর জানেন, তার সম্মুখে অন্তরের গোপনীয় অন্যায় খুবই মারাত্মক। সুতরাং অন্তরকে সর্ব প্রকার অন্যায় হতে কিরূপে পবিত্র রাখা প্রয়োজন তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা একান্ত দরকার।

দ্বিতীয় নীতির সন্ধান লাভ করা যায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايَنْظُرُ اِلٰى صُدُوْرِكُمْ وَاَبْصَارِكُمْ وَاِنَّمَا يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ *

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও দেহ সৌষ্ঠবের দিকে নজর করেন না, তিনি লক্ষ রাখেন তোমাদের অন্তকরণের প্রতি।

অতএব অন্তর হচ্ছে মহান পালনকর্তা আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি নিক্ষেপের একমাত্র স্থান। তাঁর কথা চিন্তা করে আশ্চর্য হতে হয়। মানব গুষ্ঠিকে দেখাবার উদ্দেশ্যে মুখমন্ডলের জৌলুস নিয়ে দিবা রাত মস্তক খাটায়, তার ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করতে সর্বদা ব্যতি ব্যস্ত থাকে, যথা সম্ভব মুখমন্ডলকে ঝকঝকে রাখতে চেষ্টা করতে থাকে, যেন কেহ তাতে কোন প্রকার দাগ দর্শন করতে না পায়, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন করার জন্যে যে অন্তর মৌজুদ আছে, তার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ করে না। সেই অন্তরকে ধোয়া-মোছা করে পাক পবিত্র রাখা এবং তার মধ্যে হতে সকল দাগ উঠান তো দূরের কথা বরং তাকে অবহেলাভরে কুৎসিত ও জঘন্য রূপে ফেলে রাখা হয়, তা যদি মানুষের দর্শন করা সম্ভব হত, তবে তা তারা থেকে অনেক দূরে সরে দাড়াতো।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তৃতীয় নীতি হচ্ছে ঃ উপাসনা ও আনুগত্যের শক্তি একমাত্র অন্তরই ধারণ করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্তর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রাজা এবং অন্য সব তার অনুগত প্রজা। অতএব রাজার মধ্যে যোগ্যতার মাপকাঠি বহাল থাকলে অনুগত প্রজারা তার অনুসরণ করতে বাধ্য। রাজা যদি সরল সঠিক পথে চলে, তবে প্রজাগণ আপনা আপনি তার পথ অনুসরন করে চলে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমর্থনে ইরশাদ করেছেন ঃ শরীরের অভ্যন্তরে এক টুকরো গোশত রয়েছে। যখন সেটা সুস্থ সবল থাকে, তখন সমস্ত শরীরটা সুস্থ থাকে এবং যখন সেটা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন সমস্ত শরীরটা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তর। সারকথা হচ্ছে ঃ যখন সমগ্র ভাল-মন্দ তার ওপর নির্ভরশীল, তখন সর্ব প্রকার চেষ্টা সাধনা তার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা কর্তব্য।

চতুর্থ নীতি হচ্ছে ঃ অন্তর হচ্ছে মানুষের সকল গুণসমূহের ভান্ডার এবং বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সমূহের উৎপত্তি স্থল। তার পহেলা গুণ হচ্ছে জ্ঞান বিবেক বিবেচনা এবং সর্ব প্রধান শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে আল্লাহর মারেফাত যা ইহকাল ও পরকালের সর্ব প্রকার কল্যাণের মাপকাঠি। অতঃপর সে সব গুণাবলী যার অন্তরে বিদ্যমান আছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সকল বান্দা তার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। এরপর উপাসনার নিয়ত দুরুস্ত রাখাও অন্তরের কাজ। যেহেতু নেকী সর্বদা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

এরপর ইলম ও হিকমতের (জ্ঞান বিজ্ঞানের) ব্যাপার রয়েছে, যা বান্দার মান মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে থাকে। নানা প্রকার চরিত্রগত সৌন্দর্যবলী ও প্রশংসনীয় কার্যাবলীরও উৎসস্থল হচ্ছে অন্তর। এ অন্তরের মাধ্যমেই অন্যসব মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়।

এ সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আমি আমার লিখিত "আসবারে মোয়ামেলাত" কেতাবে আলোচনা করেছি। অতএব এ প্রকারে অগণিত রত্নে ভরা ভান্ডারটির জন্য জরুরী হচ্ছেঃ সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত থাকা। বিশেষ ভাবে চোর ডাকাতের উৎপাত উপদ্রব থেকে তাকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। কারামাত ও বুজুর্গীর মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে বাড়িয়ে রাখা অতি আবশ্যক। সর্বদা সাবধাণতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে এ রত্নের ভান্ডারে মরিচা ধরতে না পারে এবং (খোদা না খাস্তা) কোন প্রকারে যেন দুশমনের হাতে চলে না যায়।

পঞ্চম নীতি হচ্ছে ঃ এ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে, এর মধ্যে আবার পাঁচটি অবস্থা বিদ্যমান আছে। এ অবস্থাগুলো মানুষ ব্যতীত আর কোন কিছুর মধ্যে নেই। প্রথম অবস্থা হচ্ছে, মানুষের চির দুশমন শয়তান অন্তরকে তার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে রেখেছে। যেহেতু এর ওপরে তার যথেষ্ট হাত রয়েছে। তাই সে অন্তরকে কু-মন্ত্রণা ও দ্বিধা দন্দে লিপ্ত রাখে। মোটকথা মানুষ সর্বদা ফেরেশ্তা ও শয়তানের কান শ্রবণ করে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফেরেশতা ও শয়তান

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ মানুষের অন্তর অসংখ্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকে। যেহেতু তার মধ্যে রিপু ও বিবেক দুটোই বর্তমান। দুজনেই সেখানে নিজ নিজ বাহিনী তৈয়ার রাখে। রিপু তার বাহিনী ও বিবেক তার বাহিনী নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দন্ডায়মান। এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ লেগেই থাকে। অতএব এরূপ একটি যুদ্ধঘাটিকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত রাখা একান্ত দরকার।

তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে ঃ মানুষের অন্তরে বাহ্যিক বিভিন্ন উপসর্গের ভীড়-লেগেই থাকে। প্রতারণা ও ধোকায় বিষবৎ তীর তার প্রতি সর্বদা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তা মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে, তার কোন শেষ সীমা নেই। তা প্রতিরোধ করার শক্তি সামর্থ কারোর নেই। যেহেতু অন্তর তো চক্ষুর ন্যায় একটা ইন্দ্রিয় নয় যে, ভীতি বা বিপদাপদকালে বুজে থাকা এবং নিরাপদ ও আমান কালে উন্মুক্ত করা গেল অথবা কোন শুণ্য মাঠ বা আঁধার রাত নয় যে, চক্ষু খুলে কোথায়ও কিছু দেখা যাবে না যে, শত্রুরা তাকে দেখতে পারে না কিংবা ঠোঁট ও দাঁত দিয়ে আড়াল করা জিহ্বাও নয় যে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে। বরঞ্চ অন্তর তো শুধু কু-রিপু ও কু-মন্ত্রণার লক্ষবস্তু। তাই বান্দাকে মুহুর্ত সময়ও দেয়া হচ্ছেনা যে, সে তা হতে বেঁচে চলবে। যেহেতু অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তুর মোকাবেলায় পেরে উঠা একটুও সহজ বিষয় নয়। ইহা এক সাংঘাতিক কাজ ও বহুত সাধনার কার্য।

চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে ঃ অন্তরের সুচিকিৎসা করাও অতি কঠিন ব্যাপার। যেহেতু সে বান্দার দৃষ্টি সীমার বাইরে। বান্দা তার অসুখ-ব্যাধি বুঝতে পারেনা। অতএব এর জন্য প্রাণপন সাধনা ও প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে ঃ বিপদ সমূহ অন্তকরণের প্রতি অতি জলদি এসে যায়। আর সেও খুব জলদি বিপ্লব ও বিবর্তনকে গ্রহন করে নেয়। আর এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, অন্তরের বিদ্রোহে বিদ্যুতের চেয়েও জলদি বিপ্লব ও বিবর্তন ঘটে যায়। এ সম্পর্কে এক কবি বলেছেন ঃ অন্তরের

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(কলবের) নাম অন্তর এ কারণে রাখা হয়েছে যে, সে প্রতিক্ষণে বান্দার ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে দিয়ে থাকে। তাই অন্তরের ভুল-ভ্রান্তি অতি সাংঘাতিক। বান্দা তাঁরই বিপাকে পড়ে সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যায়। আল্লাহ পাক নাজাত দিন, সে অবস্থাটি খুবই বিপদ সংকুল ও সাংঘাতিক, যখন অন্তরে কাঠিন্য ও আল্লাহ বর্জিত পথের দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এর মারাত্মক দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, এ অবস্থার শেষ ফল কুফরীতে গিয়ে ঠেকে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আবা -ওয়াস্তাকবারা ওয়া কা-না মিনাল কাফিরীন।

অর্থ ঃ সে মানল না, অহংকারী হল এবং কাফেরদের দলভুক্ত হল।

শয়তানের অন্তঃকরণে অহংকার ছিল, সে অহংকারই তাকে আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করতে ও কুফরীর পথ অবলম্বন করতে উৎসাহ যুগিয়ে ছিল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাকিন্নাহু আখলাদা ইলাল আরদ্বি ওয়াত্তাবাআ' হাওয়াহু।

অর্থ ঃ কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি ঝুকে রিপুর অনুগত হয়ে গেল।

তার মধ্যে রিপুর আনুগত্য ও কামনা-বাসনার আবেগ হাযির ছিল। তাই জঘন্য পাপের পথে লিপ্ত হওয়ার জন্য তার অন্তর স্ব-ইচ্ছায়ই পা ফেলেছিল। আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া নুকাল্লিবু আফয়িদাতাহুম ওয়া আবছারাহুম কামা লাম ইয়ু'মিনূ বিহী আওয়্যালা মাররাতিওঁ ওয়া নাযারুহুম ফী তুগইয়ানিহিম ইয়া'মাহূন।

অর্থ ঃ আমি অন্তর ও দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব। তারা প্রথম ডাকে ঈমান আনলনা তাই তাদেরকে বিভ্রান্তির আবর্তে দিশেহারা করে হয়রানীর চরম পর্যায়ে নিয়ে ছাড়ব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ কারণেই আল্লাহর প্রিয় দাসগণ নিজেদের অন্তঃকরণে ভয়-ভীতি পোষণ করেছে। আল্লাহ ভীতিতে তাদের অন্তর সব সময়ই ব্যাকুলতায় বর্তমান এবং তারা তাদের সর্ব প্রকার প্রয়াসকে একত্রিত করেছে অন্তরের মধ্যে।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ *

উচ্চারণ ঃ ইয়াখা-ফূনা ইয়াওমান তাতাক্বাল্লাবা ফীহিল কুলূবু ওয়াল আবছা-রু।

অর্থ ঃ সে দিনকে তারা ভয় করে যে দিন অন্তর ও চোখ (ভয়ে) উল্টে যাবে।

আল্লাহ পাক যেন আমাকে ও তোমাদের সকলকে এ সব বিপদকালে উপদেশ লাভকারী হেদায়েত নছীবকারীদের দলভুক্ত করেন। আমীন ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অন্তরের ক্ষতিকারক বিষয় সমূহ

এখন বলা যায় যে, অন্তর সংশোধনের ব্যাপারটি যখন অতি কঠিন তখণ তাতে সফলতা প্রাপ্তির কার্যকর পন্থা অবগত হওয়া জরুরী। বিশেষ করে যে সব বস্তু অন্তরে ক্ষতি করে থাকে, সে বিষয়ে ব্যাপক পরিচয় জ্ঞাত হতে পারলে আমাদের পক্ষে আল্লাহর অসীম মেহেরবানী বুঝে ব্যবস্থা করে সতর্ক হয়ে চলা সম্ভব হবে।

এর উত্তরে বলছি, সে সব বস্তুর ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা এ ক্ষুদ্র কিতাবে সম্ভবপর নয়। পরবর্তী কালের আলেমগণ এ বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কেতাব লিখেছেন। তাঁরা নব্বইটি গুণাগুণ ও নব্বইটি সু-স্বভাবের কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁরা ওয়াজিব ও হারাম বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রকারে সব কিছুই বিষদভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্তর সম্পর্কীয় সে সব বিষয় বস্তুগুলো যদিও সুদীর্ঘ তবে যে সব লোক দ্বীনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত নন, আল্লাহ পাক তাওফীক দান করলে তাদের জন্য তা আয়ত্ব করা তেমন কঠিন কিছু নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবশ্য আমি এ সুদীর্ঘ ব্যাপারে (অন্তঃকরণের বিচিত্র রহস্যমন্ডলীর) কতক অংশ আমার লিখিত এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন কেতাবে বর্ণনা করেছি, এবং তার ব্যাপক বর্ণনা উল্লেখ করেছি আমার রচিত আসরাবে মোয়ামেলাতে দ্বীন কেতাবে। তা যথেষ্ট কল্যাণদায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দ্বারা ফায়দা লাভ করা একমাত্র উচুঁ স্তরের আলেমগণের পক্ষেই সম্ভবপর। তবে এ কেতাবখানা আমি লিখেছি এমনভাবে যে, সর্বস্তরের লোকেরা যেন এর দ্বারা লাভবান হতে পারে।

আমি গভীর ভাবে গভেষণা করে দেখেছি যে, সেগুলোর প্রয়োজন অত্যাধিক, যেগুলো ব্যতীত কারও পক্ষে চলা সম্ভবপর নয়, উপাসনা করার ক্ষেত্রে যা জরুরী, যা জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত কারোর পক্ষে অন্তঃকরণের সুচিকিৎসা করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে নিরাপদ হওয়ার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। আমি চিন্তা ও গবেষণা করে দেখেছি যে, তা চার প্রকারের। যেমন, (১) অধিক আকাংখা করা, (২) হিংসা করা, (৩) তাড়াহুড়া করা ও (৪) অহংকার করা। আর এর প্রতিষেধকও আছে চারটি। তা হচ্ছে এই ঃ

(১) আকাংখা লোপ (২) সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি (৩) তাড়াহুড়ার অনুপস্থিতি এবং (৪) বিনয় প্রকাশ।

এ আটটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর সাথেই অন্তঃকরণের সর্বনাশ ও তা হতে বিমুক্তি বিশেষভাবে জড়িত। অতএব এ গুলোর ব্যাপারে অবহিত হয়ে বিপদ হতে রক্ষা ও সফলতা প্রাপ্তির জন্যে সর্বদিক দিয়ে মনোনিবেশ করা জরুরী।

আমি সর্বাগ্রে অন্তঃকরণের সর্বনাশকারী বস্তু চারটির সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠু পরিচয় ক্রমান্নয়ে উল্লেখ করছি।

অধিক আকংখা

অতিরিক্ত আকাংখার প্রসারতাই সর্ব প্রকার পূণ্য ও কল্যাণকর কাজের প্রতিবন্ধক। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত আকাংখাই সর্ব প্রকার কু-কাজ, দুর্যোগ ও বিপর্যয় জন্মকারী। ইহা এমন একটা মারাত্মক রোগ, যা আরও নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত করে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্মরণ রেখ, আকাংখা যখন প্রলম্বিত হয়ে থাকে তখন তার দ্বারা আরও চারটি অমঙ্গলজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন ঃ (১) ইবাদত ও আনুগত্য বর্জনে আধিক্যতা জন্ম হয়। ইবাদতের সময় হলে অন্তর বলে উঠবে ঠিকই আছে এত ব্যস্ত হবার কি আছে, সময়তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না? কিছু সময় পরেইতো আদায় করা যাবে। সময় তো আছেই।

হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) সত্য কথাই বলেছেন, যার অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি, আযাব ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা বর্তমান থাকে, তার কাছে অনেক দূরও নিকটে মনে হয়। আর যে ব্যক্তি অধিক আকাংখায় গ্রেফতার হয়ে যায়, তার নেক আমল নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাজী (রঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়াবী আকাংখা বান্দার নেক আমলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। আর অতিরিক্ত লোভ তাকে সত্য হতে বিচ্যুত করে ফেলে দেয়। আর ছবর (ধৈর্য্য) বান্দাকে সকল ক্ষেত্রে সফলতা এনে দেয় এবং কু-রিপু তাকে মন্দ কাজের প্রতি আকাংখী করে ফেলে।

(২) তওবা করা হতে ফিরিয়ে রাখে। অন্তর বলতে থাকে, এখনি কি হলো? অচিরেই তওবা করে ফেলব, আমি তো সবে মাত্র যুবক। বয়স তো একেবারে কম। সময়তো অনেক আছে। তওবা তো ইচ্ছে করলেই হল। সময় সুযোগ পেলেই তওবা করে নিলে হল। এ প্রকার আজে বাজে ধারণার ফাঁদে পা ফেলে শেষ মেষ তওবা না করেই তাকে মরণের পথে চলে যেতে হয়। এ প্রকারে তার ইহকাল পরকাল উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায়।

(৩) ধন-সম্পদ ও অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়-বস্তুর প্রতি লোভ-লালসা বর্দ্ধিত হয়। এ প্রকার লোভ-লালসার কারণে বান্দা আখেরাত ভুলে যায় এবং দুনিয়াবী বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন তার অন্তরে এ সকল ধারণার উৎপত্তি হয় যে, বুড়ো বয়সে যখন আমি অপরের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাবো, নিজের কামাই করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবো, সাথে সাথে শারীরিক দুর্বলতা ও অসুখ-বিশুখ দেখা দেবে, তখন আমার জন্য কামাইকৃত সম্পদের দরকার হয়ে পড়বে। যার মাধ্যমে আমি তখন নিজেকে চালিয়ে নিতে সক্ষম হব। এ প্রকার ধারণা জন্ম হলে বান্দার প্রয়োজনাধিকের প্রতি লোভ ও চাহিদা বেশী বেড়ে যায়। যেহেতু সে ধারণা করে যে, পূর্ব থেকে কামাই করে না রাখলে প্রয়োজনকালে তাকে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটকথা হচ্ছে ঃ এ প্রকারের চিন্তা-ভাবনা বান্দার অন্তরকে এর লোভী করে ফেলে যে, তার অন্তর থেকে শুধু এ সকল বাক্যই বের হয়, হায় এখন কি খাব, কি পোষাক পরব, আফসোছ! ঠান্ডার দিনতো এসে গেল, কিন্তু আমারতো কোন শীত বস্ত্র যোগার নেই। কিংবা গরমের দিনতো পৌঁছে গেল, অথচ আমার এমনকোন পাতলা মিহিন পোষাক নেই যার মাধ্যমে একটু শান্তি বা আরাম পাবো। শিঘ্রই যে পৃথিবী থেকে চলে যাব তারতো কোন ঠায় ঠিকানা নেই। হয়তঃ পৃথিবীতে বহুদিন বেঁচে থাকতে হতে পারে। তবে তো এ জীবনের জন্য বহু কিছু দরকার আছে। খাছ করে শেষ জীবনে বৃদ্ধ বয়সে বান্দার চাহিদার মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সে সময় যেন আমাকে ভরণ পোষণের জন্য কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে না হয়। লোকের নিকট যেন আমাকে মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

মোটকথা হচ্ছে ঃ উপরোল্লিখিত চিন্তা-ভাবনায় পতিত হয়ে বান্দা অসার পৃথিবীর দিকে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ধন-দৌলত পুঞ্জীভূত করার দিকে অধিক মাত্রায় আকাংখী হয়ে থাকে। আর তার কাছে যা কিছুই জমা থাকে তা খরচ করতে কৃপণতা করে থাকে।

বলার বাকী থাকেনা যে, এ সকল ধারণা বান্দার মনকে পার্থিব বিষয় বস্তু সমন্ধে সর্বদা ব্যাস্ত রাখে এবং জীবনকে একদম অতিষ্ঠ করে ফেলে।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা ভাবনা আমাকে ব্যাতি ব্যস্ত করে ফেলেছে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, সে আবার কিরূপ কথা? তিনি উত্তর দিলেন, আমার আকংখার লাগামহীন গতি ধারা জিন্দেগীর সীমানাকে ছাড়িয়ে গেছে।

(৪) অন্তঃকরণকে কঠিন করে ফেলে এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীন করে তোলে। যেহেতু আরামদায়ক অস্থায়ী পৃথিবীর জিন্দেগীর অত্যাধিক আকাংখা মরণ ও কবর সম্বন্ধে একদম ভুলিয়ে রাখে।

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের ও আমার মধ্যে দুটো বিষয় নিয়ে খুবই ভীতির মধ্যে আছি। তা হচ্ছে আকাংখার আধিক্য এবং কু-রিপুর প্রভাব পতিপত্তি ও আনুগত্য। স্মরণ রেখ, আকাংখার আধিক্য আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং কু-রিপুর আনুগত্য বান্দাকে সত্য থেকে বিরত রাখে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বান্দা যখন অতিরিক্ত আকাংখার মধ্যে পতিত হয়ে যায়, তখন তার নিকট পৃথিবী ও তার আরাম আয়েশই সব চেয়ে কাম্য, গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় বিষয় বস্তুতে পরিগণিত হয়ে যায়। যার কারণে অন্তঃকরণ কঠোর হয়ে যায়। যেহেতু অন্তরে নরমিয়াত আসে একমাত্র মরণ চিন্তা কবর, হাশর, পুনরুত্থান ও আখেরাতের শাস্তি ইত্যাদির স্মরণ করা হতে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন।

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ *

উচ্চরণ ঃ ফাত্বা-লা আ'লাইহিমুল আমাদা ফাক্বাসাত ক্বুলূবুহুম।

অর্থ ঃ অতঃপর তাদের জীবনের বহুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ফলে তাদের মন কঠিন হয়ে গেল।

অতএব যখনই বান্দার আকাংখা বর্দ্ধিত হবে, তখন তার উপাসনার মাত্রা হ্রাস পেয়ে যাবে। তওবা করা ভুলে যাবে। গুণাহের কাজ বৃদ্ধি পাবে। লোভের মাত্রা বেড়ে যাবে আর অন্তর কঠোর হয়ে পড়বে। শিথিলতা ও উদাসীনতা বর্দ্ধিত হবে। আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত না হলে এরূপ বান্দার আখেরাত একদম ধ্বংস হয়ে যাবে। চিন্তা করে দেখ, এর চেয়ে মন্দ অবস্থা আর কি হতে পারে? আর এর চেয়ে কঠিন বালা মুসিবত কিই না ঘটতে পারে।

সন্দেহহীন ছাড়া আর কি যে, দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্যোগ-দুর্ঘটনা একমাত্র আকাংখা বর্দ্ধিত হওয়ার জন্যই ঘটে থাকে। কিন্তু আকাংখার লাগাম টেনে রাখলে, মরণকে নিকটে ধারণা করলে, আর যে বান্দা তওবাহীন অবস্থায় মারা গেছে, সে সব বন্ধু-বান্ধবদেরকে স্মরণ করলে ও তাদের কথা আলোচনা করলে গর্বিত মন ও কু-রিপু অবশ্যই দমন হয়ে যাবে।

হযরত আওফ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর কথাটা তোমাদের মনকে স্মরণ করিয়ে দাও। তিনি বলেছেন যে, বহু বান্দাই সকাল থেকে আরম্ভ করলো কিন্তু সন্ধাবেলা শেষ করার সুযোগ লাভ করলোনা এবং অনেক বান্দাই আগামী দিবসের অপেক্ষায় থেকেও তার সাক্ষাৎ নছীব হলো না।

বান্দা তার অন্তিম সময়টুকু সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারলে নিশ্চয়ই সে আকাংখা ও রিপুকে দুশমন ধারণা করতো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা কি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপদেশ শোন নি? তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীটা মাত্র তিন দিনের জন্য। গতকালের দিনটি তো বিদায় নিয়েছে তার কোন কিছুই তোমার নিকট নেই। আগামী দিন তুমি জীবিত থাকবে কি না. তা তোমার জানা নেই। একমাত্র অদ্যকার দিনটিই তোমার হাতে আছে। এ দিনটিকে তুমি সম্পদ মনে কর।

আর হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)-এর এ বাক্যটি তোমরা স্মরণ রেখ। তিনি বলেন, পৃথিবীটা তো মাত্র তিন ঘন্টার ব্যাপার। তার এক ঘন্টা অতীত হয়েছে, দ্বিতীয় ঘন্টাটি হাতে রয়েছে, আর তৃতীয় ঘন্টাটির ব্যাপারে তা পাওয়া না পাওয়ার বিষয় জানা নেই। প্রকৃত পক্ষে তোমার হাতে শুধু একটি ঘন্টাই রয়েছে। আর হাতের নাগালের বাইরে বাকী দুটো ঘন্টা রয়েছে।

এরপর আমার ওস্তাদের বর্ণনার দিকে মনোনিবেশ কর। তিনি বলেছেন, দুনিয়াটা শুধুমাত্র তিনটি নিঃশ্বাসের স্থান। একটি নিঃশ্বাস তো অতিক্রম করেছে। তার মধ্যে তোমার যে কাজ করার ছিল তা তো করে ফেলেছ। আরএকটি নিঃশ্বাস তুমি এখন গ্রহণ করেছো। আর যে নিঃশ্বাসটি তোমার কাছে বাকী আছে তা তুমি গ্রহণ করার সুযোগ পাবে কিনা তা তোমার অজানা। আসলে অনেক মানুষই পরের নিঃশ্বাসটি গ্রহণের পূর্বেই গত হয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে তুমি একটি মাত্র নিঃশ্বাসের অধিকারী। একটি দিবস বা একটি ঘন্টার জন্যেও নয়। অতএব মরণের আগেকার এ নিঃশ্বাসটি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যায় করা উচিৎ। এ সময়টি তওবা করা কর্তব্য। যেহেতু অসম্ভব নয় যে, পরের নিঃশ্বাসটি নেয়ার পুর্বেই তোমার প্রাণ পাখী উড়ে যেতে পারে। অতএব সে সময়ের জন্যে তোমার জীবিকা কামাইয়ের দরকার নেই। যেহেতু হতে পারে, তা তোমার কোন উপকারেই লাগবে না। অতএব তার জন্য অযথা কষ্ট-ক্লেশ করে কি উপকার আছে? এরূপে একটি দিবস একটি ঘন্টা কিংবা শুধু একটি নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে এক মুহূর্ত তুল্য সময়ের জন্যে জীবিকা কামাইয়ের প্রচেষ্টা করা একদম সমীচীন নয়।

তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই ফরমান থেকে উপদেশ নিচ্ছ না? যা তিনি হযরত উসামা (রাঃ)-এর নিকট বিস্ময়ের সাথে বলেছেন। তিনি এরশাদ করে ছিলেন যে, তোমরা কি ইবাদতের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের প্রয়াস দেখে বিস্ময় অনুভব করছ না? লক্ষ করো তো তার আকাংখা কত...

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অধিক। আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে জিন্দেগীর শেষ পদক্ষেপ হিসেবে ধারণা করি। প্রত্যেকটি খাবার লোকমাকে আমি শেষ লোকমা হিসেবে গ্রহণ করি। এমনকি তা চিবাইবার আশাও করি না। হয়ত বা এক্ষণেই শেষ মুহূর্তটি উপস্থিত হয়ে যেতে পারে। যে মা'বুদের হাতে আমার জান তাঁরই কসম খেয়ে বলছি। তোমাদের মধ্যে যার জন্য যা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা হবেই, কেউই তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না।

হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! তোমরা উল্লেখিত বর্ণনাগুলো স্মরণ রাখবে। এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করবে। তা হলে আল্লাহ পাকের রহমতে অবশ্যই তোমাদের অতিরিক্ত আশা-আকাংখা ও মাত্রাতিরিক্ত লোভ লালসা দূর হবে। তখন দেখবে যে, তুমি ইবাদতের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছো। তখন তুমি তওবা করতে আগ্রহী হবে। যার কারণে তোমার গুনাহের বোঝা কমে যাবে। দুনিয়াবী বিষয়বস্তুর প্রতি উদাসীনতা এসে যাবে। এবং সাধনার প্রতি ঝুকে পড়া সহজ হয়ে যাবে। আর তার কারণে আল্লাহ পাক তোমার হিসাব-নিকাস সহজ করে দেবেন এবং আযাব সমূহ লাঘব করে দেবেন। তখন তোমার অন্তঃকরণ আখেরাতের স্মরণে ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এরূপে তখন তোমার অন্তরে কঠিনতর স্থলে নম্রতার জন্ম নিবে। আল্লাহর ভয়-ভীতি বর্দ্ধিত হয়ে নিয়মিত ইবাদত চলতে থাকবে। তোমার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হবে যে, তুমি আখেরাতের জন্য তৈরী হচ্ছ। তোমার ইবাদতের স্থায়িত্ব ও অবিচলতার জন্ম হবে। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই তোমার পারলৌকিক সফলতা লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে লোভ লালসা ও আশা আকাংখাকে দমন করতে সক্ষম হলেই এ সকল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

বর্ণিত আছে, হযরত বোররা ইবনে আওফার (রাঃ) মৃত্যুবরণের পরে অনেক ব্যক্তি তাকে খাবের মধ্যে দেখে জিজ্ঞেস করলেন। হে বোররা তোমার খেয়ালে কোন কার্যটি ভাল ? সে জবাবে বললেন, মানুষের কামনা-বাসনা ত্যাগ করা। সুতরাং এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে থাকো এবং তোমার সর্ব শক্তি দিয়ে এরই সাধণায় মগ্ন হও। কেননা ইহাই প্রকৃত বিষয় বস্তু। অন্তঃকরণ ও রিপুর শুদ্ধতার জন্য এ কাজ অত্যাধিক জরুরী। আল্লাহ পাক নিজ দয়ায় তাওফীক প্রদান করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিংসার কু-ফল

একথা নিশ্চিত সত্য যে, মানুষের হিংসা তার ইবাদত ধবংস করে ফেলে এবং গুণাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এ কঠিন ব্যধি মুর্খ জনগণ ব্যতীতও অনেক বুজুর্গ সাধকদেরকে গ্রাস করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পৃথিবীতে বরবাদ করে দিয়ে পরকালে দোযখে পৌঁছায়ে তার কর্তব্য শেষ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, ছয় প্রকার লোক ছয়টি কারণে দোযখে পতিত হবে। আরববাসীগণ গুষ্ঠি প্রেমের কারণে, রাজা বাদশার যুলুম অত্যাচারের কারণে, ব্যাবসায়ীগণ তশ্রুফের কারণে, গ্রামবাসীরা মুর্খতার কারণে এবং পীর-মাশায়েখ ও আলেমরা হিংসার কারণে।

প্রকৃতপক্ষে হিংসা ওলামায়ে কেরামগণ ও বুজুর্গদেরকে দোযখের দিকে ধাবিত করে থাকে। সুতরাং তাকে ভয় করে চলা ও তা হতে রক্ষা পাওয়া কর্তব্য। সাভাবিকভাবে হিংসা পাঁচটি অবস্থার জন্ম দেয়।

প্রথম অবস্থা ঃ হিংসা নেক কার্যাদি ধ্বংস করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ *

অর্থ ঃ অগ্নি যে রূপে কাষ্ট জ্বালায়ে ছারখার করে ফেলে, তদ্রূপ হিংসা পূণ্যকে বরবাদ করে ফেলে।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ হিংসা মানুষকে পাপের কাজ ও নাফরমানির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে। হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রহঃ) বলেছেন, হিংসুকদের তিনটি রূপ থাকে। সম্মুখে আসলে তোষামোদ করে থাকে, পশ্চাতে গেলে কুৎসা গেয়ে ফেরে এবং বিপদকে কু-লক্ষণ বলে থাকে।

আমি বলতেছি, হিংসার গুরুত্বের ব্যাপারে এ কথাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হিংসুকদের ক্ষতি হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইযা-হাসাদ।

অর্থ ঃ এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শয়তান ও যাদুকরদের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনার সাথেই একে যুক্ত করা হয়েছে। অতএব হিংসা যে কত সাংঘাতিক তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। আর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সেই অনিষ্ট হতে কেউই রক্ষা করতে পারে না।

তৃতীয় অবস্থা ঃ অযথা দুশ্চিন্তা ও হয়রানী সৃষ্টি করে থাকে। আর পাপের কার্যাদি বাড়িয়ে দেয়। হযরত ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেছেন, হিংসুক অপেক্ষা দুর্ভাগা অত্যাচারি আমি আর কাউকে দেখিনি। যেহেতু সে প্রকৃত পক্ষে অত্যাচারিত হয়ে চলে থাকে। তার আত্মা অস্বস্তির মধ্যে কাটায়ে থাকে। তার মস্তক জটিলতায় ভরপূর থাকে এবং সর্বদা দূর্ভাবনা ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে।

চতুর্থ অবস্থা ঃ হিংসার কারণে হিংসুকের অন্তর দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। আর সে আল্লাহ তা'আলার হুকমু-আহকামগুলোও বুঝার শক্তি হারিয়ে ফেলে থাকে। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, সময়ের বেশীর অংশ (আল্লাহর ভয়ের সাথে) নিরবতা পালন কর। তাতে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়াবী লোভ-লালসা ত্যাগ করো, তাতে নিরাপদে থাকতে পারবে। অন্যের দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না তা হলে তোমার দোষ-ত্রুটিও কেউ তালাশ করে বেড়াবে না। কাউকেও গালি দিওনা, তাহলে তোমাকেও কেউ গালি দিবে না। হিংসুক হবে না, তাতে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে।

পঞ্চম অবস্থা ঃ অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা বয়ে আনে। কোন কাজে কর্মে সফলতা দেখা দেয় না। কোন দুশমনের উপর জয়ী হওয়া যায় না। হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) বলেছেন, হিংসা বিদ্বেষকারী ধার্মিক হতে পারে না। অপরের সমালোচনাকারী কখনো ইবাদত করতে সক্ষম হয় না। আর দুমুখো লোক নিরাপদ হতে পারে না এবং হিংসুকের সাহায্য সহায়তা লাভ হয় না।

আমার কথা হচ্ছে ঃ হিংসুকের কিরূপে আশা আকাংখা সফল হবে ? তার তো লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নাজ-নেয়ামত হতে লোকদেরকে বঞ্চিত করা। অতএব হিংসুক কিভাবে সহায়তা পেতে পারে। সে তো আল্লাহ পাকের বিশ্বাসী বান্দাদের শত্রু হয়ে রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু ইয়াকুব (রহঃ) একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাগণ যতই নেয়ামত লাভ করুক না কেন এবং তাদের অবস্থা যতই উত্তম হোক না কেন আমি যেন তা সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করি। তা যেন আমাকে ঈর্ষান্বিত না করে। বরং তাদের অবস্থা আরও উত্তম হোক।

আসলে হিংসা এমন এক মহা ব্যাধি যা ইবাদতের নেকী ও বদলাকে বিনাশ করে ফেলে, গুণাহ ও অবাধ্যতাকে বর্দ্ধিত করে। অন্তরের সুখ-শান্তি বরবাদ করে ফেলে এবং লোকের সাহায্য ও স্বীয় লক্ষ্যে সফলতা প্রাপ্তির বুদ্ধি জ্ঞান বিনষ্ট করে ফেলে। এর চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাধি আর কি আছে? অতএব এ হেন ব্যাধি হতে আত্মাকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য।

তাড়াহুড়া

তাড়াহুড়া বান্দার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে তাকে গুণাহের দিকে ধাবিত করে থাকে। এটার দ্বারা চার ধরণের বিপদ জন্ম হয়।

প্রথম ঃ ইবাদকারীর কল্যাণের উদ্দেশ্য ধীর-স্থীরতা কাম্য এবং সে তজ্জন্য সাধনায় মনোনিবেশ করে। অথচ প্রায়ই দেখা যায়, তার তাড়াহুড়ার কারণে ব্যতিব্যস্ত স্বভাব উদ্দেশ্য হাছিলের যথাযথ সময়ের পূর্বেই তাকে উদ্দেশ্য লাভের জন্য তাগাদা দিয়ে থাকে, যার কারণে সে বহু পূর্বেই হতাশায় পড়ে সাধনা ত্যাগ করে সফলতা লাভে বঞ্চিত হয়। কিংবা অতিসত্তর সফলতা প্রাপ্তির জন্য এতো অধিক পরিশ্রম করে দেয় যে, কতদুর অগ্রসর হয়েই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়। এ জন্যই তাকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়। মূলকথা হচ্ছে তাড়াহুড়া মানুষকে দুদিক দিয়েই ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাদের ধর্ম হচ্ছে (দুর্গের ন্যায়) মজবুত। এতে নম্রচিত্তে প্রবিষ্ট হও। তবেই সফলতা লাভ করবে। যেমন কৃষক ধীর-স্থির মস্তিষ্কে জমী চাষ-বাস করে ফসল প্রাপ্তিতে সফল হয়ে থাকে।

আরবীতে এক প্রবাদ বাক্য আছে যে, তাড়াহুড়া না করে ধীর স্থির ভাবে সম্মুখে চলতে থাকো, গন্তব্য স্থলে নিশ্চয়ই হাযির হবে।

জনৈক আরবী কবি এ ব্যাপারে দুটো পংতি রচনা করেছেন ঃ ধীর স্থির ও শান্ত স্বভাবের মানুষ লক্ষস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছে থাকে, চঞ্চলমতি এবং তাড়াহুড়াকারী হোঁচট খেয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় ঃ মানুষ তার কামনা-বাসনা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করে থাকে এবং ইবাদতে অধিক মাত্রায় মনোযোগী হয়ে থাকে কিন্তু দোয়া কবুলের সময় আসার পূর্বেই তার চঞ্চলমতি স্বভাব তাকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলে, যার কারণে সে সফলতা লাভের পূর্বক্ষণেই দোয়া প্রার্থনা ও ইবাদত ছেড়ে দিয়ে সফলতা লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় ঃ এক মুসলমান অন্য এক পরহেজগার মুসলমানের উপর জুলুম করার কারণে সে রাগান্বিত হয়ে তাড়াহুড়া করে বদদোয়ায় শরীক হয়। যার কারণে উক্ত জালেম মুসলমান ব্যক্তি তো বরবাদ হয়েই যায়, সাথে সাথে এ অবস্থায় অতিরিক্ত তাড়াহুড়া ও বাড়াবাড়ির কারণে বদদোয়াকারী পরহেজগার ব্যক্তিও নিজের জন্য সাংঘাতিক গুণাহ ও বরবাদীকে আহবান করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَيَدْعُوا الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهٗ بِالْخَيْرِ وَالْاِنْسَانُ عَجُوْلاً *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইয়াদউ'ল ইনসানু বিশ্‌শাররি দুআ'য়ুহু বিল খাইরি ওয়াল ইনশানু আ'জূলা।

অর্থ ঃ মানুষ অন্যের অমঙ্গলের জন্য ঠিক তেমনি দোয়া করে, যেমন নিজের মঙ্গলের জন্য করে থাকে, মানুষ খুবই ব্যস্ত ব্যকুল।

চতুর্থ ঃ উপাসনার ভিত্তিমুল হচ্ছে ধর্মভীরুতা। আর ধর্মভিরুতার ভিত্তি হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণতা বিধান করা। প্রত্যেকটি ভাল ও মন্দকে চুলচেরা বাছাই ও বিচার করা। খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফিরা, ওঠা-বসা, পোশাক-আশাক পরিধাণ করা ইত্যাদি সব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করা বা বর্জন করা। এতদবিষয়ে তাড়াহুড়া করে কোন কিছুই সঠিকভাবে হয় না বরং সব কিছুই ব্যর্থ ও বরবাদ হয়। এ জন্যই এসব ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতার দরকার। ব্যস্ততার কারণে কথা-বার্তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি হবে, খাওয়া-দাওয়ায় সন্দেহ থাকবে, চলা-ফিরায় ভুলের সম্ভাবনা থাকবে। মোটকথা সব ব্যাপারে দোষ-ত্রুটি দেখা দেবে। যার কারণে ধর্মভীরুতা লোপ পেয়ে যাবে। অথচ ব্যাপারটা হচ্ছে যে, ধর্মভীরুতা ব্যতীত উপাসনা করা মূল্যহীন।

সুতরাং এরূপে ব্যতিব্যস্ততা যখন মানুষের কল্যাণকর দিক সমূহ নষ্ট করে মানুষের মূল লক্ষ সাধনের পথ বন্ধ করে ফেলে, মানুষের ইবাদত ও পরহেজগারীর ক্ষতি সাধন করে, তখন এ কু-সভাবটি বর্জন করে আত্মশুদ্ধি করা কর্তব্য। আর তাওফীক দেনেওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অহংকার

অহংকার সমস্ত কল্যাণকর কাজের ভিত্তিই উৎপাটন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আবা- ওয়াস্তাকবারা ওয়া কা-না মিনাল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ সে (ইবলিস) মানল না, অহংকার করল, ফলে সে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।

এ স্বভাব অন্যসব স্বভাবের ন্যায় শুধুমাত্র ক্ষতিই করে না, বরং ঈমানের মূল ভিত্তিই বরবাদ করে থাকে। দ্বীনের বিশ্বাস সমূহ এর আক্রমন আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমা করুন, যদি কারো অন্তরে এ মরণ ব্যধি দেখা দেয়, তবে তার প্রতিষেধক চিকিৎসা করা অতি কঠিন ব্যপার। এ ধরণের স্বভাব থেকে চার প্রকারের বিপদ দেখা দিয়ে থাকে।

যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ *

উচ্চারণ ঃ ফাআছরিফু আ'ন আ-ইয়াতিয়াল্লাযীনা ইয়াতাকাব্বারূনা ফিল আরদ্বি বিগাইবিল হাক্বি।

অর্থ ঃ আমি দুনিয়ার অহংকারীদেরকে আমার বিধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখব। যেহেতু তাতে তাদের কোন অধিকার নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍجَبَّارٍ *

উচ্চারণ ঃ কাযালিকা ইয়াত্বাবাউল্লাহু আ'লা কুল্লি ক্বালবিন মুতাকাব্বিরিন জাব্বা-রিন।

অর্থ ঃ এভাবেই আল্লাহ অহংকারী ও দাম্ভিকদের অন্তর মোহর মেরে আবদ্ধ করে দেন।

দ্বিতীয়তঃ অহংকারীগণ আল্লাহর রোষানলের শিকার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহু লা-ইয়ুহিব্বুল মুস্তাকবিরীন।

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে আরজ পেশ করলেন, হে আমার পালনকর্তা ! তোমার সৃষ্টি জগতে সর্বাধিক অভিশপ্ত কে ? আল্লাহ বললেন, যার অন্তঃকরণে অহংকার পুঞ্জীভুত হয়েছে, কথার ভেতরে যার দাম্ভিকতা রয়েছে, চক্ষু পাকানো যার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, হস্ত ঝুলানো যার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং যার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ ইহকাল ও পরকালের আজাব লাঞ্ছনা। হযরত হাতেম (রহঃ) বলেছেন ঃ সতর্ক থেকো, মৃত্যু আগমন করে যেন তোমাদেরকে অহমিকা লালসা ও ধাপপাবাজিতে লিপ্ত না দেখে। যেহেতু অহমিকাকারীকে আল্লাহ তা'আলা নিম্ন শ্রেনীর লোকদের হাতে লাঞ্চিত না করে উঠায়ে নেবেন না। লালসাকারীকে ততক্ষণে পৃথিবী থেকে উঠায়ে নেবেন না, যতক্ষণ না সে খানা পিনায় চরম দুঃখ কষ্ট না পায়। ধাপপাবাজকে আল্লাহ তা'আলা জঘন্য পর্যায় নামিয়ে দুর্গতির মধ্যে না ফেলে তুলে নেবেন না।

আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে অহমিকা ও দাম্ভিকতা দেখাবে, আল্লাহ পাক তাকে ন্যায়ানুগ রূপেই লাঞ্চিত করে ছাড়বেন।

চতুর্থতঃ আখেরাতের আযাব ও দোযখের অগ্নি। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَدْخَلْنَاهُ جَهَنَّمَ *

অর্থ ঃ অহংকার আমার চাদর,গৌরব ও মর্যাদা পাজামা, কেহ যদি এর একটিকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অহংকার ও বড়াই হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর গুণ। সুতরাং এর প্রতি কারও লোভ করা ঠিক নয়। মানুষের চাদর পাজামা যেমন যারটা তারই তাতে অন্য কেউ ভাগ বসাতে পারে না, ইহাও তেমনি। অহংকার মানুষকে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করতে এবং তাঁর বিধি বিধাণের মর্ম অনুধাবণ করতে বাঁধা দিয়ে থাকে। ফলতঃ পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ হতে লাঞ্চনা চলে আসে এবং পরকালে দোযখ নছীব হবে। অতএব কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কোনভাবেই অহংকার করা ঠিক নয়। অন্তঃকরণ হতে তা অবশ্যই দূর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে এবং তার দরবারে এ প্রকার সভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করবে।

মোটাকথা হচ্ছে ঃ চার প্রকার মন্দ স্বভাব হতে যতরকম বিপদাপদ আসতে পারে আমার শক্তিনুযায়ী তা সবই আলোচনা করলাম। বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের জন্য এর প্রতিটি স্বভাব সংশোধন করা জরুরী। তবেই তাদের অন্তঃকরণ ধর্মের দিকে ধাবিত হতে আগ্রহী হবে। বিশেষভাবে শেষের স্বভাবটি তাদের পক্ষে অবশ্য বর্জনীয়। তাহলে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দেয়ার মালিক।

মুক্তির উপায়

উল্লেখিত স্বভাবের সৃষ্টিতে বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়া যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সে সবের পরিচয় প্রথমে জ্ঞাত হওয়া অতি জরুরী বিষয়। তবে তার প্রতিটি ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করা দরকার। আমি আমার রচিত এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন ও কেতাবুল আসরারের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। অতএব এ কেতাবে আমি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সহজ ও সরল ভাবে বর্ননা করব। আমি আল্লাহ পাকের নামে তা আরম্ভ করছি। তিনিই তাওফীক দেনেওয়ালা।

প্রথম ধরণের আকাংখার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি। জিন্দেগীর শেষ দিবস পর্যন্ত এটা করব ওটা করব বলে ইচ্ছা রাখার নাম আকাংখা এবং তা বর্জন করার মধ্যেই মুক্তি অবধারিত। আর তার উপায় হল ঃ প্রতিটি ইচ্ছার সাথে ইনশাআল্লাহ শর্তটি জুড়ে দিতে হবে। বলতে হবে আল্লাহর মর্জি হলে ইহা করব। এভাবে না বলে বান্দা নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাতে গুণাহ হবে। যেহেতু বান্দা তার পরবর্তী নিঃশ্বাস নেয়া পর্যন্ত বাঁচবে কিনা এর স্থির বিশ্বাস তার আছে কি? সে কি গায়েবের খবর রাখে?

অতএব বান্দা তার আকাংখাকে আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভর করলে সে গুণাহ থেকে রক্ষা পাবে। তখন বান্দাকে আকাংখাকারী রূপে গণ্য করা হবে না। তেমনি যদি বান্দা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা পোষন করে, তবে গুণাহ হবে। আর যদি বান্দা এ লক্ষে বাঁচতে চায় যে, সংশোধিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাতে তাকে আকাংখার দাস বলে আখ্যা দেয়া যাবে না।

অতএব আকাংখার বেঁচে থাকার শর্তের উপর ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। তাতে মরণের চিন্তায় অন্তঃকরণ সদা-সর্বদা সাবধান থাকবে। যার ফলে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে প্রচেষ্টা চালাবে। এ বিষয়টি সুক্ষভাবে বুঝতে হবে।

স্মরণ রাখ! আশা আকাংখা দু প্রকারের। (ক) সাধারন আশা আকাংখা ও (খ) বিশেষ প্রকারের আশা আকাংখা। সাধারণ আশা আকাংখা হয়ে থাকে বহুদিন বেঁচে থেকে পার্থিব সুখ-শান্তি উপভোগ করতে থাকা, এটা শুধু গুনাহের ব্যাপার। এর প্রতিকার হচ্ছে ঃ তাকে একেবারে বর্জন করা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ *

উচ্চারণ ঃ ফাযারহুম ইয়া কুলু ওয়া ইয়াতামাত্তাউ ওয়া ইয়ুলহিহিমুল আমালু ফাসাওফা ইআ'লামূন।

অর্থ ঃ আপনি তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিন॥ যেন তারা খুব করে খায়-দায়, আরাম আয়েশ করে। আশার ছলনা তাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। অচিরেই তারা আসল অবস্থাটাই টের পেয়ে যাবে।

(খ) বিশেষ প্রকারের আশা আকাংখা হচ্ছে ঃ উত্তম কোন কিছু করার ইচ্ছা ধারণ করা, অবশ্য তা করার জন্যেও বেঁচে থাকার আশা ধারণ করায় বিপদ ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন উত্তম কাজের আশা করার পরেও সফলতা আসে না। আকাংখাকারী তা পূর্ণ করার যোগ্যতা রাখেনা।

মোটকথা হচ্ছে, মানুষের পক্ষে এমনকি নামায রোজা আরম্ভ করে, তা পূর্ণরূপে আদায় করে যেতে পারবে বলে আশা করাও উচিৎ নয়। যেহেতু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

তাও গায়েবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যে ধর্তব্য। অনেক সময় এভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া তার পক্ষে কল্যাণকর হয় না। বরং তা সব কিছু আল্লাহর তাওফীক দেয়ার সর্তের উপরে ন্যাস্ত করা কর্তব্য। তা হলে তার দোষ-ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَاتَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া লা-তাকুলান্না লিশায়ইন ইন্নী ফায়ি'লূন যা-লিকা গাদান ইল্লা আইয়্যাশা আল্লাহ।

অর্থ ঃ কোন কাজ করতে গিয়ে তুমি এ কথা বলোনা, কাল এটা করব। হ্যাঁ এবলতে পার, ইনশাআল্লাহ ইহা করব।

এ আশা আকাংখার উত্তম প্রতিষেধক ওলামায়ে কেরামদের মতে উত্তম নিয়ত। যেহেতু ভাল কাজের লক্ষে আশা আকাংখার ক্ষতিজনক দিক হতে বান্দাকে আলগ করে দিয়ে থাকে।

মোটকথা, আশা আকাংখার বিধি বিধান উল্লেখ করা হলো। এখন উত্তম নিয়তের বিষয় আলোকপাত করা দরকার। ওলামায়ে কেরামদের মতে তা হচ্ছে, কোন কাজ আরম্ভ করার ইচ্ছা পোষণ করবে কিন্তু তার সফলতা নির্ভর করবে আল্লাহর ওপরে।

এখানে যদি প্রশ্ন করা হয়, আরম্ভ করার ইচ্ছাটা বান্দা পোষণ করলে তা শুদ্ধ হবে কিন্তু সাফল্য ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর হাতে, তা কেন? তার উত্তর হচ্ছে এইঃ কাজ আরম্ভ করার মধ্যে কোন ভয় নেই। আরম্ভ করার পরেই আমল শুরু হয়ে থাকে এবং আমলের ওপরই ফলাফল নির্ভর হয়ে থাকে। কিন্তু আমল শেষ করতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আরম্ভ করা গায়েবের বিষয় নয়, তবে শেষ করা নির্ভর করে গায়েবের হাতে। অতএব আমল পূর্ণ করা ও সফলতার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা জরুরী। সুতরাং কাজের পূর্ণতা ও সলফতা যখন আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে কেউ কাজ আরম্ভ করে থাকে তখন তার কাজের নিয়ত উত্তম হয়ে থাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন সে আকাংখাকারীদের দল থেকে আলাদা হয়ে যায়।

স্মরণ রাখা আবশ্যক, আশা আকাংখার অবসান করার উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, মৃত্যুকে স্মরণ করা। মৃত্যু আচানক হাযির হয়ে যাবে এবং অলসতায় ও ধোকাবাজীতে কয়েদ থাকাকালেও হাযির হয়ে যেতে পারে ধরে নিয়ে সর্বদা আলোচনা করা উচিৎ। এ সংক্ষিপ্ত কথাগুলো মনে রাখবে, এগুলো কাজে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ সব নিয়ে বেহুদা সমালোচনা করে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

হিংসার প্রতিকার

নিজ মুসলমান ভাইয়ের লভ্য কোন মঙ্গলজনক বস্তুর বিলোপ কামনা করাকেই হিংসা বলা হয় এবং যদি কেউ অন্যের থেকে তার বিলোপ কামনা না করে বরং তদ্রূপ বা ততোধিক বস্তুও নিজের জন্যে করে, তবে তাকে হিংসা বলা যাবে না বরং তাকে গিবত বা জিদ বলা হয়। এটা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ দুটি অবস্থা ব্যতীত হিংসা করা জায়েয নেই। এ হিংসা দিয়ে গীবত এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হাসাদ (হিংসা) ও গীবত (জিদ) এ দুটোর অর্থ অতি কাছাকাছি। সুতরাং একটার দ্বারা অপরটির অর্থ ধরা হয়েছে।

নিজ মুসলমান ভাইয়ের থেকে বান্দা যেই বস্তুটির বিলুপ্তি কামনা করলো, তা প্রাপ্তির যদি তার ভেতরে যোগ্যতা না থাকে, তবে তাকে গায়রত বলা হয়। আর তার ভেতরে যদি সে বস্তু প্রাপ্তির যোগ্যতাও থাকে এবং তা যদি তার ভেতরে স্থায়ী হয়ে থাকে এটাকেই কামনা করে তাকে খায়েরখাহী বলা হয়। উল্লেখ্য স্বভাবগুলোর এটাই হচ্ছে ব্যবধান বা পার্থক্য।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন লোকের মধ্যে বর্ণিত বস্তু প্রাপ্তির যোগ্যতা রয়েছে কি নেই এবং তার সাথে খায়েরখাহী করতে হবে, না গায়রাত করতে হবে, না হাসাদ করতে হবে, তা কি ভাবে বুঝা যাবে?

এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু বহু সময় কোন এক লোকের কোন একটা বিপদ সম্বন্ধে ধারণা জোরদার হয়ে যায় এবং তাকে নিশ্চিত ধারণা করেই কাজ সমাধা করা হয়, তবে হ্যাঁ জায়গাটি সংশয়পূর্ণ হলে যেখানে উক্তরূপ বস্তুর বিলোপ বা স্থায়িত্ব কোনটাই কামনা করা চাই না। বরং তার যোগ্যতা থাক বা যোগ্য পাত্রেই তা হোক এরূপে কামনা করা হলে হিংসার থেকে রেহাই পেয়ে খায়েরখাহী বা কল্যানকামীর স্তরে পৌছে যাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কল্যাণ কামনা করা মানুষের হিংসা থেকে রক্ষা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করতে বলেছেন তা আলোচনা করতে হবে। এ ব্যতীত মুমিনের জন্যে যে সব কর্তব্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন, তা বারবার আলোচনা করতে হবে। এর জন্যে যে সব পুরস্কার নির্দ্ধারিত আছে, সেগুলোও স্মরণ করতে হবে। ইহকাল ও পরকালের অন্যের মঙ্গল কামনায় কি কি প্রতিদান রয়েছে তা ভেবে চিন্তে চলতে হবে। ঈমানদারদের একে অন্যের সহযোগীতায় কি কি মঙ্গলকর কার্যাদি যথা ঃ জুমুয়া জামায়াত ইত্যাদি ঘটে থাকে সে সবও ভেবে দেখতে হবে। আখেরাতেও যে এগুলো সুপারিশের কারণ হবে তা স্মরণে রাখতে হবে। তবেই মুসলিমদের কল্যান কামনার আকাংখা গজাবে এবং হিংসা থেকে রক্ষা পাবে।

তাড়াহুড়ার প্রতিকার

তাড়াহুড়া নামক ব্যাধি অন্তঃকরণের উপর প্রভাব খাটায়ে থাকে। এর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, না ভেবে চিন্তে ও না বুঝে সুজে কোন কিছুর প্রতি ঝাপ দিয়ে পড়ার লক্ষে উদ্বুদ্ধ করণ। এর বিপরীত দিক হচ্ছে ধৈর্য্য ও সংযম। এ ও অন্তঃকরণের ওপর প্রভাব ঘটিয়ে থাকে। এর কার্যাদি হচ্ছে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কার্য সমাধা করার লক্ষে প্রেরণা দান করা। আবার ধৈর্যের দুটো অবস্থা রয়েছে। তা হচ্ছে, তাওয়াক্কুল ও তায়ান্নী। আমার শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান দেখিয়েছেন। যেমন, তাওয়াক্কুল হয়ে থাকে কাজ আরম্ভের পূর্বে এবং তা কার্যের ভাল-মন্দ বুঝে শুনে নেওয়ার লক্ষে হয়ে থাকে। আর তায়ান্নী হয়ে থাকে কার্য আরম্ভের পরে এবং তা হয়ে থাকে কার্য ঠিক ঠাক মত করার উদ্দেশ্যে।

এখন কি প্রকারে ধৈর্যের জন্ম হবে তা জেনে নাও। তাড়াহুড়া করে কোনও কার্যাদি সমাধা করার অনাকাংখিত পরিণতি, অনিষ্টকর অবস্থা এবং অকল্যাণের দিকগুলো অন্তকরণে নিয়ে এসে চিন্তা ভাবনা করো। আর সে জন্য যে লাজ-লজ্জা, শরম, দুঃখ-কষ্ট ও অনুতাপ ইত্যাদি ভোগতে হয়, সে বিষয়টাও মনে কর, এর ফলশ্রুতিতে ইনশাআল্লাহ বান্দার অন্তরে ধৈর্যের জন্ম হবে এবং অন্তর হতে তাড়াহুড়ার স্বভাব দূরীভূত হয়ে যাবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অহংকারের প্রতিকার

নিজেকে সবার বড় মনে মনে ভাবনা করা আর বড় হিসেবে জাহির করাই হচ্ছে অহংকার। আর নিজেকে নগণ্য ও ছোট ধারণা করা হচ্ছে বিনয়। এ দু'টোই আবার দু'প্রকার। যেমন (১) সাধারণ বিনয় ও (২) বিশেষ বিনয়। তেমনভাবে (১) সাধারণ অহংকার ও (২) বিশষ অহংকার। সাধারণ অহংকার হচ্ছে ঃ পোশাক-আশাক, খানা-পিনা, লিবাস ও যানবাহনাদিতে অল্পে ও মামুলি প্রকারে পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট থাকা। পক্ষান্তরে এর উল্টো হচ্ছে সাধারণ অহংকার অর্থাৎ বর্ণনাকৃত প্রতিটি ক্ষেত্রেই উচ্চধরণের কিংবা উর্দ্ধের সর্ব কিছুর অহংকার রোধ করা।

এবং বিশেষ বিনয় হচ্ছে ঃ সত্য গ্রহণে ধাবিত হওয়া। তা সে লোক যত উচ্চ শ্রেণীর হোক বা নিম্ন শ্রেণীর হোক।

সাধারণ বিনয় ঠিক রাখার উপায় হচ্ছে ঃ স্বীয় জিন্দেগীর সুচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মনে করা ও চিন্তা-ভাবনা করা। যে সকল নিকৃষ্ট ও বিপদের মধ্যে বান্দা বেড়ে উঠে থাকে তা ভেবে দেখতে হবে। কোন এক বুজুর্গ লোক বলেছেন, মানুষের জীবনারম্ভ এক বিন্দু তরল মনি (ধাতু) থেকে এবং তার শেষ দুর্গন্ধক্লিষ্ট গলিত লাশ হয়ে। এ দুটো নিকৃষ্ট বস্তুই তো হচ্ছে তোমার জিন্দেগীর শুরু ও শেষ এবং বিশেষ বিনয় বজায় রাখার উপায় হচ্ছে সত্য থেকে দূরে থাকবার পরিনতি এবং ভুল ও না হক গ্রহণ ঃ আর বেঠিক পথে চলার জন্যে আজাবের বিষয় সমূহ আলোচনা করা।

মোটকথা হচ্ছে ঃ অন্তরদৃষ্টি প্রাপ্তির ইচ্ছে রয়েছে ঃ এতটুকু স্মরণ করাই তার জন্য যথেষ্ট মনে করে। আল্লাহ পাক হচ্ছেন তাওফীক দেয়ার একমাত্র মালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পেট ও তার রক্ষণা-বেক্ষন

ইবাদতকারীর জন্যে পেটের রক্ষণা-বেক্ষণ দরকার। পেটের সংশোধণ করা তার জন্যে একান্ত জরুরী। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সংশোধণের দিক দিয়ে ইহা সর্বাধিক কঠিন অবস্থা। দুঃখ-কষ্ট ও তাড়াহুড়া সৃষ্টির বিষয়ে এর জায়গা সকলের উপরে এবং ক্ষতিজনক প্রভাব সৃষ্টির বেলায় সাংঘাতিক। যেহেতু এটা হচ্ছে সর্ব শরীরের সকল কিছুর উৎসস্থল বা খনি সদৃশ। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক এর সাথে মিলিত। আর সরলতা ও দুর্বলতা এবং সজ্জলতা ও নিলর্জ্জতা এর জন্যেই দেখা দিয়ে থাকে। এর বিপদাপদ হতে উদ্ধার পেতে চাইলে, সর্বাগ্রে হারামও সন্দেহ জনক খাওয়া দাওয়া থেকে একে রক্ষা করা চাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করলে প্রয়োজনের অধিক হালাল বস্তু সমূহ হতেও একে রক্ষা করতে হবে। হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু সমূহ থেকে তিন প্রকারে পেটকে মুক্ত রাখা যায়।

প্রথম প্রকারে ঃ দোযখের অগ্নি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালা তা থেকে বাঁচতে বলেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا - إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযীনা ইয়া'কুলূনা আমওয়ালাল ইয়াতামা- যুলমান ইন্নামা- ইয়াকুলূনা ফী বুতুনিহিম না-রান ওয়া সাইছ্লাওনা সায়ী'রা।

অর্থ ঃ যারা জোর জবরদস্তি করে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা যেন অগ্নি ভক্ষণ করে। অতি শিঘ্র তারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلٰى بِهٖ *

উচ্চারণ ঃ কুল্লু লাহমিন নাবাতা মিন সুহতিন ফালিন্নারি আওলা বিহী।

অর্থ ঃ হারামে সৃজিত গোস্ত (দেহ) জাহান্নামের অগ্নিরই যোগ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় প্রকার ঃ হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু ভক্ষণকারী অভিশপ্ত। সে আল্লাহ পাকের ইবাদতের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যেহেতু ইবাদত পবিত্র বান্দাই আদায় করতে সক্ষম। আল্লাহ পাক কি অপবিত্র বান্দাকে মসজিদে প্রবেশ করতে ও অজু ব্যতীত ক্বোরআন মজীদ ধরতে নিষেধ করেনি ?

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আ'বিরী সাবীলিন হাত্তা তাগতাসিলূ।

অর্থ ঃ এবং নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ কর না। তবে পথ অতিক্রমের জন্য হলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু গোসল না করে তাতে প্রবেশ কর না। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন

لَا يَمَسُّهٗ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুত্বাহ্হারূন।

অর্থ ঃ পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত কেউ ক্বোরআন স্পর্শ করবে না।

অথচ অপবিত্রতা ও নাপাকি জায়েয কাজ হতেই দেখা দিয়ে থাকে। সে অবস্থায় যে লোক হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু ভক্ষণ করে নাপাক হয়েছে সে লোক কিভাবে এজাযত পাবে? সে কি প্রকারে মহান প্রতিপালকের পবিত্র দরবার সেবায় রত হবে? তাঁর পাক পবিত্র নাম কোন প্রকারেই সে অপবিত্র যবানে উচ্চারণ করতে পারে না।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআ'জ রাজী (রহঃ) বলেছেন, ইবাদত ত্বাআ'ত আল্লাহ পাকের গোলায় পুঞ্জীভুত রয়েছে। তার কুঞ্জী হচ্ছে দু'আ আর তার তালা হচ্ছে হালাল জীবিকা। এ ক্ষেত্রে তালাই যদি লাগানো না যায়,তবে কুঞ্জি দিয়ে কি লাভ হবে ? কিভাবে সে বান্দা ইবাদত ও ত্বা'আতের দরজা খুলবে?

তৃতীয় প্রকার ঃ হারাম সন্দেহজনক বস্তু ভক্ষণকারী বান্দা উত্তম কাজ কার্যাদি হতে দূরে সরে থাকে। যদিও বা কোন মঙ্গলজনক কার্যের সুযোগ লাভ করা যায়, তাও আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল হয় না। অতএব সে অবস্থায় তার নাফরমানী, কাঠিন্যতা ও মূল্যবান সময়ের অপচয় ব্যতীত আর কোন কিছুই দেখা যাবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, রাত জাগরণ করে ইবাদতকারীদের অধিকাংশের শুধু জাগরণই হয়ে থাকে, কোন সাফল্য বয়ে আনে না, তেমন অনেক রোযাদারের শুধু ভুকা থাকা ও পিপাসার্ত হওয়াই হয়ে থাকে, রোজা পালন হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যার উদরে হারাম বস্তু রয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার ইবাদত পৌঁছে না। অতএব এ সকল বিষয়ে অধিক চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

অধিক ভক্ষণে দশটি বিপদ রয়েছে

এখন থাকলো অধিক ভক্ষণের ব্যাপারটি। ইবাদতকারীর পক্ষে তা বিপদজনক অধিকের পক্ষে তা পরীক্ষা মুলক। আমি চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করে এর মধ্যে দশটি বিপদ দেখতে পেয়েছি।

প্রথম বিপদ ঃ অধিক বৈধ খাবার ভক্ষণে অন্তর কঠিন হয়ে যায় আর অন্তকরণের জ্যোতি নির্বাপিত করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, অধিক পানাহারের দ্বারা অন্তকরণকে মেরে ফেলো না। অধিক পানি যেমন শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে ফেলে, তেমন বেশী খানা-পিনা অন্তকরণকে ধ্বংস করে দেয়।

কোন কোন বুজুর্গ বান্দা এভাবে উপমা প্রদান করে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন যে, পাকস্থলী হচ্ছে অন্তকরণের নিম্নোদেশে অবস্থিত একটা উত্তপ্ত ডেকচি স্বরূপ। তার উত্তাপ অন্তকরণে লেগে থাকে এবং তা অধিক লাগলে অন্তকরণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে ও বিষাক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিপদ ঃ অধিক পানাহার সমগ্র শরীরকে আপদের মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলে। দেহকে বাজে ও অনিষ্টকর কাজে ব্যস্ত রাখে। যেহেতু বান্দা যখন অধিক খানা-পিনার লালসায় উন্মুখ থাকে, তখন হালাল হারাম ভেদ বিচার করতে সক্ষম হয় না। তখন তার চক্ষু হারাম বস্তু ভক্ষণের দ্বারা তৃপ্তি পাওয়ার পথ তালাশ করতে থাকে। কর্ণ মন্দ কথা-বার্তা শ্রবণ করতে রাজী হয়ে যায়। জবান ও লজ্জাস্থান লজ্জাহীন কথা-বার্তা ও কার্যে লিপ্ত হতে আগ্রহী হয়ে যায়। পদযুগল পাপ-পঙ্কিল পথে অগ্রসর হতে আগ্রহী হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পক্ষান্তরে কিছু কম খানা-পিনা ভক্ষণ করে একটু ক্ষিধা রাখলে তার অবয়ব দুর্বল ও শান্ত থাকে। তখন সে কোন বাজে অনাচারে লিপ্ত হতে চায় না এবং কোন অনাচার জনিত কার্যকলাপ দেখতেও আগ্রহী হয় না। সুতরাং সে সরল সোজা পথে চলতে থাকে।

ওস্তাদ হযরত আবু জাফর (রহঃ) বলেছেন, যদি পেটে ক্ষুধা লেগে থাকে তবে তার সর্বাঙ্গ-ই দুর্বল ও ক্লান্ত থাকে, কামনা বাসনার উৎপত্তি হয় না। আর যদি পেট ক্ষান্ত ও তৃপ্ত থাকে, তবে সর্বাঙ্গে ক্ষুধার তাড়না জেগে উঠে।

মূলকথা হচ্ছে ঃ লোকের কথা বার্তা ও কাজ কর্ম পানাহারের প্রভাবে জড়িত। পেটের মধ্যে যদি হারাম বস্ত যায়, তবে তাতে হারাম কার্যকলাপই প্রকাশিত হবে এবং বাহুল্য বস্ত প্রবেশ করলে তাতে বাহুল্য কাজ কর্মই প্রকাশিত হবে। পানাহার যেন লোকের কথা বার্তা ও কাজ কর্মের বীজতুল্য।

তৃতীয় বিপদ ঃ অধিক পানাহার বিবেব বুদ্ধি লোপ করে ফেলে। হযরত দারানী (রহঃ) ঠিকই বলেছেন, ইহকাল ও পরকালের কোন কাজকর্ম সমাধা করতে ইচ্ছা কর, তবে তা সমাধা করার পুর্বে কিছু ভক্ষন কর না। যেহেতু ভক্ষনের সাথে সাথে তার জ্ঞান বুদ্ধি অন্যরূপ হয়ে পড়বে। ইহা অত্যাধিক সুস্পষ্ট ব্যাপারই। কারোর আকাংখা হলে সে পরীক্ষা করে নিতে পারে।

চতুর্থ বিপদ ঃ অধিক ভক্ষণ করলে উপাসনা কম হয়ে থাকে। অধিক ভক্ষণ করলে পর শরীর ভার ভার হয়ে থাকে, চক্ষুতে তন্দ্রাভাব আসে এবং সর্বাঙ্গ অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়। তখন বিছানায় বিশ্রাম নেওয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। বহু চেস্টা করেও কর্ম চঞ্চল হওয়া যায় না। সুতরাং বলা হয়ে থাকে, অধিক ভক্ষন করলে নির্জীব হয়ে যায়।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একদা শয়তান এসে তার নিকট হাযির হল। তার নিকট কিছু কাঠি ছিল। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো আবার কি বস্তু? শয়তান জওয়াবে বলল! এগুলো হচ্ছে আমার শিকার ধরার জাল, এগুলো দিয়ে আমি বান্দাকে শিকার করে থাকি। তিনি শয়তানকে পুণঃরায় জিজ্ঞেস করলেন। এর মধ্যে আমার জন্য কোন কিছু রয়েছে কি? উত্তরে শয়তান বললো, না তেমন কিছু নেই। তবে কোন এক রজনীতে আপনি পেট ভরে ভক্ষণ করেছিলেন। ঐ রাতে আমি আপনার নামাযে কিছু শিথিলতা এনে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, জীবনে আমি আর কোন দিন পেট ভর্তি করে ভক্ষণ করবো না। তখন শয়তান বললো, নিশ্চয় আমি আর কোন দিন কাওকে আমার রহস্য খুলে বলবনা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এতো হচ্ছে এক মহামনীষীর ব্যাপার। যিনি জিন্দেগীর একদিন শুধু পেট ভরে ভক্ষণ করেছিলেন। তবে যে বান্দারা জীবনে এক ওয়াক্তও ভুখা থাকেনি বা পেট খালী রেখে ভক্ষণ করেনি তাদের উপাসনার দশা কি হবে?

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, ইবাদত হচ্ছে এক বাণিজ্য যার দোকান হচ্ছে নিঃসঙ্গতা আর রসদপত্র হচ্ছে ক্ষুধা।

পঞ্চম বিপদ ঃ অধিক ভক্ষণ করলে উপাসনার আনন্দ বিলোপ হয়ে থাকে। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, যে দিন হতে আমি দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করেছি, সে দিন হতে আমি কোন দিন পেট পুর্তি করে ভক্ষণ করিনি। এ লক্ষে যে আপন পালনকর্তার ইবাদতে যেন আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হই। তেমন ভাবে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার পর হতে কোন দিন তৃপ্তি সহকারে পানিও পান করিনি। আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের পিপাসা আমাকে তা হতে বিরত রেখেছে।

এ সকল হচেছ আল্লাহর নূরে আলোকিত আত্মাসমূহের কার্যাদি। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আধ্যাত্মিক জিন্দেগীর অনুগামী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে ইশারা করে ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ওপর আবু বকর (রাঃ)-এর মান-মর্যাদা শুধু এ কারণে বেশী যে, তোমাদের অপেক্ষা তিনি অধিক পরিমাণে নামায রোযা পালন করেন। এর মূলে রয়েছে, তাঁর অন্তরস্থিত এ ধরণের স্থায়ী শক্তি।

হযরত ছারানী (রহঃ) বলেছেন, আমার পেট যখন ক্ষুধার কারণে পৃষ্ঠের সাথে মিশে যেত, তখন আমি আল্লাহর ইবাদতে আনন্দ বেশী লাভ করে থাকি।

ষষ্ঠ বিপদ ঃ অধিক ভক্ষণের লালসা বান্দাকে সন্দেহজনক বস্তু খাওয়ায়ে উস্কানী দিয়ে থাকে। যেহেতু হালাল পথে খানা-পিনা করে বাঁচা যায়।

হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, হালাল তো তোমাকে কোন ভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে এবং হারাম তোমাকে পরিমাণে অজস্রে দান করবে।

সপ্তম বিপদ ঃ অধিক খাদ্য প্রয়োজনে অধিক পাওয়ার তাগাদা বান্দাকে সর্বদা ব্যাতি ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করে থাকে। আর রোজগার ও খাওয়ার প্রচেষ্টা ও আয়োজন করতেই তার জিন্দেগী চলে যায়। অধিক ধন-সম্পদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শুধুমাত্র খাওয়ার বিপদই ডেকে আনে না বাহ্যিক বিপদাপদও ডেকে এনে থাকে। সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সর্বব্যধির কারণ হচ্ছে বদহজম এবং আসল চিকিৎসা হচ্ছে, কম ভোজন অর্থাৎ ক্ষুধা রেখে ভক্ষণ করা।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রাঃ) বলেছেন, অধিক খানাপিনার কারণে আমাকে বারংবার পায়খানায় যাওয়া আসা করতে হয় বিধায়, আমি আল্লাহ পাকের নিকট অতি লজ্জিত। হায়! আল্লাহ পাক যদি আমার জীবিকা একটি মাত্র দানার মধ্যে রেখে দিতেন, যাতে আমি তা চোষণ করেই মৃত্যুর দরজায় পৌঁছতে পারতাম।

অধিক ভক্ষণের দরকারে দুনিয়াবী লালসা বর্ধিত হয়ে থাকে এবং জিন্দেগীর বেশীর ভাগ সময় তার পিছনে কাটাতে হয়।

অষ্টম বিপদ ঃ অধিক ভক্ষণের পরিণতি হচ্ছে আখেরাতের আযাব পেরেশানী হওয়া। কথিত আছে, মৃত্যুর আযাবও দুনিয়াবী সুখ-শান্তি ভোগের অপেক্ষা বেশী কম হয়ে থাকে। পার্থিব সুখ ও মজা যে যত অধিক ভোগ করেছে, মৃত্যুর আযাবও সে তত অধিক লাভ করবে।

নবম বিপদ ঃ আখেরাতের নেকী কমে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ
فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ আয্হাব্তুম ত্বইয়্যিবাতিকুম ফী হাইয়াতিকুমুদ্ দুন্ইয়া ওয়াস্তামতা'কুম বিহা ফালইয়াওমা তুজযাওনা আযা-বাল হুনি বিমা-কুনতুম তাসতাকবিরুনা ফিল আরদ্বি বিগাইরিল হাক্কি ওয়া বিমা কুনতুম তাফসুকূন।

অর্থ ঃ তোমরা দুনিয়াবীর জিন্দেগীতে বহু সুখ-শান্তি ভোগ করেছ ও তার দ্বারা বেশ মজা লুটেছ। অদ্য তোমাদেরকে ভীষণ অপমানকর শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে খুবই অন্যায়ভাবে অহমিকা দেখাতে ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকতে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পৃথিবীতে যে যত অধিক মজা ভোগ করেছে, আখেরাতে সে তত কম মজা ভোগ করবে। সুতরাং আল্লাহ পাক যখন আমাদের মহান নবী করীম (সঃ)-এর সম্মুখে পৃথিবী পেশ করলেন, তখন তিনি বললেন, বিনিময়ে আপনাকে আখেরাতে কম করে দেয়া হবে না। এর দ্বারা রাসূলে করীম (সঃ)-কে খাস করে দেয়া হয়েছে। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, অন্যদের বেলায় নিশ্চয়ই কম করে দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যদি কারোর প্রতি দয়াশীল হন, তার ব্যাপার আলাদা।

বর্ণিত আছে ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) একদা দাওয়াত দিলেন। তাঁর জন্য অনেক পানাহারের ব্যবস্থা করা হল। খলিফাতুল মুসলিমীন তা দেখে বললেন, যদি এতকিছু আমাদের জন্য করা হয়ে থাকে, তবে যে সব গরীব মুহাজির ইন্তেকাল করে গেছেন তাদের জন্য কি করা হয়েছিল ? তারা পেট ভর্তি করে যবের রুটিও ভক্ষণ করতে পারেন নি। তখন হযরত খালেদ বিন ওলিদ (রাঃ) বললেন, হে খলিফাতুল মুসলিমীন! তাদের জন্য তো বেহেশ্‌ত রয়েছে। আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, যদি তারা বেহেশত পেয়ে থাকেন আর যদি আমরা পৃথিবীর এ সব ভক্ষণ করি, তবে তো তাঁরাই জিতে গেলেন।

বর্ণিত আছে ঃ খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদা পিপাসিত হয়ে এক ব্যক্তিকে পানি দিতে বললেন ঃ সেই ব্যক্তি তাঁকে খেজুর ভিজানো এক গ্লাস পানি পেশ করলে তিনি তা মুখে নিয়ে বুঝতে পারলেন তা খুব শীতল ও মিষ্টি। তিনি সাথে সাথে তা পান করা থেকে বিরত হয়ে বললেন, ব্যাপারটি কি? লোকটি আরজ পেশ করলো, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আমি এতে চিনি মিশ্রিত করিনি। তবুও তিনি পানির গ্লাস ফেরৎ দিয়ে বললেন, আখেরাত যদি না থাকতো তবে আমি তোমাদের এ পানাহারে শরীক হতাম।

দশম বিপদ ঃ অদরকারী হালাল বস্তু অযথা হিসাব বাড়িয়ে থাকে আর অভিশাপ ডেকে আনে। তাতে লোকেরা ভদ্রতা হারিয়ে উলঙ্গ লোভ-লালসার দিকে ঝুকে পড়ে। যেহেতু দুনিয়ার হালাল সর্ব কিছু ভক্ষণের হিসাব-নিকাশ দিতে বাধ্য হবে। অন্যায় অবৈধ সকল কিছুর আযাব ভোগ করতে হবে আর সাজগোজ করার সকল প্রকার সরঞ্জাম ধ্বংসের কারণ হবে।

মোটকথা হচ্ছে ঃ দশ প্রকারের বিপদের কথা আলোচনা করা হলো। বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন দুরদর্শী মানুষের জন্য এর মধ্যের যে কোন একটি বিপদের কথা বর্ণনা করা যথেষ্ট মনে করি। তাই সাধনার দিকে যারা পদযুগল অগ্রসর করতে আগ্রহী, তাদেরকে জীবিকার বিষয়ে অত্যাধিক সাবধান থাকা জরুরী। কোন ভাবেই যেন তারা হারাম ও সন্দেহজনক কোন বস্তু গ্রহণ না করে। এমনকি হালাল বস্তু হতেও এতোটুকু গ্রহণ করবে, যতটুকু তাদের ইবাদতে রত হবার লক্ষে শক্তি সামর্থ প্রদান করে। জীবিকার সন্ধান যেন তাকে পার্থিব জগতের ফান্দে জড়িত না করে এবং ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে।

হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু

এখন হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তুর বর্ণনা দেয়া দরকার। আমি আমার লিখিত "আসরারে মুআমিলাতে দ্বীন" কিতাবে এ ব্যাপারে বিষধভাবে উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া "এহ্ইয়ায়ে উলূমুদ্দীন" কিতাবে এ বিষয়ে নিয়ে পৃথকভাবে একটি অধ্যায় লিখেছি। সুতরাং এ কেতাবে আমি অতি সহজে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করছি, যাতে কম বৃদ্ধি-জ্ঞানের মানুষও যেন বুঝতে সক্ষম হতে পারে। এ কিতাব লেখার লক্ষ্যই হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের সাধনাকারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ যে সব বস্তু নিশ্চিত রূপে অন্যের বলে জানা যায় এবং শরীয়তের মতে যে সব বস্তু লোকের জন্য শক্তভাবে নিষিদ্ধকৃত, তাই হচ্ছে হারাম। যদি সে সব বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না যায়, কিন্তু সে রূপ বলেই ধারণা হয়, তবে তা মুশতাবাহ্ বা সন্দেহযুক্ত।

অন্য একদল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, নিশ্চিতরূপে বুঝুক আর অনুমান করে বুঝুক, এ দু'অবস্থাতেই সে সব বস্তু হারাম। যেহেতু বিধি বিধানের বেলায় অনেক সময়ে অনুমানকেও নিশ্চিতের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। আর হারাম না কি হালাল যদি তা বোধগম্য না হয় এবং দু'পক্ষেই যদি ধারণা ও সম্ভবনা দেখা যায়, তবে তাকে মুশতাবাহ্ বলা হবে। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছা যাচ্ছে না বিধায় তাকে হালাল বা হারাম বলা যাচ্ছেনা।

হারাম বস্তু সমূহ হতে বেঁচে থাকা হচ্ছে ফরজ এবং মুশতাবাহ বস্তু হতে বেঁচে থাকা হচ্ছে পরহেজগারীর আলামত। আলেমগণের নানান মতামতের মধ্যে এটাই আমার অধিক পছন্দনীয়।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাদশাহ ও যালিমের তোহ্ফা

রাজা বাদশাহ ও সরকারী শাসক কর্মকর্তাদের তরফ থেকে দেয়া তোহ্ফা গ্রহণ করা সিদ্ধ কিনা? এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতক আলেম বলেন যে, যদি নিশ্চিত রূপে জানা না যায় যে, বস্তুটি হারাম কিনা, তবে তা গ্রহণ করা সিদ্ধ। অন্য কতক আলেমগণ বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি হালাল কিনা তা জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি গ্রহণ করা সিদ্ধ হবে না। যেহেতু বর্তমান যমানায় সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেশীর ভাগ উপার্জন হারাম পথে এসে থাকে, তাই তাদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হালাল নেই বলা যায়।

অন্য কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, সরকার, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেয়া তোহফা ধনী-গরীব জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা সিদ্ধ হবে। যেহেতু গুণাহের অংশীদার হবে দেনেওয়ালা, লেনেওয়ালা হবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদশাহ মোকাওকাসের পাঠিয়ে দেয়া তোহ্ফা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের ধন সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, তারা হারাম ধন-সম্পদ ভোগ করে। এর পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের নিকট থেকে কর্জ করতেন বা হাওলাত নিতেন।

কতক সাহাবায়ে কেরাম ফেৎনা-ফাসাদের যমানা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁরা তখনকার আমীর বাদশাহগণের তোহফা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)।

অন্য কতক আলেম বলেছেন, কোন অবস্থায়ই সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের সম্পদ গরীব-ধনী নির্বিশেষে কারোর পক্ষে তোহ্ফা স্বরূপ গ্রহণ করা সিদ্ধ নয়। যেহেতু তাদের ধন-সম্পদ যুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে এসে থাকে। কারণ বেশীর ভাগের ভিত্তিতে বৈধ ও অবৈধ নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে। অতএব তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ নিশ্চিতরূপে অবৈধ। তাই তাদের দেয়া তোহ্ফা ত্যাগ করা ফরজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অপর কতক আলেম বলেছেন, তাদের দেওয়া তোহ্ফা হালাল, এটা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলে গরীবদের তা গ্রহণ করা অবৈধ হবে না। আর যদি স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, তা আত্মসাতকৃত সম্পদ, এ অবস্থায় তা গরীবদের ফেরৎ পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যাবে।

ভিক্ষাকারীদের পক্ষে সরকারের দান-তোহফা গ্রহণ করা সিদ্ধ। আর সে তোহফা যদি তাদের কারোর নিজস্ব সম্পদ হয়, তা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারে। যেহেতু তাতে তার ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে। ওলামাদের পক্ষে এ অবস্থাটি জটিল আকার হয়ে দেখা দিয়েছে।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি খুশীমনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব পড়েছে, তার জন্যে ইসলামী সরকারের খাজাঞ্চি খানায় দুশ দিরহাম নির্দ্ধারিত আছে, (কেউ বলেছেন দুশ দীনার) যদি সে তা পৃথিবীতে গ্রহণ না করে তবে পরকালে তা পেয়ে যাবে।

মোটকথা হচ্ছে ঃ এরূপ অবস্থায় ধনী-গরীব সকলেই বাদশাহ বা রাষ্ট্রপতির দান তোহফা গ্রহণ করতে পারে।

ওলামাগণ বলেন ঃ যদি আত্মসাতকৃত সম্পদের সাথে নিজের সম্পদ মিশ্রিত করে ফেলে আর যদি তা আলাদা করতে না পারে, অথবা তা আসল মালিককে কিংবা তার (ওয়ারিশানের) নিকট ফেরৎ দেয়া সম্ভব না হয়, তবে তা বাদশাহ বা রাষ্ট্রপতির জন্য সম্পূর্ণরূপে সদকা করে দেয়া ব্যতীত আর কোন পথ থাকে না। এ অবস্থায় সে ধন-সম্পদ ফকীরকে দিতে আল্লাহ পাক বলেননি এবং তা ফকীর মিসকিনদের পক্ষে বৈধও নয়। তবে হ্যাঁ আত্মসাতকৃত সম্পদ যদি বাদশাহ্ বা রাষ্ট্রপতির সম্পদ হতে পৃথক করে নিতে পারে তবে তা বৈধ হবে। যেহেতু হারাম সম্পদ গ্রহণ করা কোন প্রকারেই বৈধ হবে না।

সারকথা হচ্ছে ঃ এটা একটি সাংঘাতিক জটিল বিষয়। চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা না করে এবং কেতাবাদি না দেখে হঠাৎ এ বিষয়ে ফতোয়া দেয়া ঠিক হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইলে আমার লিখিত "এহইয়ায়ে উলূমিদ্দীন" কিতাব পাঠ করে বুঝে নেবেন। তাতে সবকিছু জানা যাবে ইনশাআল্লাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, হাট-বাজারের অনাচার সমূহ এবং পাপের কাজ হতে বেচেঁ চলবে। শুধুমাত্র জীবনধারণ করার মত কিছুটা তা থেকে গ্রহণ করবে।

হযরত ওহাব ইবনে দর্দ (রহঃ) এর ঘটনা শ্রবণ করনি ? তিনি প্রায় সময়ই এক দিবস, দুদিবস এমনকি তিন দিবস যাবৎ ভুখা (উপোস) কাটাতেন। অতঃপর একটি মাত্র রুটী ভক্ষণ করতেন। তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ তা'আলা! এ রুটির মধ্যেও যদি কোন প্রকার হারাম বা সন্দেহজনক কিছু রয়ে থাকে, তবে আমার নিকট তার কৈফিয়ত তলব কর না। এ কথা বলে তিনি রুটিটি পানির মধ্যে ভিজিয়ে ভক্ষণ করতেন।

এ দুটো পথ আমি আলোচনা করলাম। তা হচ্ছে পরহেজগারী অবলম্বনকরী উঁচুদরের বুজুর্গদের কথা, অন্যান্যদের বেলায় যার যেটুকু সাধ্য রয়েছে সে অনুযায়ী বেঁচে চলতে হবে, তবেই তারা তাদের প্রত্যাশী পূণ্য লাভ করতে সক্ষম হবে। এখন যে বান্দার যে ধরণের পরহেজগারী লাভের আকাংখা হয় সে সেই অনুযায়ী চেষ্টা তালাফী করবে। নেকীর কাজ কখনো বরবাদ হয় না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কার্যাদীর সংবাদ উত্তমরূপেই জানেন।

হালাল বস্তু ও তার পরিমাণ আলোচনা

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করছি তা হলো হারাম ও সন্দেহজনক বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখন হালালের বিস্তারিত পরিচয় এবং হালালের ভেতরে কোন কোন অতিরিক্ত বস্তুর জন্যে হিসাব-নিকাশ ও আযাব ভোগ করতে হবে এবং তা থেকে কতটুকু পরিমান গ্রহণ করা চলবে, এখন সে বিষয়ে আলোচনা করব। সম্মুখে সে সকল বস্তুর পরিমান বা পরিমাপ ঠিক করে দেয়া হবে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে না।

জায়েয বস্তু সমূহ সাধারণত তিন প্রকারের, যদি কেউ মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য এবং নিজের গৌরব দেখাবার জন্য অতিরিক্ত হালাল বস্তু কামাই করে তবে তা ঘৃণার ব্যাপার হবে বৈকি। আর তার এ ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দেয়া ওয়াজিব হবে। অতঃপর তার এ অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য জাহান্নামের আগুণ তার উপর জরুরী হয়ে পড়বে। এ প্রকারের ধারণা পোষণ করা মহা গুণাহ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌوَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَنَبَاتُهٗ - ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا - ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا.وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামাল হায়ওয়াতুদ দুনইয়া লায়িবুওঁ ওয়া লাহ্বুওঁ ওয়া যীনাতুওঁ ওয়া তাফাখুরুম বাইনাকুম ওয়া তাকাছুরুন ফিল আমওয়ালি ওয়াল আওলাদি কামাছালি গায়ছিন আ'যাবাল কুফ্ফারা নাবাতাহু। ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতারাহু মুছফাররান। ছুম্মা ইয়াকূনূ হুত্বামা। ওয়া ফিল আখিরাতি আযাবুন শাদীদ।

অর্থ ঃ এ পার্থিব জীবন দুদিনের খেলা ধুলা মাত্র। নিতান্ত খেয়ালী ও হেয়ালী দুনিয়া। পরস্পর বড়াই করা আর ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকার দুনিয়া, এ সব যেন চাষীদের বর্ষণসিক্ত ক্ষেতে আনন্দের ফসল জন্মে, হঠাৎ করে খর রৌদ্রে শুকিয়ে ছারখার হওয়ার লীলা-খেলা। দুনিয়ার এ সব খেলার পরিণামেও তেমনি আখেরাতের ছারখার করা আজাব দেখা দেয়।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক পৃথিবীর বৈধ সম্পদরাজি গৌরব প্রকাশের ও লোক দেখাবার জন্যে কামাই করে, আল্লাহর সঙ্গে সে যখন মিলিত হবে, তাকে অতি ক্ষুদ্র দেখতে পাবে। সুতরাং অন্তরের ইচ্ছাটিই আজাব ওয়াজিব করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকারের হালাল বস্তু বান্দা শুধু আকাংখা মিটাবার জন্যে ব্যবহার করে থাকে। এ-ও অন্যায়। এর জন্যেও মহান আল্লাহর দরবারে কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে এবং আযাব ভোগ করবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ছুম্মা লাতুসয়ালুন্না ইয়াওমায়িযিন আ'নিন নায়ী'ম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ আর সে দিন তোমাদের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর হালাল বস্তুর বিষয়ও হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

তৃতীয় প্রকারের হালাল বস্তুর ব্যবহার হচ্ছে শুধুমাত্র উপাসনার শক্তি সামর্থটুকু বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এটাই হচ্ছে ছওয়াব লাভের কল্যাণকর হালাল। এর জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না এবং আযাবও ভোগ করতে হবে না। এতে শুধু ছওয়াব ও প্রশংসা অর্জিত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا *

উচ্চারণ ঃ উলা-য়িকা লাহুম নাছীবুম মিম্মা কাসাবূ।

অর্থ ঃ এ ধরণের মানুষের উপার্জন পুরস্কার লাভের যোগ্য।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে লোক হাত পাতা হতে রক্ষার জন্যে, পরশীকে সাহায্য করার জন্যে এবং স্বীয় পরিবারদের ভরণ পোষণের জন্যে কামাই করে, সে যখন রোজ কেয়ামতে উঠবে, তখন তার মুখমন্ডল পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল দেখা যাবে।

এ সকল প্রশংসা ও নেকী একমাত্র বান্দার নিয়াতের ওপর নির্ভর করে, অতএব এ বিষয় সমূহ একান্ত অনুসরণ করতে হবে।

এখন কথা থেকে যায় যে, কি কি শর্তের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করলে হালাল বস্তু নেকী ও কল্যাণকর কাজে লাগবে?

স্মরণ রাখতে হবে, তার জন্যে আসলে দুটো শর্ত পুরা করতে হবে। তার একটি হচ্ছে বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে এবং অপরটি হচ্ছে উপার্জনের নিয়াত সম্পর্কে।

প্রথম শর্তটি হচ্ছে এরূপ ঃ যতটুকু বস্তু গ্রহণ না করলে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল কোন উপাসনাই করার শক্তি সামর্থ থাকে না, ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য হালাল বস্তু বর্জনের মধ্যেও নেকী রয়েছে, অথচ যতটুকু গ্রহণ না করলে অন্য সব নেকীর পথ বন্ধ হতে পারে ততটুকু গ্রহণ করার অধিকার থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে এরূপ ঃ ইচ্ছা ও নিয়াত পবিত্র ও সাফ রাখতে হবে। অর্থাৎ ইচ্ছা ও নিয়তে শুধু আল্লাহ পাকের উপাসনার শক্তি ও ক্ষমতা হাসিলের লক্ষ্য থাকবে। আর অন্তরে এরূপ ভাববে যে, এর ভেতরে যদি আল্লাহ পাকের উপাসনার মাধ্যম ও কারণ না হত, তবে আমি এতটুকুও গ্রহণ করতাম না। উল্লেখিত শর্ত দুটি এক সাথে পুরা না হলে হালাল জিনিষ নেকী ও কল্যাণজনক হবে না। যদি কেহ নিয়াত দুরস্ত রেখে দরকারের অধিক গ্রহণ করে, অথবা দরকার মত গ্রহন করে নিয়ত দুরুস্ত না রাখে, তবে তা কখনই নেকী ও কল্যাণজনক হবে না। যা কিছু আলোচনা করা হল, তা শুধু যুহাতের দলিল প্রমাণ মাত্র।

এখন যদি বান্দা এ অভ্যাসের ওপর চলতে চাইলে তাবে সে জন্যে পরিচ্ছন্ন নিয়াত, দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন রয়েছে। পৃথিবীর কোন জিনিষই উপাসনার শক্তি সামর্থ লাভের লক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করবে না। এ নিয়াত বান্দাকে যে কোন জটিল সমস্যা থেকে রক্ষা করবে।

আমার শায়েখ (ওস্তাদ) বলেছেন, উল্লিখিত তিনটি ব্যাপারই কোন না কোন দিক হতে সংরক্ষিত হবে। বস্তু বা জিনিষটি হালাল হতে হবে এবং উদ্দেশ্য একমাত্র উপাসনা হতে হবে। তবেই জায়েয বস্তু নেকী ও কল্যাণ জনক কাজে আসবে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, জায়েয জিনিষ যদি আশা-আকাংখার পুরোণের লক্ষ্যে কামাই করা হয়, তবুও কি তা গুণাহের ব্যাপার হবে? আর তার জন্য কি আযাব জরুরী হবে? এ ব্যতীত অনুপায় হলে কি পৃথিবীর হালাল বস্তু সামগ্রী গ্রহণ করা কি ফরজ ? স্মরণ রেখ, আশা-আকাংখা ও তৃপ্তির প্রচেষ্টা গুণাহ এবং নাফরমানীর কাজ বটে। তা হতে বিরত থাকার জন্য এটা সাবধাণ বাণী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর যদি সে জন্য কোন বান্দা আশা-আকাংখার তৃপ্তির লক্ষ্যে হালাল বস্তু সামগ্রী কামাই করলে তা গুণাহের কিংবা আযাবের কাজের মধ্যে পরিগণিত হবে না। তবে তার হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে এবং নিন্দাবাদের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারেঃ কিরূপ হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে? তাকে কেয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে,কোথা হতে কামাই করেছ? কোথায় কি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাজে ব্যায় করেছ ? এবং কি নিয়তে বা লক্ষ্যে সে সব করেছ ? এ সব বিষয়ে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। শুধু ইহাই নয়, কেয়ামতের মাঠে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দা ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে সময় কাটাতে থাকবে। তখন সে বান্দা উলঙ্গ ও পিপাসিত অবস্থায় থাকবে।

উপদেশ গ্রহণ করতে যারা আগ্রহী, তাদের জন্যে এতটুকুই উল্লেখ করা যথেস্ট। এখন প্রশ্ন হতে পারেঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে যা কিছু হালাল করেছেন তার জন্যে নিন্দাবাদ বা বাঁধা দেখা দেবে কেন?

স্মরণ রেখ, ইহা হবে বেয়াদবীর কারণে। যেমন ঃ কেউ কোন রাজা বাদশাহ্‌র গৃহে খাবার খেতে বসে বেয়াদবী করে ফেলল। এ জন্যে তাকে অবশ্য ভর্ৎসনা ও নিন্দা করা হবে। অথচ তথায় সকলের জন্যে খাদ্য-খাদক রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ পাক বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন উপাসনার উদ্দেশ্যে। সর্ব অবস্থায় সর্বত্রই বান্দা ইবাদত বন্দেগীর সাক্ষর রাখবে। তার সব কিছুই যেন ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয়। সে যদি তা না করে আপন কামনা বাসনা ও আশা-আকাংখার পরিতৃপ্তির পশ্চাতে লেগে থাকে এবং ক্ষমতা, সামর্থ এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করেও ইবাদত বন্দেগী হতে দূরে সরে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই নিন্দাবাদের যোগ্য হবে। যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এ জিন্দেগী ইবাদত বন্দেগীর লক্ষ্যে, সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের লক্ষ্যে নয়। অতএব বান্দা তার বিপরীতধর্মী কাজের জন্য নিশ্চয় কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। এতটুকু কথা বুঝে নেয়া আবশ্যক। "ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম"।

মোটকথা হচ্ছে, ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে যা কিছু আলোচনা করলাম তা সকলই নফস বা রিপুর ভেতরে লাগাম লাগাবার জন্যে আলোচনা করলাম। এ সব কার্যে পরিণত করবে এবং সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ্ চাহেন তো ইহকাল ও পরকালের অসীম কল্যাণ হাসিল করবে এবং সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র তাওফীক দেয়ার মালিক। তিনি পাপহীনদের বন্ধু।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৃষ্টি শয়তান ও রিপুর লিলাভূমি দুনিয়া

হে মানবগণ! এ লম্বা ও সংকট সংকুল ঘাঁটি পাড়ি দেয়ার জন্য তোমাকে সর্বশক্তি খাটাতে হবে, যেহেতু এ ঘাটি সর্বাধিক দুর্গম ও সবচেয়ে বিপদময়। সৃষ্টির মাঝে যারাই ধ্বংস হয়ে বরবাদ হয়েছে, সৃষ্টি, শয়তান ও রিপুর প্রতারণা ও প্ররোচনায় সত্য ও সরল সঠিক পথ বিচ্যুতি হয়েই তা ঘটেছে। আমি আমার অন্যসব কেতাব যেমন ঃ "এহইয়ায়ে উলূমিদ্দীন ও কিতাবুল আসরার" এর মধ্যে বিপদের প্রতিকার সম্পর্কে বিষদভাবে আলোচনা করেছি। কিন্তু ক্ষুদ্র কেতাবে এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। তবে সঠিকভাবে মর্মের দিক দিয়ে তা ব্যাপক হবে। চিন্তা করে দেখলে এ আলোচনাটি যথেষ্ট বলে ধারণা হবে। এ অধ্যায়টিতে দুনিয়া সৃষ্টি শয়তান ও রিপুর নানা ধরণের কার্যকলাপের প্রতিকারের ব্যবস্থা নিয়ে লিখিত হয়েছে, অতি রহস্যময় তত্ব ও তথ্য এর মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কতক বিস্ময়কর ব্যাপার এর ভেতরে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুনিয়া হতে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা নেহায়েত জরুরী। যতটুকু সম্ভব ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করাই এখানে দরকার। যেহেতু এর প্রভাব হতে তিনটি অবস্থার উদ্ভব ঘটবেই। যেমন ঃ

(১) তুমি যদি বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন ও দূরদর্শী হও, তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। সন্দেহের অবকাশ নেই, আল্লাহ তা'আলার এ দান তোমার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। কিন্তু দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে তোমার সে বুদ্ধি জ্ঞান ও দূরদৃষ্টিকে লোপ করে দেবে।

(২) তুমি যদি অত্যাধিক বুজুর্গ ইবাদতকারী হও এবং তোমার সকল ক্ষমতা ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত করতে ইচ্ছা কর, তা তোমার মঙ্গলের পক্ষে যথেষ্ট হবে। অথচ দুনিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি তোমাকে তা হতে ফিরিয়ে রাখবে এবং তোমার সকল চেষ্টা সাধণা বরবাদ করে দেবে।

(৩) যদি তুমি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি না হও, ইবাদতকারী না হও এবং জ্ঞানহীন ও দুর্বলচিত্ব হও, তবে তোমাকে দুনিয়া অনায়াসে বরবাদ করে ফেলবে। সে অবস্থায় দুনিয়ার সাথে তোমার মোটেও যোগাযোগ বা সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, যদি দুনিয়া তোমার সাথে যুক্ত থাকে, তবে তুমি সর্বস্ব হারিয়ে ফেলবে। অতএব দুনিয়ার পশ্চাতে মহামূল্যবান জিন্দেগী ব্যয় করার সার্থকতা কোথায়। অন্য এক বুজুর্গ ব্যক্তি এ কথাটিকে আরও অধিক চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন, দুনিয়া ত্যাগ কর, ক্ষমা নছীব হবে, শান্তিও লাভ করবে, দুনিয়ার গতি প্রকৃতি কি পতন্মুখ ও ধ্বংসের দিকে নয় ? যে জীবন স্থায়ী থাকার নয়, তা হতে কি আশা করতে পার ? দুনিয়া তো আকাশের মেঘমালার ন্যায়, এই দেখা দেয় এই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুতরাং জ্ঞান সম্পন্ন ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকের পক্ষে এর ধোকাবাজীতে গ্রেফতার হওয়া উচিৎ নয়। এ বিষয়ে এক বুজুর্গ ব্যক্তি একটি অতি সুন্দর কথা বলেছেন ঃ দুনিয়া দুঃস্বপ্নের মত কিংবা ভাসমান মেঘমালার ছায়ার ন্যায়। জ্ঞানমান ব্যক্তি তো কোন প্রকারেই এর ধোকায় গ্রেফতার হতে পারে না। এসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে যে নছীহত করেছেন জ্ঞানমান ব্যক্তিদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া কুর রব্বি আউ'যুবিকা মিন হামাযা-তিশ শাইয়্য-ত্বীনি ওয়া আ'উ-যুবিকা রব্বি আইঁইয়াহ্দুরূন।

অর্থ ঃ এবং তুমি এভাবে প্রার্থনা জানাও, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার পালনকর্তা! আমি তার উপস্থিতির বিপদ হতেও তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

সৃষ্টির সেরা মানবগুষ্ঠির সর্বোত্তম জ্ঞানী, শিক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জন্যই যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তানের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে হয় তবে বান্দাকে যে কি করা প্রয়োজন তা কি খুব সহজেই বুঝা যায় না ?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন থাকলো সৃষ্টি তথা মানুষের প্রভাব। বান্দা যদি মানুষের সঙ্গে উঠা বসা মিলা মিশা করে তাদের আশা আকাংখা ও কামনা বাসনার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তবে বান্দা পাপ পঙ্কিলতায় গাভাসিয়ে দিয়ে বান্দার আখেরাত ধ্বংস করে ফেলবে। আর যদি বান্দা তাদের মাঝে থেকে তাদের ইচ্ছা ও আকাংখার বিরোধিতা করে, তবে বান্দা পদে পদে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দ্বারা জর্জরিত হতে বাধ্য হবে। এছাড়া তাদের নানা প্রকার আচরণ ও ব্যবহার বান্দাকে বাধ্য করবে তাদের সাথে যোগ দিয়ে অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে। আর যদি তারা বান্দাকে লাঞ্ছনা করতে আরম্ভ করে, তবে বান্দা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পতিত হয়ে আল্লাহর চিন্তা ভাবনা হতে দূরে সরে আসবে। আর যদি তাদের প্রতি নারাজ হয়, তবে আল্লাহ্র পথে না হয়ে বান্দার স্বীয় পর্যায় হবে। এ সকলই বান্দার পক্ষে বরবাদীর পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

ভেবে চিন্তে দেখ. বান্দাকে কবরে দাফন করার মাত্র তিন দিনের মধ্যে তারা তাকে কিভাবে বিস্মৃত হয়ে যায় এবং তাকে মনে করার সময়ই পায় না। মৃত বান্দা যেন তাদের মাঝে কখনো ছিল না, এমনি অবস্থা ঘটবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই বান্দার সাথে থাকবে। সুতরাং সে সকল মানুষের সঙ্গে কালকাটায়ে সময় অপচয় করা কি বান্দার জন্যে মারাত্তক ক্ষতির বিষয় নয় কি? তাদের সংস্পর্শে বান্দা চির দিন থাকতে পারবে না এবং তাদের গুরুত্বের মূল্যায়ন দেখতে পারবে না। অথচ যার সঙ্গে চিরদিন থাকতে হবে এবং যাঁর দোস্তী মহব্বতের মূল্য ও গুরুত্ব চিরন্তন সত্য তাঁকে ভুলে গিয়ে কি প্রকারে তাদের সাথে কাল কাটাতে পারে? বান্দার সুখে দুঃখে অভাব অভিযোগে বিপদাপদে, দুনিয়া ও আখেরাতে যিনি একমাত্র নির্ভশীল, তাঁর এবাদত-বন্দেগী বিস্মৃত হয়ে কি প্রকারে বান্দা অন্যদের সঙ্গে সময় অপচয় করতে পারে? হে আল্লাহ্র প্রত্যাশী ! এ উপদেশ সমূহ চিন্তা ভাবনা কর, তবেই তুমি অতি সত্তর পথের সন্ধান লাভ করবে। স্মরণ রেখ ! আল্লাহ পাকের দয়ায় যারা পথের সন্ধান পেয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেফাজত করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিপুর প্রভাব ও তার প্রতিকার

রিপুর কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করা, তার ঘৃনিত ও ধ্বংস জনক ইচ্ছাসমূহ হৃদয়াঙ্গম করা এবং সে সকল চরিতার্থ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করাই হচ্ছে রিপুর প্রভাব হতে মুক্তি লাভ করার জন্যে যথেষ্ট। যেহেতু রিপু কামনা বাসনার বেলায় হিংস্র জানোয়ার এবং বিপদকালে অবুঝ শিশুর ন্যায় হয়ে যায়। সে (রিপু) সুসময়ে ফেরাউন আর দুঃসময়ে উম্মাদ এবং পরিতৃপ্ত হালতে দাম্ভিক হয়ে যায়। তাকে ইচ্ছামত যদি খাওয়া দাওয়া করাও তবে সে অত্যাধিক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করবে কিছুতেই তাকে বশে রাখতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তাকে উপোস রাখা হয় তবে সে ভয়ানক রূপে চিৎকার আরম্ভ করে দেবে। কু-প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা এ রূপেই দেওয়া হয়েছে। প্রবৃত্তির উপমা হচ্ছে নিকৃষ্টতম গর্ধব। যদি তার উদরপুর্তি থাকে তবে মানুষকে লাথি মেরে থাকে আর ক্ষুধার্ত থাকলে চিৎকার আরম্ভ করে দেবে। কু-প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা এরূপেই দেওয়া হয়েছে।

কতক নেককার লোক ঠিকই বলেছেন ঃ যখনই প্রবৃত্তি বাসনার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখনই তার ঘৃণিত চেহারা ধরা পড়ে যায়। তখন হয় তো তাকে নিবৃত্ত রাখতে চেষ্টা করবে, নতুবা আল্লাহর পথে মনোনিবেশ করবে। অতঃপর রাসূলে করীম (সঃ), অন্যান্য নবী-রাসূলগণ, আসমানী কেতাবসমূহ এবং অতীতের সকল নেক্কারগণের দোহাই দেবে এবং তার সম্মুখে মরণ, কবর, রোজ হাশর ও বেহেশত দোযখের আলোচনা শুরু করবে। তাতে দেখবে যে, প্রবৃত্তি তোমার আনুগত্য স্বীকার করছে না এবং কামনা-বাসনা ত্যাগ করতেও রাজী হচ্ছে না। তবে যদি তুমি তার খাবার বন্ধ করে ফেল, তবেই সে চুপচাপ হয়ে যাবে। সকল আকাংখা দুর হয়ে যাবে। এ আলোচনা দ্বারাই প্রবৃত্তির নীচতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

হে মানবগণ! রিপুর সম্পর্কে পলকের তরেও কোন অবস্থাতেই উদাসীন হইও না। নফস বা রিপুর পরিচয় প্রদানে সয়ং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিস্‌সূয়ি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ নিশ্চয় প্রবৃত্তি পাপের পথে পরিচালিত করে।

জ্ঞানমানদের পক্ষে এটুকু আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি।

হযরত আহমদ ইবনে আরকাম বলখী (রহঃ) বলেছেন, আমার প্রবৃত্তি আমাকে জেহাদের ময়দানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে শুরু করলো। আমি মহা চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলাম যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন প্রবৃত্তি মানুষকে পাপের পথে পরিচালনা করে, কিন্তু আমার প্রবৃত্তি কল্যাণকর পথে উৎসাহ দিচ্ছে কেন? এতো কখনো হওয়া সম্ভব পর হতে পারেনা। তাই চিন্তা ভাবনা করলাম যে, হয়তো বা সে আমাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরে আমার অন্তরে অহমিকা সৃষ্টি করতে চায়। সে জন্যে আমি প্রবৃত্তিকে বললাম, তোমাকে জনগণের সম্মুখে উচুঁ স্তরে উঠতে দেবনা আর খ্যাতি-সম্মান লাভ করতেও দেব না। সে এর উত্তর এমনিভাবে দিল যে, যাতে আমর ধারণা অনেক খারাপ হয়ে পড়লো। আমি চিন্তা করলাম যে, আল্লাহ তায়ালার অবস্থান হচ্ছে সকল সত্যবাদীদের শীর্ষে। তাঁর বাণী তো মিথ্যে হতে পারে না। তাই রিপুকে বললাম জেহাদের ময়দানে গমণ করলে তো তুই-ই প্রথমে নিহত হবি। এর উত্তরও সে এমনভাবে দিল যে, তার সম্পর্কে আমার ধারণা আরও খারাপের দিকে গেল। শেষ পর্যন্ত তার সাথে আমার কতক্ষণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। তখন আমি কোন প্রকার উপায় না দেখে আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করলাম, তার রহস্য বুঝবার জন্যে। তখন কাশ্‌ফ যোগে প্রবৃত্তির প্রকৃত রহস্যগুলো জানতে সক্ষম হলাম। যেন প্রবৃত্তি আমাকে বলতেছে, হে আহমদ! তুমি প্রতিবার আমার আশা আকাংখাকে পদদলিত করে মৃত্যুর দুয়ারে ফেলে দিয়েছ, কিন্তু কেহই তার সংবাদ রাখে না। তাই যদি জেহাদ করে নিহত হও, তবে আমি তোমাকে তোমার দৈনন্দিন নিপীড়ন হতে সম্পুর্ণ রূপে রেহাই পেয়ে যাব। সাথে সাথে লোকের মাঝে খ্যাতি সম্মান লাভের সুযোগটাও আগত হয়ে যাবে। সকলেই বলতে থাকবে আহমদ শহীদ হয়ে গেছে। এ আমার পক্ষে খুবই সম্মানের বিষয় হয়ে যাবে।

হযরত আহমদ বলখী (রহঃ) বলেছেন, এ শ্রবণ করে আমি থেমে গেলাম। সে বছর আর আমি জেহাদের ময়দানে শরীক হলাম না। শয়তানের ক্রিয়া-কলাপ দাম্ভিকতা ও অহমিকা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। মানুষদেরকে কোন একটি ক্ষতিজনক কাজে লিপ্ত করে দিয়ে সে গায়েব হয়ে যায়। এমনকি তার টিকিটিও আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক বুজুর্গ সাধক ঠিকই বলেছেন ঃ স্বীয় প্রবৃত্তিকে হেফাজত কর এবং তার প্রতারণা হতে নির্ভয় হয়ো না। যেহেতু প্রবৃত্তির ছল চাতুরী সত্তরটি শয়তানের চক্রান্ত থেকেও মারাত্মক। (আল্লাহ বান্দাকে রক্ষা করুন)। সেই প্রতারণাকারীর ধোকাবাজি ও পাপ কাজের নির্দেশ থেকে সাবধাণ থেকো। তার থেকে যে নির্দেশ আসবে তার বিরুদ্ধাচরণ করে তার মুখে পরহেজগারীর লাগাম লাগায়ে দিবে। এ ব্যতীত তাকে হারাবার আর কোন পথ খোলা নেই।

এ বিষয়ে আর একটি মুলনীতি শুনে নাও। তা হচ্ছে এই ঃ ইবাদতের দুটো দিকের এক দিক অর্জন করা অপরটি বর্জন করা। প্রথম দিক হচ্ছে এবাদত অর্জন করা এবং দ্বিতীয় দিক হচ্ছে নাফরমানী ত্যাগ বা বর্জন করা। তার পন্থাই হচ্ছে তাকওয়া বা পরহেজগারী।

নিজেকে বাঁচায়ে ও বাছ-বিচার করে চলার রীতিই হচ্ছে অতি উত্তম। ইবাদতকারীর নিকট উপার্জনের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব অধিক। আর এ কারণেই লক্ষ্য করা যায় যে, ইবাদতকারীদের মধ্যে নিম্নস্তরের লোকেরা তাদের সকল চেষ্টা ও সামর্থ দিনভর রোজা আর রাতভর নফল নামাযে ব্যয় করে থাকে। আর উচ্চ স্তরের ইবাদতকারীগণ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকেন পাপ ও অন্যায় কাজ বর্জনের মধ্যে। তাদের চেষ্টা ও সাধণা থাকে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন চিন্তা ভাবনা থেকে বাঁচায়ে রাখার লক্ষ্যে। রসনাকে বাজে কথা-বার্তা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে এবং চক্ষুর নজরকে কুদৃশ্য হতে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে।

সপ্ত সাধকের মধ্যে দ্বিতীয় সাধক এ বিষয়টি হযরত ইউনুস (রহঃ)-কে বলেছিলেন। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে ইউনুস বহু লোক নামাযকে ভালবেসে তার উপরে তারা অন্য কিছুকেই প্রাধান্য দেয় না। নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পথে দৃঢ়তা, সততা ও বিনয়ের উপর নির্ভরশীল। অনেকেই রোজা ব্রতকে বেশী পছন্দ কের, তার উপর অন্য কোন এবাদতকে প্রাধান্য দিতে রাজী নয়। তেমন কেহ আবার দান খয়রাতকে সর্বোচ্চ স্থানে স্থান দিয়ে থাকে। হে ইউনুস! আমি তোমাকে সে সবের গুরুত্ব বৈশিষ্ট খুলে বলছি। স্মরণ রেখ, নামায হতে হবে দীর্ঘ, তা তোমাকে বিপদাপদে ধৈর্য ধরার শক্তি যোগাবে এবং রোজা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি হুকুম পালনে শক্তি যোগাবে। যেন তোমাকে প্রত্যেকটি পাপ কার্যের উত্তেজনা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এবং দান খয়রাত তোমাকে সর্ব প্রকার পাপাচার অনাচার হতে রক্ষা করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যখন তুমি পরহেজগারীর তথা পাপের কাজ পরিহার করার রীতি-নীতি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবে, তখন তা পালন করার চেষ্টা কর। উপার্জন ও বর্জনের এ দুটো দিকই যখন তুমি লাভ করে অনুসরণ করে চলতে থাকবে, তখনই কামালিয়াতের স্তরে পৌঁছে যাবে এবং উদ্দেশ্য সফল হবে। তখন তুমি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। যদি তুমি দুটো পথের একটি মাত্র পথ অনুসরণের সামর্থ লাভ কর তবে বর্জনের পথটিই জরুরী মনে করবে। তাতে তুমি ভাল কিছু করতে না পারলেও অন্তত মন্দ থেকে নাজাত লাভ করবে। নচেৎ দুটোই হারায়ে ফেলবে। যেহেতু বিনিদ্র রজনীর বিরাট ইবাদত তোমার শুধু একটি মাত্র কু-মন্ত্রণা সর্বকিছু ধ্বংস করে ফেলবে। দিনের পর দিন রোযা ব্রত পরলন করে তা একটি মাত্র কথার দ্বারা বরবাদ হয়ে যাবে।

হরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক লোক ভাল ও মন্দ উভয় কাজই সমভাবে বেশী করছে, অন্য আর এক লোক উভয়টিই কম করছে, এ দুলোক সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বললেন, এদের মধ্যে একজনকেও আমি নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারছিনা।

আমাদের আলোচনাকৃত বিষয়টির উদাহরণ হচ্ছে ঃ রোগী ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগীর চিকিৎসা সুসম্পন্ন হতে পারে দু'প্রকারে। (১) রোগীর অর্দ্ধেক চিকিৎসা হচ্ছে ঔষধ-পত্রে। (২) আর অর্দ্ধেক চিকিৎসা হচ্ছে ডাক্তারের কথানুযায়ী বেছে চলায়। যদি এ দুটো চিকিৎসা এক সাথে চালাতে পারে, তবে সে রোগী অবশ্যই সুস্থ হবে। নচেৎ বেছে চলাটাই তার পক্ষে উত্তম পন্থা। যেহেতু বেছে না চললে, সহস্র ঔষধও তার কোন উপকারে আসবে না। তবে হ্যাঁ বেছে চলতে সক্ষম হলে তার ঔষধ সেবণ না করলেও উপকার হওয়া সম্ভব।

আসল কথা হচ্ছে, বেছে চলতে পারলে ঔষধের প্রয়োজন হয় না। তাই কথিত আছে, আমাদের দেশের মানুষের জন্য সুচিকিৎসা হচ্ছে বেছে চলা। ডাক্তার তার রোগীকে কয়েকদিনের জন্য কতক বস্তু পানাহার ও চলা-ফিরা করতে নিষেধ করে থাকেন। যার কারণে সে অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, কম কথা বলাই সকল মঙ্গলের মূল চাবিকাঠি।

ইবাদতকারীদের মধ্যে যারা কম কথা-বার্তা বলে থাকেন, তারা সহজেই উচ্চ স্তরে পৌঁছে যান। অতএব ইহা অর্জনের লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টা একত্রে জোড়া করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দেয়ার মালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

চক্ষু জিহ্বা, পেট, কর্ণ ও অন্তরের সংশোধন

অতঃপর দেহের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে চারটির ওপর সবকিছু নির্ভর করে সে সবের সংস্কার ও সংশোধণ করা একান্ত জরুরী। এ চারটির মধ্যে চক্ষু হচ্ছে অগ্রণী।

সকলেরই জানা আছে যে, এ পৃথিবীতে সর্ব বিষয়ের মূল হচ্ছে অন্তর আর অন্তরের সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে একমাত্র চক্ষুতে। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, স্বীয় চক্ষু যে লোক সামলাতে সক্ষম হয় নি, তার অন্তরের কোন গুরুত্বই নেই।

দ্বিতীয় স্তরে হচ্ছে জিহ্বার স্থান, জিহ্বা যেমন মানুষের কল্যাণের মূল অপর দিকে তেমন ধ্বংসের মূল। মানুষের সকল ইবাদত গুলো এ জিহ্বাই ধ্বংস করে ফেলে। একটি মাত্র কথার দ্বারা এক বছর তথা দশ বছরের ইবাদত বরবাদ করে ফেলে। তা মিথ্যা বক্তৃতা কিংবা কুৎসা বলা অথবা অন্যায় ধরণের কথা-বার্তা। সুতরাং বলা হয়ে থাকে, কয়েদ করার ব্যাপারে জিহ্বাই হচ্ছে সর্বকিছুর পূর্বে কয়েদ যোগ্য।

বর্ণিত আছে সপ্ত আবেদের মধ্যে অন্যতম আবেদ হযরত ইউনুস (রহঃ)-কে বলেছিলেন, আবেদগণ যখন ইবাদতে মশগুল হয়ে থাকেন তখন তারা বহু দিন যাবৎ কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে থাকেন। এ ব্যতীত তারা অন্য কোন পন্থায় ইবাদতের শক্তি সামর্থ প্রাপ্ত হন না। অতএব জিহ্বাকে সংযম করার চেয়ে আর কোন বড় পন্থা তোমর নিকট কিছুই হওয়া সম্ভব নেই। অতঃপর অন্তরকে সংযত রাখতে চেষ্টা কর, যেহেতু এর গুরুত্ব অনেক বেশী। এ দুটো বিষয়ে সদা-সর্বদা সাবধান থাকতে হবে।

অতঃপর এসে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ। তোমার কোন নিঃশ্বাসটি আজে বাযে কথার মধ্যে কেটে যায়, তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। আর সাথে সাথে তওবা করে নিতে হবে। হতে পারে সেটা তোমার তওবা করার উত্তম সময়। সম্ভাবনা রয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেবেন।

কিংবা প্রত্যেক নিঃশ্বাসে "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করতে থাকবে। তা হয়তো তোমার জন্য বিরাট নেকীর কারণ হয়ে যাবে। যা তুমি চিন্তাও

করতে পার না। কিংবা "আসআলুল্লা-হাল আ'ফিয়াতি" (আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমাপ্রার্থী) বলতে থাকবে। হয়তো তোমার ওপর আল্লাহ পাকের রহমতের নজর পতিত হয়ে যাবে। এবং তিনি তোমার দোয়া-মুনাজাত কবুল করে নিবেন। যার ফলে তুমি ইহকাল ও পরকালের বিপদ সমূহ হতে রক্ষা পাবে। এ সকল মঙ্গলজনক কার্য্য হতে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা কি মারাত্তক ধোকার কার্য্য নয় কি? আর স্বীয় জিন্দেগীর মূল্যবান সময়কে এমনি সব কাজে অপব্যয় করা যার কারণে রোজ কেয়ামতে লজ্জিত দুঃখিত ও নিন্দিত হতে হবে? তা বোকামি নয় কি? এক বুজুর্গ লোক উত্তম কথা বলেছেন ঃ বেহুদা কথা বলার জন্যে যখন মনে ইচ্ছা জাগবে তখন সুব্হানাল্লাহ পাঠ করবে।

তৃতীয় স্তরের স্থান হচ্ছে পেটের কথা। বান্দার লক্ষ হচ্ছে ইবাদত করা এবং পানাহার হচ্ছে তার শক্তি ও সামর্থ সঞ্চার করা। যদি বীজ ভাল না হয়, তবে ফসল ভাল হবেনা। আর বান্দা কখনো ভাল ফসল উৎপন্নের সাধনায় সফলকাম হবে না।

হযরত মারুফ করখী (রহঃ) বলেছেন, রোজা ব্রত পালন করলেই বান্দাকে চিন্তাভাবনা করতে হবে, কার নিকট কি দিয়ে ইফতার করবে? যেহেতু এক গ্রাস খাদ্যের কারণে বহু জনের আত্মা আগের অবস্থায় ফিরে যায় এবং তার বিশুদ্ধতা চিরদিনের তরে লোপ পেয়ে যায়। একগ্রাস খানা অনেককে রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করা হতে বিরত রাখে, আর অনেকের চক্ষু এক গ্রাস খানার কারণে কোরআন মজীদ পাঠ করা থেকে বঞ্চিত করে। অতএব হে মানবকুল! আত্মাকে যদি নিস্পাপ রেখে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে শক্তি সামর্থ লাভ করতে ইচ্ছা কর, তবে রুজী রোজগারে ও পানাহারের ব্যাপারে অধিক সাবধাণতা অবলম্বন করবে। জীবিকার বিষয়ে এ মূল কথাটি স্মরণ রাখবে।

পানাহারের ব্যাপারে আদব রক্ষা করাও তেমনি জরুরী। যারা পেটভর্তি করে খাদ্য খায়, তারা নিশ্চয়ই সময়ের অপচয় ঘটিয়ে থাকে। আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা নিশ্চিতরূপে এটা বুঝে নিয়েছি যে, পেটভর্তি খাদ্য ভক্ষন করলে ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা সৃষ্টি করে। অন্তরকে যতই বাধ্য করা যাকনা কেন সাফল্য পাওয়া যায় না। ইবাদত বন্দেগীর আনন্দ সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পেয়ে যায়। সে জন্যে বলা হয়েছে, অধিক ভক্ষণ করে ইবাদত বন্দেগীর আনন্দ তালাশ করো না।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত ও তাতে আনন্দ ব্যতীত আত্মা কখনো সমুজ্জল হতে পারে না। এ বিষয়ে হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেছেন, আমি লেবানন পর্বতে বহু ওলী আওলিয়াদের সঙ্গে দিন গুজরান করেছি। তারা আমাকে জনপদে প্রচার করার জন্যে খাছ করে এ কথাটি বলতেন, যাঁরা অধিক ভক্ষণ করে, আরা ইবাদত বন্দেগীতে আনন্দ পায় না। তেমনি যারা অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, তারা জীবনের বরকত পায় না। যারা মানুষকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে, তারা আল্লাহকে রাজী খুশি করতে সক্ষম হয় না। যারা বেহুদা কথা ও কুৎসা গাইতে ব্যস্ত থাকে, তারা পৃথিবী হতে মুসলমান হয়ে বিদায় নিতে পারে না।

হযরত সহল (রহঃ) বলেছেন, চারটি বিষয়ের মধ্যে পৃথিবীর সকল কল্যাণের সমাবেশ ঘটেছে। সে সমস্ত অনুসরণ বা পালন করেই আবদালগণ আবদাল হয়েছেন। তা হচ্ছে (ক) ভুকা থাকা, (খ) চুপচাপ থাকা, (গ) জনপদ বর্জন করা এবং (ঘ) রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করা। আরেফগনের মধ্যে একজন বলেছেন, আপনাদের সব কিছুর ভিত্তি মূল হচ্ছে ভুকা থাকা। অর্থাৎ আমাদের উপাসনার অবকাশ ও তৃপ্তি, ইলম ও আমলের আনন্দ সমস্তই ভুকা থেকে আল্লাহ্‌কে রাজী খুশি করার লক্ষ্যে ধৈর্য্য অবলম্বণের মধ্যে লাভ করে থাকি।

এখন আছে অন্তরের ব্যাপার। অন্তর হচ্ছে সব কিছুর ভিত্তি মূল। অন্তর খারাপ হলে সকলই খারাপ হয়। অন্তর ঠিক থাকলে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। অন্তর হচ্ছে এক বৃক্ষ সদৃশ আর অন্যসকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে তার ডালপালা। বৃক্ষের মূল সঠিক ও সতেজ থাকলে তার সকল ডালপালাও সতেজ থাকে। অন্তর হচ্ছে বাদশা আর অন্যসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে তার অনুগত প্রজা স্বরূপ। বাদশাহ সঠিক ও সতেজ থাকাই প্রমাণ হয় যে, অন্তর ঠিক আছে। যদি সে সবের মধ্যে গন্ডগোল দেখা দেয়, তবে বুঝতে হবে অন্তর থেকেই তা দেখা দিয়েছে। আর বাহ্যিক রূপে যা দেখা যায়, অন্তরের মধ্যে তা অপেক্ষা অনেক বেশী গন্ডগোল থেকে থাকে।

অতএব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে অন্তরকে কালিমামুক্ত করতে হবে। তা হলে অন্তঃকরণের নির্মলতা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিক ও সুস্ত রাখবে। যার ফলে নিরাপত্তা সুখ-শান্তি আগমন করবে যেহেতু অন্তঃকরণেই দ্বিধা-দ্বন্দ ও জলপনা কল্পনা সৃষ্টি হয় এবং বান্দার আয়ত্বের বাইরের বিষয়, তাই অন্তর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঠিক রাখা অতি কঠিন ব্যাপার। অন্তঃকরণের নির্দেশ থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে যথেষ্ট চেষ্টা সাধণা করা প্রয়োজন। বহুকষ্ট স্বীকার করতে হয় বলেই সাধকদের পক্ষে এটা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং দুরদর্শী সম্পন্ন বান্দারা এটাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

হযরত আবু ইয়াযিদ হতে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, আমি আমার অন্তঃকরণ, জিহ্বা ও রিপু, প্রতিটির জন্যে দশ বছর করে, চিকিৎসা করিয়েছি। তিনটির মধ্যে অন্তঃকরণের চিকিৎসাই সবচেয়ে বেশী কঠিন ছিল। অতএব এ কথাগুলো ভেবে চিন্তে দেখা দরকার।

আকাংখা, ব্যাগ্রতা, হিংসা ও অহংকার

ইতিপুর্বে আলোচনাকৃত এ চারটি বিষয় আরও একবার আলোচনা করতে চাই। যেহেতু এগুলো আবেদগণের মধ্যে বেশীকরে দেখা যায়। আবার সাধারণ জনগণের মধ্যেও সাভাবিকভাবে দেখা যায়।

আবেদগণের দিকে লক্ষ করলে প্রত্যক্ষ্য করা যাবে যে, উত্তম নিয়তের গান গেয়ে বড় বড় আকাংখা পোষণ করছে। যার ফলে তাদের কাজে শিথিলতা ও দেরী দেখা দিয়ে থাকে, অন্য দিকে তারা প্রশংসনীয় মান মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে ভীষণ ভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। যার কারণে সফলতা আসে না। অথবা কোন নেক প্রার্থনা কবুলের প্রয়াশে তাড়াহুড়া অনুসরণ করে থাকে। যার কারণে তার সাফল্য করা হতে বিমুখ থাকে। কিংবা আচানক রাগান্বিত হয়ে কারোর জন্য বদদোয়া করে থাকে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বদদোয়ার কারণেও লজ্জিত ও নিন্দনীয় হতে হবে।

তেমনিরূপে আবেদগণকে দর্শন করতে পাবে, তাদের নিজ দলীয় অপরের প্রতি যে হিংসাপরায়ন হচ্ছে। এ হিংসা তাকে এমনি পর্যায়ে নামিয়ে নিবে, যেখানে কোনও গুণাহগার লোকও নামতে সাহসী হবে না। সে কারণে হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, আলেম ও আবেদ ব্যতীত কেউ আমাকে মেরে ফেলবে বলে আমি ধারণা করিনা। উপস্থিত লোকজন এ কথা শ্রবন করে যারপরনাই বেজার হল। তখন তিনি বলেছেন, শুনুন এ বর্ণনা আমার নয়, এটা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম নখঈ (রহঃ)-এর কথা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আতা (রহঃ) বলেছেন, হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) আমাকে বলেছেন, আবেদদের থেকে সতর্ক থেকো এবং আমাকে তাদের কবল থেকে মুক্ত রেখো। কারণ যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলি, তবে তারা একটি আনার ফলকে নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলবে। অতঃপর তারা আমাকে পাকড়াও করে যালেম বাদশাহ্‌র সম্মুখে নিয়ে হাযির করবে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেছেন, সমস্ত দুনিয়ার মানব যদি একদিকে শাক্ষি দেয় এবং একজন আবেদ যদি অপর দিকে শাক্ষী দেয় তবে আমি আবেদের শাক্ষি সত্য হিসাবে মান্য করব। কিন্তু এক আবেদ যদি অপর এক আবেদের বিপক্ষে শাক্ষী দেয়, তবে আমি তা বিশ্বাস করব না। যেহেতু বেশীরভাগ আবেদকে আমি হিংসা করতে দেখেছি।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) তার পুত্রকে বলেছেন, আবেদদের এলাকা বর্হির্ভুত স্থানে বাড়ি কিনতে, যেহেতু আমার কিংবা আমার দলীয় কারোর যদি কোন সময় ভুল করে বা ভুল দেখা দেয় তবে তারা আমাকে লজ্জা প্রদান করবে আর যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে কোন কিছু প্রদান করেন, তখন সে হিংসা শুরু করবে।

মোটকথা হচ্ছে ঃ তুমি আবেদদেরকে দর্শন করবে তারা লোকের মধ্যে অহমিকা করে বেড়াচ্ছে এবং মুখমন্ডল ফুলায়ে রুক্ষ সুক্ষ মেজাজে থাকছে। তার অবস্থা এমন যে, লোকের জন্য দুরাকয়াত নফল নামায আদায় করে সাংঘাতিক উপকার করে ফেলেছে অথবা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বেহেশতের সার্টিফিকেট ও দোযখের মুক্তি সনদ নিয়ে আসছে। অথবা কল্যাণ ও মঙ্গল তাদেরই এক চেটিয়া অধিকার রয়েছে। আর পৃথিবীর বাকী সকল মানুষ পাপী ও দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (আল্লাহ পাক হেফাজত করুন)।

এতসব সত্বেও তারা সুফী দরবেশদের দ্বীন হীন লেবাস পোষাক ধারণ করে থাকে। নিশ্চয়ই তা অহমিকা কারীর মানানসই লেবাস বটে। চক্ষুহীন ব্যক্তি তো তা দর্শন করতে পারে না।

জনাব ফরকদ সজী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর জুতো হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করে দেখছিলেন। তখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে নাড়া চাড়া করে কি দেখছ? ইহাতো জান্নাতের লেবাস, তোমাদের লেবাস হচ্ছে জাহান্নামের। আমি অবগত হয়েছি যে, অধিকাংশ জাহান্নামী কম্বলধারী হবে। অতঃপর তিনি বললেন, পোষাকেই বৈরাগ্য

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখাচ্ছে, অন্তকরণ অহমিকায় পরিপূর্ণ থাকে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক জুববাধারী ও কম্বলধারী অহংকারী।

হযরত জুননুন মিসরী (রাঃ) তার লিখিত কবিতায় এ বিষয় উল্লেখ করেছেন সাধারণ লেবাস তো বহু মুর্খ লোকেরা পরিধাণ করে থাকে। কতক লোকতো তা অহমিকা প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিধান করে থাকে। সরলতা দেখাতে গিয়ে অহংকারই প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত সরলতা কোন সময় অহংকার হয়ে দেখা দেয় না।

মোটা ধরণের ছেড়া ফাড়া পোষাক পরিধান করেই আমানতদার হবার লক্ষ্যে, মানুষের বিশ্বাস অর্জনের লক্ষেই তা করে থাকে। আসলে আল্লাহ তায়ালাকে রাজী খুশীর লক্ষ্যে তা না করে আমানত তসরূপ করার উদ্দেশ্যেই তা করছে।

হে মানব মন্ডলী! এ চারটি বিপদ হতে বেঁচে থাকা জরুরী। বিশেষ ভাবে অহংকার হতে। যেহেতু প্রথম তিনটিতো হচ্ছে বাতিল কার্য। সেসবের বেলায় ভুল-ভ্রান্তি হলে নাফরমানী হবে কিন্তু অহংকারের বেলায় পদস্খলন ঘটলে তা তোমাকে কুফরীর দরজায় বিদ্রোহীতার গভীর সাগরে নিমজ্জিত করে ফেলবে। ইবলিসের ঘটনা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। সে অহংকার করে আদম (আঃ) কে সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণে চিরকালের জন্য কাফের হয়ে গেছে। এ সকল বিপদাপদ থেকে নাজাত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদেরকে সাহায্য প্রার্থনা করা অত্যাবশ্যক।

আসল কথা

হে মানব মন্ডলী! বিবেক বুদ্ধি খাটায়ে ভেবে চিন্তে দেখলে বুঝতে পারবে, পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এর ভেতরে যতটুকু লাভ তা তার ক্ষতীর তুলনায় কিছুই নয়। পৃথিবীর প্রভাব বলয়ে গ্রেফতার হয়ে নিজেকে হয়রানীর মধ্যে ফেলে দেওয়া ব্যতীত কিছুই অর্জন হয় না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে আত্মনিয়োজিত করার প্রতিদান হচ্ছে আখেরাতের কঠিন আজাব। এমনি কোন সক্তিধর নেই যে, তা থেকে সে মুক্তি দিতে পারবে। এ বিশ্বাসটুকু দৃঢ় হলে পরে, সাভাবিক ভাবে দুনিয়ার প্রভাব এড়িয়ে চলা জরুরী। তার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। পৃথিবীর মাঝে এ ব্যতীত করনীয় অন্য আর কোন কিছুই হওয়া ঠিক নয়। ক্ষণস্থায়ী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধনসম্পদ অর্জনের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যতা লাভ করা অধিক উত্তম। বেহেশতের আনন্দ ও সুখ শান্তি এর থেকে শত সহস্র গুণ উত্তম।

এও উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছ যে, মানুষের ওপর মোটেও নির্ভরশীল হওয়া যায় না। তাদের নিকট কোন প্রকার বিশ্বস্ততা আকাংখা করা যায় না। তাদের সাথে নানা প্রকারে জড়িয়ে পড়া দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষ দরকার ব্যতীত মানুষের নিকট থেকে কিছু কল্যাণ জনক প্রাপ্ত হলে তা গ্রহণ করবে এবং তার নিকট থেকে যত প্রকার অকল্যান আসবে তা সবই বর্জন করে চলবে। যাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ক্ষতির কারণ হবে না তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে এবং তাদের আদর যত্ন ও তায়তালাফি এবং খোজ খবর নিবে, এতে ভুল করবে না। সদা সর্বদা তার ছোহবতে থেকে কল্যাণ মুলক যা কিছু সম্ভব অর্জন করতে থাকবে। পার্থিব ও আখেরাতের সর্বপ্রকার বিপদাপদে সে যেন তোমার উপকারে আসে। রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের প্রাপ্যসমূহ পূর্ণ করতে থাকো, যেহেতু তাকে যেথায় থেকেই স্মরণ কর না কেন, তাকে তথায় প্রাপ্ত হবে।

এ কথাটিও উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছ যে, শয়তান অত্যন্ত ধুরন্দর বদমায়েশ। সে তোমার দুশমনির ব্যাপারে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে। সে অভিশাপ প্রাপ্ত কুকুর হয়েই স্বীয় পালনকর্তার নিকট আশ্রয় চাইবে। তার ধোকা ও প্রতারণা হতে গাফেল হবে না। যে কোন অবস্থায় সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হলেই তোমাকে আল্লাহ পাকের স্মরণ বিসৃত করে ফেলবে। তার কথা বার্তায় ভয়-ভীত হওয়ার কিছু নেই, যেহেতু ইহা তার সাধারণ বিষয়। তোমার অন্তরে যদি মানসিক দুর্বলতা দেখা না দেয়, তবে তার ধোকাবাজি কোন কাজে আসবে না, সে ব্যর্থ হবে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহু লাইসা লাহূ সুলত্বানুন আ'লাল্লাযীনা আ'মানূ ওয়া আ'লা রব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালূন।

অর্থ ঃ যারা বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পুরাপুরি নির্ভরশীল, শয়তান তাদেরকে কাবু করতে পারে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জনাব আবু হাতেম (রহঃ) দুনিয়া ও শয়তানের পরিচয় বলতে গিয়ে অতি এক উত্তম সত্য কথা বলেছেন, তা হচ্ছে এই ঃ দুনিয়ার যে অংশ গুজারতি হয়ে চলে গেছে, এখন তা শুধু স্বপ্ন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ পাকের আনুগত্য স্বীকার করে উপকৃত হয়নি এবং তার নাফরমানি করেও কোন লোকসান হয়নি। প্রবৃত্তির বোকামী বা মুর্খতা ও নাফরমানির লোকসান সম্পর্কে উত্তমরূপে আন্দাজ হয়ে গেছে। অতএব যে সকল জ্ঞানমান আলেম ওলামা পরিণাম ভেবে-চিন্তে চলাফেরা করেন, তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলা দরকার। তোমার পক্ষে তা ই উত্তম। যে সকল অদূরদর্শী বোকা, শিশুগণ ভাবনা চিন্তা না করেই হঠাৎ এ পথে ছুটতে থাকে এবং বিপদ সমূহের ছলবাজী ও চালাকী বুঝতে পারে না, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। দাওয়াইকে তারা তিতা ভেবেই পালিয়ে যায়। বেদরকারী সর্ব কিছু ত্যাগ করো, প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরিয়ে দাও। অধিক কথা বলা, অধিক ভক্ষণ করা অথবা বাজে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা বন্ধ করো। বিরাট বিরাট আকাংখা, সর্ব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা একে অপরের সাথে হিংসা বিদ্বেশ করা এবং যত্র-তত্র অহমিকা বর্জন করো। যতটুকু অযথা বেহুদা বস্তু গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দার প্রতি দয়াদ্র হয়ে তাদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করে দিয়েছেন। অতএব দ্বীনের ব্যাপারে যা কিছু ক্ষতিকারক তা হতে তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বলেছেন, তাকওয়া অতি সহজ ব্যাপার। যখন সে কোন বস্তুকে সঠিক হালত থেকে আলাদা করে দর্শন করবে তখনই সে তা ত্যাগ করবে। যেহেতু প্রবৃত্তি তার উপর ঝাকিয়ে বসেছে বিধায় তা অভ্যাসে পরিণত হতে চলছে।

অন্য এক আবেদ এ কথাটিকে আরও অধিক খোলাসা করে এরূপে বলেছেন, প্রবৃত্তি কোনও বস্তুর ওপর লালসা সৃষ্টি করার পর বান্দারা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। অথচ সে যদি সামান্য কিছু নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকে তবে স্বাভাবিক ভাবে প্রবৃত্তি চুপচাপ থাকে। প্রবৃত্তির উপরে যা কিছু চাপিয়ে দেওয়া হবে সে তাই বহন করে চলবে এবং সহ্য করে নেবে তাকে যেরূপে অভ্যস্থ করে ফেলবে সে সে রূপেই গড়ে উঠবে।

অপর এক বুজুর্গ আবেদ বলেছেন ঃ আমি স্বীয় প্রবৃত্তিকে কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাস এবং লালসা হতে বিরত রেখেছি। এমনকি সে তা হতে পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়েছে। যখন আমি এ সকল প্রতিবন্ধকতা জরুরী করে দিলাম তখন সে তার উপরে স্থিরতা প্রাপ্ত হলো। বান্দা প্রবৃত্তিকে যেরূপে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

গড়ে উঠাবে সে সেরূপে গড়ে উঠবে। বান্দা যদি নিজে কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়, তবে প্রবৃত্তি সে দিকেই ঝুকে পড়বে।

মূল কথা হচ্ছে, আমি যতটুকু আলোচনা করলাম, এগুলো যদি বান্দা অধ্যায়ণ করে এবং উত্তমরূপে বুঝতে পারে, তবে পৃথিবীর কল্যাণ প্রাপ্ত হবে এবং আখেরাতের উদ্দেশ্যে সকল চেষ্টা সাধনা নিয়োগ করবে।

স্মরণ রেখ, যে বান্দা জাহেদ আখ্যা লাভ করলো, সে শত সহস্রগুণ প্রশংসা আখ্যা লাভ করলো। অতঃপর তুমি তাদের দলের অন্তুর্ভুক্ত হলে, যাদের জীবন আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে উৎসর্গকৃত হয়েছে। তখন তার হালত নিম্নসাধকের বর্ণনার প্রতিচ্ছবি হয়ে দাড়াবে। কতকতো দুনিয়ার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অন্য কতকতো বিশ্বজগতের পালনকর্তার লক্ষ্যে দুনিয়া ত্যাগ করলো। অতএব শেষের জনেরা বিশ্ব জগতের পালনকর্তার রেজামন্দি লাভের জন্য সকল সৃষ্টিই লাভ করলো। তাদের পদযুগল সমূহ রাতের অন্ধকারে সারীবদ্ধ হয়ে মা'বুদের বন্দেগীতে দাঁড়ায়ে পড়ে আর মা'বুদ তাদের প্রতি রহমতের নজর রেখে থাকেন। এদের জিন্দেগী ধন্য। তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত সুসংবাদ। সে জন্য তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয়ে থাকে। আর ধন্যবাদ জানানো হয়। তখন বান্দা সেই জাহেদদের দলভুক্ত হবে, যারা মাবুদে-ইলাহীর রাস্তায় সংগ্রাম ও সাধনায় রত রয়েছে এবং তাঁর খাছ বান্দাদের দলে দলভুক্ত হয়েছে।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না ই'বাদী লাইসা লাকা আ'লাইহিম সুলত্ব-নুন।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার এ সত্যিকারের বান্দাদের প্রতি তোর (শয়তানের) কলা কৌশল খাটবে না।

অতএব ইহকাল ও পরকালের পরম কল্যানকর জিন্দেগীর তপস্যা প্রাপ্তদের মধ্যে সে বান্দা অন্যতম একজন গন্য হবে। তখন নৈকট্য লাভকারী অনেক ফেরেশতার উপরে বান্দার মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে। যেহেতু ফেরেশতাদের মাঝে তো রিপুই বর্তমান নেই। তাই তাঁদের মধ্যে কামনা বাসনার লালচ বলতে কিছুই নেই। অতএব গুণাহের কার্য করার কোন প্রশ্নই তাদের ভেতরে দেখা দেয় না। আর বান্দা সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করে অসংখ্য ত্যাগ তিতিক্ষা সহ্য করে সফলতা লাভ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আনুসংগিক প্রতিবন্ধক সমূহ

হে ইবাদতের আগ্রহী! অতঃপর তোমাদের এ পথে বাহ্যিক বা আনুষঙ্গিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা দরকার সেসব হতে নাজাত প্রাপ্তি এবং সে সবের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা দরকার যে, সেগুলো বান্দার আসল লক্ষ্য লাভে অন্তরায় সৃষ্টি না করে বসে। ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এ প্রকার বাঁধা হচ্ছে চার ধরণের।

এ ব্যাপারে খাবার বস্তুর বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচনা করা দরকার। রুজীর ভাবনা চিন্তা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করাই কর্তব্য। এ বিষয় দরকারী সব কিছুর জন্যে আল্লাহ পাকের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। তা দু'প্রকারে হওয়া সম্ভব।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের লক্ষে সবকিছু হতে দুরে অবস্থান করা এবং কল্যানজনক কার্যসমূহ ঠিকঠাকভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পুর্ণরূপে মনোনিবেশ করা। যদি জনপদে অবস্থান করে পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করা সম্ভব না হয়, জীবিকা অন্বেষনে কিংবা সামাজিক বিভিন্ন দরকারে অথবা শয়তানের চক্রান্তে বান্দার উপাসনায় রত থাকা সম্ভব না হয় , তবে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে লোকালয় হতে দূরে সরে যাওয়াই বান্দার জন্যে দরকার। তবেই বান্দা শিঘ্র ঠিকঠাকভাবে ইবাদতের হক আদায় করতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে বান্দার পুরাপুরি তাওয়াক্কুল জন্ম হবে।

আমার কথা হচ্ছে যে সকল দুর্বলমনা বান্দা ক্ষুদ্র পার্থিব বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তারা জীবনে কোনই মহৎ কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয় না। আমার শায়েখ জনাব আবু মুহাম্মাদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, দু'প্রকার মানুষ পৃথিবীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে থাকে। এক তাওয়াক্কুল করনেওয়ালা। দুই নির্ভীক মনের কর্মী। আমার ধারণায় এ কথাটির মর্ম অত্যাধিক ব্যাপাকতর। আসলে নির্ভীক মনের কর্মী

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আত্মার দৃঢ়তা নিয়ে যে কার্য সমাধা করে থাকে, তা থেকে তাকে কেউ বিরত রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত সে সাহসের সাথে প্রত্যেকটি কাজে সফলতা পেয়ে থাকে। তেমনি তাওয়াক্কুল করনেওয়ালা, যেহেতু আল্লাহর অঙ্গিকারের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে স্থির হয়ে সুদৃঢ় মন নিয়ে কার্যে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং আর কোন কিছুর দিকেই ভ্রুক্ষেপ করে না, সুতরাং তার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে দুর্বলমনা লোক তো দ্বিধা দ্বন্দের মাঝে হাবুডুবু খেতে থাকে। তারা গাধা ও মুরগীর ন্যায়, তাদের মানুষ মালিকের হিসেবী ঘাস ও দানা পানি প্রাপ্তির আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। সুতরাং তাদের অন্তরে কখনো বাইরের বৃহৎ কাজের সাহস-শক্তি ও ভাবনা চিন্তা থাকে না। যদিওবা তা কোন সময় করে থাকে, তবে তাতে সফলতা অর্জন করে না। তুমি কি কখনো পৃথিবীর কোন সাধক ব্যাক্তিকে দেখনি যে, সে সর্বকিছু বর্জন করে একনিষ্ঠ সাধক ব্যতীত, সে সফলতা পায়নি? দুনিয়ায় যে সব রাজা মহারাজা সদা-সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে রত থেকে শত্রু দল ধ্বংস করে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করার পর ধান্দায় বিভোর ছিল, তারাই বিজয় নিশান উড়াতে সক্ষম হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) জঙ্গে সিফফীনের দিবসে দু'দলের সৈন্য সামন্ত পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, যারা শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে আশা কর, তারা পূর্বেই নিজ নিজ প্রবৃত্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে লও।

বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরকে দেখা যায় যে, পানিতে, স্থলে দুর দেশে মাল সম্পদের লেন দেনের বিষয়ে দুঃসাহসের অভিযান চালিয়ে থাকে। তাদের সম্মুখে দুটো পথই উন্মুক্ত থাকে। হয়তো পূর্ণরূপে লাভ করে ফেরৎ আশা নতুবা লোকসান দিয়ে কিংবা ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত তারা অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে। অথচ যে সকল দুর্বলমনা ব্যবসায়ী যারা মাল-সামানা আয়ত্বের বাইরে ছাড়তে রাজী নয় এবং তার গতি বিধি দোকান ও বাসা-বাড়ীর মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে, তারা জীবনে অজস্র ধন সম্পদ কামাই করে রাজা বাদশাহ্র হালতে কাল কাটাতে সক্ষম হয় না। তারা কোন ভাবে নিজস্ব হাট বাজার হতে সামান্য কিছু মুনাফা হলেই অনেক কিছু মনে করে। সে ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট ভাবে জানা বাজার ব্যতীত দুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুরান্তরের বাজারে যেতে রাজী হয় না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সীমিত স্বার্থের গন্ডির মধ্যে আপতিত লোকেরাও ঠিক তাদের ন্যায়।

আখেরাত অভিযাত্রীদের মূলধন হচ্ছে তাওয়াক্কুল। ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে এ সকল চিন্তা ভাবনা থেকে তারা একদম মুক্ত হয়ে যায়। তখন তারা পৃথিবীর ছোট খাট স্বার্থসমূহ ত্যাগ করে সুদৃঢ় মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর লক্ষে জনপদ ছেড়ে অন্য কোথায়ও গমন করে থাকে। ফলতঃ তারা সবচেয়ে দৃঢ়চিত্তমনা, ধার্মিক, আজাদ মানুষ হয়ে পড়ে এবং দুনিয়ার প্রকৃত বাদশা গণ্য হয়ে যান। সে যেথায় ইচ্ছা সেথায় কিছু করার ইচ্ছা করেনা যেন তা অনায়াসে করে যায়। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা তার গতি রোধ করতে সক্ষম হয় না। স্থান বা কালের কোন ব্যবধানই তার নিকট দেখা দিতে পারে না।

সফলতার এ প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক শক্তিশালী হতে আগ্রহী সে যেন আল্লাহ পাকের ভরসা করে। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাবান হতে আগ্রহী সে যেন পরহেজগারী এখতিয়ার করে চলে। মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি ধনী হতে আগ্রহী, সে যেন স্বীয় ধন-সম্পদ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর (ওয়াদাকৃত) ধন-সম্পদের প্রতি নির্ভরশীল হয়।

জনাব সোলায়মান খাস (রহঃ) বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি সত্যিকারের ভরষা করে চলে, তবে সকল রাজা-বাদশা ও ফকীরগণ তার মুখাপেক্ষী হবে। সে কিরূপে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে, যার সাথে রয়েছেন স্বয়ং সকল ধন-সম্পদের মালিক মহান প্রতিপালক আল্লাহ।

জনাব ইবরাহীম খাস (রহঃ) বলেছেন, এক নির্জন প্রান্তরে আমি এক ছেলেকে দর্শন করলাম যেন একটা চান্দির টুকরো। জিজ্ঞেস করলাম হে ছেলে! কোথায় যাবে তুমি? ছেলেটি উত্তরে বলল, মক্কা শরীফে। আমি বললাম, খালি হাতে ও বাহন ছাড়া কিভাবে মক্কা শরীফে যাবে? সে বললো, হে দুর্বল চিত্ত মানব! যে রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ্ দুনিয়া ও আসমানের সকল কিছু রক্ষনা বেক্ষণের অধিকার রাখেন, তিনি আমাকে খালি হাতে ও বাহন ছাড়া মক্কা শরীফেও পৌছাতে পারেন। আসলে আমি মক্কা শরীফে পৌছে দেখলাম যে, সে ছেলেটি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছে এবং এ কথা বলছে ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে বৎস! সর্বক্ষণ তাক্বওয়া করতে থাক, যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু তোর প্রতি প্রভাব ফেলতে না পারে। হে বালক! পেটের ব্যাথায় মরে যাও। যখন বালকটি আমাকে দর্শন করলো,তখন সে বলল. হে দুর্বল চিত্তের বৃদ্ধ! তোমার দুর্বলতাই তোমাকে এত পশ্চাতে ফেলে রেখেছে।

জনাব আবু মুতী (রহঃ) জনাব হাতেম আ'সেম (রহঃ)-কে বললেন, আমি যে শুনতে পেলাম যে, তুমি খালি হাতে শুধু আল্লাহর প্রতি ভরষা করেই জঙ্গলের পর জঙ্গল অতিক্রম করে চলছ। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি চারটি সম্বল সঙ্গে নিয়ে চলাচল করে থাকি। আমি জিজ্ঞেস করলাম সে সম্বল চারটি কি কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে, ইহকাল ও পরকালের সকল কিছুই আল্লাহর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় ঃ আমি এও বিশ্বাস করি যে, সমস্ত সৃষ্টি কুলই তাঁর দাসত্ব স্বীকারে ও প্রতিপালনের মুখাপেক্ষী।

তৃতীয় ঃ আমি আরও বিশ্বাস করি সকল জীবিকা ও উপায় উপকরণ আল্লাহ্‌র কুদরতী হাতে রয়েছে।

চতুর্থ ঃ আর এও জানি যে, সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র বিধি বিধান জারী রয়েছে।

আরেক বুজুর্গ ব্যক্তি মূল্যবান কথা বলেছেন, সাধকদেরকে আরাম আয়েশের ও দুনিয়ার চাকচিক্যময় প্রাচুর্যে দেখতে পেয়েছি। তাদের অন্তঃকরণ দুনিয়ার সাথে খেল তামাশা করে চলেছে।

যখন তুমি তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তাদেরকে রাজার হালে দর্শন করবে। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট দেখবে দরিদ্র।

পক্ষান্তরে তাওয়াক্কুল ত্যাগ করলে, অনেক বড় বড় বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়। আমি বলছি ? আল্লাহ পাক কি সৃষ্ট প্রাণীর সাথে জীবিকা বেঁধে দেননি? আল্লাহ তা'আলা তো এরশাদ করেছেন ঃ

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ *

উচ্চারণ ঃ খালাক্বাকুম ছুম্মা রাযাক্বাকুম।

অর্থ ঃ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অনন্তর তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ কথাটি এখন পরিষ্কার হল যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহ জীবিকা দেয়ার মালিক নন। আল্লাহ পাক সকলকে সৃষ্টি করেছেন, একথা বলেই তিনি চুপ থাকেন নি। সাথে সাথে তাদের জীবিকা প্রদানের সংবাদটিও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা হুওয়ার রাযযাক।

অর্থ ঃ একথা নিশ্চিত আল্লাহই রিযিক দাতা।

শুধু একথা বলে তিনি চুপ থাকেন নি সকল সৃষ্টি জীবের পানাহারের দায়িত্বও তিনি বহন করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা মিন দা-ব্বাতিন ইল্লা আ'লাল্লাহি রিযকুহা।

অর্থ ঃ দুনিয়ার বুকে এমন কোন প্রাণী নেই, যার জীবিকার জিম্মাদার আল্লাহ নন।

তারা যা আশা করে তার চেয়েও অধিক রুজী দানের তিনি শপথ করেছেন।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَااَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফাওয়া রব্বিস সামা-য়ি ওয়াল আরদ্বি ইন্নাহূ লাহাক্কুম মিছলা মা- আন্নাকুম তান্‌ত্বিকুন।

অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের প্রভূর কসম! নিশ্চয় তিনি এরূপ সত্য, তোমাদের কথা বলাটা যেরূপ সত্য।

অবশ্য তা পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আরশে মোয়াল্লায় স্থির করা রয়েছে। এত কিছু বলেও তিনি যথেষ্ট মনে করেন নি। পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের হুকুম করলেন এবং যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল করবে না তাকে সাবধাণ করে বললেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া তাওয়াক্কাল্ আ'লাল হাইয়্যিল্লাযী লা-ইয়া মুত।

অর্থ ঃ সেই চিরঞ্জীবের প্রতি তাওয়াক্কুল কর যার মৃত্যু নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালূ ইন কুন্তুম মুমিনীন।

অর্থ ঃ তোমরা যদি সত্যিকারের ঈমানদার হও, তবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল কর।

আল্লাহ পাকের এ সব বাণী এবং ওয়াদার ওপর কি নির্ভর করা যায় না? (নাউযুবিল্লাহ) এত কিছুর পরেও কি তাঁকে জীবিকার জিম্মাদার ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না ? এটাও যে পারবে না, তাকে বিপদ বিসম্বাদ ও অশুভ পরিণতি হতে কে রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর শপথ! তাওয়াক্কুলের অভাব তো এক মারাত্তক ব্যাধি। অথচ সে বিষয়ে আমরা একদম উদাসীন।

একদা হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে ফরমায়েছেন, তুমি যখন এমন মানুষের মধ্যে অবস্থান করবে, যারা দুর্ভিক্ষের আতংকে ঈমানের দুর্বলতা হেতু সারা বছরের জীবিকা গোপনে সংগ্রহ করে রাখবে, সে সময়ে তুমি কি করবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যে জাতির প্রতি অভিশাপ প্রেরণ করে থাকেন, যারা স্বীয় পালনকর্তার দেওয়া অঙ্গিকার অবিশ্বাস করে। আসমান ও যমীনের পালনকর্তার কসম! নিশ্চয়ই তিনি সত্য পালনকর্তা, যেরূপে তোমাদের কথা-বার্তা বলা সত্য। এ আয়াতখানা যখন নাযিল হয়েছে, তখন ফেরেশতাগণ বলে উঠলেন, মানবের সর্বনাস হয়ে গেল। তারা তাদের প্রতিপালককে ক্ষুদ্ধ করে ফেলেছে যার কারণে তিনি তাদের জীবিকার ব্যাপারে কসম করলেন।

হযরত ওয়ায়েস ক্বরণী (রাঃ) বলেছেন, তুমি যদি আসমান যমীন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দ্বারা পরিপূর্ণ করে ফেল, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যতা যথাযথভাবে মান্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তাঁকে সত্য জানার অর্থ হচ্ছে ঃ তিনি যে জীবিকা প্রদানে জিম্মাদারি নিয়েছেন, তার প্রতি পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি সব ব্যাপারে নির্ভরশীল হওয়া। এ প্রকারে নিজেকে সর্বদিক দিয়ে তাঁর ইবাদতের লক্ষ্যে আলাদা করে নিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ওয়ায়েছ ক্বরনী (রাঃ)-কে ইবনে হাব্বান (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, এখন আমি কোথায় থাকব? তিনি উত্তরে সিরিয়ার দিকে ইশারা করলেন। পুণঃ তাকে বলা হল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, জীবিকা কিরূপে উপার্জন করব? উত্তরে তিনি বললেন, এ প্রকার মনোভাবের প্রতি শত-সহস্র ধিক্কার। এর মাঝে সংশয় যেন বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে। এতে উপদেশের বাক্য কিভাবে কার্যকরী হবে? আমি জেনেছি জনাব বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)-এর নিকট এক কাফন চোর হাযির হয়ে তওবা করেছিল। তিনি কাফন চোরের নিকট অবস্থা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে সে বললো, আমি সহস্র কবর হতে কাফন চুরি করেছি, কিন্তু মাত্র দুজন ব্যতীত সকলের চেহারা পশ্চিম দিক হতে অন্য দিকে ফেরানো দেখেছি। তৎশ্রবনে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) বললেন, হতভাগ্য মিসকীনের দল! জীবিকার তালাশই তাদের চেহারাগুলোকে ক্বিবলার দিক হতে ফিরিয়ে রেখেছে।

আমার নিকট আমার এক বন্ধু বলেছেন যে, এক লোকের সাথে আমার দেখা হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার অবস্থা কেমন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার আর অবস্থা কি বলব? অবস্থা তো শুধু তাদেরই যাদের ঈমান মজবুত আছে। আর ঈমান মজবুত আছে শুধু তাদের, যারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। আমি মহান আল্লাহর শাহী দরবারে পার্থনা জানাই, তিনি যেন নিজ রহমতের দ্বারা আমার ও তোমাদের অবস্থা শুধরে দেন এবং তিনি যেন আমাদেরকে মন্দ অবস্থার উপরে পাকড়াও না করেন। বরং তিনি যেন হাশর ময়দানে আমাদের সাথে দয়া সুলভ আচরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু।

তাওয়াক্কুলের হাকীকত

তাওয়াক্কুলকে চার প্রকারে বুঝে নেয়া দরকার এবং তা হচ্ছে ঃ (১) তাওয়াক্কুলের অর্থ। (২) তাওয়াক্কুলের সময় বা স্থান। (৩) তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা বা পরিচয় ও (৪) তাওয়াক্কুলের স্তর বা শ্রেণী বিভাগ।

প্রথম প্রকার ঃ তাওয়াক্কুল শব্দটি 'ওয়াকালাত' ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। এটি হচ্ছে তাফাউলের মাছদার। অতএব কারোর প্রতি তাওয়াক্কুল করার অর্থ হচ্ছে তাকে নিজের উকিল নিযুক্ত করা। তার সম্বন্ধে দেখা শুনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা, সংশোধন বা উন্নয়ন সাধন করা এবং সাধারণ ভাবে তা সম্পাদন করাই হচ্ছে উকিলের কার্যাদি। ইহাই হচ্ছে তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থ।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ তাওয়াক্কুল সাভাবিকভাবে তিনটি স্থানে প্রয়োগ হয়ে থাকে (১) বিতরণ করার স্থানে অর্থাৎ আল্লাহর উপর নির্ভর করা যে, তিনি তোমার জন্য যতটুকু জীবিকার প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর এ নির্দিষ্ট করার বিষয়ে কোনভাবেই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হতে পারে না। একথা মনে রেখেই জীবন যাপন করা দরকার। (২) সাহায্যের স্থানে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাহায্যের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলতা থাকতে হবে। এমনকি বান্দার ইবাদতের ইচ্ছা করার ব্যাপারেও তাঁর সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা আ'যামতা ফাতাওয়াক্কাল্ আ'লাল্লাহ।

অর্থ ঃ যখন তুমি (ইবাদতের) দৃঢ় সংকল্প কর, তখন তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে লও।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ *

উচ্চারণ ঃ ইন তানছুরুল্লাহা ইয়ানছুরুকুম।

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া কা-না হাক্কান আল'ইনা নাছরুল মু'মিনীন।

অর্থ ঃ মুমিনদেরকে সাহায্য করাও আমার ওপর কর্তব্য কাজ।

এ সকল যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সুতরাং এর বাস্তবায়নে কোন সংশয় নেই।

তৃতীয় প্রকার ঃ জীবিকার দরকারি পূর্ণ করার বেলায় তাওয়াক্কুল, অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্যে সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে যাবে তখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমার জীবিকা এবং অন্যান্য দরকারী সমস্ত কিছুর জিম্মাদার আল্লাহ তা'আলা নিজে, এরূপ নির্ভরশলিতা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইঁ ইয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহি ফাহুওয়া হাসবুহু।

অর্থ ঃ আল্লাহর প্রতি যে ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করতে, তবে তিনি পক্ষীকুলকে যে প্রকারে জীবিকা পৌঁছিয়ে দেন, তোমাদেরকেও সে প্রকারে জীবিকা পৌঁছিয়ে দিতেন। পক্ষীকুল ভোর বেলা ক্ষুধার্ত হালতে বের হয়ে যায়, সন্ধ্যা বেলা পেট ভর্তি করে তৃপ্তিসহকারে বাসায় ফিরে আসে।

এ ক্ষেত্রেও মানুষের জন্যে তা'আক্কুল করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু এ ক্ষেত্রে তা'আক্কুল করা সম্বন্ধে যুক্তি ও শরীয়ত দুটো দিক থেকেই প্রমাণিত। তা ছাড়াও জীবিকা ও অন্য সব দরকারের বেলায় আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা অধিক প্রয়োজন, সে অবস্থায় তা'আক্কুল বেশী গুরুত্ববহ। এ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় বস্তুও তাই।

অতএব জীবিকার বিষয়ে নির্ভর করাই হচ্ছে প্রকৃত নির্ভরতা। জীবিকার অর্থ বলতে এখানে সেই জীবিকাকেই বুঝনো হয়েছে, যা আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তবে জীবিকার প্রকারগুলো আলোচনার আগে বিষয়টি অনুধাবণ করা খুবই কঠিন। সুতরাং সে প্রকার সমূহের ব্যাপারে এখন আলোচনা করছি। জীবিকা বা রিযিক চার প্রকার। যথা ঃ (১) মাজমুন, (২) মাকসুম (৩) মামলূক ও (৪) মাওউদ।

প্রথম প্রকার ঃ মাজমুন রিযিক ঃ যা খেয়ে দেয়ে মানুষ সাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকে, সে খাবারকেই মাজমুন বলা হয়। আল্লাহ পাক যে রুজীর জিম্বাদারী গ্রহণ করেছেন, এটাই সেই প্রকারের রিযিক। যুক্তি ও শরীয়তের বিধানানুযায়ী এ প্রকার রিযিকের ওপরেই আল্লাহ পাকের ওপর তা'আক্কুল করা ওয়াজিব। যেহেতু আল্লাহ পাক মানুষের দেহকে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে গঠন করেছেন। অতএব দেহকে তার উপযোগী করে রাখার লক্ষে যেটুকু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রুজীর দরকার ততটুকু রুজীর দায়িত্ব নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক গ্রহন করেছেন। তবেই তাঁর মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ সাধিত হবে।

কারামিয়াদের এক বুজুর্গ ব্যক্তি এ বিষয়ে সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনটি কারণে আল্লাহর প্রতি মানুষের রুজীর জিম্মাদারী বর্তে থাকে

প্রথম কারণ ঃ তিনি প্রভূ, আর আমরা তার গোলাম। প্রভূর ওপর গোলামের ন্যুনতম প্রয়োজন যোগান দেয়া একান্ত কর্তব্য। যেমন গোলামের পক্ষে প্রভুর সেবা যত্ন করা একান্ত কর্তব্য।

দ্বিতীয় কারণ ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রুজীর মুখাপেক্ষী সৃষ্টি করেছেন, অথচ তা কামাই করার বিশেষ কোন পথ বাতলায়ে দেননি। বান্দার তো জানাই নেই যে, কখন কোথায় হাযির হয়ে কি বস্তু খেয়ে-দেয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে। অতএব স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্টির দরকারী খাদ্য-খাদক যোগান দেয়া ওয়াজিব।

তৃতীয় কারণ ঃ মহান রব্বুল আলামীন বান্দাকে তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু রুজীর তালাশে রত থাকলে ইবাদত বন্দেগী করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব আল্লাহর পক্ষে তাঁর বান্দার সে রুজীর প্রয়োজন যোগান দেওয়া একান্ত কর্তব্য। যাতে তাঁর বান্দা যথাযথভাবে ইবাদতে রত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ মাকসুম রিযিক ঃ আল্লাহ পাক সকল প্রাণীর রুজী ভাগ বাটোয়ারা করে তার খাওয়া-দাওয়ার বস্তুর পরিমাণ সহকারে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যখন যেটুকু যা তার জন্যে বন্টন করে নির্দিষ্ট করে রেখে দেওয়া হয়েছে, তা হতে সে সামান্যমাত্রও কম বা বেশী পাবে না। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের একমিনিট পুর্বে বা পরে তা পাবে না।

সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যার যা রুজী লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, তাতে আর হাত দেয়া হবে না। নেক্কারদের নেকী এবং পাপীদের পাপ তা বাড়াতে বা কমাতে পারবে না।

তৃতীয় প্রকার ঃ মামলুক রিযিক ঃ পৃথিবীর ধন-সম্পদ হতে আল্লাহর স্বত্বাধিকারী বিধি ব্যবস্থা মতে প্রত্যেক বান্দা একটা অংশের স্বত্বাধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকই তার স্বত্বাধিকার নির্দিষ্ট করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ *

উচ্চারণ ঃ আনফিকূ মিম্মা-রাযাক্বনাকুম।

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে যে রিযিকের মালিক করেছি, তা হতে খরচ কর।

চতুর্থ প্রকার ঃ মাওউদ রিযিক। আল্লাহ পাক তাঁর পরহেজগার বান্দাদের পরহেজগারীর বদলে নিশ্চিতরূপে রুজী প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। তা তিনি তদবীর বা প্রচেষ্টা ব্যতীতই দান করবেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইয়্যাত্তাকিল্লাহ ইয়াজআ'ল্লাহূ মাখরাজাওঁ ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন হাইছু লা-ইয়াহতাসিব।

অর্থ ঃ যে লোক আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে বিপদ হতে মুক্ত থাকার পন্থা খুলে দেন এবং তাকে অভাবনীয় পথে রুজী প্রদান করে থাকেন।

জীবিকা বা রিযিক উক্ত চার প্রকারের হয়ে থাকে। এর ভেতরে শুধুমাত্র মজমুন রিযিকের জন্যে তা'আক্কুল ওয়াজিব হয়ে থাকে।

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা

কতক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, সমস্ত কিছু হতে হতাশার সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি অন্তকরণকে ফিরিয়ে নেওয়াকে তা'আক্কুল বলা হয়।

আর অন্য কতক বুজুর্গ ব্যক্তিদের মতে তাওয়াক্কুল হচ্ছে ঃ দরকারী ক্ষেত্রে অন্তঃকরণকে অন্য সকল সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সংলগ্ন করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত শায়েখ আবু ওমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার নাম হচ্ছে তাওয়াক্কুল। আর তা'আল্লুক এর অর্থ হচ্ছে ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

আমার ওস্তাদ বলেছেন ঃ তাওয়াক্কুল ও তাওয়াল্লুক এ দুটো বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক থাকার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের খাওয়া-দাওয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করা। আর তা'আল্লুক হচ্ছেঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সঙ্গে নিজের খাওয়া দাওয়ার চিন্তা ভাবনা করা।

আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ব্যতীত অন্য সকল কথাই আসলে এক। এ হচ্ছে অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস মজবুত করে নিতে হবে যে, আমার জিন্দেগীর সমস্ত দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাকের বিলুপ্তি একমাত্র আল্লাহর মদদেই হওয়া সম্ভব হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এবিষয়ে আর কারোর ক্ষমতা নেই। পার্থিব উপায় উপকরণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজেই আসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মর্জী করলে কোন মানব এমনকি কোন কাষ্ঠকেও আমার দরকারের উপকরণ হিসেবে বানিয়ে দিতে পারেন। এমনকি তিনি মর্জি করলে উপকরন ব্যতীতও মানুষকে সাহায্য সহায়তা করতে পারেন।

অতএব যখন তুমি এ সকল কিছু নিয়ে ভেবে চিন্তে দেখবে এবং স্বীয় অন্তকরণকে এ ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নেবে, তোমার অন্তকরণ যখন সর্বদিক হতে প্রত্যাবর্তিত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হবে, তখনই তোমার পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল লাভ হবে। তাওয়াক্কুল লাভের মুলধন হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলাই যে বান্দার রুজী রোজগারের জিম্মাদার এ কথাটি সদা-সর্বদা স্মরণ যোগ্য রাখা। তার মূল ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার সর্বময় ক্ষমতা, জ্ঞান গরিমা ও সম্পূর্ণতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষন করা। তাঁর পক্ষে যে, ভুল ভ্রান্তি কিংবা দুর্বলতা অক্ষমতা আদৌ নেই, তা মনে প্রানে গ্রোথিত করে নেওয়া। মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ এ সকল ব্যাপার নিয়ে মাথায় গবেষণা করলেই মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতি তাওয়াক্কুলের লক্ষে উদ্বুদ্ধ হবে।

এখন কথা হচ্ছে, মানুষকে তার রুজী রোজগারের প্রচেষ্টা করতে হবে কি না? এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে এই ঃ মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষে যে রিযিকে মজমুন নির্দিষ্ট আছে, তার লক্ষে প্রচেষ্টা চালানো বান্দার সাধ্যের অতীত। যেহেতু তা দেওয়ার অধিকার আল্লাহর। যেমন ঃ জীবন, মরণ ইত্যাদি। মানুষ তা অর্জন করতেও পাবেনা এবং বর্জন করতেও পারে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তেমনিভাবে কার্য করন বা প্রচেষ্টার সাথে যে রিযিকে মাকসুমের সম্পর্ক রয়েছে, তাও অর্জন করার প্রয়োজন বান্দার নেই। তার তো শুধু মজমুন রিযিকের দরকার রয়েছে। তার দায়িত্ব তো স্বয়ং আল্লাহই নিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন উঠে, তবে যে, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াবতাগূ মিন ফাদ্বলিল্লাহি।

অর্থ ঃ আল্লাহর অবদান অন্বেষন করা।

এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছেঃ রুজী রোজগারের অনুমতি মাত্র। যেহেতু আয়াতে কারীমায় ইবাদতের উদ্দেশ্যে ব্যবসা বানিজ্য সবকিছু ছেড়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ইবাদত বন্দেগীর পরে তাদেরকে কিছুটা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা শুধু বৈধতা প্রমানিত হয়, অপরিহার্যতা নয়।

এখানে যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তাআলা যে, রিযিকে মজমুন, এর দায়িত্ব নিয়েছেন, তাও তো উসিলা বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেবেন। সে জন্যে তো একটা পন্থা খুজে বের করে নিতে হবে? এর উত্তর এই ঃ তার জন্যে তালাশ বা প্রচেষ্টা জরুরী নয়। যেহেতু আল্লাহ কারণে অকারণে যে কোন রূপেই তা দেবার ক্ষমতা রাখেন। খাটানোর কি প্রয়োজন? আল্লাহ তাআলা তো সে রিযিক দেওয়ার প্রশ্নে কারণ সৃষ্টির কোন শর্ত জুড়ে দেননি।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মা-মিন দা-ব্বাতিন ফিল আরদ্বি ইল্লা আ'লাল্লাহি রিযকুহা।

অর্থ ঃ দুনিয়ায় বিচরনশীল এমন কোন প্রাণী নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরে নয়।

যে বান্দা জানে না কোথা থেকে কি প্রকারে আল্লাহর ওয়াদা সে জীবিকা আগমণ করবে, তার প্রতি তা তালাশ করে নেয়ার হুকুম তিনি কি করে দিতে পারেন? সে কিরূপে অবগত হবে যে, কি প্রকারের কারণ সৃষ্টি করতে হবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে জীবিকার জন্যে? আমাদের মন-প্রাণ ধারণ ও প্রগতিশীল হওয়ার উদ্দেশ্যে দরকারী ব্যবস্থা যেহেতু মহান প্রতিপালকের গোচরে রয়েছে। সুতরাং সে অজ্ঞাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে নিজেদের হাতিয়ে চলা উচিৎ নয়। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল, অলী আওলিয়া গুজারিত হয়ে গেছেন, তাঁদের বেশীরভাগ জীবিকার তালাশে বের না হয়ে বরং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে সদা-সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। আর এও স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তাঁরা তা করে আল্লাহর হুকুম মান্য না করে নাফরমান হয়ে যান নি।

এ সকল দিক বিচার বিবেচনা করে বান্দার নিকট ইহা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জীবিকার উদ্দেশ্যে উছিলা সৃষ্টি করাও বান্দার পক্ষে নিস্প্রয়োজন। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, প্রচেষ্টার দ্বারা রুজী বর্দ্ধিত হয় এবং প্রচেষ্টার অভাবে তা কম হয়ে যায় কি না?

আমাদের ওলামাগণের মতামতেও সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই, আল্লাহর স্থিরকৃত কোন বস্তুতে পরিবর্তন ঘটে না। তবে জনাব হাতেম (রহঃ) ও শফিক (রহঃ)-এর কতক ছাত্র এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তারা বলেছেন, প্রয়াস প্রচেষ্টা দ্বারা জীবিকার পরিবর্তন ঘটে না, তবে ধন সম্পদ বর্দ্ধিত করা যায়। এ সিদ্ধান্তটি আসলে ভুল। যেহেতু কোন বান্দার কতটুকু ধন সম্পদ হবে কি হবে না, তাও লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা আছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

لِكَيْلَ تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ *

উচ্চারণ ঃ লিকায়লা তা'ছাও আ'লা মা-ফাতাকুম ওয়ালা তাফরাহু বিমা আ-তা-কুম।

অর্থ ঃ এটাতো এজন্যে রয়েছে যে, যা তোমাদের নিকট থেকে চলে যায়, তার জন্য দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদেরকে দেয়া হয় তার জন্য অধিক উল্লাসিত না হও।

যদি প্রয়াস বা প্রচেষ্টার দ্বারা জীবিকা বর্দ্ধিত হত বা প্রয়াস প্রচেষ্টার অভাবে তা কমে যেত, তবে দুঃখ ও উল্লাস প্রকাশের অবকাশ থাকত। তাই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এক ভিক্ষুকের ভিক্ষা প্রার্থনার উত্তরে ফরমায়েছেন, হে বোকা! তুমি চেষ্টা না করেও যা পাওয়ার তা পেয়ে যেতে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পুরস্কার এবং আযাবও তো লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধাকারে সংরক্ষিত রয়েছে, তা সত্তেও পূণ্য অর্জন এবং আযাব যোগ্য কাজ বর্জন করতে হয় কেন? তা ছাড়া এ প্রশ্নও হতে পারে যে, পুণ্য এবং আযাব প্রয়াসের প্রয়োগ ও অভাবে বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় কিনা?

স্মরণ রেখ, এ দুটো কাজ আল্লাহ বান্দার দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সে জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করেছেন। তিনি বান্দাকে জানিয়ে দিয়েছেন, নেকীর কাজ করা তোমাদের জন্যে জরুরী। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, পাপ-পূণ্য বাড়ানো কমানো বান্দার ইচ্ছাধীন রয়েছে।

একটা রহস্য লক্ষ করলেই এ দু'ধরণের কাজের মধ্যে ব্যবধান ধরা পড়বে। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ থাকে তা হচ্ছে দুধরণের। এক ধরণের বস্তু হচ্ছে বান্দার সঙ্গে শর্তহীন ও সম্পর্কহীন। যেমনঃ রিযিক ও আয়ু। তোমরা কি লক্ষ করনি যে, এ দুটো বিষয় বর্ননা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে কোন প্রকার শর্ত জুড়ে দেন নি? তিনি হায়াত সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ *

উচ্চারন ঃ ফাইযা- যা-য়া আজালুহুম লা-ইয়াসতা' খিরুনা সা-আতাওঁ ওয়া লা ইয়াসতাক্বদিমূন।

অর্থ ঃ যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন তা এক মুহূর্ত পরেও হবে না এক মুহূর্ত পূর্বেও হবে না।

তেমনভাবে আল্লাহ তাআলা রিযিক সম্পর্কেও এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মা-মিন দা-ব্বাতিন ফিল্ আরদ্বি ইল্লা আ'লাল্লাহি রিযকুহা-।

অর্থ ঃ এবং যমিনে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন, চারটি বিষয়ের ওপর সৃষ্টির কোন হাত নেই, তা সব হচ্ছে ঃ (১) জন্ম (২) হায়াত (৩) মৃত্যু ও (৪) রিযিক।

আল্লাহ তাআলা যে বিষয়ে বস্তু সমূহ বান্দার সঙ্গে শংশ্লিষ্ট অর্থাৎ শর্তযুক্ত ও সম্পর্কিত করে লিখে রেখেছেন সে গুলো হচ্ছে পূণ্য ও শাস্তি মুলক কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাও আন্না আহলাল কিতাবি আমানু ওয়াত্তাক্বাও লাকাফফারনা আনহুম শায়্যিআ তিহিম ওয়া লাআদখিলনা হুম জান্নাতিন নাঈম।

অর্থ ঃ যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমরা তাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিতাম এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে শান্তিময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

অতএব ব্যপারটি অতি সুস্পষ্ট। উত্তমরূপে এটা বুঝে নাও। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আমিতো দর্শন করেছি, যারা চেস্টা তদবীর করে থাকে তারা অধিক পেয়ে থাকে আর যারা হাত বন্ধকরে শুধু বসে থাকে তারা সম্পদরাজি হতে বিমুখ হয়। উত্তরে বলা যায়, তুমি তাদেরকে দর্শন করনি, যারা অনেক চেষ্টা সাধ্য করার পরে কিছু লাভ করেছে। এ রকমের ব্যাপার অনেক দেখা যায়। তা দর্শন করে মানুষ যেন স্বীয় মাবুদের শক্তিমত্তা, প্রভাব ও জ্ঞানের অসাধারন লীলা খেলা সহৃদয়াঙ্গম করতে পারে। এটা সৃষ্টি জগতের পরিচালকের ব্যবস্থা, মহান জ্ঞানী মাবুদের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

জনাব আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে সাবেক আল ওয়ায়েজ আস সাকলী (রহঃ) বাগদাদ শহরে একটি শের (কবিতা) পাঠ করেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ অসংখ্য শক্তিধর মানুষ মনোবলে বলীয়ান এবং দৃঢ় মত পোষনকারী, অথচ জীবিকা কামাইতে সে বঞ্চিত। কিন্তু এমন অনেক দূর্বলমনা লোক আছে, যাদের মনোবল বলতেও সে রকম একটা কিছু নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু অতল সাগরের নিম্নদেশ পর্যন্ত তার গতি বিধি ও চলাচল অব্যহত রয়েছে। আসলে এটাই প্রমানিত হচেছ যে, মুল সত্যার এ সৃষ্টি জগতে এমনি অসংখ্য রহস্য মৌজুদ আছে যা সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র লক্ষ করলেই তা বুঝা যাবে।

এখন প্রশ্ন থাকলো যে, সম্বল ব্যতীত জঙ্গল অভিমুখী হওয়া ঠিক কি না? তবে হ্যাঁ, অন্তকরণ যদি আল্লাহর সঙ্গে মজবুত ভাবে সংলগ্ন থাকে আর তার প্রতিশ্রুতির প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা বর্তমান থাকে, তবে জঙ্গলে গমন করা ঠিক। অন্যথায় জনসাধারনের সঙ্গে তাদের জিন্দেগীর রীতি নীতি অনুসরন, অনুকরন করেই চলা দরকার।

আমি মান্যবর ইমাম মুআলী (রঃ)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যে বান্দা সাধারণ লোকের স্বাভাবিক রীতি নীতি অনুযায়ী সম্পর্ক রাখে, আল্লাহ পাকও দুঃখ কস্ট প্রদান করার ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের প্রাপ্য অনুযায়ীই তাকে দান করে থাকেন। কাথাটা অতি উত্তম বটে এবং চিন্তা ভাবনা করার যোগ্য। এর মধ্যে অসংখ্য চিন্তা গবেষনার বিষয় বস্তু আছে। তা হলে যদি আল্লাহ তাআলার এ বাণীর বিষয়ে প্রশ্ন করা যায় যে–

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى *

উচ্চারণ ঃ ওয়া তাযাওয়্যাদু ফাইন্না খায়রায্ যা-দিত তাক্বওয়া।

অর্থ ঃ পাথেয় সংগ্রহ কর, সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া।

আয়াতের ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতের সারমর্ম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তারা দুটো মত জাহির করেছেন। একদল মত প্রকাশ করেছেন যে, পাথেয় বলতে এখানে আখেরাতের পাথেয় বা সম্বল বুঝানো হয়েছে। আর এ কারণেই বলা হয়েছে যে, উত্তম পাথেয় বা সম্বল হচ্ছে তাক্বওয়া বা পরহেজগারী। দুনিয়াবী সম্বল সম্পর্কে বলা হয়নি।

অপর একদল ওলামায়ে কেরাম মত প্রকাশ করেছেন যে, রাস্তায় বাহির হলে অপরের প্রতি ভরসা বা নির্ভর করে সম্বলহীন অবস্থায় বাহির হতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধ করা হয়েছে যেন রিক্ত হস্তে বাহির হয়ে রাস্তায় রাস্তায় লোকদের নিকট হাত প্রসারিত করে অযথা লোকদেরকে লজ্জা ও কষ্ট না দেয়া। সে অবস্থায় পরবর্তী অংশে বর্ননা করা হয়েছে যে, প্রকৃত মাবুদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাছ থেকে লাভ করা সম্বল, হস্ত প্রসারিত করে লোকদের নিকট হতে নেওয়া সম্বল হতে বহুগুন উত্তম ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাওয়াক্কুল অবলম্বনকারী ব্যক্তি রাস্তার সম্বল সঙ্গে নিবে কি না ?

অনেক সময় তারা সাথে সম্বল নিয়ে থাকেন বটে, অথচ সেই সম্বলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে চলেন না। যেহেতু তারা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন যে, তাদের জীবিকা নির্দ্ধারিত হয়ে আছে এবং তারা তা প্রাপ্ত হবেনই। তাদের অন্তকরণ আল্লাহ পাকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। তাদের মত হচ্ছে ঃ জীবিকা বন্দনকৃত অবস্থায় মৌজুদ রয়েছে, তাতে কোন প্রকার এদিক সেদিক হবে না। আল্লাহ তায়ালাই উত্তম খবর রাখেন, বান্দার শরীর স্বাস্থ কোন জীবিকা দ্বারা কেমন রাখবেন।

বান্দা অন্য লক্ষেও কখনো কখনো পথের সম্বল সঙ্গে নিয়ে থাকেন। যদি কোন মুসলিম ভাই কখনো কোন বিপদাপদে পড়ে যান, তখন যেন তাকে সাহায্য করতে পারে। মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ সম্বল সঙ্গে নিয়ে কিংবা না নিয়ে পথে বের হওয়ার মধ্যে কোন কিছু নেই বরং সব কিছুই নির্ভর করছে নিয়তের উপরে। সম্বল সঙ্গে নিলেও তার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আল্লাহ তায়ালার উপরই নির্ভর শীল হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারী ও অঙ্গীকারের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা লাভ করে তাতেই রাজী খুশী হয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া মানুষের পক্ষে একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে; হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ও তাঁর সহচরগণ সর্বসময় সম্বল সঙ্গে নিয়ে পথে বের হতেন কেন? উত্তরে বলা যায়, সম্বল সঙ্গে নিয়ে পথে বের হওয়া নাজায়েয নয় তা জায়েয আছে। না জায়েয হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভর না করে সম্বলের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া। আল্লাহ তায়ালা হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-কে লক্ষ করে এরশাদ করেছেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَايَمُوْتُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া তাওয়াক্কাল আ'লাল হায়্যিল্লাযী লা-ইয়ামূতু।

অর্থ ঃ চিরঞ্জীব ও অমর সত্তার ওপরে তাওয়াক্কাল কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কি কখনো এ হুকুমের খেলাফ করে ভ্রমনকালে খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিতেন এবং তার ওপর কি ভরসা করতেন? এতো কখনো হওয়া সম্ভব নয়, বরং তাঁর অন্তকরণ আল্লাহর সাথে যুক্ত থাকতো। তিনি আল্লাহর প্রতি সর্বদা ভরসা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো দুনিয়াবী বস্তুর প্রতি আদৌ আগ্রহ দেখাননি। তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ তাদের ভ্রমনে খাদ্র সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন বলে যে বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা না করে সহৈ দুনিয়াবী বস্তুর ওপরেই ভরসা করতেন। (নাউযুবিল্লাহ) আসলে আমি যে কথা পুর্বে উল্লেখ করেছি তাই গ্রহন যোগ্য। অর্থাৎ নিয়তের ওপরই সর্বকিছু নির্ভরশীল। এ কথাটি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

এরপর প্রশ্ন হতে পারে যে, সম্বল অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে ভ্রমনে বের হওয়া উত্তম। না, তা সঙ্গে না নিয়ে ভ্রমনে বের হওয়া উত্তম? এর উত্তর হচ্ছে, তা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। যদি সফরকারী এ ধারণা পোষণ করে সম্বল সঙ্গে নিয়ে যান যে, সম্বল নেওয়া যে বৈধ, তা প্রকাশিত হোক অথবা পথে ঘাটে কোনও মুসলিম ভাইয়ের উপকার সাধনের কাজে লাগতে পারে; এ অবস্থায় সম্বল নেওয়া উত্তম। আর যদি ভ্রমনকারী একাকী হন ও দৃঢ় ঈমান্দার হন, তদুপরী আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তার ইবাদত বন্দেগীর উছিলায় সে তার পাথেয় লাভ করবে, তবে সম্বল না নেওয়াই তার পক্ষে উত্তম হবে। মুল কথা হচ্ছে, এ তত্বটি উত্তমরূপে মনে রাখা প্রয়োজন।

সংকল্প বনাম সংশয়

নিজের সমস্ত ব্যাপার গুলো আল্লাহ তায়ালার ওপর সোপর্দ করে দেয়ার দ্বারাই পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল অর্জিত হয়ে থাকে। ইহা ওয়াজিব। দুটো কারণে এ কাজ হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ এর দ্বারা অন্তকরণ চিন্তা ভাবনা মুক্ত হয়ে যায়। বৃহৎ কোন কাজ সম্মুখে আসলে তার ভাল মন্দ কিংবা সাফল্য ও ব্যর্থতার কোনরূপ জ্ঞান না থাকলে অন্তকরণ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় পতিত হয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় ব্যাপারটি আল্লাহ তায়ালার ওপর সোপর্দ করে দিলে অতঃপর আর কোন চিন্তা ভাবনা থাকে না। আল্লাহ পাক যা কিছু করবেন, অবশ্যই তা উত্তম হবে। তখন আর সংশয়ের দোলায় দুলতে হবে না। অন্তকরণের এ প্রশান্তি ও স্বস্তি এক বিরাট নেয়ামত স্বরূপ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আমাদের শায়েখ ওস্তাদ (রহঃ) বহু সময় মজলিশে বসে বলতেন ঃ যে মহান সত্তা তোমাদেরকে সৃজন করেছেন, তোমাদের সকল চেষ্টা সাধনা তাঁরই কুদরতি হস্তে সোপর্দ করে দাও; ইনশা আল্লাহ সুখে শান্তিতে দিন যাপন করবে। এ বিষয়ে তিনি কতক কবিতাও পড়েছেন। তার মর্মকথা হচ্ছে এই; যে লোক অবগত নয় যে, তার প্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যে মঙ্গল রয়েছে, না তার অপ্রিয় বস্তুগুলোর মধ্যে মঙ্গল রয়েছে। এ জন্যে সেই মহান প্রতিপালকের কুদরতি হস্তে সর্বকিছু সোপর্দ করা কর্তব্য। যিনি সর্ব ব্যাপারে যথেষ্ট। তিনিতো পূর্বাপরই দয়ালু, করুনাময় এবং মাতা পিতা অপেক্ষাও স্নেহশীল ও মঙ্গলকামী।

দ্বিতীয়ত ঃ কারণ হচ্ছে, আগামীতে উত্তম কিছু হওয়ার বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া। যেহেতু বিষয়টিতে ভাল মন্দ অজ্ঞাত থাকে। বহুৎ কিছু আপাতত উত্তম ধারণা হলেও পরবর্তীতে তা মন্দ হয়ে দেখা দেয় এবং বহুৎ কিছু আপাতত মন্দ দর্শন করলেও ভবিষ্যতকালে উত্তম হয়ে দেখা দেয়। অতএব বান্দা যদি তাড়াহুড়া করে নিজেই ভাল মন্দ নিশ্চিত বুঝে নিয়ে কাজ করে, তবে তা মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে।

জনৈক এক বুজুর্গ আবেদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ তিনি শয়তানকে নিজ চোখে দর্শন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে তাঁকে বলা হলো, ক্ষমা প্রার্থনা কর। তথাপি সে শয়তানকে দর্শন করার জন্যে জিদ করলো তখন তার সম্মুখে শয়তানকে হাযির করা হল। আবেদ ব্যক্তি তাকে মার ধর করার লক্ষে উদ্ধত হলে শয়তান বললো, যদি আপনি শতক বছর হায়াত পান, তবে আমি আপনার সমস্ত নেকী ধ্বংস করে ফেলব। আবেদ ব্যক্তি তার কথা-বার্তা শ্রবন করে দোটানায় পড়ে গেল। সে ভেবে চিন্তে দেখল, এখনো তো জিন্দেগীর অনেক বাকী রয়েছে। জীবনের শেষ-প্রান্তে পৌছে তওবা করলেই তো হল। এখন হতেই এত কষ্ট ক্লেশ করতেছি কেন? ফলে পরিনাম হল এই, আবেদ লোকটি পাপাচারে ও অনাচারে মশগুল হয়ে পড়ল। আল্লাহ পাকের ইবাদত বর্জন করে ধ্বংসের গভীরে নিমজ্জিত হল।

এ ঘটনাটি দ্বারা মানুষের ইচ্ছাকে উত্তমরূপে বহাল করার চেষ্টা ও দীর্ঘ আশা আকাংখা পোষন করার বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। এদুটো কারনের

জন্যে বৃহৎ বৃহৎ বিপদাপদ দেখা দিয়ে থাকে। এক বুজুর্গ ব্যক্তি অতি মুল্যবান কথা বলেছেন, আশা আকাংখা ও কামনা বাসনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেহেতু বহু আশা আকাংখা মরণের কারণ হয়ে পড়ে।

যখন বান্দা স্বীয় কাজ কারবার আল্লাহ পাকের কুদরতি হস্তে ন্যাস্ত করে দেবে এবং তাঁর দরবারে স্বীয় কল্যান প্রার্থনা করবে, তখন ভাল ও কল্যানকর বস্তু ব্যতীত বান্দা অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে না। আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বান্দাদের উক্তি উদ্ধৃত করে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ - فَوَقَاهُ
اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَامَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَذَابِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া উফাওবিদু আমরী ইলাল্লাহি ইন্নাল্লাহা বাছীরুম বিল ইবা'দ। ফাওয়াক্বা হুল্লাহু সায়্যিয়াতি মা-মাকারু ওয়া হাক্বা বিআ-লি ফির আওনা সূ-য়াল আযাবি।

অর্থ ঃ আমি আমার কাজগুলো আল্লাহর হস্তে সোপর্দ করলাম। আল্লাহই সমস্ত বান্দার তত্ত্বাবধানকরী। আল্লাহই মুমিনদেরকে বেঈমানের ক্ষতি হতে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনের জাতিকে, ফেরাউন সহ চরমাকারে শাস্তি প্রদান করেছেন।

আল্লাহর এ বাণীর অর্থ মর্ম নিয়ে মস্তক খাটায়ে চিন্তা কর। আর দেখ, আল্লাহ তায়ালা কি প্রকারে তার প্রতি সোপর্দকারীর দায়িত্ব বহন করেছেন এবং সর্বরকম অকল্যান হতে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন।

---

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমর্পনের তাৎপর্য ও রীতি-নীতি

দুটো বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমর্পনের ব্যাপারটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে। আলোচ্য বিষয়ের একটি হচ্ছে ঃ সমর্পনের স্থান অর্থাৎ কখন এবং কি অবস্থায় আল্লাহর প্রতি স্বীয় ব্যাপারটিকে সোপর্দ করতে হয়। আলোচ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমর্পনের তাৎপর্য ও তার কার্যাবলী।

সাধারণত সমর্পনের ইচ্ছা তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরণের ইচ্ছা অতি মন্দ বলে স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। যেমন, জাহান্নাম ও আজাব প্রাপ্তির ইচ্ছা অথবা কুফরী, বিদআত ও গুণাহের কার্য করার ইচ্ছা। এ ধরণের ইচ্ছা পোষণ করার মোটেই অনুমতি নেই।

দ্বিতীয় ধরনের ইচ্ছা হচ্ছে ঃ সে গুলোর মধ্যে যা কিছু উত্তম তা বুঝতে কোন রকম অসুবিধা হয় না। যেমন, বেহেস্ত, ঈমান ও নেক কার্যাদি তথা সুন্নাতে রাসূল (সঃ) ইত্যাদির প্রতি ইচ্ছা পোষন করা। এ ধরনের ইচ্ছা পোষন করা একান্তভাবে জরুরী। এতে তো সম্পর্কের প্রশ্নই আসেনা। যেহেতু এর মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দের বা সংসয়ের অবকাশ নেই। যে গুলো নিঃসন্দেহ রুপেই ভাল।

তৃতীয় ধরণের ইচ্ছা হচ্ছে ঃ এগুলোর ভাল মন্দ দিকগুলো নিশ্চিতরূপে বোধগম্য হয় না। যেমন অতিরিক্ত জায়েয কার্যসমূহের ইচ্ছা পোষন করা। এ ধরনের ইচ্ছা সমূহ পোষন করার বেলায়ই সমর্পনের প্রশ্নই উঠে আসে। এ প্রকার কার্যের ইচ্ছা করার পূর্বে কল্যানজনক হওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া প্রয়োজন। যদি তাই করা হয়, তবেই আল্লাহ তাআলার প্রৃতি সমর্পন করার ব্যাপার হবে। কিন্তু সে ধরণের কোন শর্ত ব্যতীত, এ সকল ইচ্ছা ধারণ করা নিকৃষ্টতর লালসা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তাই তো তা না জায়েয।

মোটকথা হচ্ছে ঃ যার মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ, শংসয় রয়েছেই, সেটাকে নিজের ইচ্ছা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ওপরে ছেড়ে দিতে হবে।

সমর্পনের অর্থ সম্পর্কে আমাদের কতক বুজুর্গ বর্ণনা করেছেন ঃ কল্যান অকল্যানের ব্যাপারে সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো করা বা না করার ব্যাপারটি অধিকতর মহান জ্ঞানী ও পছন্দনীয় সত্ত্বা আল্লাহর ওপরে ছেড়ে দেয়ার নামই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হচ্ছে সমর্পন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্ব সৃষ্টির মঙ্গল কিসের মধ্যে তা তিনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন। কারণ সে মহান সত্তাটি হচ্ছেন সয়ং আল্লাহ তাআলা।

জনাব শায়েখ আবু মুহাম্মাদ সঞ্জরী (রহঃ) সমর্পনের সংজ্ঞা বলতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বার প্রতি সোপর্দ করা যিনি শুধু বান্দার কল্যানই কামনা করেন।

জনাব শায়েখ আবু ওমর (রহঃ) বলেছেন ঃ লালসা বর্জনের নামই হচ্ছে সমর্পন। সংশয় পূর্ণ কার্যের ইচ্ছা পোষণ করার নামই হচ্ছে লালসা।

মুলকথা হচ্ছে ঃ তাফবীজ বা সমর্পনের সংজ্ঞা বা পরিচিতি সম্পর্কের বুজুর্গদের মতামত আলোচনা করা হল। আসল কথা হচ্ছে ঃ যে কার্যের কল্যানকর হওয়ার বিষয়ে বান্দা নিশ্চিত নয়, তা করার ইচ্ছা পোষনটা আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে কল্যানের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। তবেই যথার্থরূপে তাফবীজ বা সমর্পন হবে। তাফবীজ বা সমর্পনের বিপরিত হচ্ছে লালসা

লালসা সাধারনত দুধরনের হয়ে থাকে। এর এক ধরন হচ্ছে আশা আকাংখার অনুরুপ। যেমন সুনিশ্চিত কল্যানের লক্ষে আশা করা। এর মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি নেই। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযী আতৃমাউ' আইয়্যাগফিরালী খাত্বীয়াতী ইয়াও মাদ্দীন।

অর্থ ঃ সে পরম পালনকর্তা, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, তিনি ক্বেয়ামতের দিন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

* إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا

উচ্চারণ ঃ ইন্না নাত্বমাউ' আইয়্যাগফিরলানা রব্বুনা-খাত্বা ইয়া-না।

অর্থ ঃ আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

উল্লেখিত লোভ লালসা সম্পর্কে আপত্তির কিছুই নেই। আর এখানে এ ধরনের লোভ লালসা আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নয়। নিন্দিত লোভ লালসা হচ্ছে দ্বিতীয় ধরনের লোভ লালসা। এ বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন ঃ বিশেষ ভাবে লোভ লালসা হতে বেঁচে থাকবে। যেহেতু লোভ লালসা হচ্ছে সাক্ষাৎ দরিদ্রতা। আর লোভ লালসা দ্বীনকে বিনাশ করে ফেলে। মুল কথা হচ্ছে, লোভ লালসা দ্বীনের সর্বনাশ ডেকে আনে এবং তাক্বওয়া (পরহেজগারী) দ্বীনকে জিন্দা রাখে।

আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) বলেছেন, নিন্দিত লোভ লালসা দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ সংশয় পূর্ণ বিষয়ে অন্তরে আকৃষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ লোভ লালসা হচ্ছে ঃ সংশয় পূর্ণ কাজের ব্যাপারে উত্তমরুপে ইচ্ছা পোষন করা। ইহাই হচ্ছে তাফবীজ বা সমর্পনের বিপরীত লোভ লালসা। তবে অন্যসব ধরণ সমূহ অন্ততঃ তাফবীজ বা সমর্পনের বিপরীত বিষয় নয়।

তাফবীজ বা সমর্পনের বৈশিস্ট্য অর্জন এবং তা রক্ষার উপায় হচ্ছে যে, সকল ব্যাপরে বিপদের আশংকা আছে, সে সকল বিপদ ও তার প্রতিফল মনে রাখা, তৎপর নিজ দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং অসতর্কতার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিপদ হতে রক্ষার ব্যাপারে স্বীয় অক্ষমতার বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা। এ কাজটি সর্ব সময় জারী রাখলে সবকিছু আল্লাহ পাকের প্রতি সোপর্দ করার মানসিকতা দেখা দেবে। কোন কিছুকেই নিজের জন্যে অব্যহৃত ভাবে গ্রহন করতে বিরত থাকবে। তখন নিশ্চিত কল্যানকর কাজ ব্যতীত কখনো কোন আশা পোষন করবে না। এ ব্যাপারটিকে উত্তমরূপে হৃদয়াঙ্গম করা দরকার।

তাফ্‌বীজ কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব

স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ দু'ধরণের হয়ে থাকে। প্রথম ধরণটি হচ্ছে ঃ ব্যাপারটি হবে কি হবে না অথবা ব্যাপারটির শেষ পর্যন্ত পৌছা যাবে কি যাবে না, এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দে ভোগা। এ ক্ষেত্রে তাফবীজ (সমর্পন) জরুরী।

দ্বিতীয় ধরণটি হচ্ছে ঃ ব্যাপারটি কোন কল্যানকর কাজ হবে, না তাতে বিপদের আশংকা রয়েছে, তা নিয়েও দ্বিধা-দন্দে ভোগা। এ ক্ষেত্রেও তাফবীজ ওয়াজিব।

দ্বিধা-দ্বন্দের সংজ্ঞা বা পরিচয় দেয়ার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে নানা ধরণের মতামত পাওয়া যায়। কারো কারো মতামত হচ্ছে, এ কাজ হচ্ছে সেটাই যার মধ্যে পাপের সম্ভাবনা থাকে, আর যে কাজের বিপরীত থাকে নাজাতের সম্ভাবনা।

এ মতের ভিত্তিতে ঈমান, দৃঢ়তা ও সুন্নাতের মধ্যে কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ বা বিপদাশংকার অবকাশ নেই। যেহেতু ঈমান ছাড়া নাজাতের কোন পথ নেই। এবং ইহাও সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীয়তের বিধি বিধানের প্রতি দৃঢ়তা কখনো পাপের কারন হতে পারে না। অতএব ঈমান দৃঢ়তা ও সুন্নাতের বেলায় ইচ্ছা পোষন করা একান্তই জরুরী। এ ক্ষেত্রে দ্বিধা দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই।

আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) বলেছেন ঃ কাজে বিপদ বলতে এই বুঝায় যে, সে বিপদ সমূহ ঘটার আশংকা থাকে। এ ক্ষেত্রে সেই কাজের চেয়ে উদ্ভূত কাজে লিপ্ত হওয়াই শ্রেয়। এ প্রকারের ব্যাপার নফল, সুন্নাত, মুস্তাহাব, এমনকি ফরজের বেলায়ও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন কোন এক বান্দা ওয়াক্তের শেষ অবস্থায় নামায আদায়ের ইচ্ছা পোষন করেছে। কিন্তু হঠাৎ অগ্নিকান্ড ঘটে গেলে কিংবা নৌকা ডুবে গিয়ে তা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপার পরিলক্ষিত হলে, যদি চেষ্টা তদবীরে মাধ্যমে বাঁচার সম্ভাবনা থাকলে, তবে এ অবস্থায় নামায আদায় করার চেয়ে বাঁচার প্রচেষ্টা করা অতি উত্তম। অতএব এ অবস্থায়, বৈধ-নফল, সুন্নত এমনকি অনেক ফরজ সম্পর্কেও সরাসরি ইচ্ছা পোষন করা ঠিক নয়।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে যদি প্রশ্ন উঠে যে, ইহা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কোন একটি জিনিষ ফরজ করে দেবেন এবং তা আদায় না করার জন্যে আযাব রয়েছে বলে ভয় প্রদর্শন করবেন যে, সে সকল ফরজসমূহে কল্যান থাকবে না?

এর উত্তরে আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে এমন কোন বিষয়ে হুকুম দেননা বিপত্তিসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন করা হলে, যাতে আর কোন রকমের কল্যান নিহিত থাকবে না এবং এমন কোন ফরজের দ্বারা বিপদগ্রস্তও করেন না যা থেকে নাজাতের কোনই পথ থাকবে না, বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তেমন ব্যাপারেই হুকুম প্রদান করেন, যাতে কল্যাণই নির্দিষ্ট থাকে এবং তেমন ব্যাপারগুলোকেই ফরজ করে দিয়েছেন। যাতে ওজর আপত্তি দেখা দিলে তার একটা হতে নাজাত পেয়ে হয়তবা অন্যটি খুশীতে পালন করে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে। অবশ্য তা একটা ফরজ পরিত্যাগের জন্য নয় বরং অন্য ফরজটা উত্তমভাবে আদায় করার জন্য।

আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) এর জবানে শ্রবন করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার জন্যে নামায, রোজা, হজ্জ প্রভৃতি আকারে যে সকল ব্যাপারকে ফরজ করে দিয়েছেন তার ভেতরে অবশ্যই বান্দার জন্যে কল্যান রয়েছে, অতএব এ সকল ব্যাপারে নিজেই ইচ্ছা পোষণ করা শ্রেয়।

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরশীল বান্দা সর্ব ব্যাপারে নিরাপদ থাকে কি না? যেহেতু পৃথিবী হচ্ছে ফেৎনা ফাসাদের জায়গা। এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ পাকের ওপর নির্ভরশীল বান্দা অনেক সময়ই নিরাপদ থেকে থাকে। অবশ্য কোন কোন সময় এর বিপরীত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে, ফলত এ ধরনের বান্দা বহু সময় লজ্জায় পতিত হয়ে থাকে এবং লোপর্দের মোকাম হতে নিম্নে পতিত হয়ে যায়। কিন্তু বান্দার লজ্জায় পড়ে যাওয়া এবং সোপর্দের মোকাম হতে নিম্নে পতিত হওয়ায় কোন কল্যান নেই।

জনাব শায়েখ আবু ওমর (রহঃ) বলেছেন ঃ যে লোক তার ব্যাপারগুলোকে আল্লাহ পাকের প্রতি সমর্পন করেছে, তার কোন ব্যাপারেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কল্যান ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। আর সোপর্দের বেলায় লজ্জা ও সংকীর্নতা সে ব্যাপারেই দেখা দেয় যে ব্যাপারে সোপর্দ আসল সোপর্দ হয়নি। যেহেতু সোপর্দের বেলায় বিপর্যয়ের সামান্যতম অবকাশও নেই এবং সোপর্দ শুধু সে সব ব্যাপারে হওয়া সম্ভব যে সব ব্যাপারে সঠিক ও বিপর্যয় সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) (রহঃ) এর নিকট সব থেকে এ মতামতটিই অধিক পছন্দ হয়েছে। যেহেতু এ প্রকারের কাজ ব্যতীত সম্পর্কের ধারনাই জন্মে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সমর্পনকারীকে কল্যান প্রদানের সঙ্গে মর্যাদার ভেতরে রাখাও কি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ওয়াজিব?

উত্তর হচ্ছে, বান্দাকে তা দেওয়া আল্লাহ তাআলার প্রতি ওয়াজিব নয়, যেহেতু তাঁর প্রতি বান্দা কোন কিছুই ওয়াজিব করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার জন্যে যা কিছু উত্তম ধারনা করেন, তিনি তাই করবেন। বান্দার জন্যে কোন হালতে কোনটা উত্তম হবে তা তিনিই অবগত রয়েছেন।

তোমরা কি সেই ব্যাপারটি অবগত নও যে, কোন কোন ভ্রমন কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহচর বৃন্দের জন্যে সুর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঘুমের মধ্যে থাকা অনিবার্য করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি তাঁদের তাহাজ্জুদ নামায ও ফজরের নামায কাজ্বা হয়ে গিয়েছিল। আসলে ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম ছিল।

তেমনভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন কোন বান্দাকে দুনিয়াবী ধন-সম্পদের মালিক বানায়ে থাকেন; কিন্তু দারিদ্রতাই উত্তম। বহু বান্দাকে আল্লাহ স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়ে ব্যাস্ততার মাঝে রেখে থাকেন। কিন্তু ইবাদত বন্দেগীর জন্যে তৎসমুদয় থেকে দূরে থাকাটাই উত্তম। আসল কথা হচ্ছে ঃ বান্দার ভাল-মন্দ কিসের দ্বারা সম্পাদন হবে না হবে তা আল্লাহ পাকই উত্তম জানেন।

যেমন অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর জন্যে উত্তম বস্তু বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত মন্দ বস্তু পথ্যের জন্যে আদেশ করে থাকেন। অথচ রোগীকে সুস্থ করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। তেমনভাবে বান্দার মঙ্গল করা যাঁর লক্ষ, তাঁর নির্দ্ধারিত কার্যাদি ভাল কি মন্দ, তা বান্দার বিবেচনার ব্যাপার নয়। আল্লাহ তায়ালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

চাচ্ছেন বান্দার নাজাত। তবে বান্দার মান মর্যাদা কতটা বর্দ্ধিত হল না কম হয়ে গেল সেটা তাঁরই বিচারের বিষয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি সমর্পনকারীর আর কোন কিছু বলার ক্ষমতা থাকে কি না? আমাদের ওলামাগণ যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে সঠিক মতামত হচ্ছে এই যে, তা থাকে বটে এবং তাতে সমর্পনের ব্যাপারে দোষ-ত্রুটি দেখা দেয় না। যেহেতু দুটো কাজের মধ্যে একটি গ্রহণ করার অধিকার বা ক্ষমতা তার থাকে এবং তার লক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার নিকট পেশ করতে পারে। বান্দা আল্লাহ পাকের নিকট একত্রে এ কল্যান ও মর্যাদার দুটো দাবীই পেশ করতে পারে। তবে হ্যাঁ যদি দুটো দাবীই পরস্পর বিরোধী না হয়ে একে অপরের সহায়ক হয়। তাই যদি কোন অপ্রীতিকর কার্যের দ্বারা আল্লাহ পাক তার বান্দার কল্যাণ দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তা বান্দাকে অম্লান চিত্তে গ্রহন করতে হবে বা মেনে নিতে হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বৈধ বস্তু সমূহ বাদ দিয়ে বান্দা শুধু উত্তম বস্তুগুলোই কেন পছন্দ করতে পারবে? তার কারণ হচ্ছে এই ঃ উত্তম বস্তুটি বান্দা মন্দ বস্তুটি হতে অতি সহজে বাছাই করতে সক্ষম হয়ে থাকে। কিন্ত ভাল কিংবা বৈধ বস্তুটিকে বান্দা খারাপ বস্তু হতে সহজভাবে বাছাই করতে সক্ষম হয় না। তাই এ ব্যাপারে বান্দা সিদ্ধান্ত গ্রহন না করে আল্লাহ তাআলার দরবারে সমর্পন করাই অতি উত্তম। উত্তম বস্তুর দ্বারা কল্যাণ গ্রহন করার অর্থ হচ্ছে এই; বান্দা আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা পেশ করবে, যেন আল্লাহ সেরূপ বস্তুর মধ্যে বান্দাকে কল্যান প্রদান করেন। এতে কিন্ত আসলে বান্দা, সে বস্তু সয়ং গ্রহনে সিদ্ধান্ত নেয় না।

মূল কথা । এ হচ্ছে সুক্ষ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করার কতক ইংগিত মাত্র। দরকার দেখা না দিলে এ স্থলে এ আলোচনা করতামনা। যেহেতু এ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অতল সাগরের ব্যাপার। এতে চলছে উত্তাল তরঙ্গমালার লীলা খেলা। তবুও এ কেতাবে আমি অতি সংক্ষেপে আভাস দিলাম শুধু।

আল্লাহর মীমাংসা ও তার শ্রেনীবিভাগ

আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মীমাংসার (তকদীরের) ব্যবস্থার দাবীই হচ্ছে তাতে রাজী খুশী থাকা। সুতরাং আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থায় রাজী খুশী থাকা ওয়াজিব ও জরুরী। দুটো কারনে তার দরকারও রয়েছে। পথমত তকদীরের প্রতি রাজী খুশী থাকলে, বান্দা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর লক্ষে নিশ্চিন্ত মনে আলাদা হতে পারে। নতুবা দুনিয়াবী ব্যাপারে অন্তরকে লিপ্ত রেখে সদা সর্বদা অযথা দুঃশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যে অন্তরকে রাখতে হয়। তখন অন্তরে আল্লাহ পাকের স্মরণ বা আখেরাতের চিন্তা ভাবনা স্থান পায় না, যার কারনে আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহনের সময়ও পায় না।

হযরত শাক্বীক্ব বলখী (রহঃ) কত সুন্দর কথা বর্ণনা করেছেন ঃ বান্দার অতীতের কর্মকান্ডের জন্যে আক্ষেপ করা এবং ভবিষ্যতের কর্মকান্ডের চিন্তা ভাবনা মহামূল্যবান বর্তমানকে ধ্বংস করে দেয়।

দ্বিতীয়ত ঃ এর ফলে আজাব ও শাস্তির সম্ভাবনাময় দিক নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করার সুযোগ লাভ হয়।

বর্ণিত আছে ঃ কোন একজন আল্লাহর নবী (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে স্বীয় দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছিলেন। উত্তরে তখন আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে নবীকে অবগত করলেন ঃ তুমি আমার নিকট তোমার দুঃখ কষ্টে অসুবিধা হচ্ছে বিধায় অভিযোগ পেশ করছ? আমি তো যে কোন প্রকারের অভিযোগ হতে মুক্ত ও পবিত্র। তোমার ব্যাপারে গায়েবী আলমে এ অবস্থানই প্রকাশ পেয়েছিল। ইহা তোমার জন্যে আমার দেওয়া ব্যবস্থা। অতএব তুমি এতে নাখোশ বা বেজার হয়ো না। তোমার ইচ্ছা এই নাকি যে, তোমার জন্যে আমি দুনিয়াতে আমার অনুসৃত রীতি নীতিগুলো উলট পালট করে ফেলবে? আমার মহান ইচ্ছা পরিত্যাগ করে কি তোমার ইচ্ছাকে আমি অনুসরণ করব?

আমি আমার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কসম করে বলতেছি, এ প্রকার চিন্তা ভাবনা যদি তোমার অন্তরে আবার উদয় হয়, তবে নবুয়তের দফতর হতে তোমার নামটি কর্তন করা হবে। উপরন্তু এ অন্যায়ের জন্যে তোমাকে শাস্তি প্রদান করব। ইহা করতে আমাকে একটুও বেগ পেতে হবে না।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকদের জন্যে এ মহাপরীক্ষার ব্যাপারে যতেস্ট চিন্তা ভাবনার বিষয় রয়েছে। স্বীয় নবীকে যিনি তাঁর রীতি নীতির ব্যবস্থায় অসন্তোষ্টি প্রকাশ করার জন্যে এতখানি মারাত্তক হুমকি ধমকি দিলেন, তিনি অপরের বেলায় কি করবেন; তা সত্যি সত্যি ভেবে চিন্তে করে দেখার বিষয়। তিনি যে বলেছেন ঃ পুণরায় যদি তোমার অন্তরে এ ধরনের চিন্থা ভাবনা স্থান পায়, এ কথা দ্বারা তিনি অন্তরে ধারনা জন্মের কারনেই যদি নবুয়ত বাতিল হতে পারে, তবে যারা দিবা নিশি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ও আহাজারী করে চলেছে, তাদের অবস্থা কি হবে?

একজন নবীর থেকে একবার শুধু অসন্তোস্টি প্রকাশ পাওয়ার কারনে যখন এ রকম ঘটনা ঘটেছে, তখন যারা জীবনভর আল্লাহ তায়ালার প্রতি অসন্তোস্টি প্রকাশকরে দিনকাল কাটাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা কেমন হবে তা অতি সহযেই বোধগম্য।

অতএব আমরা আমাদের অন্তরের ধোকা ও অন্যায় অনাচারের জন্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা পেশ করছি, তিনি যেন আমাদের মনোভাব ও কাজকর্ম বিশুদ্ধ রাখার ক্ষমতা প্রদান করেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রেজা বিল ক্বাযা বা ভাগ্যে খুশী থাকা

আমাদের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন ঃ ছখত বর্জনের নাম হচ্ছে রেজাবিল ক্বাযা। বান্দার ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু ব্যবস্থা করেছেন, তা হতে অন্য সব বস্তু উত্তম বলে মনে করা কিংবা আলোচনা করার নাম হচ্ছে ছখত। যে সব ব্যাপার গুলোতে ভাল হবে কিনা মন্দ হবে বলে সঠিক নিশ্চিত ধারনা জানা নেই, সে সব ব্যাপার গুলোতে আল্লাহ তাআলার প্রতি সমর্পন করার পর আল্লাহ পাক যা কিছু করেন, তাই উত্তম মনে করে গ্রহন করা দরকার।

যদি এখানে প্রশ্ন করা হয় যে, পাপের কাজ ও নাফরমানী করা মানুষের জন্যে আল্লাহ পাকের নির্দ্ধারন করা ব্যাবস্থা নয় কি? তাতে মানুষ কি ভাবে রাজী খুশী থাকবে এবং সে ব্যাপার নিয়েও রাজী খুশী থাকা মানুষের জন্যে কিভাবে অপরিহার্য হতে পারে?

স্মরণ রেখ, আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত যে কোন ব্যাস্থায়ই রাজী খুশী থাকা অপরিহার্য। তবে পাপের কার্যাদি তো নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দ্ধারিত পাপের কার্যাদিতে রাজী খুশি থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) বলেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত ব্যাবস্থা চার ধরনের হয়ে থাকে। যথা (১) দান, (২) শাসন, (৩) কল্যান ও (৪) অকল্যান। দানের বেলায় তো সন্তুষ্টি হওয়া শুধু অপরিহার্য নয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত দানে যারা ধন্য হয়েছে তার নমুনা লোকের সম্মুখে জাহির করার মধ্যেই তার প্রকাশ।

শাসনের বা কঠোরতার বেলায়ও সন্তোস্টি প্রকাশ করাও অপরিহার্য। বান্দা তার প্রতি আল্লাহ পাকের এ দয়ার ব্যাপার অবশ্যই প্রকাশ করতে ও আলোচনা করতে থাকবে।

তদ্রুপ মন্দ বা অকল্যানকর কার্যের ব্যাবস্থায়ও একথা বলে সন্তোষ্টি প্রকাশ করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালাই উত্তম মনে করে আমার জন্যে এই ব্যাবস্থা করেছেন। অতএব তখন তার প্রতি অসন্তোষ্টি প্রকাশ না ঘটে বরং আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ব্যাবস্থায় সন্তোষ্টি প্রকার ঘটবে। যেমন, যদি কোন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বান্দা কোনও বিপরীত মাজহাবে অবস্থান করতে থাকে,তবে এ জন্যে সন্তোষ্টি প্রকাশ করতে হবে যে, এটাও বান্দার জ্ঞানের আওতা ভুক্ত হল। তখন সে মাজহাবের অনুসরণ করার জন্যে সন্তোষ্টি প্রকাশের প্রশ্নই উঠবে না। এ প্রকারে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিদ্ধারিণ করা সকল ব্যাবস্থায়ই সন্তোষ্টি লাভ করা সম্ভবপর হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালার ব্যাবস্থায় যারা রাজী খুশী, তখন তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তুর আধিক্য আশা করতে পারে কি? তবে হ্যাঁ যদি সেটাকে উত্তম মনে করে নির্দিষ্ট রূপে না বলে, এভাবে বলেযে, যদি উত্তম হয় তবে যেন আল্লাহ তায়ালা বেশী বেশী দেন, এ প্রকারে প্রার্থনা করার মধ্যে ত্রুটি নেই। তাতে সন্তোষ্টিই প্রমানিত হবে। যদি কেহ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তুতে রাজী খুশী হয়ে তার আধিক্য কামনা বা প্রার্থনা করে তা উত্তম॥

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) যখন কেউ দুধ নিয়ে হাযির হত, তখন তিনি ফরমাতেন, হে আল্লাহ! তুমি এর মধ্যে বরকত দানকর এবং বস্তু বর্দ্ধিত করে দাও। কোন কোন সময় কোথায়ও প্রকাশিত হয় না যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বস্তুতে তানার অসন্তুষ্টি মওজুদ ছিল।

যদি প্রশ্ন উঠে যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কেন তাঁর জন্যে যা উত্তম তা দান করার শর্ত করলেন না? এর উত্তর হচ্ছে এই ঃ সে নিয়ত অন্তকরনের ব্যাপার; জবানে যদি তার হুবহু প্রকাশিত না হয়ে থাকে, তবে তাতে দোষের কিছুই নেই।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদ

ধৈর্য্য অবলম্বন করাটাই হচ্ছেঃ দুঃখ ও বিপদাপদের দাওয়াই। অতএব এর প্রত্যেকটি অবস্থায় ধৈর্য্য ধারন করা অপরিহার্য। দুটো কারনে তা করার দরকার হয়। প্রথমত ঃ ইবাদত বন্দেগীর লক্ষে সর্বোত রূপে তৈরী হলে এর প্রয়োজন হয়। যা কিছু আল্লাহর দরবারে চাওয়া পাওয়া রয়েছে, তা সর্ব কিছু ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। আসলে সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর জন্যে ধৈর্য্য অবলম্বন করা দরকার। অধৈর্য্য বান্দা ইবাদত বন্দেগীর কোন স্তরেই পৌঁছতে পারে না। ইবাদত বন্দেগী আকাংখী লোকদের সম্মুখে কয়েক প্রকারের বাঁধা বিপত্তি ও দুঃখ কষ্ট উদিত হয়।

প্রথম বাঁধা ঃ এমনি কোন ইবাদত বন্দেগী নেই যে, যার ভেতরে কোন প্রকার কষ্ট থাকেনা। এ জন্যেই ইবাদত বন্দেগীর জন্যে এত তাকিদ রয়েছে এবং তার বদলায় নেকী দানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। ইবাদত বন্দেগীর লক্ষে কামনা বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় এবং কু-প্রবৃত্তির কু-মন্ত্রনা নিস্তেজ করতে হয়। এ কার্য দুটি বান্দার পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় বাঁধাঃ বান্দার কষ্টার্জিত নেকী বাঁচিয়ে রাখাও তার জন্যে জরুরী। এ কারণে সদা সর্বদা তাক্বওয়া পরহেজগারী এখতিয়ার করে বান্দাকে অগ্রসর হতে হয়। এবং তাও বান্দার পক্ষে পঠিন কার্য বৈকি।

তৃতীয় বাঁধা ঃ পৃথিবী বিভিন্ন ফেৎনা ফাসাদে পরিপূর্ণ। এখানে বসবাসকারীদের বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়। যেমন, আত্মীয় স্বজন হারান, রোগ ব্যধি হওয়া, মান সম্মান হানি, চলা-চলের ব্যাপারে অসুবিধা হিংসা গীবত বা লালচের শিকার হওয়া প্রভৃতি। এ সকল অবস্থায়ও ধৈর্য্য অবলম্বন করা জরুরী, নচেৎ অস্থির মন নিয়ে ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

চতুর্থ বাঁধা ঃ আখেরাতের নাজাত লাভকারীর জন্যে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। নানা প্রকার পরীক্ষায় বান্দাকে উত্তীর্ণ হতে হয়। যে বান্দা যত বেশী প্রিয় পাত্র হতে ইচ্ছা করে, তাকে ততো অধিক বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তার সম্মুখে পর্বত প্রমান বাঁধা বিপত্তি হাযির হয়ে মস্তক উচুঁ করে দন্ডায়মান হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ফরমান শ্রবন করনি? তিনি ফরমায়েছেন ঃ বান্দার মাঝে পরীক্ষা নীরিক্ষার কঠোরতর স্তর পৌঁছে নবীদের জন্য। তৎপরের স্তর পৌঁছে আলেম ওলামদের জন্যে। তৎপর বান্দার স্তর অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। অতএব যখনই কোন বান্দা উত্তম কাজের ইচ্ছা পোষণ করে এবং আখেরাতের নাজাতের পথে পদ যুগল অগ্রসর করে, তখনই তার সম্মুখে কঠিন বিপদাপদের পরীক্ষা নিরীক্ষা আগমন করে পৌঁছে যায়। তখন তার ভেতরে ধৈর্য হাযির না থাকার কারনে সে পথ হারা হয়ে যায় এবং নেকীর পথ হারিয়ে ফেলে। যার কারনে তার লক্ষ, উদ্দেশ্য ব্যার্থতায় পুর্যবসিত হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের ব্যাপারে সজাগ থাকার লক্ষে বান্দাদেরকে আহবান করেছেন এবং এ সব কিছুর দ্বারা যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়, তাও স্পষ্ট রূপে অবগত করে দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا *

উচ্চারণ ঃ লাতুবলাউন্না ফী আমওয়া-লিকুম ওয়া আংফুসিকুম ওয়া লাতাস্‌মাউন্না মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা মিন ক্বলিকুম ওয়া মিনাল্লাযীনা আশরাকূ আযান কাছীরা।

অর্থ ঃ তোমরা অবশ্যই জান ও মালের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবগণ ও মুশরিকদের নিকট হতে নিশ্চয়ই কস্টদায়ক কথা শ্রবন করবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন তাছ্‌বিরূ ওয়া তাত্তাকু ফাইন্না যা-লিকা মিন আযমিল উমূর।

অর্থ ঃ আর তোমরা যদি ধৈর্য অবলম্বন কর এবং তাক্বওয়া ধারণ করে চল, তা হলে নিশ্চয়ই তা বহু হিম্মতের কাজ বলে গণ্য হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটকথা হচ্ছে ঃ আল্লাহ তায়ালা যেন পূর্বেই সাবধান করে দিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালার পথ অতি বিপদজনক। পরীক্ষা নিরীক্ষার কঠিনতম স্তর হাযির হয়ে বান্দাকে বিপর্যস্ত করে ফেলবে। অতএব তাতে ধৈর্যধারণ করীগণই হবে প্রকৃত বান্দা। যেহেতু হৃদয়াঙ্গম করতে হবে যে, মানবীয় দৃঢ়তা ও সংকল্প স্থির তার মাঝে রয়েছে। সুতরাং যে আল্লাহ তায়ালার পথে পা অগ্রসর করতে ইচ্ছা করে, তাকে সর্বাগ্রেই বুঝতে হবে যে, সে কঠিনতর ঝুকি মাথায় তুলে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাকে মৃত্যু পর্যন্ত তৈরী থাকতে হবে পর্যায়ক্রমে অগ্রসরমান সর্ব প্রকার দুঃখ ক্লেশ ও বিপদাপদ সহ্য করার লক্ষে। নচেৎ তার ইবাদত বন্দেগীর ইচ্ছা শুধু ইচ্ছাই থেকে যাবে। কোন নেক কাজ করা সম্ভব হবে না।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেছেন ঃ যে লোক পরকালের পথ অগ্রসর করতে ইচ্ছা করে, সে যেন নিজের ভেতর চার প্রকারের মরণের অনুভুতি নিয়ে অগ্রসর হয়। তা হচ্ছে ঃ (১) সাদা মরণ, (২) লাল মরণ, (৩) কালো মরণ ও (৪) সবুজ মরণ। সাদা মরণ হচ্ছে ঃ ক্ষুধার জ্বলা জন্ত্রনা, কাল মরণ হচ্ছে ঃ পাপের কাজ বর্জনের কষ্ট। লাল মরণ হচ্ছে ঃ শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কষ্ট। সবুজ মরণ হচ্ছে ঃ একটার পর একটা অজস্র দুনিয়াবী দুঃখ ক্লেশ ও দুর্ঘটনার ভীর ভাট্টা। এ চার প্রকার মরণের স্বাদ যে গ্রহন করতে সক্ষম হবে, শুধু তার পক্ষেই আখেরাতের সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া চলতে পারে।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দৈর্যের পরিচয় ও উপকারিতা

ধৈর্যধারণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যান, মঙ্গল, সফলতা ও নাজাত এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মাইয়্যাত্তাক্বিল্লা-হা ইয়াজআ'ল্ লাহূ মাখরাজাওঁ ওয়া ইয়ারযুক্বহু মিন্ হাইছু লা-ইয়াহ্তাসিব।

অর্থ ঃ যে লোক ধৈর্য সহকারে তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ তাকে সকল বিপদাপদে মুক্তির পন্থা বের করে দেন এবং তার জন্যে এমন স্থান হতে জীবিকার ব্যাবস্থা করেদেন যা তার কল্পনারও বাইরে।

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ফাছবির ইন্নাল আক্বিবাতা লিল মুত্তাক্বীন।

অর্থ ঃ ধৈর্যধারণ কর, পরহেজগারের জন্যে উত্তম পরিনাম নির্ধারিত রয়েছে। ধৈর্যই সাপল্য এনে দেয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا

উচ্চারণ ঃ ওয়া আম্মাত কালিমাতু রব্বিকাল হুসনা- আ'লা বানী ইস্রা-ঈলা বিমা ছবারূ।

অর্থ ঃ বনী ইস্রাঈলদের সঙ্গে তোমার প্রভুর নেকীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিল। কারণ তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন ঃ আপনার পিতৃপুরুষগণ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন ঃ তাই তারা সাফল্য লাভ করেছিলেন, অতএব তাদের মত আপনিও ধৈর্য অবলম্বন করুন, তাতে তাদের মতই সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

তোমরাও এ পথেই সফলতা লাভ কর। এক ব্যক্তি তার রচিত কবিতায় উল্লেখ করেছিলেন, আশা আকাংখা ও দাবী পুরণ হতে যত দেরী হোকনা কেন, তাতে হতাশ হতে নেই। ধৈর্যধারণ করে কার্যাদি করে যেতে থাকলে পন্থা খোলা পাবেই। ধৈর্য ধারণকারীদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ধৈর্যের জন্য তারা দরকারের বেশী লাভ করবে এবং অধৈর্য হয়ে বারংবার আকাংখাকারীগণ জেনে রাখ যে, তারা বাঁচার মত কতক লাভ করতে পারে শুধু। ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই মানুষের প্রতি মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া জাআ'লা-না মিন্হুম্ আয়িম্মাতাই ইয়াহ্ছুনা বি আম্রিনা লাম্মা ছবারূ।

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে নেতা বানিয়েছি, যারা আমাদের হুকুম অনুযায়ী মানুষকে পরিচালনা করে।

ধৈর্য ধারণের জন্যই মানুষ প্রশংসিত ও সম্মানিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না- ওয়াজাদ্না-হু ছ-বিরান নি'মাল আ'বদু ইন্নাহূ আওয়্যাব।

অর্থ ঃ আমি তাকে ধৈর্য ধারনকারীরূপে পেয়েছি। কত উত্তম বান্দা সে। এ ধৈর্যের কারনেই রয়েছে বান্দার জন্যে সুসংবাদ আল্লাহর অশেষ নেয়ামত ও রহমত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া বাশশিরিছ ছা-বিরীনাল্লাযীনা ইযা আছা-বাতহুম মুছীবাতুন ক্বা-লূ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন। উলা-ইকা আ'লাইহিম ছলাওয়াতুম মির্‌রব্বিহিম ওয়া রহমাতুন।

অর্থ ঃ ধৈর্য ধারণকারীকে সুসংবাদ দাও। তাদের প্রতি যখন বিপদ পৌঁছেছে, তারা বলেছে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে রয়েছি এবং আল্লাহর নিকটই ফিরে যাব। তাদের প্রতি পালনকর্তার পক্ষ হতে অসংখ্য রহমত ও নেয়ামত বর্ষিত হবে।

ধৈর্য অবলম্বন কারীকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুছ ছাবিরীন।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ ধৈর্য ধারণ কারীকে ভাল বাসেন।

জান্নাতের মধ্যে ধৈর্যধাণকারীদের জন্যে বিরাট বিরাট অট্টালিকা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا *

উচ্চারণ ঃ উলা-য়িকা ইয়ুজযাওনাল গুরফাতা বিমা ছবারূ।

অর্থ ঃ যাদেরকে বেহেশতে বিরাট বিরাট বালাখানা দেওয়া হবে, এরা তারাই। ধৈর্যের বিনিময়ে তা তাদেরকে দেওয়া হবে।

ধৈর্য অবলম্বন কারীর জন্য সুউচ্চ মর্যাদা রয়েছে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ *

উচ্চারণ ঃ সালা-মুন আ'লাইকুম বিমা- ছবারতুম্।

অর্থ ঃ ফেরেশতাগণ ধৈর্যধারণকারীদেরকে সালাম জানায়ে বলবে, ধৈর্যের বদলায় এ সালাম তোমাদের জন্যে।

মোট কথা হচ্ছে ঃ ধৈর্যের মাহত্মের কোন সীমী নেই। তা মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা ভাবনার অনেক উর্দ্ধে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা- ইয়ুওয়াফফাছ ছা-বিরূনা আজরূহুম বিগাইরি হিসাব।

অর্থ ঃ ধৈর্যশীলদেরকে অসংখ্য নেকী দেওয়া হবে।

সুবহানাল্লাহ! যিনি মাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ের ধৈর্য ধারণের জন্যে ইহকাল ও পরকালের এত নেকী ও মর্যাদা দান করবেন, তিনি কত বিরাট মহান সত্ত্বাধিকারী। এখন সকলের নিকট এ কথাটি পরিস্কার হয়ে গেল যে, ইহকাল ও পরকালের সকল কল্যান ও মঙ্গল ধৈর্য ধারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন ঃ ধৈর্যের চাইতে উত্তম কোন বস্তু মানুষকে আর কিছু দেওয়া হয়নি।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, মাত্র এক ঘন্টা ধৈর্যের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের কল্যান নিহিত রয়েছে।

এক লোক অতি চমৎকার রূপে বলেছেন যে, ধৈর্য মানুষের আশা আকাংখার কুঞ্জী। সকল কল্যাণের দ্বার উম্মুক্ত হয় এধৈর্যের মাধ্যমে। সময় যতই বর্দ্ধিত হয় হোক; ধৈর্য ধারণ কর। বহু সময় অতিবাহিত হলেও শেষ পর্যন্ত কামিয়াবী হাছেল হবে। ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে বেশীর ভাগ আশা আকাংখা সফল হয়ে থাকে। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, এ সকল কথা প্রচার করা হয় না।

আর এক বুজুর্গ লোক অতি উত্তম ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি ধৈর্য অবলম্বন করে থাকি। ইহা আমার একটা অতি উত্তম অভ্যাস। আমি মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে চলব। মৃত্যু ঘটলেই আমার শান্তি লাভ হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব এ অত্যোত্তম অভ্যাসটিকে বিরাট সম্পদ ধারণা করা দরকার। নিজের যাবতীয় চেষ্টা তদবীর ধৈর্য্যের জন্যে ব্যয় করবে। তবেই সাফল্য লাভকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়ে যাবে।

এখন ছবর বা ধৈর্য্যের শব্দগত অর্থ জানা ও তার হুকুম জ্ঞাত হওয়া দরকার। ছবর বা ধৈর্যের শব্দগত অর্থ হচ্ছে ঃ নিজেকে আবদ্ধ রাখা, থামিয়ে রাখা বা বিরত রাখা প্রভৃতি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ—

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াছবির নফসাকা মাআ'ল্লাযীনা ইয়াদআওনা রব্বাহুম।

অর্থ ঃ স্বীয় প্রভূকে যারা ডাকে, তাদের সঙ্গে তোমার আত্মাকে আবদ্ধ রাখ।

মহান আল্লাহ পাককে ধৈর্যেশীল এ কারণে বলা হয় যে, তিনি পাপীদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেয়া হতে নিজেকে বিরত রাখেন। ছবর বা ধৈর্যের ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে ঃ অন্তকরণের কষ্টকর প্রয়াস সমূহের একটির নাম, আলেমগণের মতে অন্তরের চঞ্চলতা ও অস্থিরতাকে সংহত ও সংযত রাখার নাম হচ্ছে ছবর বা ধৈর্য। দুঃখ কষ্ট হতে নাজাতের ইচ্ছা ত্যাগ করার নাম ছবর বা ধৈর্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধৈর্য অর্জনের উপায়

ছবর বা ধৈর্য অর্জনের পন্থা হচ্ছে, বিপদাপদ কার প্রতি কখন পতিত হচ্ছে তার আলোচনা করা। অধৈর্যের কারণে বিপদাপদ কখনো কম বেশী হবে না কিংবা পুর্বে পরেও আগমন করবে না। এ ধারণাটি পাকা-পাকি করে নেয়া। হৈ হুল্লা ও তাড়াহুড়ার কারণে বিপদাপদ আদৌ দূর হবে না, বরঞ্চ এর কারণে ক্ষতি-লোকসান ঘটতে পারে। তার চেয়ে বরং আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য যে নেয়ামত রেখেছেন, সে বিষয় স্মরণ রেখে চুপচাপ থাকাটাই উত্তম।

এ হেন বিরাট জটিল স্তরটি বান্দাকে অতিক্রম করতে হবে। এর ভেতরের আনুসংগিক ব্যাধিসমূহ বান্দাকে দূর করতে হবে। নচেৎ শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগীর আলাপ-আলোচনা চলতে থাকবে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা চলবে, তবে ইবাদত বন্দেগী করা হবে না। ধৈর্য অর্জন করা হলেই ইবাদত বন্দেগীতে সফলতা অর্জিত হবে। দেরীতে হলেও, বাঁধা বিপত্তি ঘটেও শেষ পর্যন্ত বান্দা কাংখিত অভিষ্ট অর্জন করতে সক্ষম হবে।

রুজির ঘাটি

এর পরে রয়েছে সর্বাপেক্ষা কঠিনতর রুজী-রিযিকের বিষয়টি। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা করা একটা সাংঘাতিক সমস্যা বটে। যেহেতু মানুষের পক্ষে এটা একটা সাংঘাতিক সমস্যার বিষয়। প্রকৃত পক্ষে রিযিকের চিন্তা মানব জীবনকে সদা সর্বদা বিব্রত ও ব্যস্ত ত্রস্ত করে রাখে। শুধু ইহাই নয় বরং এ সমস্যাটি মানুষ জীবনে দুঃখ দুর্দশা বর্দ্ধিত করে থাকে, আর শরীর ও স্বাস্থের অবনতি ঘটিয়ে থাকে। এমনকি মানুষকে ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছিয়ে থাকে। এ মারাত্মক সমস্যাটি মানুষকে পাপী ও অসদাচারী হতে বাধ্য করে থাকে। আখেরাতেও তারা নিঃস্ব ভিখারীর বেশে আল্লাহর সম্মুখে হযির হবে। যদি আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান না করেন, তবে তারা হিসাব নিকাশের মারাত্মক কঠিন জালে আটক হয়ে আল্লাহ প্রদত্ব কঠিন আজাব ভোগ করতে থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভেবে দেখার বিষয়! মহান রব্বুল আলামীন রুজী-রিযিকের ব্যাপারে কত অধিক সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি কিভাবে বার বার বান্দার রুজী রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছেন। যুগ যুগান্তর ধরে নবী রাসূলগণ ও ওলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে ওয়াজ নসীহত ও উপদেশ প্রদান করেছেন এবং করতেছেন। এ বিষয়ে তারা সদা-সর্বদা সরল পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ও দিয়ে চলেছেন। এ ব্যাপার নিয়ে অসংখ্য কেতাব রচনা হয়েছে এবং হচ্ছে এবং সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কঠিন আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তবুও মানুষ সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে না। এত কিছুর পরেও মানুষ মহান প্রভু আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অতঃপর তাদের প্রতিটি মুহূর্ত দুশ্চিন্তা ও দূর্ভাবনা থাকে যে, কিজানি কালকে সকালে বা বিকেলে রুজী জুটবে কি?

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা না করার কারণেই এ সকল সমস্যা ও ব্যাধি সমূহ দেখা দিচ্ছে। রাসূলে করীম (সঃ) এর উপদেশপুর্ণ বাণী সমূহ এবং বুজুর্গ আলেমগণের নসীহত সমূহ ইবলিস শয়তানের কু মন্ত্রনায় ও কু-প্ররোচনায় বিসৃত হলেই এ সকল সমস্যা ও ব্যাধি সমূহ দেখা দিয়ে থাকে। মুর্খ অজ্ঞান লোকদের কু-পরামর্শে এ বিভ্রান্তি সমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানুষ উদাসীন লোকদের খারাপ অভ্যাস দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, ইবলিশ শয়তান অনায়াসে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে থাকে। এ সকল বদ অভ্যাস মানব অন্তরে বদ্ধমুল হয়ে মনের দুর্বলতা ও দ্বিধা দ্বন্দের জন্ম দিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে সকল পাক পবিত্র আশা আকাংখা বান্দার সাধনা সমূহ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে, তারা তাদের আখেরাতের সাফল্যের পথ সুস্পষ্ট রূপে দেখতে সমর্থ হয়। সুতরাং তাদেরকে পার্থিব উপায় উপকরন সমূহ ধোকার মধ্যে ফেলতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ তাআলার দ্বীনের পথে তারা সুদৃঢ় হয়ে গেছে। তারা দুনিয়াদার মানুষের সঙ্গে তেমন চলাফিরা বা মাখামাখি করা পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলার বাণী সমূহের প্রতি তাদের আস্থা অটল, অটুট। সুতরাং তারা বদলোকের বা শয়তানের বা মানবিক দ্বিধা দ্বন্দের দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ যখনই ইবলিশ শয়তান মানুষ অথবা কু-প্রবৃত্তির দ্বারা নেক বান্দাদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছা করে, সঙ্গে সঙ্গে তারা কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লিপ্ত হয়ে যায়। ফলতঃ বদ মানুষ তাদের নিকট থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়ে এবং শয়তান ভেগে পালিয়ে যায় আর প্রবৃত্তি তাদের অনুগত হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেছেন, যখন তিনি গহীন জঙ্গলে ভ্রমন করবার ইচ্ছা পোষন করলেন, তখন ইবলিস শয়তান আগমন করে তাকে ভয় ভিতি প্রদর্শন করল। সে বলল, সাংঘাতিক ভয়াবহ বন জংগল। নিঃসম্বলরূপে তথায় কোন ভাবেই বেড়াতে যাওয়া যায় না। তখন হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম ইবলিস শয়তানের কুপরামর্শ অগ্রাহ্য করে গহীন জঙ্গলে ভ্রমন করার লক্ষে সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষন করলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন, পথের প্রত্যেক মাইল অতিক্রম করার পরে এক সহস্র রাকয়াত নফল নামায আদায় করবেন। এ প্রকারে তিনি নিজ ইচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে বার বছর যাবত গহীন জঙ্গলে দিন গুজরান কররেন। যে বছর বাদশাহ হারুন অর রশীদ হজ্জ পর্ব আদায় করে দেশে ফিরার পথে হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামকে এক স্থানে নামাজ আদায় রত অবস্থায় দর্শন করলেন। মহামান্য খলীফাকে অবগত করানো হল যে, এ ব্যক্তিই হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম। তখন বাদশাহ হারুন অর রশীদ জিজ্ঞেস করলেন? হে আবু ইসহাক! আপনি কেমন আছেন? তদুত্তরে তিনি কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করলেন। তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ আমরা দ্বীনের আবরন দ্বারা দুনিয়াবী উন্নতি সাধন করে থাকি। যার ফলে দ্বীনও থাকে না আর দুনিয়াবী উন্নতিও অটুট থাকে না। যে লোক সর্বকিছুর উপরে আল্লাহ তাআলাকে স্থান দিয়েছে এবং দুনিয়াবী জিন্দেগীর আশা আকাংখার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার জন্যে রয়েছে সুখবর।

কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, তিনি জনপদহীন এক নির্জন স্থানে অবস্থান করতেন। কিন্তু শয়তান আগমন করে তাঁকে বলত, আপনি একাকী এখানে অতি নিঃসংগ জীবন কাটাচ্ছেন। ইহা এক ভয়ানক গহীন জংগল। জনপদ কিংবা লোকের নাম নিশানাও এখানে নেই। তখন তিনি তাঁর ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করে নিলেন যে, এ স্থানেই অবস্থান করতে হবে। তা ব্যতীত কোনও মানুষের সাহায্য সহযোগীতা গ্রহন না করে, এমন কি কোন কিছু বস্তু ভক্ষণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না করে এ গহীন জংগল পারি দিতে হবে। এ চিন্তা করে তিনি মুখের ভেতরে একটু মধু ও ঘৃত দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলেন।

তিনি বলেছেন, আমি এভাবে পথ চলতে ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটি কাফেলা আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আসতেছে। ধারণা করলাম, তারা পথ ভুলে পথ তালাশ করছে। তারা যাতে আমাকে দর্শন করতে না পারে, সে লক্ষে আমি মাটির ওপর শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আল্লাহ পাকের কি ইচ্ছা, কাফেলার লোকজন আমার দিকেই আগমন করতেছে। তারা একেবারে আমার কাছে এসে পড়লে, আমি আমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করলাম, তারা আমাকে দর্শন করে একে অপরের সঙ্গে বলতে থাকলো, হয়তবা লোকটি আমাদের ন্যায় পথ ভুলে এ স্থানে এসে গেছে এবং ক্ষুদা পিপাসায় জর্জরিত হয়ে চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন একটু ঘি ও মধু তার মুখে দিয়ে দেখা যাক, হয়ত তাঁর হুশ ফিরে আসবে। সত্য সত্য তারা ঘি ও মধু যোগার করে আনলো, কিন্তু আমি আমার মুখ ও দাঁতের পাটি অতি শক্তরূপে বন্ধ করলাম, যাতে মুখের ভেতরে কিছু প্রবেশ করাতে না পারে। এ অবস্থা লক্ষ করে, তারা আমার দাঁতের পাটি ছুটাবার জন্যে চাকু নিয়ে এল, তাদের কার্যাদি দেখে আমার হাসি এসে পড়লো। তখন আমি আমার দাঁতের খিল খুলে ফেললাম। এ অবস্থা দর্শন করে কাফেলার লোকজন বলতে থাকল, লোকটি উন্মাদ। তখন আমি বললাম না আমি উন্মাদ নই। তোমরা ভুল বুঝ না। তৎপর আমি তাদের নিকট আমার ঘটনা প্রকাশ করলাম। তারা তা শ্রবন করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

আমাদের এক বুজুর্গ শায়েখ বলেছেন ঃ তিনি ছাত্র জীবনে ভ্রমনে বের হয়ে শহর হতে বেশ কিছুটা দূরে একখানা মসজিদে স্থান নিলেন। স্বীয় শায়েখের ন্যায়ই একাকী তথায় অবস্থান করতে থাকলেন। তিনি বলেছেন, শয়তান আগমন করে আমাকে কু-প্রেরনা দিতে আরম্ভ করল। দেখ, লোকালয় হতে এ মসজিদখানা বহু দূরে রয়েছে। বরং এর চেয়ে নিজস্ব জনপদের মসজিদে উঠে অবস্থান করলে লোকজনের মাঝে থাকা হবে এবং আপন আত্মীয়-সজনদেরকে খোজ খবর নেওয়া যাবে। তখন আমি এ মসজিদ ছেড়ে অন্য কোন মসজিদে যেতে রাজী হলাম না। আমি তাকে বল্লাম, আল্লাহর শপথ! হালূয়া ব্যতীত আমি অন্য কিছুই ভক্ষণ করব না এবং তাও আমার মুখে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত খাব না। অতঃপর আমি এশার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামায আদায় করলাম এবং মসজিদের দরজার খিল আটকিয়ে দিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে কোন এক লোক এসে দরজার কড়া নাড়তে থাকল। এবং সঙ্গে বাতিও ছিল। দরজার কড়া বারবার নাড়াবার পরে আমি শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দিলাম। আমি দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক এক যুবক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং হালুয়া ভর্তি একটি পাতিল রাখল। অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল! এ যুবক ছেলেটি আমারই সন্তান। তার উদ্দেশ্যেই এ হালুয়া পাকায়েছি কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে বেজরা বেজরী ও মন কসাকসি হয়ে গেল। সে শপথ করে বলল, কোন মুসাফির অথবা মসজিদে অবস্থানরত কোন মুসাফির আমার সঙ্গে ভক্ষন না করলে আমিও ভক্ষন করব না। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষন করুন। একথা বলে বৃদ্ধ লোকটি তার পুত্রের মুখে এক লোকমা হালুয়া তুলে দিল। অতঃপর তারা উভয়ই প্রস্থান করল। আমি কিছু সময় আশ্চার্য বোধ করে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ এই ঘটনা এবং এ প্রকার অন্যসব ঘটনা হতে আমরা ইবলিস শয়তানের সঙ্গে ইবাদতকারীদের সংগ্রামের ফলাফল ও নমুনা প্রত্যক্ষ করতে পারি। এ প্রকার কেচ্ছা কাহিনীর মধ্যে তিন প্রকারের শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

প্রথমঃ রিযিক বা জীবিকা যে বান্দার জন্যে যতটুকু নির্দ্ধারন করা রয়েছে তা কোন প্রকারেই বাদ পড়া কিংবা কমবেশী হয় না।

দ্বিতীয়ঃ রিযিক ও তার ওপর নির্ভরতার বিষয়টি অতি গুরুতর। এ ব্যাপারে ইবলিস শয়তান সর্বদা চেষ্টা তদবীর করতে থাকে। এমনকি আবেদ, জাহেদগণকেও ধোকাবাজিতে ফেলতে চেষ্টা তদবীর করতে থাকে। তাদের অত্যাধিক ইবাদত সাধনা ও পরহেজগারী এখতিয়ার করা সত্ত্বেও ইবলিশ শয়তান নিরাশ না হয়ে নানা প্রথার চেষ্টা তদবীর করতেই তাকে। অতএব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত কোন উপায় অন্তর নেই। আমার জিন্দেগীর কসম। যদি কোন বান্দা সত্তর বছর যাবৎ ইবলিস শয়তানের বিপক্ষে সংগ্রামে রত থেকে স্বীয় সাধনা চালিয়ে যেতে থাকে, তাকেও ইবলিশ শয়তান সাধারন লোকের ন্যায়ই ধোকাবাজিতে ফেলার জন্যে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে থাকে। শয়তান যদি এ কাজে সফলতা লাভ করে, তবে আবেদ ব্যক্তি তখন লাঞ্চিত ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধোকাবাজিতে পতিত হয়ে হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধ্বংসযজ্ঞের অতল গহভরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জ্ঞানবানদের পক্ষে এর মধ্যে অজস্র উপদেশ রয়েছে।

তৃতীয় ঃ শুধু মাত্র প্রয়াস ও সাধনার মাধ্যমেই সাফল্য লাভ হয় না। যেহেতু রক্তমাংসের মানুষরূপে এ সকল সাধকেরা তোমার ন্যায়ই। এমন কি সে বিচার বিবেচনায় তোমার থেকেও দুর্বল ও রোগ ব্যধিগ্রস্ত। অথচ তাদের অন্তরে রয়েছে ইসলামী শক্তি, ঈমানের আলোক রশ্মি ও পরহেজগারী। এমন কি তানারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহন করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তোমার ও আমার প্রতি রহমত বর্ষন করুন। চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা করে এ সকল দূর্লভ ঔষধ দ্বারা আত্মার চিকিৎসা করতে থাক, যেন মঙ্গলময় জিন্দেগীর অধিকারী হতে পার।

এ সব বর্ণনা সমূহ দ্বারা মোটামুটি ভাবে যে সব রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, এখন আমি তা তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সে সকল যেন তোমাদের অন্তকরণে বদ্ধমুল হয়ে যায়। তা ব্যতীত এ অধ্যায়ের আলোচিত কঠিন বিষয়সমূহ যেন সরল সোজা ভাবে ধরা দেয়। যদি তোমরা চিন্তা ভাবনা করে এ ব্যাপারগুলো অনুসরণ করে চলতে ইচ্ছা কর, তবে যেন তোমাদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পন্থাটি আলোকময় ও প্রশস্ত হয়ে দেখা দেয়।

সর্বাগ্রে কথা হচ্ছে ঃ বান্দার জীবিকা বা রিযিকের জিম্মাদারী খোদ আল্লাহ তায়ালা গ্রহন করেছেন। অতএব তোমার জীবিকার জিম্মাদারীও তিনি গ্রহন করেছেন। পৃথিবীর কোনও রাজা বাদশাহ তোমাকে দাওয়াত দিয়ে বলে যে, অদ্যকার রাত্রের খানা আমার সঙ্গে আহার করবে, তা হলে তা তুমি কিছুতেই অবিশ্বাস করবে না। যদি তার প্রতিশ্রুতির সত্যাসত্য সম্পর্কে পুর্ব থেকেই তোমার গোচরে থাকে। এমনকি যদি কোন বিধর্মী ইহুদী কিংবা খৃষ্টানকে তুমি সত্যবাদী হিসাবে জান, তবে সে বিধর্মী যদি তার বিক্রয় যোগ্য জিনিষকে উত্তম বলে, তা হলে তুমি তার কথা বিশ্বাস করবে।

অতএব খোদ আল্লাহ তাআলা যখন তোমার জীবিকার জিম্মাদারী গ্রহন করেছেন। এবং তা পূরা করার বিষয়ে বারবার কসম করেছেন, তবু কি তোমার তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা হচ্ছে না? তিনি জিম্মাদারী নেওয়ার পরেও কি তুমি চিন্তাহীন হতে পারছ না? তাঁর বারবার কসম খাওয়ার প্রতিও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কি তুমি ভরষা করতে পারছনা বা গুরুত্ব দিতে পারছ না? এত সব কিছুর পরেও তুমি কামাই রোজগারের চিন্তা ভাবনায় নিজেকে তাড়াহুড়া ও অতিব্যস্ততার মধ্যে রেখেছ।

ভেবে চিন্তে দেখলে হৃদয়াঙ্গম হয় যে, ইহা কত সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং অস্থাহীন এর কি মারাত্বক দুর্গতি ঘটে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর হাতে যে জীবিকা রয়েছে, তা তালাশ করছ অন্যের নিকটে, আর নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছ? একটি সাধারন নগণ্য মানুষ তথা মুসাফিরের হাতে জীবিকার জিম্মাদারী তুলে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত ও মহাখুশী। অথচ সয়ং আল্লাহ তায়ালা যে তোমার জীবিকার জিম্মাদারী নিয়েছেন তাতে তুমি নিশ্চিন্ত ও খুশী হতে পারছ না?

তা হলে তুমি আল্লাহর কেতাব যা কিছু লিখিত রয়েছে, তা মোটেই পাঠ করে দেখনি? নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রামগ্ন হয়ে সময় অতিবাহিত করছ। এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণরূপে সন্দেহ প্রকাশ পায়। এ ধরণের মানুষের থেকে ধর্ম কর্ম ও আত্মিক সাধনা লুপ্ত হওয়ার আশংকা জন্ম হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'লাল্লা-হি ফালইয়া তাওয়াক্কালিল মু'মিনীন।

অর্থ ঃ এবং মুমিনদের উচিৎ আল্লাহর প্রতি ভরষা করা।

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আলাল্লাহি ফাতাওয়াক্কালূ ইনকুনতুম মু'মিনীন।

অর্থ ঃ যদি তোমরা মুমিন হও , তবে আল্লাহর প্রতি ভরষা কর।

যে মুমিন ব্যক্তি ধর্মের কাজের জন্যে পাকাপাকি ইচ্ছা পোষন করেছে, তার পক্ষে এ রহস্যটি বোধগম্য করাই যথেষ্ট।

"ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

দ্বিতীয় রহস্যটি হচ্ছে ঃ কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে রিযিক বন্টিত হয়ে আছে। সেই বন্টনে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন করা হবে না। তুমি যদি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিযিক বন্টনের বিষয়ে পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম অন্তরে পোষন কর, তবে তুমি মনে ধারণা করবে যে, তুমি কুফরীর পর্যায় পৌঁছে গেছ। আর যদি তুমি তাতে আস্থা স্থাপন কর অর্থাৎ বিশ্বাস কর যে, ব্যাপারটি সত্য, তবে তার তালাশ ও ব্যবস্থা নেওয়ার পথে গিয়ে তার জন্যে দুনিয়াবী দুর্ভোগ লাঞ্ছনা গ না ও আখেরাতের অবমাননাকর ঝুকি নিতে যাচ্ছে কেন? সুতরাং রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন, গরু কিংবা মাছের পৃষ্ঠে লেখা রয়েছে এ অমূকের খাদ্য। কিন্তু লোভ ও লালসাগ্রস্ত মানুষের জন্যে দর্ভোগ ও দুঃখ কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন, যে জিনিষের ব্যাপারে লিখিত রয়েছে, তুমি তা ভক্ষণ করবে, তা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ ভক্ষণ করতে পারবে না। অতএব তোমাদের জন্য নির্দ্ধারন করা রিযিকের ওপর নির্ভরশীল হও। এবং সম্মানের সঙ্গে তা উপার্জন কর। অসম্মানজনক ও লাঞ্ছনার পথে তা উপার্জন করতে যেওনা।

এ রহস্যটিকে যে গভীর ভাবে উপলব্দি করতে পারবে সে অল্পে তুষ্টির মত নেয়ামত লাভে সক্ষম হবে।

তৃতীয় রহস্যটি হচ্ছে ঃ এ সম্পর্কে আমি আমার ওস্তাদের নিকট হতে শ্রবন করেছি; তিনি তাঁর শায়েখের নিকট হতে শ্রবন করে আমাদেরকে বলেছেন ঃ আমি জীবিকার ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে এই; জীবন যখন আল্লাহ তায়ালার হাতে রয়েছে, তখন তা রাখা বা মারার উপকরন জীবিকাও তাঁর হাতে রয়েছে। অতএব তা দিয়ে আমাকে বাঁচান কিংবা বন্ধ করে দিয়ে আমাকে মারার ব্যাপার তাঁরই ইচ্ছাধীন। রিযিক যখন আমার শক্তি সামর্থের আওতার বাইরে তখন আল্লাহ পাক যে রূপে ইচ্ছা পোষন করেন তা উপার্জনের পন্থাও নির্দ্ধারিত করে থাকেন।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এর দ্বারা আমি পুরাপুরি নিশ্চিত হয়েছি যে, জ্ঞানীদের ও বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এর মধ্যে যথেষ্ট চিন্তা গবেষনার বিষয় বস্তু রয়েছে।

চতুর্থ রহস্যটি হচ্ছে ঃ এ সম্পর্কে আমি পূর্বেকার অধ্যায় উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে এই ঃ আল্লাহ তায়ালা যে জীবিকার দায়িত্ব গ্রহন করেছেন, তা শুধু বাঁচিয়ে রাখার ও সর্ব প্রকার ইবাদত বন্দেগীতে শক্তি সামর্থ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য মাত্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপায় উপকরণ

এখন কথা হচ্ছে যে, পানাহারের ব্যাপারে উপায় উপকরনের দরকার আছে কি না। যখন বান্দা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়ে যায় এবং তাঁর ওপরে ভরষা করে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকা উপার্জনের উপায় উপকরন রূদ্ধ হয়ে পড়ে, যার ফলে বান্দা নিরাশ হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে যার মুল রহস্য অবগত রয়েছে, তার পক্ষে দুঃশ্চিন্তা ভাবনার উৎপত্তি হয় না। যেহেতু, আল্লাহ পাক যে জীবিকার দায়িত্ব গ্রহন করেছেন, তাতে বান্দার পক্ষে সুস্থ থেকে বাঁচা সম্ভব। তার ওপরেই ভরষা করা হয়। তা ব্যতীত তার মধ্যে বেশী কিছু নেই। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল বান্দা তাঁর নিকট থেকে এতটুকু লাভ করার জন্যে অপেক্ষায় থাকে। যেহেতু মরণ পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগীর যোগ্য রাখাটাই তাঁর দায়িত্ব বটে। ইবাদত বন্দেগীর শক্তি সামর্থ যখন হারিয়ে ফেলবে, তখন বান্দার ওপর হতে শরীয়তের বিধি বিধান বা হুকুম আহকাম লোপ পেয়ে যাবে। ইবাদত বন্দেগীর ভেতর দিয়েই নিঃশেষ হওয়াটাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর বান্দাকে মাটি ও বালি ভক্ষণ করায়েও জিন্দা রাখতে পারেন। এবং তিনি চাইলে শুধুমাত্র তাসবীহ-তাহলীলের মধ্যেও নিমজ্জিত রাখতে পারেন। ফেরেশতাগণকে তো তিনি তাই করে থাকেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ সকল কিছুই বন্ধ করে দিয়েও অন্য উপায়ে বান্দাকে জীবিত রাখতে পারেন।

বান্দার পক্ষে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে ইবাদত বন্দেগীর শক্তি সামর্থ বজায় থাকা। পানাহার করে আত্মাকে ও রসনাকে পরিতৃপ্ত করা তাদের মূল উদ্দেশ্য হবে না। এ অবস্থায় উপায় উপকরণের প্রশ্নই উঠবে না। এ কারণে ইবাদত কারীগণ ও মোজাহেদাকারীগণ দিন রাত্রি সমভাবে ভ্রমন করার শক্তি সামর্থ লাভ করে থাকেন। কেহ তো দশদিন, কেউ একমাস আবার কেউ তো দু মাস যাবৎ না খেয়ে দেয়েও দরকারী শক্তি সামর্থ বজায় রাখতে পারেন। কেহ বা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বালু ভক্ষণ করে বেঁচে থাকেন।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, তিনি মক্কা শরীফ পৌঁছে নিঃসম্বল হয়ে যাওয়ায় পনের দিন যাবৎ বালু ভক্ষণ করে সময় কাটিয়েন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হযরত মুআবিয়া আসওয়াদ (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামকে মাটি ভক্ষন করে বিশদিন যাবৎ থাকতে দেখেছি।

হযরত আমাশ (রহঃ) বলেছেন, আমাকে হযরত ইবরাহীম তায়েমী (রহঃ) বলেছেন যে, তিনি একমাস পর্যন্ত আহার করেন নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এক মাস যাবৎ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ! দু মাস ধরেই বলতে পার। কিন্তু এ লোক আমাকে আঙ্গুরের একটি খোসফা ভক্ষণ করার জন্য কসম দিয়ে থাকলে, সেটা আমি ভক্ষন করতে বাধ্য হলাম কিন্তু তাতে আমার পেটে গন্ডগোল দেখা দিয়েছিল।

আমি বলিতেছি এর মধ্যে অবাক হবার মত কিছুই বর্তমান নেই। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন তিনি তা করতে পারেন। যেমন কোনও এক ব্যাধিগ্রস্ত লোক একাদিক্রমে মাসাধিক কাল কোন কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। অথচ ব্যাধিগ্রস্থ লোকেরা সুস্থ সবল মানুষের চেয়ে বহুগুণ দুর্বল হয়ে থাকে। যে লোক অনাহারে অনশনে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তা তার মৃত্যু নির্দ্ধারন করাছিল বিধায় মৃত্যু হয়েছে, অনাহারের কারণে নয়।

হযরত আবু সাঈদ খারাজ (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমার কাজ কারবারই ছিল এ যে, তিনি তিন দিবস পরে আমাকে খাবার দিতেন। একদা আমি গহিন জঙ্গলে পৌছলাম, একাধারে তিন দিবস অতিক্রান্ত হতে চলল কিন্তু খাবার আসলো না। চতুর্থ দিবসে দুর্বল হয়ে পড়ায় এক জায়গায় বসে পড়লাম। আচানক গায়েব থেকে আওয়াজ আসলো, হে সাঈদ! খাদ্য চাও না শক্তি সামর্থ চাও। উত্তরে আমি বললাম, শক্তি সামর্থ চাই। একথা বলে আমি দন্ডায়মান হলাম। অতঃপর আমি বার দিন যাবৎ না খেয়ে দেয়ে কোন প্রকার দুর্বলতা কিংবা কষ্ট ক্লেশ অনুভব করলাম না।

অতএব কেউ যদি দেখতে পায় যে, তার জন্যে পানাহারের কোনই ব্যবস্থা হচ্ছে না, তখন তাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও একিন রাখতে হবে যে, তাকে আল্লাহ তাআলা দরকারী শক্তি সামর্থ প্রদান করবেন। সুতরাং ঘাবড়ে যাবার কিছুই নেই। এ জন্যে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করবে। যেহেতু, পরিশ্রম ব্যতীত শক্তি সামর্থ লাভ করা আল্লাহ তাআলার এক বিরাট নেয়ামত। মাধ্যম ব্যতীতই তার উদ্দেশ্য সফল হল। সাধারণ রীতি নীতি তার জন্যে উল্টা পাল্টা করে দেওয়া হল। আল্লাহ পাকের অপূর্ব

লীলা খেলা প্রকাশিত হল। তার মান মর্যাদা ফেরেশতাদের সমপর্যায় পৌঁছে গেল। প্রাণী জগৎ হতে সে অনেক উপরে উঠে গেল। এ বিরাট কল্যানকর দিকটি হৃদয়াঙ্গম করা প্রয়োজন।

তোমার শংসয় সন্দেহ হতে পারে যে, এ কেতাবের নীতির বিপরীত এ ব্যাপারে আলোচনা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! ব্যাপারটি এমনি যে, এর যতটুকু আলোচনা করা দরকার, তা অপেক্ষা এতটুকু আলোচনা অল্পই বলতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ব্যাপারে এ একটি বিরাট বস্তু; বরঞ্চ পৃথিবী ও ইবাদত বন্দেগী দুটোই এ বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। অতএব যে শক্তি ও সাহস রাখে, সে যেন এ পথে অগ্রসর হয় এবং দৃঢ় চিত্তে এর ওপর স্থির থাকে। নচেৎ জিন্দেগীর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

যে বস্তু তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে, তা হল পরকাল সন্ধানী আল্লাহ পাকের প্রিয় পাত্র আলেমগণ ও আরিফগণের সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান ভান্ডার। অথচ তারা সকলেই সকল ব্যাপার সমূহকে ন্যাস্ত করেছেন তাওয়াক্কুলের ওপর। তারা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর জন্যে সর্বাগ্রে নিঃসংগ জীবন বেছে নিয়েছেন। তারপর সর্বপ্রকার উসিলার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা এ বিষয়ে অনেক কেতাব লিখেছেন, অনেক ওয়াজ নছীহত করেছেন, তাদেরই সৌভাগ্য ঘটেছে, আল্লাহ পাকের কৃপায় নেতৃস্থানীয়দের মধ্য হতে তাঁদের সঙ্গী সহায়তাকারী লাভ করা। যারা কল্যানের এমন দরজা প্রাপ্ত হয়েছেন, মানবীয় ইমামগণের মধ্যে কেহই সে মাকাম হাসিল করতে পারেন নি। তবে হ্যাঁ সাধক দরবেশগণের এ স্তর লাভের কারণ হচ্ছে, তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে এ অস্বাভাবিক রীতি প্রবর্তন করেছেন। যতদিন তানারা মাদ্রাসার কিংবা মসজিদে মর্যাদাবান অবস্থায় সন্মানিত ছিলেন, যেমন, শায়েখ আবু ইসহাক, আবু হামিদ, আবু তাইয়্যিব, ইবনে মুবারক এবং আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) প্রমুখগণ! তারা আলেমে দ্বীন ও দরবেশ হিসেবে জাতীয় শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

অবশ্য শেষ জমানায় এসে আমাদের অধিকাংশের মনে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে এবং তারা এমনি ব্যাপার সমূহে জড়িত হয়ে পড়েছেন যে, সেগুলোর লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লা অনেক ভারী। এর কারণে অবস্থাটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। বরকত উঠে গেছে। সাধনার স্বাদ ও মাধুর্য কিছুই অবশিষ্ট নেই; এখন কারোরই ইবাদত বন্দেগীর গুণগান করা সম্ভব নয়; কারোর নিকট

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

এমনি কোন তত্ত্ব বা জ্ঞান থাকলোনা বা শিক্ষা করা বা বলার মত কিছুই থাকলো না। বর্তমানে আমাদের মাঝে যে টুকু আলো বিদ্যমান রয়েছে তার গভীরে রয়েছে অতীতকালের পূণ্যবান আত্মাগণের পদাঙ্ক অনুসরন মাত্র। সে সকল পূণ্যবান আত্মাগণ হচ্ছেন ঃ জনাব হারেস আল মুহাসেবী (রহঃ), জনাব মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস (রহঃ), জনাব শাফেরী (রহঃ), জনাব হারমালা (রহঃ) প্রমুখ। তানারা তাঁদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পবিত্র ও নির্মল অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন। স্বীয় প্রভুর মহব্বত ব্যতীত তাঁদের আর কিছুই লক্ষ বা উদ্দেশ্য ছিল না।

এভাবে যারা মর্যাদার আসনে আসীন ছিলেন, তারা ছিলেন ন্যায়বাদী সত্য সাধক ও আধ্যাত্মিক জগতের পুরোধা। তাদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ছিল সর্ব প্রভুর প্রভু আল্লাহ তায়ালা। ধৈর্য কারীদের ধৈর্যের বাধন ছুটেছে কিন্তু সফলতার দিনগুলো তার দুয়ার খুলছে না। আমরা প্রাথমিক যমানার বাদশাহ জাতির অন্তভুক্ত ছিলাম কিন্ত কর্মফল আমদেরকে অনেক পেছনে ঠেলে দিয়েছে। অশ্বারোহী বাহিনী ছিলাম, এখন পদাতিক বাহিনী হয়েছি। হায় আফছুছ! যদি আমারা পথ হারা না হতাম। বিপদকালের বন্ধু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাঁর নিকট জানাচ্ছি এ প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সে সুঘ্রান ও সৌরভ মাখা মর্যাদা ছিনিয়ে না নেন। যেহেতু তিনি অতি ভদ্র দানশীল ও উপকারী, সাহায্যকারী বন্ধু।

"ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"

তাফবীজের আলোচনা ও কারণ

তাফবিজের অর্থ হচ্ছে, সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলার ওপর সমর্পন করা। ইহা করার দুটো কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে ঃ কোন কার্যের দায়িত্বভার তাঁর হাতেই থাকা দরকার। যিনি সে কার্যের ভাল-মন্দ ও বর্তমান-ভবিষ্যত জানেন।

অর্থাৎ তুমি যদি এক গ্রামীন মুর্খ লোকের নিকট কিছু আসল ও নকল টাকা দিয়ে তা বাছাই করে আলাদা করতে বল, তা কি তার দ্বারা সম্ভবপর হবে ? স্বর্ণকার ব্যতীত অন্য লোকের নিকট স্বর্ণের আসল নকল চিনে বাছাই করতে দিলে, তার ফলাফল কি কল্যানজনক হবে? যমীনের প্রতিটি কার্যের ভাল-মন্দের খবরা-খবর শুধুমাত্র আল্লাহ পাকই অবগত আছেন। অন্য কারোর পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। আর কারোর পক্ষে তা অবগত হবার ক্ষমতাই নেই। অতএব কার্যের দায় দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পন করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া রব্বুকা ইয়াখলুকু মা-ইয়াশা-উ ওয়া ইয়াখতারু মা-কানা লাহুমুল খিয়ারাতু।

অর্থ ঃ তোমার প্রভু যা চান, তাই সৃষ্টি করেন। যে বিধান ভাল মনে করেন তাই জারী করেন। তাদের এ ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকারই নেই।

অতপর আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া রব্বুকা ইয়া'লামু মা-তুকিন্নু ছদূরুহুম ওয়া মা-ইয়ুলিনূন।

অর্থ ঃ তোমার প্রভু তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব খবরই রাখেন।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি ইশারা লাভ করলেন যে, তিনি কিছুই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন তা কবুল হবে। তিনি বলেছেন, সর্বজ্ঞতা প্রভু এমন এক অজ্ঞ মূর্খকে কিছু প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার পক্ষে কোন বস্তুরই ভাল মন্দ বিষয়ে কিছু জ্ঞানই নেই। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ পেশ করলেন, আমার পক্ষে কি ভাল হবে, না হবে সে বিষয়ে আমি কি জানি? তুমি আমার জন্যে যা উত্তম মনে কর, তাই প্রদান কর।

এখন তাফবীজের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মনে কর, পৃথিবীর সর্ব প্রধান আলেম সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ন, বিশ্বস্ত, পরহেজগার ও ক্ষমতাধর বুজুর্গ আলেম ব্যক্তি আগমন করে সদয় হয়ে নিবেদন করে যে, হুজুর! এ অধম নালায়েক আপনার প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি যেরূপে উত্তম হয় সে রূপেই করে দেবে এবং সর্ব ব্যাপারে দেখ ভাল করবে। আপনি এ দায়িত্বটুকু আমার হাতে অর্পন করে দিয়ে আপনার বিশেষ কার্যে মনোনিবেশ করুন। তুমি কি এটাকে তোমার সৌভাগ্যের চাবি কাঠি বলে ধারণা করবে না? অতঃপর যখন আলেম ব্যক্তি কার্যাদি আরম্ভ করে তোমার যে সকল বিষয়ে জানা ছিলনা, তাও সুসম্পন্ন করে তোমার অসংখ্য কল্যান সমাধা করবেন, নিশ্চয়ই তখন তুমি তার প্রতি নাখোশ না হয়ে বরং বেশী বেশী নির্ভরশীল হয়ে যাবে। সে অবস্থায় যে দায় দায়িত্ব গ্রহন করে অধিষ্ঠিত আছেন; তাঁর হাতে কেন তোমার নিজস্ব ব্যাপার সমূহ সমর্পন করবে না?

তিনিতো সকল আলেমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম, সকল ক্ষমতাধরের ওপরে ক্ষমতাশালী, সকল ধন সম্পদের একছত্র মালিক ও সর্বাধিক সদয় ও মহানুভব। তিনি তোমার উদ্দেশ্যে সে সব বস্তুই নির্বাচন ও নির্দ্ধারন করবেন যার ভাল বা মন্দ বুঝবার মত ক্ষমতা তোমার মধ্যে নেই।

অতএব তাঁর কুদরতি হাতেই সর্ব কিছু সোপর্দ করে দিয়ে আখেরাতের প্রস্তুতির জন্যে মনোনিবেশ কর। আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্যে যা কিছু পছন্দ করেন, তা বিনা দ্বিধায় উত্তম মনে করে গ্রহন করে নিশ্চিন্ত হও। যেহেতু তার মধ্যে কল্যান ব্যতীত অকল্যান মোটেও নেই।

---

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কেন, রিযা-বিল ক্বাযা?

রিযা বিল ক্বাযা বা অদৃষ্ট, সন্তুষ্টির বিষয়ও দুটো কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই যথেষ্ট। প্রথম কারণ হচ্ছে, এতে অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় রকম উপকারই নিহিত রয়েছে। অস্থায়ী বা উপস্থিত উপকার হচ্ছে ঃ এর মাধ্যমে অন্তকরণ মুক্ত হয় এবং অন্তকরণ হতে অযথা চিন্তা ভাবনা ও অবাঞ্ছিত দুঃখ বেদনা দূর হয়ে থাকে। এ জন্যেই জনৈক সাধক দরবেশ বলেছেন, তকদীর বা অদৃষ্ট যখন অবধারিত তখন এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা ও দুঃখ করা অপ্রয়োজন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যটুকু সংক্ষিপ্ত হতে পারে; কিন্তু এত ব্যাপক অর্থবহ যে, তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। এতে অসংখ্য কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ *

উচ্চারণ ঃ রাদ্বিয়াল্লাহু আ'নহুম ওয়া রাদু আ'নহু।

অর্থ ঃ তাঁরা আল্লাহর ওপরে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের ওপরে সন্তুষ্ট।

তক্বদীর বা অদৃষ্টে যা ঘটে, তা নিয়ে অস্থায়ী সাময়িক দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা করা অনর্থক। যেহেতু এতে কোন উপকার নেই। এর জন্য পরবর্তীতে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তকদীরে বা অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। তোমার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা বা উত্তেজনা তা হতে কোন প্রকারেই রেহাই দিতে সক্ষম হবে না। যেমন জনৈক কবি তার কবিতায় বলেছেন ঃ

হে আত্মা ! অদৃষ্টে যা কিছু নির্দ্ধারিত রয়েছে, তার প্রতি ধৈর্যাবলম্বন কর এবং সন্তুষ্ট থাক। তোমার জন্যে নিরাপত্তা তো শুধু অনির্দ্ধারিত বিষয়ের মধ্যে। এ কথায় তোমার পূর্ণরূপে আস্থা থাকা দরকার যে, অদৃষ্টে যা রয়েছে তা ঘটবেই। যেহেতু তা ঘটতে বাধ্য; তাতে তুমি ধৈর্যাবলম্বন কর বা নাই কর। অতএব কোন জ্ঞানমান ও বিবেকবান লোকই অযথা অন্তরের শান্তি নষ্ট করে আবার আখেরাতের জন্যে শাস্তি খরিদ করে নিতে পারেন না; বরং তিনি অন্তরের শান্তি বজায় রেখে আখেরাতের জান্নাত লাভের আকাংখায়ই অদৃষ্টে সন্তুষ্ট থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ অদৃষ্টে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্যে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ব্যাপারকে অপছন্দ করা হয়ে থাকে; ইহা কাফের ও মুনাফিকদের লক্ষন । আল্লাহ পাক হেফাজত করুন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত এরশাদকে নিশ্চিন্ত মনে অনুধাবন কর। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *

উচ্চারণ ঃ ফালা ওয়া রব্বুকা লা-ইয়ু'মিনূনা হাত্বা ইয়ুহাক্কিমূকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম ছুম্মা লা ইয়াজিদূ ফী আংফুসিহিম হারাজাম মিম্মা ক্বাদ্বাইতা ওয়া ইয়ুসাল্লিমূ তাসলীমা।

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তার ক্বসম! তাঁরা কখনও ঈমান্দার হবে না, যতক্ষন না তারা তাদের ভেতরকার ঝগড়ার মীমাংসা তোমার দ্বারা না করাবে এবং তোমার রায়কে সন্তুস্ট চিত্তে মেনে না নেবে।

আল্লাহ পাক এ আয়াতে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীমাংসার অসন্তোষ্টি, দ্বিধা দ্বন্দ পোষন করাকে ঈমানের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। এমন কি তার কারণে ঈমানলোপ পাবে বলে আল্লাহ পাক কসম করেছেন। এ হেন অবস্থায় যে লোক নিজে আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থায় অসন্তোষ্টি প্রকাশ করে, তার অবস্থা কেমন হবে?

আমি এক জায়গায় বর্ণনা করেছি, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যারা আমার নিৰ্দ্ধারিন করা ব্যবস্থায় নয় আমার মহব্বতের পরীক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন করতে ইচ্ছুক নয় এবং আমার দেওয়া নেয়ামত সমূহে অকৃতজ্ঞ, তারা যেন অন্য কাওকে উপাস্য বানায়ে নেয়।

জ্ঞানী লোকদের জন্যে ইহা এক সাংঘাতিক সতর্কবাণী। জনৈক বুজুর্গ দরবেশের নিকট রবুবিয়াত (প্রভুত্ব) এবং উবুদিয়াত (দাসত্ব) এর তাৎপর্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি অতি উত্তমরূপে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন তা হচ্ছে এই, পালনকর্তার কাজ হচ্ছে, বান্দার প্রতি তাঁর বিধী ব্যবস্থা জারী করা এবং বান্দার কাজ হচ্ছে তা বিনা দ্বিধায় পালন করা। মহান আল্লাহ পাক যখন কোন বিধী বিধান জারী করেন, যদি বান্দা তাতে রাজী খুশী না থাকে, তবে রবুবিয়াতের (প্রভুত্বের) ও উবুদিয়াতের (দাসত্বের) সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ধৈর্য ও তার শ্রেনীভেদ

এ নীতি মনে রেখে স্বীয় অবস্থা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। তবে হয়তোবা তুমি আল্লাহ পাকের সাহায্যে স্বীয় ব্যধি হতে মুক্তি পেতে পার।

এ পানি অত্যাধিক তিতা; এ দাওয়াই অস্বাভাবিক রকম কড়া। কিন্তু অত্যাধিক বরকতময়, অতি বেশী উপকারী। এর দ্বারা সর্ব প্রকার ব্যধি আরোগ্য হয়। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই প্রবৃত্তিকে এ দাওয়াই সেবনে বাধ্য করে থাকে। তারা স্বীয় আত্মাকে বলেছে, সামান্য কষ্ট সহ্য কর সকল মুসিবত সহজ হয়ে যাবে।

ধৈর্য্য ধারনের প্রয়োজনীয়তা বুঝার জন্যে তা কত ধরনের জানা আবশ্যক। ধৈর্য চার ধরনের হয়ে থাকে। (১) আনুগত্যের (ইবাদতের) ধৈর্য্য। (২) পাপ থেকে ধৈর্য্য (৩) পার্থিব বাহুল্য থেকে ধৈর্য্য এবং (৪) পার্থিব দুঃখ কষ্টের বেলায় ধৈর্য্য।

যখন তুমি ধৈর্য্যের তিক্ততা সহ্য করতে সক্ষম হবে এবং চার ধরনের ধৈর্য্য আয়ত্তাধীনে নিতে পারবে, তখনই আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে ধৈর্য্য অর্জন করতে পারবে। ফলে আখেরাতের বিরাট পুরস্কার লাভ করতে পারবে। এর কারনে ইহার জীবনে দুঃখ কষ্টে মোকাবেলা করবে না। দুনিয়ারী ঝৈ ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পাবে এবং তার আকর্ষনও তিরোহীত হয়ে যাবে। অতঃপর তাতে যদি তুমি কখনো জড়ায়ে যাও, তবুও তোমার ধৈর্য্যের পুরস্কার দূর হয়ে যাবে না।

মোটাকথা হচ্ছে ঃ ধৈর্য্য অবলম্বনের মাধ্যমে তুমি ইবাদত বন্দেগীর উচ্চ শিখরে পৌছে যাবে। দরবেশ ও পরহেজগার হয়ে অসংখ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অগনিত নেয়ামত লাভ করবে। কত কি যে, লাভ করবে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া আল্লাহ পাক ব্যতীত কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। ধৈর্য্য ধারণ করে দুর্ভাবনা মুক্ত থাকার দুটো উপকারিতা রয়েছে। প্রথমতঃ পৃথিবীতে আরামে ও নিশ্চিন্তে কাটানো যায়। দ্বিতীয়তঃ আখেরাতে কঠিন আজাব হতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

ধৈর্য্য হারিয়ে যদি তুমি হা হুতাস শুরু করে দাও, তাতে সর্বদিক থেকেই ক্ষতির সম্মুখিন হয়ে পড়বে। নানা প্রকার বিপদাপদ আসতে থাকবে। ইবাদত বন্দেগীর কষ্ট যে লোক সহ্য করতে সক্ষম হয় না, সে লোক ইবাদত

www.AmarIslam.com

বন্দেগীও আদায় করতে পারে না। ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুলতঃ তার সমস্ত নেকী ধ্বংস হয়ে যায়। কোন সম্মান জনক স্তরে পৌঁছা তো দুরের কথা, সে পাপের কাজ হতেও ফিরে থাকতে সক্ষম হয় না। বেহুদা ও অনর্থক কার্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে,তার কারনে দৃঃখ কষ্টে পতিত হয়। তাও সহ্য করতে সক্ষম হয় না, ফলে ধৈর্য্য ধারণের নেকী হতেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যতা কার্যের ফলাফল লাভ করা হতে তাকে বহু দূরে সরিয়ে রাখে। অতএব এক দিকে লক্ষ বস্তু হারিয়ে ফেলে অন্য দিকে নেকীও হারিয়ে ফেলে। সর্বদিক থেকে শুধু লোকসান আর লোকসানই পরিদৃষ্ট হয়।

বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে পড়া তো বিপদ অপেক্ষাও সাংঘাতিক বিপদের কারন। কোন কিছু হারিয়ে গেলে তার জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়ে, যা রয়েছে তাও হারিয়ে ফেলে কি লাভ হবে? অতএব কোন কিছু খোয়া গেলে তো তখন চেষ্টা করা দরকার যে, ভবিষ্যতে আবার কিছু অন্তত খোয়া না যায়।

এ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) হতে একটি উত্তম বর্ণনা রয়েছে যে, একদা তিনি এক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেয়ে বলেছিলেন, যদি তুমি ধৈর্য্য ধারন কর, তবে তোমার ভাগ্যে যে ভোগান্তি রয়েছে, তাতে ভুগলেও তোমার নেকী রয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যদি হা হুতাশ করতেই থাক, তবে ভাগ্যের ভোগান্তি তো ভোগবেই, উপরন্ত নেকী হারিয়ে ফেলে শাস্তি ভোগের যোগ্য হয়ে যাবে।

মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ অন্তকরণকে সম্পর্ক হতে পবিত্র করা এবং সোপর্দের (তাওয়াক্কুলের) ভিত্তিতে তাকে পাক রাখা, সাথে সাথে সকল কার্যে চেস্টা তদবীরের চিন্তা ভাবনা হতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। স্বীয় কার্যসমূহের শুভাশুভ পরিনতি যিনি অবগত আছেন, তাঁরই হস্তে সমর্পন করবে।

সবচেয়ে প্রয়োজন হচ্ছে ঃ আত্মাকে কামনা বাসনা ও আশা আকাংখার পশ্চাতে ব্যস্ত রাখার পন্থা ছেড়ে দিয়ে, তাকে ছবর ও তাওয়াক্কুলের রশি দ্বারা বেঁধে ফেলা। বিষয়টি সন্দেহহীন ভাবে কঠিন, দাওয়াইটি নিশ্চয়ই তিতা; এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও এ কাজটি অতি উত্তম এবং পন্থাটি একেবারে সরল সোজা। পরন্ত এ পন্থায়ই উত্তম পরিনতি ও সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে পিতা অতি স্নেহ প্রবন, ধন সম্পদও তার অনেক রয়েছে, সে যদি তার স্নেহপ্রিয় ছেলেকে রোগ ব্যধির কারণে মজাদার খাদ্য সামগ্রি আহার করতে না দেয়, উপরন্তু তার ওপর এমনি এক কঠোর প্রকৃতির ওস্তাদের হস্তে তুলে দেয়, যিনি তাকে সর্ব সময় সম্মুখে রাখেন, এমনকি রোগের জন্যে কষ্ট দায়ক চিকিৎসা ব্যবস্থাও করিয়ে থাকেন, সে পিতার ব্যাপারে তুমি কি ধরণের ধারণা রাখ? তুমি কি ধারণা কর যে, সে পিতা বখীল বলে মজাদার খাবার আহার করতে দিচেছ না? তা কখনোই হতে পারে না। যেহেতু তাকে তো দেখা যাচ্ছে, অন্যকে সে যথেষ্ট পরিমানে দান করে থাকে। তবে কি সে তার প্রিয় সন্তানকে লাঞ্চনা গঞ্চনার মধ্যে ফেলতে চায়? তাও তো হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সে তো তার সকল ধন সম্পদ ছেলের জন্যই জমা করে রেখেছে। তবে কি তাকে কষ্ট ক্লেশ দেওয়া উদ্দেশ্য? তাও তো নয়। যেহেতু ছেলে তো তার চোখের পুত্তলী। অবস্থা তো এই, ছেলের সামন্য একটু ঠান্ডা লেগে গেলেই সে ডাক্তারের নিকট দৌড়া দৌড়ি করে। এতকিছু করার পরেও সে পুত্রের সঙ্গে যে কঠোর ব্যবহার করছে, তা শুধুমাত্র ছেলের মঙ্গল তার ভেতরেই নিহিত রয়েছে বলে। এ অল্প বিস্তর কঠোরতা সন্তানের অসংখ্য মঙ্গল সাধন করবে।

যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক মারাত্তক রোগে আক্রান্ত রোগীকে পানি পান করতে নিষেধ করে তার পরিবর্তে তিতা জাতীয় ঔষধ সেবন করতে ব্যাবস্থা দিয়ে থাকেন সে সম্পর্কে তোমার ধারণা কি রূপ? তিনি কি তার রোগীর সঙ্গে দুশমনি করছেন? সে রোগীকে কি কস্ট ক্লেশ দেয়া তার উদ্দেশ্য? তা কখনো নয়। বরং তিনি তার রোগীর কল্যানের সার্থেই এ ব্যবস্থাপত্র দিতে বাধ্য হয়েছেন। যেহেতু তিনি অবগত আছেন যে, এ অবস্থায় রোগীর খেয়ালের বশবর্তী হয়ে খাবার খেতে দিলে তার মরণ অবধারিত। অবশ্য তা হতে ফিরিয়ে রাখার ভেতরেই রোগ আরোগ্য হবে।

অতএব তোমার স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা যিনি তোমাকে পানাহার কিংবা ধন দৌলতের ব্যাপারে কোন প্রকার অসুবিধার ভেতরে রাখেন, নিঃসন্দেহে বোধগম্য করতে হবে যে, তা যথেষ্ট পরিমাণে দেয়ার সামর্থ থাকা সত্তেও যখন দিতেছেন না, তখন নিশ্চয়ই তা না দেয়ার মধ্যে তোমার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তোমার যে কোন হালতই তাঁর অজ্ঞতা নয়। অথচ তাঁর অক্ষমতা বা কৃপনতা কোনটাই বিন্দুমাত্র নেই। তিনি সর্বজ্ঞাতা ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী। দানের ব্যাপারেও তাঁর জোড়া নেই। সে অবস্থায় তিনি যদি তোমাকে কোন প্রকার বস্তু সামগ্রী হতে বঞ্চিত রাখেন ,নিশ্চয়ই তা তোমার কল্যানার্থে রেখে থাকেন। এর বিপরীত কি ভাবে হওয়া সম্ভব। যখন তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا *

উচ্চারণ ঃ খলাক্বা লাকুম মা-ফিল আরদ্বি জামীআন'।

অর্থ ঃ তোমাদের (উপকারের) জন্যেই যমীনের সর্বকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।

তিনি তোমাদের প্রয়োজন যে কত অধীক তা অবগত আছেন, তার পরিচয়ের অগনীত প্রমান ও নিদর্শন তিনি তোমাদের সম্মুখেই দিয়ে রেখেছেন, তার দ্বারাই তুমি সমগ্র জগতের সর্বকিছু বুঝে নিতে পার।

এ বিষয়ে এক মশহুর হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন ঃ মায়া মমতাশীল রাখাল তার সকল পশুগুলোকে যেমন ভাল ভাল ঘাস যোগার করে নিয়ে এসে খেতে দেয়, তেমন আমিও আমার অনুগত বান্দাদের জন্যে উত্তম নেয়ামত সমূহ দান করে থাকি।

আসলে মহান প্রভু তোমাকে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হতেও মুক্ত। যেহেতু তোমার নারী নক্ষত্র তাঁর নখদর্পনে বিরাজিত রয়েছে। তোমার অক্ষমতা ও দুর্বলতা তিনি অবগত আছেন। উপরন্তু তিনি তোমার প্রতি অত্যধিক সদয় স্নেহশীল।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) কি ফরমান নি? আল্লাহ পাক তাঁর মুমিন বান্দার প্রতি স্নেহময়ী মায়ের চেয়েও স্নেহশীল।

এ সকল বিষয় জ্ঞাত হওযার পরে তোমার এ ধারণার জন্ম না হয়ে উপায় নেই, যে সমস্ত অপ্রিয় ব্যবস্থাদি তোমার জন্যে তিনি করে থাকেন, তার মধ্যে তোলার কল্যান ব্যতীত অন্য কিছু নেই। যেহেতু তিনি সমস্ত খবরই অবগত রয়েছেন, তাঁই তাঁর প্রিয় বান্দারাই বেশী পরীক্ষার মোকাবেলা হয়ে থাকেন।

তিনি আরও ফরমায়েছেন ; সব চেয়ে অধিকতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নবীদের, তারপর শহীদগণের অতপর এ প্রকারে শ্রেনীমত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ যখন আল্লাহ পাক তোমার উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী বস্তুসমূহের পথ রুদ্ধ করে ফেলবেন এবং তোমাকে বেশী বেশী কস্ট ক্লেশ দেওয়া শুরু করবেন, তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে, তুমি তাঁর দরবারে অধিকতর প্রিয় ও সম্মানের পাত্র হতে চলেছ। সুতরাং তোমার সঙ্গে আল্লাহ পাক তাঁর বন্ধুদের যোগ্য ব্যাবহারই করছেন। যেহেতু তিনি তোমার খবরাখবর সব থেকে অধিক রাখেন। তাঁর নিজের জন্যে তো ধন-সম্পদের দরকার নেই। তাই তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا *

উচ্চারিণ ঃ ওয়াছবির লিহুকমি রব্বিকা ফাইন্নাকা বিআ'য়ুনিনা।

অর্থ ঃ তোমার প্রভুর প্রদত্ব ব্যবস্থার ওপরে ধৈর্য ধরে অবস্থান কর।

যেহেতু তুমি তো আমারই চক্ষুর সম্মুখে রয়েছ। বরং তিনিযে তোমাকে ভাল করবেন, এটা তো তার একান্ত অনুগ্রহ। এমনকি তাঁর নিকট দায়িত্ব সমর্পনের জন্যে তিনি অজস্র পুরস্কারও দান করে থাকেন। যে বান্দা দায়িত্ব সমর্পন করে থাকে, তাকে তিনি নির্বাচিত বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ তার কারনে অনেক বিস্ময়কর লীলা খেলা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

সুস্থ থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থাকার জন্যে যে জীবিকার প্রয়োজন তার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলাই গ্রহন করেছেন, এখন এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তিনি তোমাকে যেরূপে সাহায্য করতে ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন। তিনি তোমার সর্বাবস্থায় সর্ব ব্যাপারে সমস্ত খবর রাখেন। তাঁর সত্য ওয়াদার প্রতি তুমি পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আল্লাহ পাকের প্রতি এরূপে ভরসা ও নির্ভরতার মাধ্যমেই তোমার অন্তর হয় সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। দুরিভুত হয় জীবিকার মাধ্যমে উপায় উপকরনের সকল চিন্তা ভাবনা।

মোটকথা হচ্ছে ঃ সেই মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ব্যতীত পৃথিবীর কোন কিছুতে নির্ভরশীলতা আনায়ন করবে না। স্বীয় কনো ব্যাপারে অযথা নিজে মাথা খাটাখাটি করবে না। আসমান ও যমীনের সর্বময় ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাঁর হাতে অবস্থিত, তাঁর হস্তেই তোমার সকল কিছু সমর্পন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করে চিন্তাহীন হতে হবে। তোমার ব্যর্থ প্রয়াস কখন কি ঘটবে, তা নিয়ে তোমর মাথা খামাবার প্রয়োজন নেই। তার দ্বারা মুল্যবান সময়ের অপচয় ও মানবিক দুর্ভাবনা ও দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ করা যায় না। তোমার নিজ ইচ্ছার বিপক্ষে কিছু হলেই সাংঘাতিক দুর্ভাবনায় পড়তে হয়। অতএব তোমর মহা মুল্যবান সময়কে অযথা প্রচেষ্টায় ব্যায় করো না। তাতে তোমার ভেতরে হতাশা ও অনুশোচনার জন্ম হবে। জিন্দেগীর মহা মুলবান মুহুর্তসমূহ আজে বাজে কার্যে খরচ করা মারাত্মক ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সাধকগণ এ বাক্যটিকে কবিতার মাধ্যম ফুটিয়ে তুলেছেনঃ যার মর্মার্থ এই ঃ আল্লাহ তাআলার বিধি বিধান চালু অবস্থায় রয়েছে। তাই যদি এবং হয়ত হতে বাঁচায়ে চলতে সক্ষম হও, যা নির্দ্ধারন করা রয়েছে, তা যথা সময় ঘটবেই। অথচ অজ্ঞান বন্ধুরা তা নিয়ে অযথা দুঃশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। বহু সময় দেখা যায় যে, যা ঘটবে বলে আশংকা করা হয়েছিল, তা আদৌ ঘটেনি তদ্রুপ যা হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তা আদৌ হয় নি।

অতএব স্বীয় অন্তরকে এটাই বুঝাতে হবে যে, হে অন্তর! তোমার জন্যে যা নির্দ্ধারন করা হয়েছে, যা হওয়া সুনিশ্চিত তা হবেই। সেই মহান প্রভুই আমার মালিক এবং তিনিই আমার রক্ষনা বেক্ষন ও প্রত্যিপালনের জন্যে যথেষ্ট। তিনি এতটাই ক্ষমতাবান যে, তাঁর ক্ষমতার অন্ত নেই। তাঁর হুনার হেকমত বর্ণনার বাইরে। এবং তিনি দয়ার সাগর। এগুলো হচ্ছে তাঁর গুণ সমূহ, তাই তার হাতে সর্বকিছু সমর্পন করা ওয়াজিব বটে। অতএব সর্ব কার্যেই তাফবীজ বা সমর্পন অতি জরুরী। তাঁর পক্ষ থেকে যা আগমন করে, তা নিশ্চয়ই কল্যানজনক। তবে তাঁর রহস্যগুলো আমাদের এ ক্ষুদ্রজ্ঞান দ্বারা বুঝা মুস্কিল। সুতরাং নির্দ্ধারন করা অদৃষ্ট দেখা দিলে, তা নিয়ে হা হুতাশ করা অপ্রয়োজন। তবে তার মধ্যেই কল্যান অবধারিত, সুতরাং তা দর্শন করে অসন্তুষ্ট হবে কেন? তুমি কি রাদ্বীতু বিল্লাহ (আল্লাহ যা করেন, তাতেই রাজী খুশী) বাক্যটি বলছনা কেন? এ জন্যেই রেযাবিল কাজা ওয়াজেব। কাজাই রবুবিয়াতের (প্রভুত্তের) লক্ষন। পালনকর্তাই কার জন্যে কোন ব্যবস্থা উত্তম. তা নির্দিষ্ট করে থাকেন।

www.AmarIslam.com

যদি কোন সময় কোন বিপদাপদ সংঘটিত হয়, কোন অপ্রিয় ব্যাপর দেখা দেয়, তখন নিজেকে সংযত করতে হবে। কোন প্রকার হা হুতাশ করবে না। এমনকি কোনরূপ ফরিয়াদও করবে না। যেহেতু কামনা বাসনা কিংবা আশা আকাংখা চরিতার্থ করার প্রয়াসের ইহাই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিনাম। তখন অন্তরকে এ বলে সান্তনা দিবে যে, যা ঘটার তাতো ঘটেই গেছে, এখন আর তা ফেরানো সম্ভব নয়, আল্লাহ তায়ালা যে এর অপেক্ষাও কঠোর পরীক্ষা ও বিপদাপদের মোকাবেলা করেন নি, তাই রক্ষা। যেহেতু তাঁর হাতে এর চেয়েও অধিক সাংঘাতিক বিপদ সমূহ মৌজুদ রয়েছে। তা সকলই মানুষের প্রতি অর্পিত হবে। এতো হচ্ছে তার ক্ষুদ্র একটা নমুনা মাত্র। অতএব হে আত্ম! ধৈর্য অবলম্বন কর; তবেই আনন্দ লাভ করবে এবং অত্যাধিক পুরস্কারের অধিকারী হতে পারবে। ভাগ্যে যা কিছু রয়েছে, তা সকলই যখন সংঘটিত হবে, তখন ঘাবড়ায়ে লাভ হবে না। আসলে ছবর ও সংযমের নিকট বিপদাপদ ও কষ্ট ক্লেশ কিছুই নয়।

তুমি তোমার জবানকে ইন্নালিল্লাহ বলার মধ্যে, অন্তকরনকে আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকৃত পুরস্কারের আকাংখার মধ্যে এবং নবী আওলিয়াদের নানা প্রকার বিপদ সমূহের স্মরণ করার মাঝে নিয়োজিত রাখবে। যখন দুর্দিন দুর্দশা আসবে তখন অন্তরকে বুঝ দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা সকলই দেখতেছেন, তিনি যখন নিকৃষ্ট কুকুরকে ও অত্যাচারী কাফেরদেরকে আহার যোগান, তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমাকেও আহার্য প্রদান করবেন। আমি তো তাঁর একমাত্র অনুগত বান্দা। আমাকে ডাল ভাত আহার করানো তাঁর পক্ষে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। জেনে রাখ! নিশ্চয় কোন না কোন কল্যান এ দুর্দিনের মধ্যে আমার জন্যে নিহিত আছে। অতি শিঘ্রই তোমার এ দুর্দিন দূরীভুত হয়ে সুদিন দেখা দেবে। ধৈর্য অবলম্বন কর, আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর লিলা খেলা দর্শন করতে পারবে।

কবির কবিতা শ্রবন কর নি কি? তা হচ্ছে এই ঃ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি আস্থা স্থাপন কর। অতি শিঘ্রই তোমার হারানো সুদিন এসে যাবে। বিপদাপদ দেখা দিলে হতাশ হবে না। যেহেতু অজ্ঞাত ব্যাপার সমূহের মধ্যে বহু কিছু বিস্ময়কর লীলা খেলা দেখা দিয়ে থাকে।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অন্য এক কবি বলেছেনঃ হে দুশ্চিন্তা গ্রস্থ মানুষ! বিপদাপদ যখন কঠিন রূপে দেখা দেয় তখন, আলাম নাশরাহলাকা সুরাটি বুঝার চেষ্টা কর। যেহেতু দুটো আরাম আয়েশের মাঝে একটি বিপদ বিরাজ করে থাকে। উক্ত সূরাটি বারবার পাঠ করলে, দুশ্চিন্তা দূর হবে, ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা হচ্ছে ; এ বাক্যগুলো অন্তরে রেখে বারবার যদি স্মরন কর, এজন্যে যদি শুধু কয়েকটা দিবস কষ্ট শ্রম ব্যয় কর, তবে সমস্ত কিছু আসান হয়ে যাবে। তখন উপরোল্লিখিত চারটি উপসর্গ আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা সৃষ্ট সকল দুঃখ কস্ট হতে নাজাত পাবে।' এর ফলে আল্লাহ পাকের নিকট তাওয়াক্কুলকারী (সমর্পণকারী) হিসাবে পরিগণিত হবে। তাঁর সন্তোষ্টিই তোমার সন্তোস্টি হয়ে দেখা দেবে। যে কোন প্রকার বিপদাপদে তুমি ধৈর্য অবলম্বন করার শক্তি লাভ করবে। পার্থিব মানসিক শুখ শান্তি শারীরিক আরাম আয়েশ এসে যাবে এবং আখেরাতে অসংখ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। পালনকর্তা মাবদের নিকট বন্ধুত্বের আসন লাভ করবে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যান ও মঙ্গলের ধারা তোমার জন্যে একই সাথে খুলে যাবে। আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর রাস্তা খুলে যাবে। সুনিশ্চিত অন্তরে তাতে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে। সর্ব প্রকার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও উদ্বেগ সমূহের অবসান হবে। বিপদাপদের এক বিরাট স্তর তুমি পারি দিয়ে উত্তীর্ন হবে।

সর্বশেষে মহান মর্যাদাবান রাব্বুল আলামীনের দরবারে স্বকরুন প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এ সকল কাজে তওফিক প্রদান করেন। যেহেতু তাঁরই কুদরতি হস্তে সর্ব কাজের সাফল্য নিহিত রয়েছে। তিনি সর্ব শ্রেষ্ট দয়ালূ। তাঁর সাহায্য ব্যতীত বান্দার পক্ষে কিছুই করার সামর্থ নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তেজক কার্যাবলী

হে প্রিয় ভাইগণ! যখন হেদায়েত প্রাপ্তির পথ সুগম ও সহজ হয়ে যায়, দুশ্চিন্তা ও দূর্ভাবনা, বাধা বিপত্তি সমূহ বিদুরীত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর জন্য তৈরী হওয়া ও সে পথে উন্নতি লাভের জন্য যত্নবান হওয়া অবশ্য ওয়াজিব হয়ে যায়। ভয় ভীতি ও আশা আকাংখা পোষন করে সরল সঠিক পথ বুঝবার পর, তার যথাবিধী দায়িত্ব কর্তব্য পালনের দ্বারাই ইবাদত বন্দেগীর বেলায় উন্নতি ও সফলতা লাভ করা সম্ভব।

আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি দেলের মধ্যে গেঁথে নেয়া আবশ্যক। প্রথম কারণ ঃ তার ফলে পাপের কার্যাদি থেকে অব্যাহতি লাভ হবে। যেহেতু পাপ কার্যের প্রতিই অন্তর অধিক ধাবিত হয়। নফসের কাজই হচ্ছে, পাপের কাজে মনকে উদ্বুদ্ধ করা। অতএব কঠোর সাবধানতা ও ভয় ভীতি সৃষ্টি ব্যতীত, তাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। নফসের মধ্যে এমন কোন শক্তি সামর্থ নেই, যা তাকে পাপের কাছ হতে ফিরিয়ে রাখবে অথবা লজ্জা শরম দিয়ে তাকে নাফরমানীর কাজ হতে বিরত রাখবে। কথায় বলে না যে, চাকর ও ইতর লোকেরা শুধু লাঠি ভান্ডার ভরে ঠান্ডা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে স্বাধীন (আজাদ) এক ভদ্র মানুষের জন্যে নিন্দাবাদই যথেষ্ট।

মোটামোটি কথা হচ্ছে ঃ নফসকে শুধুমাত্র কথা, কাজ ও চিন্তার দ্বারা আঘাতের পর আঘাত করে শংসোধন করা যেতে পারে। কোন এক নেক্কার ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর নফস যখন তাকে কোনও একটি পাপ কার্যের জন্যে উৎসাহিত করল, তখনই তিনি এক ময়দানের মধ্যে চলে গেলেন। তথায় পৌঁছে তিনি দেহের জামা কাপড় খুলে ফেলে সাংঘাতিক উত্তপ্ত মাটির ওপরে দেহকে শোয়ায়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি নফসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সামান্য একটু স্বাদ আস্বাদন কর, যেহেতু জাহান্নামের উত্তাপ এ অপেক্ষাও অত্যাধিক ভয়াবহ। রাত্রিবেলা তুমি মুর্দার হয়ে যাও আর দিনের বেলা বদকার হয়ে যাও।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ নেকের কাজে আত্মগরিমা করলে সকল প্রতিফলের আশা আকাংখা ধুলায় মিলিয়ে যাবে। সুতরাং সদা সর্বদা স্বীয় পাপ কার্যাদি ও ত্রুটি বিচ্যুতির কথা স্মরণ করতে থাকবে। যে সমস্ত অন্যায় অপরাধজনিত কার্যাদির দ্বারা তোমার নানা প্রকার বিপদাপদ ঘটবার ভয় রয়েছে, সর্বদা তা পর্যালোচনা করতে হবে।

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন, যদি তোমাকে ও মরিয়মের পুত্র ঈসাকে কৃত কর্মের শাস্তি দেওয়া হয় (আল্লাহ রক্ষা করুন) তবে পৃথিবীর সকলের চেয়ে আমাদের আজাব কঠিনতর হবে। এ বলে হুজুর (সঃ) অঙ্গুলী মুবারক সংকেত করলেন।

হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে লোক পাপের কাজ করে তা ক্ষমা প্রার্থনা না করে শুধু নেকের কাজই করে যাচ্ছে, তার সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা ।

জনাব ইবনে মুবারক (রঃ) সম্পর্কে উল্লেখ আছে; তিনি নাকি নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, কথা বলছ দরবেশেরে ন্যায় আর কাজ কর মোনফিকের ন্যায়? এভাবে কাজ করেও বেহেশতের আকাংখা কর? তোমার অদৃষ্টে শুধু ধ্বংস যজ্ঞই রয়েছে। তোমার অপেক্ষা যারা নেককার বেহেশত তো তাদের জন্যে। আসলে স্বীয় নফসকে এ প্রকারের বাক্য সর্বদা শ্রবন করাতে হয়, যাতে তার মধ্যে নেক কাজের জন্যে অহংকার পয়দা না হয় এবং পাপ কাজের শক্তি সৃষ্টি না হয়।

আশা আকাংখার দরকারও দুটো কারণে দেখা দিয়ে থাকে। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগীর প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে। যেহেতু ভাল কাজে অগ্রসর হওয়া কঠিন ব্যাপার। শয়তান তাতে বাঁধা প্রদান করে থাকে। আর রিপু বিপরীত দিকে আহবান করতে থাকে। সৃষ্টি জগতে লোকের প্রতি রিপুর প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বজন বিদিত। অথচ নেকের প্রতিফলও চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত থাকে না। তা লাভ করতে দীর্ঘদীন অপেক্ষায় থাকতে হয়। অতএব প্রবৃত্তি এর জন্যে লালায়িত হতে পারে না। তবে হ্যাঁ! আশা আকাংখা যদি দৃঢ় হয়, তবে প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় নেকের কাজে এবং নগদ পাওয়ার স্বল্পতা ও আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার সত্যতা প্রদর্শন করে তাকে পাপের কাজ হতে বিরত রাখতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা পানাহারে অরুচি সৃষ্টি করে এবং ভয় ভীতি পাপের কাজে অরুচি সৃষ্টি করে।

আশা আকাংখার দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে ঃ বিপদাপদ বরণ করার শক্তি সাহস লাভ হয়। যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অমুক বৃহৎ বস্তু পাওয়া যাবে, তবে সে জন্যে প্রয়াস প্রচেষ্টায় যে কোন কাজ সহজ বলে মনে হবে। তেমন কেউ যদি আগ্রহ সহকারে কোন কিছু ক্লেশ বরণ করতে পারে। কেউ যদি কাউকে প্রাণভরে ভালবাসে তবে তার জন্যে সে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে সক্ষম হয়। এমনকি সে সকল কষ্ট ক্লেশের মধ্যেও সে এক প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। মধু আহরণকারীকে কি তোমরা দেখনি যে, সে মধু মক্ষীকার কামড়ের আঘাতকে ভয় করে না। যেহেতু মধু আহরনের আকর্ষন তাকে উন্মাদ করে ফেলেছে। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও লম্বা সিড়ী পাড়ি দিয়ে যে কুলী মাথায় বোঝা চাপিয়ে ওপরে ওঠতে থাকে, সে তার ভীষন কষ্ট ক্লেশ এ কারণে বরণ করে নেয় যে, বিকেল বেলা কিছু অর্থ কড়ি লাভ করবে। তেমনভাবে কিষান মজদুর ব্যক্তি প্রচন্ড শীত, গ্রীস্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে অধিক টাকা উপার্জনের জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

হে আমার আবেদ দরবেশ বন্ধুগণ! যদি তোমরা ইবাদত বন্দেগীর সংগ্রামে নামতে ইচ্ছা কর, তবে তেমনভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আবাস বেহেশতের নানা প্রকার নাজ নেয়ামতের স্মরণকে সতেজ ও সবল রাখবে। তথাকার পানাহার হুর গেলেমান ও নানা প্রকার শুখ শান্তি ও আরাম আয়েশের উপকরণের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় নিয়োজিত থাকবে। তাহলেই তোমরা ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে যে কোন ধরণের কষ্ট ক্লেশ বরণ করতে সক্ষম হবে। তার লক্ষে যে কোন রকমের ত্যাগ স্বীকার করতেও সক্ষম হবে। তখন কোন বিপদই বিপদ বলে মনে উদয় হবে না।

উল্লেখ্য আছে যে. সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)-এর শিষ্যবর্গ তার অবর্ণনীয় কষ্ট ক্লেশ বরণ করা প্রত্যক্ষ করে, তারা আরজ করলেন, হুজুর ! দুঃখ-কষ্টের মাত্রা যদি একটু কমিয়ে দেন, তবুও আল্লাহ চাহেন তো আপনার উদ্দেশ্য সফলকাম হবে। আর উত্তরে সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বললেন, কি করে আমি সেই বেহেশতের জন্যে এতটুকু সামান্য কষ্ট ক্লেশ বরণ করব না, যাঁর একটি মাত্র বাদীর তার মাবুদের সম্মুখে হাসি দেবার ফলে আটটি জান্নাতের মাঝে আচানক এরূপ বিদ্যুত চমকে উঠবে যে, সকলে তা দর্শন করে তাকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আল্লাহর নূরের প্রকাশ মনে করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। অতঃপর তিনি কয়েকটি শের (কবিতা) আবৃত্তি করলেন; তার সারমর্ম হচ্ছে এই ঃ জান্নাতুল ফিরদাউস যার ঠিকানা, দুনিয়ার কোন ক্ষতিই তার পক্ষে কোন ক্ষতি নয়। যতই বিপদাপদ নেমে আসুকনা কেন, তা মুখ বন্ধ করে শয়ে নিয়ে সে বিনয়াবনত মস্তকে মসজিদের পানেই অগ্রসর হচ্ছে। হে প্রবৃত্তি! কষ্ট ক্লেশ ধৈর্য অবলম্বনের পথে কিসে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে ? বহু দুর দুরান্ত হতে তোমাকে স্বাগত জানাবার সময় তো অতি নিকটবর্তী।

আমি বলতেছি; পাপ কার্য বর্জন করা ও ইবাদত বন্দেগীর জন্যে তৈয়ারী হওয়াই যখন ইবাদতের আসল কথা, তা কখনো ভয় ভীতি আশা আকাংখা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। যেহেতু দুষ্ট চালাক পশুকে রাস্তায় চালাতে হলে, তাকে সম্মুখ দিয়ে টানতে হয় এবং পশ্চাৎ দিক দিয়ে লাঠি দ্বারা পেটাতে হয়। সে পশু কোথাও শুয়ে পড়লে, তাকে একদিকে ঘাস দেখাতে হয় অন্যদিকে লাঠির আঘাত দিতে হয়। তবেই সে সম্মুখে চলতে থাকে।

তেমনভাবে দুষ্ট ছেলে পেলেরা পিতার দেওয়া প্রলোভন ও গুরুত্ব লাঠি পেটা না খেলে পড়া শুনায় অগ্রসর হতে পারে না। তেমন ভাবে মানব প্রবৃত্তির দুষ্ট প্রকৃতির। তাকে একদিকে জাহান্নামের ভয় ভীতি ও অন্য দিকে জান্নাতের আশা আকাংখা দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর করতে হয়।

অতএব যে বান্দা ইবাদতের পথে সাধনা চালাতে ইচ্ছা করে, সে যেন এ পন্থায়ই তার প্রবৃত্তিকে শায়েস্তা করে নেয়। তা না হলে শয়তান প্রবৃত্তি কোন প্রকারেই আয়ত্বাধীন আসবে না। এ জন্যেই ক্বোরআন মজীদে এ দুটো ব্যাপারকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে আশ্বাসবাণী অন্যদিকে সাবধানতা, এ নীতি তার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই উল্লেখ রয়েছে। আসলে তাতে পুণ্যের এত অধীক বর্ণনা রয়েছে, যার লোভ লালসা সামাল দেওয়া কঠিন। তেমন ভাবে শাস্তির বর্ণনাও এত অধীক রয়েছে যে, যার দ্বারা সন্ত্রস্ত না হয়ে কোন গত্যান্তর নেই। ইবাদতের লক্ষে পৌছার জন্যে এ দুটো ব্যাপারে অবশ্যই সর্বদা আলোচনা জারী রাখতে হবে। তবেই যে কোন কষ্ট ক্লেশ আসান হয়ে যাবে।

ভয় ও আশ্বাসের পরিচয় ও বিধান

আমাদের আহলে সুন্নত অল জামায়াতের ওলামাদের মতে ভয়ও আশ্বাসের সম্পর্ক হচ্ছে মানবের অন্তকরণের সঙ্গে। অতএব এ দুটোর প্রতি বান্দার হাত আছে। বান্দার অন্তকরণে নিজে কৃত কোন মন্দ হতে ভয় লাভের সৃষ্টি হয়। ভয়ের বিপরীত বস্ত হচ্ছে সাহস। আরবী খাশিয়াত শব্দটি প্রায় খাওফ বা ভয়ের একার্থ বোধক। অবশ্য খাশিয়াত শব্দের মধ্যে ভয়ের কতকটা আধিক্য ও তা থেকে সৃষ্ট হা হুতাশকে বুঝা যায়। খাওফ বা ভয় এর বিপরীত অর্থে কখনো কখনো নিরাপদ শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে ভীতি ও নিরাপদ অবশ্য আল্লাহ তায়ালার ওপরে যার সাহস আছে, সেই নিরাপদ মনে করতে পারে। আসলে ভয়ের বিপরীত শব্দ হচ্ছে সাহস।

ভয়ের বিষয় হচ্ছে চারটি। প্রথমঃ নিজে কৃত অতীতের পাপসমূহের কথা স্মরণ করা। দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ভীষন শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তা থেকে যে, কারোর বাঁচার উপায় বা পথ নেই, তা অন্তরে গেঁথে নেয়া। তৃতীয়ঃ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ব শাস্তি বা আজাব সহ্য করার ক্ষমতা বা শক্তি যে তোমার মধ্যে নেই তা অন্তকরণে বদ্ধমুল করে নেয়া। চতুর্থঃ আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন শক্তি সম্পর্কে সাবধান বা হুশিয়ার থাকা এবং তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ধর পাকড় করতে পারেন, সে বিষয় বিশেষ ভাবে অন্তকরণে স্মরণ রাখা।

শ্বস্তি বলতে আল্লাহ তায়ালার দয়া লাভের আশ্বাস স্মরণ করে যে স্বস্তির ভাব উদয় হয়, তাকেই বুঝায়। কল্পনা বা কু-মন্ত্রনা মানুষের হাতের নাগালের বাইরে থাকে। কিন্ত স্বস্তি প্রাপ্তির বিষয়টি মানুষের ক্ষমতার আয়ত্বাধীন রয়েছে। আল্লাহ তাআলার প্রদত্ব অসীম দান ও দয়ার কথা আলোচনা করলে এর জন্য হতে পারে, তেমন ভবিষ্যতে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেছেন, তাতেও আশ্বস্ত হওয়া যায়। এ অধ্যায়ের মধ্যে স্বস্তি অর্থে আশ্বাসকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দান দয়ার কথা পর্যালোচনা দ্বারা অন্তরে তৃপ্তি ও স্বস্তি সৃষ্টি করাই আশ্বাস বা আশা আকাংখা। আশ্বাস শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে নিরাশা। আল্লাহ তাআলা কিছুই দিলেন না বলে অন্তরে হতাশাভাব সৃষ্টি করা ও আল্লাহ পাকের প্রতি নিরাশক্তি জন্মানো; এটা একদম গুণাহের কাজ। আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত আশ্বাসের প্রতি আশ্বস্ত

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হওয়া ফরজ। এ পন্থায়ই বান্দা হতাশা জনিত পাপ থেকে নাজাত পেতে পারে। সেরূপ অবস্থা দেখা না দিলে তা নফল। যদি আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা বজায় থাকে এবং কোন প্রকারেই হতাশা সৃষ্টির আশংকা না থাকে, তখনই নফল হয়।

সম্ভবনা বা আশার বিষয়ও চারটি; প্রথম; এ বিষয়টি মনে রাখবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যতসব নেয়ামত প্রদান করেছেন, কারোর কোন সুপারিশ ব্যতীতই প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তাআলা দয়া করে যে সকল নেয়ামত এবং বড় বড় বহু পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আলাপ আলোচনা করা। তার জন্যে স্বীয়কৃত নেক কার্যের অপরিহার্য প্রাপ্য হিসেবে তা ধারণা করবে না। যেহেতু নেকীর যথা যোগ্য প্রাপ্তি অতি নগন্য।

তৃতীয় ঃ দুনিয়াবী ব্যাপারে যোগ্যতা ও প্রার্থনা ব্যতীতই আল্লাহ পাক তোমাকে যে সকল নেয়ামত প্রদান করেছেন, তার আলোচনা করা।

চতুর্থ ঃ আল্লাহ পাকের গজব অপেক্ষা যে রহমত অধীক তা স্মরণ করা। বিশেষভাবে তিনি তো মুসলমানদের জন্যে অধিক মাত্রায় দয়ালু, রহমতকারী ও দাতা।

মোটামুটি কথা হচ্ছে; ভীতি ও আশ্বাসের দুটো দিক যদি তুমি সর্বদা মনে রেখে চলতে পার, তবে তোমার পক্ষে লক্ষ হাসিল করা সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালাই সকলকে তওফিক দানের মালিক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশেষ আলোচনা

এ সাংঘাতিক স্তরটিও আলোচ্য সর্ব প্রকার সতর্কতা মুলক ব্যবস্থাদি সহকারে উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। যেহেতু এ পথটি অতি ঝুকিপূর্ণ বিপদ সঙ্কুল। এর অবস্থান হচ্ছে দুটো ধ্বংসকারী ব্যাপারের মধ্যস্থল। একদিকে রয়েছে স্বস্তি এবং অন্য দিকে রয়েছে হতাশা। ভীতি ও আকাংখার পরে এর মাঝামাঝি হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফের পথ। যদি আকাংখা তোমার ওপরে এতখানি বিজয়ী হয়ে যায় যে, ভীতি পর্যন্ত তিরোতিত হয়ে যায়, তবেই তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা ও স্বস্তির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। আর কাফেরগণই শুধু আল্লাহ পাকের রহমত হতে হতাশ হতে পারে। সুতরাং তুমি যদি আকাংখা ও ভীতি উভয়টি সঙ্গে নিয়ে চলতে পার, তবেই এ দুটোর মাঝখানের সহজ সর্বাধিক সরল পথে চলতে সক্ষম হবে। ইহাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের পথ। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্ধুদের গুণাগুণ বর্ণনা প্রসংগে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ
رَهْبًا وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম কা-নু ইয়ুসারিউ'না ফিল খায়রা-তি ওয়া ইয়াদউ'নানা রগাবাওঁ ওয়া রহবাওঁ ওয়া কা-নু লানা খা-শিয়ী'ন।

অর্থ ঃ তারা নেকের কাজে দৌঢ়ে যেত এবং আশা ও ভয় নিয়ে আমার ইবাদতে নিয়ত হত। আমার সম্মুখে তারা ভয় বিহবল হয়ে থাকত।

মোটকথা হচ্ছে ঃ এ স্তরের তিনটি পথের ব্যাপারেই তোমরা জানতে সক্ষম হলে। এক দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনা ও স্বস্তির পথ, অন্যদিকে হতাশা ও নিরাশার পথ এবং মধ্যখানে অবস্থিত রয়েছে আকাংখা ও ভয়ের পথ। এখন তুমি যদি মাঝখানের পথ ছেড়ে দিয়ে ডান দিকে কিংবা বাম দিকে ঝুঁকে যাও, তবেই ধ্বংস নিশ্চিত। সে দুটো পথই তোমাকে বেশী পরিমানে আকর্ষণ করবে। সঠিক পথে চলা অপেক্ষা সে পথে চলাই সহজ মনে হবে। অথচ তা হচ্ছে সুস্পষ্ট অত্যাচার ও নাফরমানী।

ডান দিকে নজর করলে তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত দর্শন করে নির্ভাবনার মধ্যে ডুবে যাবে। তাঁর বদান্যতা দর্শন করে অত্যাধিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আস্থাশীল হয়ে বসে পড়বে। পক্ষান্তরে যদি বাম দিকে নজর কর, তবে আল্লাহ তায়ালার শাসন ও গজবের আধিক্য দর্শন করে এমন কি তাঁদের আপন লোকদেরকেও রেহাই দেননি, তা দর্শন করে চরমভাবে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। অতএব একত্রে যদি তুমি উভয় দিকেই দৃষ্টি রেখে চলতে থাক, তবেই নির্ভাবনা বা হতাশার হাত হতে মুক্ত হয়ে সঠিক নাজাত ও শান্তিময় পথে চলাচল করতে সক্ষম হবে। শুধুমাত্র আকাংখার পথ যেমন সাংঘাতিক, তেমন শুধুমাত্র ভীতির পথও ক্ষতিকারক। কঠিন পথ হলেও উভয়ের মাঝামাঝি পথই হচ্ছে কল্যানের। এ পথে সর্বাগ্রে আগমন করে ক্ষমা ও মঙ্গল এবং পরে আগমন করে বেহেশত ও আল্লাহ পাকের দীদার। এ পথে অনুগামীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কি বলেছেন, তা কি তুমি অবগত নও? তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

يدعون ربهم خوفا وطمعا -

উচ্চারণ ঃ ইয়াদউ'না রব্বাহুম খওফাওঁ ওয়া তৃমাআ'ন।

অর্থ ঃ তারা ভীতি ও লালসা সহকারে আমাকে ডেকে থাকে।

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون -

উচ্চারণ ঃ ফালা তাল'ামু নাফসুম মা- উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'ইয়ুনি জাযাআম বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন।

অর্থ ঃ এ ধরনের বান্দাদের জ্ঞানের চক্ষু শীতল করার মত যে সব বস্তু আমার ভাড়ারে গচ্ছিত আছে, তার খবর কেহ রাখে না।

স্মরণ রেখ, এ পথে অগ্রসর হওয়া, সে জন্যে অনভ্যস্ত আত্মাকে অভ্যস্ত করা এবং আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে সর্বন্তকরণে মনোনিবেশ করা, এ তিনটি কাজই হচ্ছে কল্যান ও মঙ্গল প্রাপ্তির মাধ্যম। সে জন্যে প্রথমতঃ আল্লাহ ভীতি ও আশার বাণীসমূহ সর্বদা আলোচনা করা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তায়ালার শাসন ও ক্ষমার বর্ণনা সমূহ স্মরণ রাখা। এ সবের ব্যাপক বিবরণ উল্লেখ করতে গেলে শত শত পৃষ্ঠা লিখতে হয়। সুতরাং আমি আলাদা ভাবে তাম্বীহুল গাফেলীন নামক কেতাবে ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশা ও ভীতি সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ

ভয় ও আশা সম্বন্ধে পবিত্র কালামে মজীদে যে, বাণীগুলো এরশাদ করা হয়েছে, তা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করা আবশ্যক। আশার বাণী সম্পর্কীত কতিপয় আয়াত এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا -

উচ্চারণ ঃ লা-তাক্বনাতূ মির রহমাতিল্লাহি ইন্নাল্লা-হা ইয়াগফিরুয যুনূবা জামীআ'-।

অর্থ ঃ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ -

উচ্চরণ ঃ ওয়া মাইঁয়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লাল্লাহা, গা-ফিরিয্যাম্বি ওয়া ক্বা-বিলিত তাওবি।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে পাপ মোচন করার। তিনি পাপ ক্ষমাকারী ও তওবা কবুল কারী। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ -

উচ্চারণ ঃ ওয় হুয়াল্লাযী ইয়াক্ববালুত তাওবাতা আ'ন ই'বাদিহী ওয়া ইয়া'ফূ আনিস্ সায়্যিয়া'তি।

অর্থ ঃ তিনিই বান্দার তওবা কবুল করেন এবং পাপ মার্জনা করে থাকেন।

আল্লাহ আরও এরশাদ করেছেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ কাতাবা রব্বাকুম আ'লা-নাফছিহীর রহ্মাতা।

অর্থ ঃ তোমাদের রব নিজের জন্যে রহমতের দায়িত্ব রেখে দিয়েছেন।

অন্যত্র আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া রহমাতী ওয়াসিআ'ত কুল্লা শাইয়ি'ন ফাসাআকতুবুহা-লিল্লাযীনা ইয়াত্তাকুন।

অর্থ ঃ আমার রহমত সর্ব কিছুর ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। অতএব আমাকে যারা ভয় করে চলবে, তাদের জন্যে অবশ্য তা নির্দ্ধারিত হবে।

আল্লাহ আরও এরশাদ করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفُ الرَّحِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা বিন্নাসি লারউ'ফুর রাহীম।

অর্থ ঃ বস্তত ঃ আল্লাহ মানুষের ওপরে বড়ই স্নেহশীল ও দয়াবান।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া কা-না বিল মু'মিনীনা রাহীমা।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ মুমিনদের ওপরে খুবই দয়াবান।

এ প্রকারে আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করার আশা দিয়েছেন। তদ্রূপ তিনি ভয় ও আতংকের কথা অনেক এরশাদ করেছেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভয় ও আতঙ্ক সম্পর্কিত আল্লাহর এরশাদ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে এরশাদ করেছেন ঃ

يَاعِبَادِ فَاتَّقُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইয়া- ই'বাদি ফাত্তাকূন।

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ ! আমাকে ভয় কর।

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ আফাহাসিব্তুম্ আন্নামা- খলাক্না-কুম আবাছাওঁ ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা- লা-তুরজাউ'ন।

অর্থ ঃ তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না?

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى *

উচ্চারণ ঃ আইয়াহসাবুল ইন্সা-নু আইঁয়ুত্রকা সুদা-।

অর্থ ঃ মানুষ কি ধারণা করছে যে, তাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ وَلَايَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيْرًا *

উচ্চারণ ঃ লাইসা বিআমা-নিয়্যিকুম ওয়া লা-আমানিয়্যি আহলিল কিতা-বি মাইঁয়্যা'মাল সূয়াইঁ ইয়াজযা বিহী, ওয়ালা-ইয়াজিদ লাহূ মিন দুনিল্লাহি ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়া লা-নাছীরা-।

অর্থ ঃ না তোমাদের আবদারে কাজ চলবে, না আহলে কেতাবদের আবদারে কাজ চলবে। পাপ যে করবে, সে আজাব ভোগ করবেই। সে আল্লাহ ব্যতীত কোনরূপ সাহায্য আশা করতে পারে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া হুম ইয়াহ্সাবূনা আন্নাহুম ইয়ুহসিনূনা ছুনআ'।

অর্থ ঃ অজ্ঞতার কারণে তারা ভেবে চলছে, বড়ই উত্তম কাজ করছে তারা।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া বাদালাহুম মিনাল্লাহি মা-লাম ইয়াকূনূ ইয়াহতাসিমূন।

অর্থ ঃ যা তারা ভাবতে পারে নি, এমনি ব্যবস্থা তারা আল্লাহ থেকে পেয়ে যাবে।

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বাদিমনা- ইলা-মা- আ'মিলূ মিন আ'মালিন ফাজা আ'লনা-হু হাবা'য়াম মান্‌ছূরা।

অর্থ ঃ আমি সে দিবসে কাফেরদের নিজকৃত পাপগুলোর এক একটি তুলে ধরব।

মোটামুটি কথা হচ্ছে ঃ আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে এ সকল অবস্থা হতে মুক্তি লাভ কামনা করছি।

সম্মুখে যে সকল আয়াতে কারীমায় ভীতি ও আশ্বাস উভয়ের সমন্বয় ঘটেছে সে সকল উল্লেখ করব।

এক সঙ্গে ভীতি ও আশ্বাসের এরশাদ ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ নাব্বি' ই'বাদী আন্নী আনাল গফূরুর রহীম।

অর্থ ঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যান্ত ক্ষমতাশালী ও দয়াময়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরও বলেছেন ঃ

وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্না আযা-বী হুওয়াল আযা-বুল আলীম।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অতি কষ্টদায়ক শাস্তি।

এ জন্যে এরূপ বলা হয়েছে, যেন বান্দার মধ্যে আশা এর মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। তদ্রুপ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

উচ্চারণ ঃ শাদীদুল ই'ক্বা-ব।

অর্থ ঃ (আর) তিনি অতি কঠোর শাস্তি দাতা। তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

ذِى الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ *

উচ্চারণ ঃ যিত্ত্বাওলি লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া।

অর্থ ঃ সবই করার মালিক তিনি। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই।

ইহা তিনি এজন্যে বলেছেন; যেন বান্দা বেশী ঘাবড়ায়ে না যায়।

তাই তিনি আরও একটু অগ্রসর হয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইয়াহাযযিরু কুমুল্লা-হু নাফসাহূ।

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তাকেই ভয় করতে বলেন।

তারপর আবার এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু রউ'ফুম্ বিল্ ই'বা-দ।

অর্থ ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই স্নেহশীল।

এ থেকে একটু অগ্রসর হয়ে এ আয়াতের প্রতি লক্ষ কর। আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ خَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ *

উচ্চারণ ঃ মান খাশিয়ার রহ্মা-নু বিল্ গাইবি।

অর্থ ঃ যারা রহমানকে না দেখেই ভয় করে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখানে লক্ষ করার ব্যাপার হচ্ছে ঃ আয়াতের মধ্যে রহমান শব্দটির সাথে খাশিয়া (ভয়) শব্দটি যুক্ত করে বাক্য তৈরী করা হয়েছে। জব্বার, মুস্তাক্বীম ও মুতাকাব্বির নামের সাথে যুক্ত করে বলা হয়নি। কারণ আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার ব্যাপারে যেন তার দয়ার কথা কেহ ভুলে না যায়। তোমার দেলের মধ্যে যেন শুধুমাত্র ভীতিই সর্বময় না হয়, তার সাথে যেন স্বস্তি ও সান্তনাও থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, স্নেহময়ী জননীকে ভয় করে চল। অথবা দানশীল বাদশাকে ভয় করে চল।

এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণ করে চলা। নিরাশ কিংবা নির্ভয় কোনটিই না হয়ে, ভীতি ও আকাংখার মিলিত ভাব অন্তকরণে জাগরুক থাকা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ মুল্যবান তত্ব বুঝে চলার তওফিক দান করুন। যেহেতু তিনি বড়ই স্নেহশীল দাতা। 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'জীম।'

আল্লাহ তায়ালার লীলার প্রকাশ

ভয়ের দিকটির প্রতি লক্ষ রেখ। ইবলিস শয়তানের কাজ কারবারের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখ। সে আশি সহস্র বছর যাবৎ আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করেছে। একটি পা ফেলার পরিমাণ জায়গা নেই, যেখানে সে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে সিজদা করেনি। শুধু একটি হুকুম অমান্য করার কারণে বেহেশত হতে বিতাড়িত হয়েছে, আশি সহস্র বছরের ইবাদত বন্দেগী তার মুখের ওপরে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত সে অভিশপ্ত জিন্দেগী কাটাতে থাকবে এবং চিরদিনের জন্যে জাহান্নামের লাকড়ি হয়ে জ্বলতে থাকবে।

হযরত রাসূলে কারীম (সঃ) ফরমায়েছেন, স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে আমি খানায়ে কা'বার গেলাফ ধরে এই বলে ক্রন্দন করতে দেখেছি, হে দয়াময় প্রভূ! হে আমার সর্দার। আমার নাম ও শরীর যেন অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্তনীয় থাকে।

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) এর প্রতি নজর কর। যে আদম (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নবী ও পবিত্র। যাকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতী হস্তে সৃষ্টি করেছেন। যাকে ফেরেশতা মন্ডলী সিজদা করেছে এবং তাঁরা নিজেদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাধে চড়ায়ে আল্লাহ পাকের দরবারে নিয়ে গেছেন। শুধুমাত্র নিষিদ্ধ বস্তু গন্দম হতে সামান্য একটু মুখে দেওয়ার ফলে তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ঘোষনা করেছেন, আমার নাফরমান বান্দা কখনো আমার পরশী হয়ে অবস্থান করতে পারে না। যে ফেরেশতামন্ডলী নিজেদের কাধে চড়ায়ে নিয়েছিলেন, তাদেরকেই আল্লাহ তাআলা হুকুম করলেন, হযরত আদম (আঃ)-কে আসমান হতে যমীনে ফেলে দেয়ার জন্য। অতঃপর দীর্ঘ দু'শ বছর যাবৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে রোনাজারী করে ও অক্লান্ত সাধনা করে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে নাজাত লাভ করলেন। যার কারণে তার আওলাদ ফরজন্দের অদৃষ্টে রোনাজারী ও সাধনা অপরিহার্য হয়েছে।

অতঃপর হযরত নুহ (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি আদি রাসূল হিসাবে ধর্মের প্রচারণার কাজে প্রাথমিক অবস্থায় কত কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন, তা প্রকাশ করার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ সামান্য একটি অশোভনীয় বাক্য হযরত নূহ (আঃ)-এর জবান হতে বের হয়েছে বিধায় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফালা তাসয়ালনি মা-লাইসা লাকা বিহী ই'লমুন্ ইন্নী আই'যুকা আন তাকূনা মিনাল যা-হিলীন।

অর্থ ঃ যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তা নিয়ে আমার নিকট কিছু বলতে যেওনা। আমি উপদেশ দিতেছি, ক্রমান্বয়ে মুর্খ হয়ে উঠ না।

বর্ণিত রয়েছে, অতঃপর হযরত নুহ (আঃ) লজ্জিত হয়ে চল্লিশ বছর যাবৎ আসমানের দিকে মস্তক উঠাননি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) একটি ভুল করেই, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে কিরূপ ভয় ও বিনয়ের উদয় হয়েছিল, তিনি বলেন–

وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযী আত্বমাউ' আইঁয়্যাগফিরলী খাত্বীয়াতী ইয়াওমাদ্দীন।

অর্থ ঃ মহান দয়ালূ প্রভূ থেকে আমি এ আশাই পোষণ করছি যে, তিনি অন্তত রোজ কেয়ামতে আমার অপরাধ মাফ করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভয়ে এমনি ভাবে রোনাজারী করতে থাকতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করতেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে তাকে বুঝাতেন যে, এক বন্ধু কি অপর বন্ধুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারে? তার উত্তরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলতেন; হে ভাই জিবরাঈল (আঃ)! যখন নিজ অপরাধের কথা অন্তরে জেগে উঠে তখন বন্ধুত্বের সম্পর্ক একেবারে ভুলে যাই।

এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর এক ঘটনার প্রতি লক্ষ কর; তিনি রাগান্বিত হয়ে ঘুষি মেরে এক লোককে হত্যা করে ফেললেন। এ কারণে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে কতইনা রোনাজারী করলেন, তিনি প্রার্থনা করলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ *

উচ্চারণ ঃ রব্বি ইন্নী যলামতু নফসী ফাগফিরলী।

অর্থ ঃ হে আমার পালনকর্তা! নিজের প্রতি চরম অত্যাচার করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

তাঁর যমানায় বলআম ইবনে বাউর নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে আসমানের প্রতি নজর করলে আরশে মোআল্লা প্রযন্ত সর্ব কিছু দেখতে পেতেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اَتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়াতলু আ'লাইহিম নাবা-য়াল্লাযী আতাইনা-হু আ-য়াতিনা ফানসালাখা মিনহা-।

অর্থ ঃ তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শুনাও যাকে আমি আমার অশংখ্য নিদর্শন দান করেছিলাম, তারপর সে তা থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছিল।

এ হচ্ছে বলআম বাউর এর অবস্থা। এত বড় সাধক হয়েও মাত্র একটি অপরাধ করে সর্ব কিছু হারিয়ে ফেলল। সমসাময়িক এক ওলি আল্লাহর অমর্যাদা করে সে শাস্তি লাভ করল। আল্লাহ পাক তার সকল কারামাত ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বিতাড়িত এক কুকুরের অবস্থানে নামিয়ে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ *

উচ্চারণ ঃ ফামাছালুহূ কামাছালিল কাল্‌বি ইন তাহ্‌মিল্‌ আ'লাইহি ইয়াল্‌হাছ।

অর্থ ঃ তার অবস্থা হচ্ছে কুকুরের ন্যায়, যদি তুমি তাকে তাড়া কর, সে হাপিয়ে ওঠে।

আল্লাহ ক্ষমা করুন। চিরদিনের জন্যে সে ধ্বংসের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তার সম্পর্কে এক আলেম ব্যক্তির নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, বলআম বাউরের নিকট বার সহস্র তলেবুল এলেম শিক্ষা লাভের জন্য একত্রিত হত। তারা তার উপদেশসমূহ লিখে নিত। অতঃপর তার অবস্থা এত নিম্ন পর্যায়ে এসে পৌছাল যে, সে পৃথিবীর বুকে সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ করল যে, সৃষ্টি জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। আমি বারংবার আল্লাহ পাকের দরবারে তার ন্যায় এরুপ চরম অবনতির অবস্থার হাত হতে মুক্তি কামনা করছি।

এখন এ দুনিয়ার চরম অত্যাচার, অনাচার ও দূরদৃষ্টির প্রতি লক্ষ করা প্রয়োজন। এ সকল বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরামদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তাই বুঝে শুনে কাজ করা দরকার। বড়ই দূর্গম পথ এ পৃথিবীর। হায়াত একেবারেই কম। নেক কাজের অতি অভাব ও দুঃসময়। সর্বজ্ঞ রব্বুল আলামীন সর্বকিছু দেখতেছেন। যদি তিনি আমাদের আমলসমূহ কল্যাণজনক করেন এবং আমাদের পদস্খলনের পতন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন, তবে তা তার পক্ষে মোটেই কঠিন কোন ব্যাপার নয়।

এখন হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিষয়ে কিছু শ্রবণ কর। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের খলিফা ছিলেন। তার একটি মাত্র ভুল হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে তিনি এমনভাবে কান্না কাটি শুরু করে দিলেন যে, তার চক্ষুর নীড়ে শুকনা মাটিতে লতাগুল্ম গজিয়েছে, তবুও তার বিলাপ চলতে থাকলো। দয়াময় প্রভূ আমার প্রতি সদয় হলেন না। তখন গায়েবী আওয়াজ হলো; হে দাউদ! অপরাধ ভুলে দিয়ে এখন শুধু তোমার বিলাপই অন্তরে জাগরিত রয়েছে। আসলে তার তওবা চল্লিশ দিবসে মতান্তরে চল্লিশ বছরে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এখন শুন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা। তিনি অযথা রাগকরে ফেলে সাগর তলে চল্লিশ দিবস যাবৎ মাছের পেটে কাটিয়েছিলেন। তথা হতে কান্নাকাটি করে বলেছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যা-লিমীন।

অর্থ ঃ তুমি ছাড়া আমার যে কোনই প্রভূ নেই। তোমার তাসবীহ পাঠ করছি। নিশ্চয় আমি যুলুমকারী ছিলাম।

ফেরেশতামন্ডলী তাঁর কান্নাকাটি শ্রবণ করে আরজ পেশ করলেন; হে রব্বুল আলামীন! আওয়াজ শ্রবণ করতেছি কিন্তু তা কোথা হতে আসতেছে তা বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন, এ হচ্ছে আমার বান্দা ইউনুস নবীর বিলাপ। তখন ফেরেশতা মন্ডলী তার পক্ষে সুপারিশ পেশ করলেন। তবুও আল্লাহ পাক তার নাম পর্যন্ত না বলে এতটুকু মাত্র এরশাদ করলেন ঃ وذالنون "ওয়া জান্নূন।"

তারপরের ঘটনা কোরআন পাকে আল্লাহ এভাবে এরশাদ করেছেন ঃ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফালতাক্বামাহুল হূতু ওয়া হুওয়া মুলীমুন ফালাওলা- আন্নাহূ কা-না মিনাল মুসাব্বিহীনা লালাবিছা ফী বাত্বনিহী ইলা- ইয়াওমিইঁ ইয়ুব্‌আ'ছুন।

অর্থ ঃ অতঃপর মাছটি তাঁকে অক্ষতাবস্থায় (পেট থেকে) বের করে দিল। তিনি তখন নিজেকে ধিককার দিচ্ছিলেন। যদি তিনি তখন আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে ক্বিয়ামত দিন পর্যন্ত মাছের উদরে কাটাতে হত।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহ ও মহানুভবতার কথা এরশাদ করেছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ *

উচ্চারণ ঃ লাওলা- আন তাদা-কাহূ নি'মাতুম মির রব্বিহী লানুবিযা বিল আ'রা-য়ি ওয়া হুওয়া মাযমূম।

অর্থ ঃ যদি আল্লাহ মহানুভবতার সাথে তাঁর হাত ধরে না তুলতেন, তবে যে স্থানে তাঁকে মাছ উপড়ে ফেলেছিল সে স্থানেই তাঁকে দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে থাকতে হত।

এখানে হস্ত ধরে তোলার অর্থ হচ্ছে তওবা কবুল করা। যেহেতু তওবা কবুল করার আগে তো হাত ধরে তোলবার প্রশ্নই ওঠে না। হে প্রিয় বন্ধুগণ! এক্ষনে আল্লাহ পাকের আচরণ উত্তম রূপে বুঝে নাও। আর ইহার এখানেই শেষ নয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার হযরত নবী করীম (সঃ) এর সঙ্গে আল্লাহ পাকের মোয়ামেলাত এরূপ ভাবে চলে ছিল।

তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ ফাসতাক্বিম কামা- উমিরতা ওয়া মান তা-বা মাআ'কা ওয়ালা- তাত্বগাও ইন্নাহু বিমা- তা'মালূনা বাছীর।

অর্থ ঃ যে ভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক সে ভাবেই চলুন। যারা আপনার সাথে তওবা করেছে, তারাও যেন সেরূপে চলে। ধর্মের সীমা রেখা চুল পরিমান লংঘন করবেন না। নিশ্চয়ই তিনি সর্বকিছু জানেন ও দেখেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতের বিষয়ে ফরমায়েছেন ঃ

شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَّاَخَوَاتُهَا *

উচ্চারণ ঃ শাইবাতানী হূদুঁও ওয়া ইখওয়াতিহা-।

অর্থ ঃ সূরা হুদ ও এর ন্যায় অন্যান্য সূরা আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ উক্ত আয়াত ও উক্তরূপ অন্যান্য আয়াত সমূহ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াস্তাগফির লিযাম্বিকা।

অর্থ ঃ আপনি আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হবার পরে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) সর্বদা তওবা পাঠ করতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পুণঃ তাঁর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ওয়া'দ্বানা- আংকা বিযরাকাল্লাযী আংক্বদা যহরাক।

অর্থ ঃ আমি আপনার ওপর থেকে যে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, সে বোঝা আপনার কোমর ভাঙ্গার উপক্রম করেছিল।

তারপর আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ *

উচ্চারণ ঃ লিইয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা-তাক্বাদ্দামা মিন যাম্বিকা ওয়া মা-তায়াখ্খারা।

অর্থ ঃ যাতে আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সব গুণাহ মাফ করে দেন।

এ প্রকারে আল্লাহ তাআলা পূর্বাকার সকল পাপ মার্জনা করে দেয়ার পরেও হযরত নবী করীম (সঃ) সমস্ত রাত্র ব্যাপী এত অধিক নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে উঠত। তা দর্শন করত সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! কেন আপনি এতবেশী কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করছেন? আল্লাহ তায়ালা তো আপনার পূর্বাপর সকল ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। তার উত্তরে তিনি বলেছেন; আমি কি সে জন্যে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না? তিনি মাঝে মধ্যে ফরমাতেন ;

لَوْ اَنِّىْ وَعِيْسٰى اُوْخِذْنَا بِمَا كَسَبَتْ هَاتَانِ لَعَذَّبْنَا
عَذَابًا اَلِيْمًا لَمْ يُعَذِّبْهُ اَحَدٌ فِى الْعٰلَمِيْنَ *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ লাও আন্নী ওয়া ঈসা- আওখাযানা- বিমা- কাসাবাত হা-তা-নি লাআ'য্যাবনা আযা-বান আলীমান লাম ইয়ুআ'যযিবহু আহাদুন ফিল আ'লামীন।

অর্থ ঃ যদি আমাকে ও ঈসা ইবনি মরিয়ামকে যার যার দোষ ত্রুটির জন্য শাস্তি দেওয়া হত, তবে পৃথিবীর যে কারোর চাইতে আমাদেরকে বেশী কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়া হত।

হযরত নবী করীম (সঃ) সমস্ত রাত্রি জাগরন করে নামায আদায় করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন এবং এ দোয়া প্রার্থনা করতেন ; আমি তোমার শাস্তি হতে মুক্তির ও নাফরমানী হতে সন্তোস্টির আশ্রয় কামনা করছি। আমি তোমার উপযুক্ত প্রশংসা করতে অপারগ। তোমার জাতে পাকের যেরূপ বর্ণনা দিয়েছ, তুমি তদ্রূপ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতগণের উত্তম উম্মাৎ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ! তারা উত্তম যামানার উম্মত ছিলেন। তাদের অন্তরে কিছুটা কৌতুক প্রবণতা জাগরিত হলে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ يَاْتِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ আলাম ইয়া'তি লিল্লাযীনা আ-মানূ আনতাখ্শাআ' কুলূবুহুম লিযিকরিল্লাহি।

অর্থ ঃ ঈমানদাদের জন্য কি এখনো সে সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ গ্রহনের জন্যে ঝুকবে?

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর উম্মৎগণ আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও তাদের জন্যে আজাব নির্দ্ধারিত হয়েছে।

হযরত ইউনুস ইবনি উবায়েদ (রহঃ) বলেছেন, পাঁচ দিরহাম চুরি করলে তার জন্যে হাত কর্তন থেকে এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। সে জন্যে হয়ত বা আল্লাহ পাকের গজব নেমে আসার আশংকা রয়েছে।

এ জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়া তলে আশ্রয় প্রদান করেন। যেহেতু তিনিই তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাহোক এখন আশা ও ভীতির দিকটা ঠিক রেখে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। যেহেতু এ আলোচনা করাও জরুরী। এর মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি নেই। আল্লাহ পাকের দয়া যে কত অধিক তা এর দ্বারা বুঝা যায়, যখন তিনি সত্তর বছর বয়স্ক কাফের ব্যক্তিকেও ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্বেকার সকল গুণাহ হতে নাজাত দান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يَغْفِرْلَهُمْ مَاقَدْسَلَفَ *

উচ্চারণ ঃ কুল লিল্লাযীনা কাফারু ইয়্যানতাহূ ইয়ুগফারু লাহুম মা-ক্বাদ সালাফা।

অর্থ ঃ (হে রাসূল)! আপনি কাফেরদেরকে বলে দিন যে, তারা যদি কুফরী খেকে ফিরে আসে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহনের পূর্বেকার সব গুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

ফেরআউনের যাদুকরদের ঘটনা কি তোমাদের মনে নেই? তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে পরিপূর্ণরূপে তৈরী হয়ে আল্লাহ পাকের শত্রু ফিরাউনের সঙ্গে কসম করে হাযির হয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর কার্যকলাপ (মুজেযা) দেখে যখন তারা বুঝে ফেলল সমস্বরে বলে ওঠল, আমরা নিখিল বিশ্বের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। এ ব্যতীত তারা আর কোন নেকের কাজ করেছে বলে জানা নেই। তবুও কোরআন মজীদে তাদের সম্পর্কে কত অধিক প্রশংসা করা হল। বলা হয়েছে, এক মুহূর্তের ঈমান শত সহস্র ছগীরা কবীরা গুণাহ ধুয়ে মুছে ফেলে। তারা শুধু সরল অন্তকরণে অকপটে বলল; নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন কর্তার প্রতি ঈমান আনলাম। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বেকার সকল গুণাহ মাফ হয়ে গেল। এমনকি বেহেশতে তাদের চিরদিনের জন্য শহীদদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হল।

যারা জীবনভর কুফরী ও যাদুগিরিতে লিপ্ত থেকে মুহূর্ত মধ্যে আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করে ঈমান গ্রহন করল, তাদের মর্যাদা যদি এতখানি হয়, তবে যারা জীবনভর আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান অটুট রেখে একত্ববাদের সাধনায় লিপ্ত রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ইহকাল ও পরকালের কোন কিছুই যাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, তাদের মর্যাদার পরিমান কত বেশী হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসহাবে কাহাফের ঘটনা স্মরণ কর। তারা দীর্ঘ জীবন ধরে কুফরীর মধ্যে লিপ্ত থেকে, অবশেষে এক শুভক্ষণে ঈমান ও একত্ববাদের ডাকে সাড়া দিল–

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا *

উচ্চারণ ঃ রব্বুনা- রব্বুস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি লান নাদউ' মিন দূনিহী ইলা-হান।

অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই আমাদের পালনকর্তা। তাকে ব্যতীত অন্য কারোর আমরা উপাসনা করব না।

সাথে সাথে তাদের আরাধনা আল্লাহর দরবারে কবুল হল এবং তাদেরকে অশেষ মর্যাদা প্রদান করা হল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ;

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া নুক্বাল্লিবুহুম যা-তাল ইয়ামীনি ওয়া যা-তাশশিমালি।

অর্থ ঃ আমি কখনো তাদেরকে ডান কাতে ও কখনো বাম কাতে ফিরিয়ে রাখতাম।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এত অধিক মর্যাদা প্রদান করলেন এবং দুশমনের হতে নিরাপত্তার জন্য এমনি ভীতিপ্রদ রূপ প্রদান করলেন যে, তাদের কেচ্ছা সৃষ্টির সেরা মানব হযরত নবী করীম (সঃ)-কে অবহিত করলেন ;

لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًاوَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا *

উচ্চারণ ঃ লাবিত্ত্বালা'তা আ'লাইহিম লাওয়াল্লাইতা মিনহুম ফিরা-রাওঁ ওয়াল মুলি'তা মিনহুম রু'বা-।

অর্থ ঃ আপনি যদি উকি দিয়ে তাদের দিকে তাকাতেন, তবে ভয়ে পিঠ দেখিয়ে পালাতেন। তাদের অবস্থা দেখে আপনার মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি হত।

এমন কি তাদের কুকুরকেও মর্যাদা দান করে আল্লাহ তায়ালা ক্বোরআন মজীদে বারবার বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে সেটাকে তাদের সঙ্গী করে রেখেছেন এবং পরকালেও বেহেশতে সেটা তাদের সঙ্গী হয়ে প্রবেশ করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অতএব যারা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পেরেছে, তাদেরকে ও তাদের কুকুরকে পর্যন্ত এর অধিক মর্যাদা প্রদান করেছেন। তারা বেশী দিন ইবাদত বন্দেগী করেনি, বরং তারা আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে সক্ষম হয়ে তাঁর জন্যে মাত্র কিছু দিন কষ্ট স্বীকার করেছিল। সে অবস্থায় যে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে চিনতে পেরে সত্তর বছর যাবত তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকেন, তাঁর মর্যাদা কত অধিক হবে, তা অতি সহজেই বোধগম্য হয়ে থাকে। যদি সে বান্দা সত্তর সহস্র বছর যাবত ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর মর্যাদা কত বেশী হবে, তা চিন্তা ভাবনার ব্যাপার।

পক্ষান্তরে এ বিষয়সমূহও ভেবে দেখা দরকার যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) গুণাহগারদের ধ্বংশ প্রার্থনা করায় আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তেমনি ভাবে হযরত মূসা (আঃ) কারূনের সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে কর্ণপাত না করার জন্যেও তিনি অসন্তুষ্টি দেখিয়েছেন।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ; তোমার নিকট কারূন ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করেও সে ক্ষমা ও সাহায্য লাভ করলনা। কিন্তু আমার মর্যাদার কসম। যদি কারূন আমার নিকট একবারও সাহায্য কামনা করতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তাকে ক্ষমা ও সাহায্য করতাম।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি তাঁর স্বজাতিয়দের জন্যে আল্লাহ তাআলা অসন্তোষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন; সামান্য একটা বৃক্ষের জন্য এতটা আক্ষেপ প্রকাশ করছ যা নিমিষের জন্য সৃষ্টি হয়ে নিমিষের মধ্যে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু তোমার স্বজাতির লক্ষের অধিক মানুষের জন্যে তুমি কোন আক্ষেপ প্রকাশ করছ না ?

অতঃপর যখন হযরত ইউনুস (আঃ) লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং কঠোর আযাব থেকে তাঁকে নাজাত দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বনু শায়বার গৃহে প্রবেশ করে কিছু সংক্ষক মুসলমান লোকদেরকে হাসা-হাসি করতে দেখে তাদেরকে ধমকের সূরে ফরমালেন, তোমাদেরকে যেন আর কোন সময় এভাবে হাসা-হাসি করতে না দেখি। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত গমন করা মাত্র আল্লাহ পাকের ওহী প্রাপ্ত হলেন এবং তথা হতে প্রত্যাগমণ করে তাদেরকে

ফরমালেন, আমার নিকট জিবরাঈল (আঃ) আগমন করে বলে গেলেন যে, হে মুহাম্মাদ (সঃ) ! আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তাঁর প্রিয় বান্দাকে যেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে হতাশ করা না হয়।

نَبِّئْ عِبَادِىْ عَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ নাব্বি' ই'বাদী আ'ন্নী আনাল গফূরুর রহীম।

অর্থ ঃ আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও, আমি সর্বস্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

এ কথাটিই রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ জবানে ফরমাতেন, স্নেহময়ী জননীর সন্তানের প্রতি যে মায়া মমতা রয়েছে, তা অপেক্ষাও অধিক মায়া মমতা রয়েছে আল্লাহ পাকের তাঁর বান্দার প্রতি।

একটি মশহুর হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাকের রহমতের একশত ভাগের একভাগ শুধু পৃথিবীর জিন ইনসান ও পশু পাখিদের মাঝে বিতরণ করেছেন। আর তারা সে সুত্রেই একে অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভুতি প্রকাশ করে থাকে। আর বাকী নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহ পাক নিজের নিকট সংরক্ষিত রেখেছেন। কেয়ামতের দিবসে তিনি এগুলো দ্বারা নিজ বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। অতএব আল্লাহ পাকের রহমতের একশ ভাগের এক ভাগ দ্বারা যখন তুমি এর কিছু প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি আল্লাহ তাআলাকে চিনতে পেরেছ, তুমি তাঁর প্রিয় পাত্রদের মধ্যে শরীক হয়েছ, বিশেষভাবে আহলে সুন্নাত অল জামায়াত ভুক্ত হতে পেরেছ,সুতরাং এতসব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর দরবারে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। তা হলে তুমি আল্লাহ তায়ালার অবশিষ্ট নেয়ামতগুলো প্রাপ্তিতেও ধন্য হতে সক্ষম হবে। যেহেতু কৃতজ্ঞ বান্দাকে আল্লাহ পাক নেয়ামত বর্দ্ধিত করেই থাকেন। অবশেষে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, তিনি যেন অগনীত রহমত থেকে আমাদেরকে নিরাশ না করেন। তিনি অসীম দয়ালু ও দাতা।

---

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরকাল সম্পর্কে আল্লাহর অঙ্গিকার ও হুশিয়ারী

এ ব্যাপারে পাঁচটি অবস্থা সম্পর্কে স্মরণ রাখবে। (১) মৃত্যু, (২) কবর (৩) ক্বেয়ামত (৪) বেহেশত ও (৫) দোযখ।

আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাগণ এ সকল ব্যাপারে কোন কোন সুযোগ সুবিধে লাভ করবে এবং তাঁর নাফরমান বেঈমান বান্দারা কি কি অসুবিধার মোকাবেলা করবে, তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মৃত্যু

মৃত্যু সম্পর্কে দুটো লোকের ঘটনা উল্লেখ করা যথেষ্ট বলে ধারণা করি।

প্রথম ঘটনা হচ্ছে এই; ইবনে শিবরামা বলেছেন; আমি ইমাম শাবীর সাথে তার এক রোগীর সেবা করতে গেলাম। মৃত্যু কষ্ট তার মধ্যে প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছিল। শাবী সে লোকটিকে বললেন, একটু ধীরে সুস্থে তালকীন দাও। এ কথা রোগী শ্রবণ করে বলে উঠল, আপনি তালকীন দেন বা না দেন, আমি কালেমা পাঠ করতেই থাকব। অতঃপর সে এ আয়াতে কারীমা পাঠ করল;

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আলযামাহুম কালিমাতিত্ তাক্বওয়া- ওয়া কা-নূ আহাক্ক্বা বিহা- ওয়া আহলুহা-।

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাক্বওয়ার কালেমার ওপরে সুদৃঢ় করেছেন এবং তারাই এর যোগ্য অধিকারী।

একথা শ্রবন করে ইমাম শাবী বলেছেন ঃ সে আল্লাহ পাকের অসংখ্য প্রশংসা করছি, যিনি আমাদের এ প্রিয় বন্ধুকে হেফাজতে রেখেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে এই ; জনাব ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) তার এক শাগরীদের মরণ নিকটবর্তী হলে, তিনি তার সাগরীদকে দেখতে আসলেন। তিনি তার মস্তকের নিকটে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে ছিলেন। তখণ সাগরীদ বলে ওঠল, ওস্তাদজী এ সূরাটি পাঠ করবেন না। তাই তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি তাকে কালেমা তালকীন দিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরম্ভ করলেন। তখন শাগরীদ বলে ওঠল, আমি কালেমা শরীফ পাঠ করব না। যেহেতু আমি ওসব থেকে মুক্ত। এ কথা বলার সাথে সাথে সে মৃত্যু বরণ করল।

জনাব ফোজায়েল ইবনে আয়াজ শেষ পর্যন্ত তার বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং পরাপর চল্লিশ দিবস যাবত তিনি কান্না কাটি করলেন। নিজ গৃহ হতে মোটেও বাইরে এলেন না। তৎসময় তিনি খাবের মধ্যে দেখলেন যে, তার শাগরীদকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

জনাব ফোজায়েল ইবনে আয়াজ তাকে প্রশ্ন করলেন; আল্লাহ তায়ালা তোমার কোন অপরাধের জন্যে তোমার ঈমান ছিনিয়ে নিয়েছেন? কিন্তু আমার শাগরীদদের মধ্যে তোমার স্থান তো বহুত উর্দ্ধে ছিল। তখন সে উত্তরে বলল; তিনটি অপরাধে আমার এ অবস্থা হয়েছে।

প্রথম অপরাধ হচ্ছে ঃ চোগলখোরী। আমি আপনার সম্মুখে যা কিছু না বলতাম, আপনার পশ্চাতে গমন করে সঙ্গীদের সাথে তা বলতাম।

দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে; হিংসা। আমি আমার সাথীদেরকে অতি হিংসার নজরে দেখতাম।

তৃতীয় অপরাধ হচ্ছে ; শরাবখোরী। আমার ব্যাধি সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ায় সে আমাকে প্রত্যহ এক গ্লাস শরাব পান করতে বললেন। চিকিৎসক বলল, এর দ্বারা আমার ব্যধি চিরতরে আরোগ্য হবে। এতে আমি আল্লাহ তায়ালার অসন্তোস্টিকে গুরুত্ব না দিয়ে শরাব (মদ) পান করেছিলাম।

অতঃপর অন্য দু'লোকের ঘটনা লক্ষ কর। প্রথমঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে , যখন তার মৃত্যুর সময় হল, তখন তিনি আসমানের দিকে নজর করে একটু মুচকি হাসলেন। তৎপর পাঠ করলেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ লিমিছলি হা-যা-ফাল্ইয়া'মালিল আমিলূন।

অর্থ ঃ এভাবেই নেকলোকের নেক কাজ করা চাই।

আমি ইমামুল হারামাইন এর নিকট হতে শ্রবন করেছি তিনি ওস্তাদ আবু বকর হতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন যে, আমার প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের এক সঙ্গী ছিল, সে শিক্ষা লাভের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট ক্লেশ সহ্য করত। এর পরেও সে অত্যাধিক পরহেজগার ও ইবাদতকারী ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এত কিছু থাকা সত্বেও সে শিক্ষার বিষয় বেশী একটা সফলতা অর্জন করতে পারলনা। তার অবস্থা দর্শন করে আমি আশ্চর্য বোধ করতাম। ইতিমধ্যে সে রোগাক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ হালতে সে আল্লাহর বন্ধুদের তাবুতেই অবস্থান করতে থাকল। হাসপাতালে ভর্তি হল না। সে অসুস্থ হালতে শিক্ষা লাভ করা ও ইবাদত বন্দেগী করা চালু রাখল। আচানক তার দৈহিক অবস্থা অতি খারাপের দিকে গেল। আমি তার নিকটেই উপবেশন অবস্থায় ছিলাম। আমি দেখলাম যে, সে আসমানের প্রতি নজর করল। অতঃপর বলে ওঠল, এ প্রকারেই সৎ লোকের সৎকাজ করা উচিৎ। এ কথা বলার সাথে সাথে সে মৃত্যু বরণ করল। (সুবহানাল্লাহ)

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে এই; হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর এক পরশীকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখতে গেলেন। সে পরশীটি তাকে উদ্দেশ্য করে বলল; আমার সম্মুখে দুটো অগ্নি পাহাড় পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তাতে চড়তে আমার খুব কষ্ট অনুভুত হচ্ছে। তখন মালেক ইবনে দীনার বললেন, একথা শ্রবণ করে আমি তার গৃহের লোকজনের নিকট তার অবস্থা জানতে ও বুঝতে চাইলাম। তারা আমাকে জানাল ; তার নিকট দুটো মাপ দেবার দাড়িপাল্লা দিল। তার মধ্যে একটা সে খরিদ করার সময় ব্যবহার করত এবং অপরটি বিক্রয়ের সময় ব্যবহার করত আমি তখন সে দাড়ি পাল্লা দুটো দেখতে চাইলাম। যখন সে দুটোকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হল, তখন আমি সে দুটোকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললাম। অতঃপর আমি তার নিকট জিজ্ঞেস করলাম এখন তোমার অবস্থা কেমন? সে উত্তরে বলল, দুর্দশা বাড়ছেই মোটেও কমছেনা। (আল্লাহ রক্ষা করুন)

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবর ও মরণের পরের অবস্থা

এখানে দুজন লোকের অবস্থা লক্ষ করার বিষয়। কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন; জনাব সুফিয়ান ছওীরর মৃত্যুর পরে তাকে স্বপ্নযোগে দেখে জিজ্ঞেস করলাম; হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি কি হালতে আছ? তিনি উত্তর এড়িয়ে বললেন; এখানে ডাক নাম চলে না। অতঃপর আমি তাকে পুণরায় জিজ্ঞেস করলাম, হে সুফিয়ান! তোমার হালত এখন কেমন? উত্তরে তিনি কবিতার কয়েকটি পংতি পড়লেন। তার সারমর্ম এই, আমি আমার পালন কর্তার প্রতি খোলা নজরে দৃষ্টিপাত করলাম। তিনি এরশাদ করলেন, হে আবু সাঈদ! আমার সন্তোস্টি তোমাকে ধন্য করুক। অন্ধকার রজনীতে অশ্রু বিসর্জন করা ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি জাগরণ করা তোমার কর্তব্য ছিল। অতএব এখন কোন্ বালাখানাটি তোমার মনপুত হয় তা বেঁছে নাও এবং আমাকে এরূপে দর্শন করতে থাক। যেহেতু আমি তোমার নিকটেই অবস্থান করছি।

আর একজন লোকের ঘটনা হচ্ছে এই; সে মৃত্যু বরণ করলে তাকে স্বপ্ন যোগে দেখা গেল যে, তার রূপ-চেহারা বদল হয়ে গেছে এবং তার হস্তদ্বয় কাঁধের উপর দিয়ে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ তাআলা তোমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করলেন? তখন সে উত্তরে বলল; আমার একটি জীবন জিন্দেগী ছিল, তখন আমি তাকে নিয়ে খেলা ধুলা করেছি এবং বর্তমান জীবন জিন্দেগী তাই আমাকে নিয়েই খেলা খেলছে।

অন্য দু ব্যক্তির ঘটনা শ্রবন কর। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন যে, তার একটা পুত্র সন্তান ছিল। তাকে যুলুম করে শহিদ করা হয়েছিল। যে রজনীতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ মৃত্যু বরণ করেছেন, সে রাত্রিতে উক্ত বুজুর্গ ব্যক্তি তার শাহাদাত প্রাপ্ত পুত্রকে স্বপ্নযোগে দর্শন করলেন এবং তখন তিনি তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার আদরের পুত্র! তুমিকি মৃত্যু বরণ করোনি? সে উত্তরে বলল, না আব্বাজী আমি তো শহীদ হয়েছি। অতএব আমি জিন্দা রয়েছি এবং আল্লাহ পাকের তরফ হতে জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছি। তখন পুত্রকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখন আমার নিকট আগমন করলে কেন? সে উত্তরে বলল, সমস্ত আসমান মন্ডলে ঘোষনা জারী করে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত নবী রাসূল শহীদগণ ও সিদ্দীকগণকে হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-এর জানাযা নামাযে শরীক হতে হবে। তাই আমিও তার জানাযা নামাযে শরীক হতে এসেছি। তথা হতে আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্যে আগমন করলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে এই ; জনাব হিসাম ইবনে হাসান (রহঃ) বলেছেন; তরুন বয়সের আমার একটি পুত্র এন্তেকাল করল। তাকে আমি স্বপ্নযোগে বৃদ্ধাবস্থায় দর্শন করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে বেটা। তুমি কি ভাবে বৃদ্ধ হলে? সে উত্তরে বলল, আমার নিকট অমুক লোকটি আসার পরে জাহান্নাম সীতল নিঃশ্বাস ছাড়ল? তার কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। (আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা করুন)।

ক্বেয়ামত

রোজ ক্বেয়ামতে মানুষের অবস্থা কেমন হবে, সে সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে ;

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا *

উচ্চারণ ঃ ইয়াওমা নাহশুরুল মুত্তাক্বীনা ইলার রহমানি ওয়াফদান ওয়া নাসূকুল মুজরিমীনা ইলা- জাহান্নামা বিরদা-।

অর্থ ঃ সে দিবসে আমি আল্লাভীরুদেরকে আমার রহমতের ছায়ার নীচে মেহমান রূপে সমবেত করব এবং পাপীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাব।

কেউবা কবর থেকে সাচ্ছন্দে উঠে দেখবে যে, বোরাক প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তার জন্যে মুকুট ও মনি-মানিক্য খচিত পোশাক নিয়ে অপেক্ষা করা হচ্ছে। সেগুলো পরিধান করে সে বোরাকে আরোহন করে সোজা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। তাকে তো এতই মর্যাদা প্রদান করা হবে যে, তাকে পায়ে হেটে বেহেশতে পৌঁছতে হবে না। আবার কেহবা এমন হবে যে, তাকে দোযখের দিকে ধীরে ধীরে হেটে যেতে দেওয়া হবেনা। কবর থেকে ওঠার পরেই তাকে শৃংখলাবদ্ধ করে টানা হেচড়া সহকারে উর্দ্ধদিকে পা রেখে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। (আল্লাহর দরবারে বারবার তার অসন্তোষ্টি হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি জনৈক আলেম ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ বর্ণনা উদ্ধৃতি করতে শ্রবন করেছি। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্বেয়ামত সংঘটিত হলে একটি দল কবর হতে ওঠার পরে প্রত্যেক্ষ করবে যে, তাদের উদ্দেশ্যে সবুজ পালক বিশিষ্ট বাহন অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাতে ওঠলে পর, ময়দান হতে উড়ে গিয়ে সেগুলো বেহেশতের দরজায় হাযির হবে। তখন দ্বাররক্ষী ফেরেশতা মন্ডলী আশ্চর্য হয়ে একে অন্যকে প্রশ্ন করবে, এরা কোন লোক? তাঁদের মধ্য থেকে কেহ উত্তর দেবেন যে, চিনতে তো পারছিনা? হয়ত তাঁরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মত হবেন।

তখন কোনো একজন ফেরেশতা তাদের নিকট পৌঁছে জিজ্ঞেস করবেন, আপনারা কারা? তারা উত্তরে বলবে, আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উম্মত। সে ফেরেশতা পুণঃরায় জিজ্ঞেস করবেন, আপনাদের পাপ পূণ্য কি ওজন দেওয়া হয়েছে? তারা উত্তরে বলবেন, না। তখন ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করবেন; তোমরা কি তোমাদের আমলনামা পাঠ করেছ? তারা উত্তরে বলবেন, না। তবে তোমরা ফিরে চলে যাও। তোমাদেরকে এ সকল কার্যাদি শেষ করে আসতে হবে। এ কথা শ্রবন করে তারা বলবেন, আমাদেরকে তো এমন কিছু দেওয়া হয়নি যে, যার হিসাব নিকাশ দিতে হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা উত্তরে বলবেন, আমরা তো কোন কিছুরই অধিকারী ছিলাম না। সুতরাং আমাদের সাথে ইনসাফ কিংবা যুলুমের ব্যাপারও ছিল না; আমরাতো সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে রত ছিলাম। যখন তিনি আহ্বান করেছেন তখন চলে এসেছি।

এমনি সময়ে আল্লাহ পাকের তরফ হতে ঘোষনা দেয়া হবে, আমার প্রিয় বান্দারা তো সঠিক কথাই বলতেছে।

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمَ -

উচ্চারণ ঃ মা-আ'লাল মুহসিনীনা মিন সাবীলিন ওয়াল্লাহু গফূরুর রহীম।

অর্থ ঃ এহসানকারীদের পথ উম্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ অত্যাধিক ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

তোমরা আল্লাহ তায়ালার এরশাদ শ্রবন করনি কি? তিনি এরশাদ করেছেন ;

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِخَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ আফামাইঁ ইয়ুলক্বা- ফিন্নারি খাইরুন্ আম্মাইঁ ইয়া'তী আ-মিনাইঁ ইয়াওমাল কিয়ামাতি।

অর্থ ঃ রোজক্বেয়ামতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যে ব্যক্তি উঠবে, তার চেয়ে কি দোযখে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি উত্তম হতে পারে?

সে দিবসে যে লোক এরূপ অসংখ্য বিপদাপদ, দুর্যোগ ও ভাঙ্গা গড়া দেখেও সামান্যতমও বিচলিত হবে না, নির্ভিকচিত্তে আল্লাহ পাকের আশ্রয়ের ছায়ায় পরিভ্রমন করবে, সে লোক বড় সৌভাগ্যশালী। সর্ব শেষে আমি আপনাদের ও আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে শহীদগণের দলভুক্ত করেন। এ করা সে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়ের পক্ষে কোনই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাত ও জাহান্নাম

এ ব্যাপারে কোরআন মজীদের দুটি আয়াত অনুধাবন করার যোগ্য। তার একটি এই ঃ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া সাক্বা-হুম রব্বুহুম শরা-বান ত্বহূরা-। ইন্না হা-যা কা-না লাকুম জাযা-উ' ওয়া কা-না সা'য়ুকুম মাশকূরা-।

অর্থ ঃ তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র শরাব পান করতে দেবেন। তার মধ্যে বর্তমান শরাবের অপবিত্রতা ও জঘন্যতা থাকবে না, ইহা হচ্ছে তোমাদের কৃতকার্যের সুফল। যে সকল প্রয়াস চালিয়েছ, তা তোমাদের প্রভুর নিকট স্বীকৃত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ - قَالَ
اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ রব্বানা- আখরিজনা- মিনহা ফাইন উ'দনা- ফাইন্না যোয়ালিমূন। ক্বা-লাখসাউ- ফীহা- ওয়ালা- তুকাল্লিমূন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে দোযখ থেকে বের করে নাও। আমরা যদি পুণঃরায় পাপ করি, তবে নিশ্চয়ই শাস্তিযোগ্য হব।

তখন আল্লাহ বলবেন ঃ দোযখে নিস্পিষ্ট হয়ে চল, আমার সঙ্গে আজকে আর কোন কথা বার্তা নেই।

বর্ণিত রয়েছে যে, তখন তাদেরকে কুকুরের আকৃতিতে পরিণত করা হবে। জাহান্নামের মধ্যে তারা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ফিরবে। (আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন)।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআ'জ (রহঃ) বলেছেন ঃ দুটি বিপদের মধ্যে যে কোনটি বৃহৎ তা বুঝা মুশকিল, দোযখে প্রবেশ করা, না বেহেশত হারানো? বেহেশতের লালসা যেমন সামাল দেওয়া কস্ট সাধ্য, তেমনি দোযখের অগ্নিকষ্ট অসাধ্য। আর সর্ব হালতেই নেয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত থাকা, দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ করা অপেক্ষা উত্তম। সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ হচ্ছে, দোযখে একবার প্রবেশ করলে, তথায় চিরদিন থাকতে হবে। এ শাস্তির ধারা কখনো রহিত হবেনা। অতএব এ প্রকার সাংঘাতিক ব্যাপার কে সহ্য করতে সক্ষম? সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ চিরদিন দোযখে থাকতে হবে, এ ব্যাপারটি মুমিনদের পক্ষে অতি সাংঘাতিক।

একদা হযরত হাসান (রাঃ) এর সম্মুখে আলোচনার সময় বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে যে ব্যক্তি সর্বশেষে মুক্তি লাভ করবে তার নাম হবে হান্নাদ। সে সহস্র বছর জাহান্নামে কাটাবে। তখন সে ভয়ানক চিৎকার দিয়ে বলতে থাকবে ইয়া হান্নান, ইয়া হান্নান।

এ কথা শ্রবন করতঃ হযরত হাসান (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেনঃ হায়! আমি যদি হান্নাদ হতে সুযোগ পেতাম। তাঁর কথা শ্রবন করে হায়িরানে মজলিশগণ অবাক হয়ে পড়লেন। তখন হযরত হাসান (রাঃ) বললেন, আফসুস তোমাদের জন্যে, যেহেতু তোমাদের ভেতরে অনেকেই চিরদিন জাহান্নামে কাটাবে।

আমি বলছি যে, এ সব ঘটনাপ্রবাহ একই সুত্রে গাঁথা। তা হচ্ছে ঈমান ও ইলমে মারেফাত রহিত হওয়ার আশংকা। এর কারণে লোকজনের সাংঘাতিক দুর্গতি দেখা দেবে। তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়বে, মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে, পাকস্থলী অচল হয়ে যাবে, অন্তর ফেঁটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং চক্ষু ফেটে অশ্রু বিসর্জন হতে থাকবে। ইহা সেই চরম অবস্থা,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যথায় ভয়কারীদের ভয় হাযির হয়ে থমকে যায় এবং ক্রন্দনকারীদের নীরব অশ্রু দরদর করে ঝড়ে পড়তে থাকে।

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, দুর্ভাবনা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার ইবাদত -বন্দেগী কবুল না হওয়ার দুর্ভাবনা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঃ নাফরমানী ও গুণাহ ক্ষমা না হওয়ার দুর্ভাবনা। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঃ ঈমান ও ইলমে মারেফাত রহিত হওয়ার দুর্ভাবনা।

জনৈক স্বার্থহীন বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন ঃ প্রকৃতপক্ষে দুর্ভাবনা হচ্ছে একটি। তা হল ঈমান ও ইলমে মারেফাত লোপ পাওয়ার দুর্ভাবনা। এর সম্মুখে অন্যগুলোর কোন মূল্যই নেই। এটা ঠিক থাকলে অন্যগুলোর তদারকি হতে পারে।

আমাকে হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ) বলেছেন ঃ তিনি হযরত ছুফিয়ান ছওরীর নিকট গমন করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, হযরত ছুফিয়ান ছওরী সমস্ত রজনী একমাত্র পাপ মোচনের জন্যে রোনাজারী করে কাটালেন। তখন ইউসুফ ইবনে আসবাতও তওবা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তওবা মঞ্জুর করত: গুণাহ মাফ করাতো আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সহজ ব্যাপার। আমার অন্তরে ভয় জাগে যে, ইসলাম হতে আমি বঞ্চিত না হই। আমি মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এ প্রার্থনা জানাই যে, তিনি যেন আমাকে উক্ত বিপদের মধ্যে না ফেলেন এবং স্বীয় দয়ায় আমাকে যেন মুসলিম অবস্থায় এন্তেকাল প্রদান করেন। সন্দেহহীন ভাবে তিনি সকল দয়ালু অপেক্ষা শ্রেষ্ট দয়ালু।

এ বিষয়টি আমি আমার লিখিত এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কেতাবে ব্যাপক ভাবে আলোচনা করেছি। এ অবস্থাটি উত্তমরূপে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। অধিক আলোচনা করা হলে মূল বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে যায়। অতএব যেটুকু বুঝা গেল, ততোটুকুই যেন আল্লাহ পাক কার্যকরী করার তওফিক প্রদান করেন, ইহাই কামনা করছি।

এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ভয় ও আশার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করা উচিৎ। যেহেতু যে লোক অধিক আশা পোষন করে থাকে, তাকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক থাকে। তেমনভাবে যে লোক অধিক ভীত ও হতাশ হয়ে পড়ে, সে পথ হারা হয়ে যায়। অতএব দুটোই প্রয়োজন। যেহেতু, প্রকৃত আশা কখনো যথার্থ ভীতি হতে আলাদা হতে পারে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ ভীরুদের মধ্যে সর্বাধিক আশার জন্ম হয়ে থাকে। তারা সত্যিকারের আশাবাদী, ভীতি তাদের অন্তরেই পরিদৃষ্ট হয়। হতাশ হওয়া লোকই বেপরোয়া হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হওয়া সম্ভব যে, স্বতন্ত্রভাবে দুটোর মধ্যে কোনটি উত্তম। এর উত্তর স্মরণ রেখ, অধিক শক্তিমান লোকের জন্যে ভয় এবং অতি দুর্বল লোকের জন্যে আশাই উত্তম। ওলামায়ে কেরামগণ এটাই বলে থাকেন।

তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ যাদের অন্তকরণ ভয় ভীতির আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, আমি তাদের অতি নিকটেই রয়েছি। এ অবস্থা দেখা দিলে আশাকেই অবলম্বন করা উত্তম। সবল সুস্থ হালতে তারা অন্তকরণকে ভয়ে বিপর্যস্ত রেখেছে বলেই তারা আমার বাণী শ্রবন করতে সক্ষম হয়েছে।

তাদের জন্যে বলা হয়েছে :

لَاتَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا ـ

উচ্চারণ ঃ লা-তাখা-ফূ ওয়ালা- তাহ্যানূ।

অর্থ ঃ ভয় পেয়োনা এবং হতাশ হয়ে পড়ো না।

এক্ষনে যদি প্রশ্ন উদয় হয় : আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করার জন্যে বহু হাদীসে বর্ণনা রয়েছে কেন? সে সবের বাস্তবায়ন কিরুপে হবে? এর উত্তর হচ্ছে এই : আল্লাহ পাকের নাফরমানী হতে বিরত থাকা, তাঁর কঠিন আজাবকে অন্তরে ভয় করা এবং তাঁর সেবায় মনোনিবেশ করার মাধ্যমেই তাঁর প্রতি উত্তম ধারণা পোষন করা সম্ভবপর।

এখানে একটি বিস্ময়কর মুল রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। বেশীর ভাগ মানুষ এ বিষয়ে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়ে থাকে। আশা ও অভিলাশ মধ্যে সুক্ষ পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আশা সাধারণতঃ কোন ভিত্তি ব্যতীত জন্ম হয় না। আর অভিলাশ, ভিত্তিহীনও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এক লোক চাষ বাস করে বীজ রোপন করে আশা করে থাকে যে, আমার ক্ষেতে একশত মন ফসল উৎপাদিত হোক। আর এক লোক চাষ বাস,কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে সমস্ত বছর নিদ্রায় কাটিয়ে দিয়ে ফসল তুলবার সময় অভিলাশ পোষন করে যে, আমার ক্ষেতেও যদি একশত মন ফসল লাভ করতাম। ইহা তো নিছক অভিলাশ মাত্র।

তেমনভাবে যে লোক আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীতে আপ্রান চেষ্টা সাধনা করে থাকে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে পাপ কার্যাদি হতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিরত থাকে, অতঃপর আশা করে যে, আল্লাহ তায়ালা আমার এ সামান্য এবাদত বন্দেগী মঞ্জুর করতঃ এবং আমার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দিয়ে যেন নেয়ামত প্রদান করেন। এ প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করে, তাই যথাযথ আশাবাদ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি সারা জীবন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে ইবাদত বন্দেগী ত্যাগ করে সর্ব প্রকার পাপ কার্যাদিতে লিপ্ত থেকে আল্লাহ পাকের রাজী খুশীর বা সন্তুষ্টির আদৌ পরোয়া না করেই অন্তরে অভিলাষ রাখে যে, হয়তবা আল্লাহ পাক তাকে দোযখ হতে নাজাত দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেনা, তা অবশ্যই নিস্ফল ও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাকে আশাবাদ কিংবা আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণা পোষণ করা বললে তা মারাত্বক ভুল ও অন্যায় হবে। এ প্রকারের একটি সুন্দর মন্তব্য এক বুজুর্গ সাধক ব্যক্তি চমৎকার ভাবে বলেছেন, তা হচ্ছে এই: নৌকা কিরূপে ডাঙ্গায় বয়ে চলবে? নাজাত লাভের আশা পোষণ করবে অথচ উত্তম কর্ম সাধন করছনা।

আমি বলছি হযরত রাসূলে পাকের একটি হাদীসে এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ফরমান ঃ বিজ্ঞ ব্যক্তি তাকেই বলছি, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির প্রতি কড়া নজর রাখে এবং এন্তেকালের পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। আর অবোধ মুর্খ ব্যক্তি তাকেই বলছি, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে লাগাম ছাড়া রেখে থাকে এবং আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন, এ প্রকার আশা পোষন করে গা-ভাসিয়ে চলে থাকে।

এ হাদীসের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ কতক অভিলাশ সৃষ্ট মানুষ ক্ষমা পাওয়ার কুমতলবে পড়ে পৃথিবী হতে নিঃসম্বল হয়ে গেল। তাদের থলিয়ায় একটি নেকী অবশিষ্ট নেই। এ প্রকারের কোন মানুষ যদি বলে, আমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করে এরূপ করেছি, তবে সে মিথ্যাবাদী। যদি সে আল্লাহ পাকের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করত, তবে নিশ্চয়ই সে নেকীর কর্ম করত।

অতঃপর তিনি আল্লাহ পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا *

উচ্চারণ ঃ ফামান কা-না ইয়ারজূ লিক্বা-য়া রব্বিহী ফালইয়া'মাল আ'মালান ছ্ব-লিহান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষন করে তার উচিৎ নেক কাজ করে চলা।

وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া যা-লিকুম যন্নুকুমুল্লাযী যনানতুম বিরব্বিকুম আরদাকুম ফাছবাহতুম মিনাল খ-সিরীন।

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের রবের সাথে যে ধারণা পোষন করে আসছিলে তার ফলেই তোমাদের এ দুর্গতি দেখা দিয়েছে।

হযরত জাফর সবগী বলেছেন ঃ আমি আবু মাইছাড়া আবেদকে দেখেছি যে, সাধনার পথে কষ্ট স্বীকার করে তাঁর পাঁজরের হাড্ডিগুলো বেড়িয়ে পড়েছে। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি দয়া করুন। তাঁর দয়ার তো সীমা পরিসীমা নেই, তিনি শ্রবন করে নাখোশ হলেন এবং বললেন, আমার মধ্যে তুমি এমন কি দেখেছ? আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ তো নেক লোকদের জন্যে রয়েছে।

জাফর সরগী বলেছেন ঃ এ কথা শ্রবন করে আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। মোটামোটি কথা হচ্ছে, যখন সকল নবী রাসূলগণ. আব্দাল ও অলী আওলিয়াগণ এত অধিক ইবাদত বন্দেগীর চেষ্টা সাধনা করেও এবং পাপকার্যাদি ও আল্লাহর নাফরমানী হতে সর্ব প্রকারে বেঁচে থেকেও আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের আশা পোষণ করতে ভয় পাচ্ছেন, সে অবস্থায় তোমরা কিরূপে অত অধিক আশা পোষণ করতেছ? এটা অসম্ভব ব্যাপার! বরং সেই নেক বান্দারা তো আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের প্রসারতার ব্যাপারে যথেষ্ট খবর রাখেন। তাঁর বদান্যতা ও ক্ষমার ইচ্ছা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে সাবধান। কিন্তু তাঁরা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, শুধুমাত্র নেক ধারণা ও আশা পোষণ করা নাজাত বয়ে আনবে না। সে জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

এ সুক্ষ তত্ত্বটি উত্তম রূপে হৃদয়াঙ্গম করে নাও এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে মাথা খাটাও, এখনো সাবধান হয়ে যাও। তওফিক দেয়ার অধিকারী শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ভয় ও আশা সৃষ্টির উপায়

মুল কথা হচ্ছে; যখন তুমি একদিকে আল্লাহ পাকের সীমাহীন অজস্র রহমতের বিষয় চিন্তা ভাবনা করবে, এবং তা যে সর্বত্রই অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে, তা বুঝতে পারবে, মনে রাখবে যে, তুমি মানুষ শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতের দলভুক্ত, আল্লাহ পাকের অশেষ করুনা, সীমাহীন দয়া, অতুলনীয় মমতা এবং সাহায্য সহায়তা, কারোর সুপারিশ ও মাধ্যম ব্যতীতই তোমার প্রতি নিয়ামত অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে এবং এটার কোন প্রকার পরিবর্তন হচ্ছে না। আর তেমনি লক্ষ করবে আল্লাহ পাকের প্রবল প্রতাপ প্রতিপত্তি তুলনাহীন শৌর্য বীর্য ও অচিন্তনীয় প্রভাবের প্রতি। মনে করবে তার ভীষন আজাবের কথা, যে আজাবের প্রচণ্ডতা আসমান যমীনেরও সজ্য সীমার বাইরে। এবং চিন্তা করবে স্বীয় অগনীত ত্রুটি বিচ্যুতি, অলসতা, ঐদ্ধত্য আর নাফরমানীর কারণে সৃষ্ট অসংখ্য গুণাহরাশি এবং তোমার সে সব গোপন ও সুক্ষ অন্যায় অপরাধ অপকর্ম যা মানুষের নজর এড়ালেও তা সে মহা মহিম আল্লাহর নজর এড়াতে পারেনি। মনে করবে যে, তিনি সমস্ত গুপ্ত ও গোপনীয় বিষয় সমূহের সংবাদ রাখেন। এবং মনে করবে আল্লাহ পাকের সকল নেয়ামত ও পুরস্কারের কথা, যার স্বাদ ও সুখের কথা মানুষের চিন্তার ও কল্পনার অতীত।

আর তেমনি বুঝার চেষ্টা করবে তাঁর কঠিন বিচার, কঠোর আজাব, যা সহ্য করার কথা কল্পনার বাইরে। এ বিষয়সমূহ গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করবে উপলব্দি করবে আর পর্যালোচনা করবে, মনে করবে ও চিন্তা করবে। তা হলে যেমন একদিকে আল্লাহ পাকের করুনা ও রহমতের কথায় অন্তকরন করুনায় সিক্ত হবে তেমনভাবে তাঁর কঠোর বিচার, কঠিন আজাব এবং সে প্রেক্ষিতে নিজ নফসের কঠিনতা ও ঐদ্ধত্যের তুলনা করে যথা নিয়মে নিজ পরিনাম উপলব্দি করলে অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এ অবস্থায়ই একত্রে ভয় ও আশা লাভ করবে। তখন সোজা সরল সঠিক পন্থা অবলম্বন করে সম্মুখে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। এবং ধ্বংসকারী হতাশা ও নির্ভরতা হতে রেহাই পাবে। তখন তোমার অবস্থা এমন দাড়াবে যে, তুমি যেন সত্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা পানীয়ের পেয়ালা পান করছো। যার কারণে অতপর আর আশার হিম শীতলতার স্পর্শ তোমাকে অবশ করতে সক্ষম হবে না। তেমনভাবে ভয় এর উত্তাপে তোমার কোন অনিস্ট করতে পারবে না।

অতএব তোমার পক্ষে এখন সম্মুখে অগ্রসর হতে আর কোন বাঁধা থাকবে না। আর তখন নফস যে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত থাকবে। অলসতা ও ঔদ্ধত্যতা পরিত্যাগ করে তখন সে আল্লাহ পাকের উপাসনা ও খেদমতের জন্যে একদম আগ্রহী হবে। শুধু তাই নয়, পাপ ও অপরাধজনক কার্যাদী পরিত্যাগ করতেও সে নফস আর দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করবে না।

এখানে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে, নওফল ইকালী যখন জান্নাতের কথা মনে করতেন, তখন তার নেকীর কর্মে উৎসাহ আগ্রহ বর্দ্ধিত হতো; আর যখন জাহান্নামের কথা মনে করতেন, তখন তার অলসতা ও ঘুম লোপ পেয়ে যেত। ভয় ও আশার এ অবস্থা সৃষ্টির পর তুমিও সে আবেদগণের দলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে; যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিন্মের বাণীতে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا خَاشِعِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম কা-নূ ইয়ুসা-রিউ’ না ফিল খায়রাতি ওয়া ইয়াদউ’ নানা রগবাওঁ ওয়া রহবাওঁ ওয়া কা-নূ খা-শিঈন।

অর্থ ঃ এরা নেক কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়। আর আশা ও ভীতি সহ আমার উপাসনা করে। আর তাঁরা আমার সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়ায়।

এখন তুমি ধারণা করতে পার যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহের মাধ্যমে এ সাংঘাতিক স্তরটিও অতিক্রম করতে পেরেছ। আর তুমি প্রাপ্ত হয়েছ দুনিয়ার সকল পবিত্রতা ও স্বাদ। আর কামাই করেছ পরকালের মহা পুরস্কার ও প্রতিদানের বিশাল ভান্ডার।

আল্লাহ পাকের দরবারে কামনা করছি , তিনি যেন আমাদের সকলকে অনুগ্রহ প্রদান করেন। অবশ্যই তিনি পরম দয়াময় ও শ্রেষ্ঠ দাতা। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

---

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

পাপের আখড়া থেকে মুক্তির উপায়

মহান আল্লাহ পাক আমাকে ও তোমাদেরকে নেকের পথে পগ্রসর হওয়ার তওফিক দান করুন। আল্লাহ পাকের সত্য দ্বীনের পন্থা যখন তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উজ্জলতর হয়েছে, তখন তার উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকারে মনোনিবেশ করবে। সর্ব প্রকার পাপকাজ ও অনাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেস্টা করবে।

নেকের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিস্পাপ অন্তর আবশ্যক ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ পরায়ণ অন্তকরণ। পক্ষান্তরে পাপ কার্যাদি থেকে রক্ষার জন্যে দরকার উত্তম আমল যা আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হয়। আল্লাহ তাআলার নিকট সে সকল কর্ম মঞ্জুর হয়ে থাকে যা শুধু তাঁরই উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। তবেই সে কাজে পুরাপুরি পুণ্য লাভ হবে। আর নেকের কাজের মধ্যে পাপের কাজ কর্মও যদি মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে তা বাতিল হতে বাধ্য। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন; আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন; আমি বান্দার শিরেক জনিত কার্যাদি মোটেও চাইনা। যে লোক কোন কাজকর্ম করতে যেয়ে আমার সঙ্গে অন্য কেহকে শরীক করে ফেলে, সে যেন আমার ভাগের অংশও তাকে প্রদান করল। যে কার্যাদি যথাযথ ভাবে আমারই উদ্দেশ্যে করা না হয়, সে কার্যাদি কখনো আমি গ্রহন করি না।

বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাক রোজ ক্বেয়ামতে কোন কোন মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান প্রার্থনার উত্তরে এরশাদ করবেন, তোমার লোকবল কি আমি বাড়ায়ে দেইনি? তোমার কায়-কারবার কি আমি বর্দ্ধিত করে দেইনি? তার জন্যে কি তুমি গৌরবজনক মর্যাদার অধিকারী হওনি? মোটামোটি কথা হচ্ছে, সে দিবসে আল্লাহ পাক মানুষের এ প্রকার ক্ষতিজনক দিকগুলো তুলে ধরবেন।

---

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

রিয়ার বিপদাপদ

আমার ধারণায় রিয়া বা লোক দেখানো কাজকর্মে দু প্রকারের বিপদাপদ দেখা দিয়ে থাকে। প্রথম প্রকার হচ্ছে; ফেরেশতা মন্ডলীর নিকট প্রকৃত মতলব প্রকাশ হওয়ার অপমান। যেহেতু বর্ণিত রয়েছে; ফেরেশতাগণ মানুষের কোন নেক আমল পেলে আনন্দের সাথে তা নিয়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে গমন করে থাকে। তখন মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন; যাও এ আমল নিয়ে সিজ্জীনের মধ্যে (পাপের গুদামে) রেখে আস। যেহেতু, এ আমল আমার জন্যে করা হয়নি। তখন ফেরেশতা মন্ডলীর দৃষ্টিতে সে লোক অত্যাধিক ঘৃনিত ও লাঞ্চিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঃ রোজ কেয়ামতে মহান প্রতিপালকের নিকট রিয়াকারীর দ্বিতীয় লাঞ্ছনা ঘটে থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন রোজ কেয়ামতে রিয়াকারীকে চার প্রকার নামে ডাকা হবে, যথা (১) হে কাফির (২) হে বিদ্রোহী (৩) হে ক্ষতিগ্রস্ত, (৪) হে পাপী। তোর সকল সাধনা বরবাদ হয়ে গেল। তোর সকল প্রতিদান ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তোর আজকে আর কোন পাওনা নেই। হে ধোকাকারী! রিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ সকল আমল করতে ছিলে, তুই তার নিকট হতেই তোর পাওনা উসুল করে নে। অন্য এক স্থানে বর্ণিত রয়েছে, রোজ ক্বেয়ামতে কোন এক ঘোষনাকারীর এ প্রকারের একটা ঘোষনা সকলেই শ্রবন করবে, যারা মানুষের তরে আমল করতে তারা কে কোথায় আছ, দন্ডায়মান হয়ে যাও এবং যাদের জন্যে আমল করতে তাদের নিকট হতে প্রতিদান আদায় কর। আমিতো সে সকল আমল গ্রহন করিনা যার মধ্যে অপরের অংশ রয়েছে।

রিয়ার বিপদাপদ অসংখ্য। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বেহেশত খোয়ানো। হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, বেহেশত কথা বলার শক্তি লাভ করবে এবং সে বলবে, কৃপন ও রিয়াকারীর জন্যে আমি অযোগ্য।

এ হাদীসের দুরকম অর্থ হতে পারে। কৃপন অর্থ নেক কথা প্রকাশ করা কালে যে লোক কার্পন্য করে থাকে। সে কথাটি হচ্ছে; "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। রিয়াকার বলতে জঘন্য প্রকার রিয়াকার অর্থাৎ মুনাফিককে মুঝানো হয়েছে। তারা একত্ববাদ ও বিশ্বাস শুধু লোকদেরকে দেখাবার জন্যে মান্য করে থাকে।

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে : সাধারণতঃ কৃপনতা ও রিয়ার মাঝে নিজেকে নিমজ্জিত রাখা। তা দু'প্রকারে বিপদাপদ ঘটে থাকে। ফলত: বেহেশত হতে বঞ্চিত হয়। এর কারণে তার ঈমান লোপ পেয়ে থাকে। দোযখ তার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে। (আল্লাহ তায়ালার অসন্তোষ্টি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি)।

দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে ঃ জাহান্নামের কঠোরতর শাস্তি। যেহেতু হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) রাসূলে করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ; রোজ কেয়ামতে সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তিকে ডাকা হবে। একজন হচ্ছে ক্বোরআন মজীদের ক্বারী, একজন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ এবং একজন সম্পদশালী ধনীলোক। কোরআনের কারীকে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করবেন, আমার প্রেরিত রাসুল (সঃ) কে যে কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম, আমি কি তোমাকে সে কোরআন শিক্ষা দেইনি? উত্তরে সে বলবে হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তুমি যা শিক্ষা লাভ করেছিলে, তা কতটুকু কাজে লাগিয়েছ? সে উত্তরে বলবে– আমি দিবা নিশি ক্বোরআন পড়তে রত ছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবেন। তৎপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, লোকের নিকট ক্বারী উপাধি লাভ করাই তোমার লক্ষ্যছিল। তোমাকে তো তাই বলা হয়েছে।

তারপর সম্পদশালী দাতাকে আহবান করে বলা হবে; আমি কি তোমাকে অগাধ সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করিনি? আমি কি তোমাকে অন্যের মুখাপেক্ষীতা হতে রক্ষা করিনি? সে উত্তরে বলবে হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে যে ধন সম্পদ প্রদান করেছিলাম তা কোন পথে তুমি খরচ করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তা থেকে আত্মীয় স্বজনদেরকে সাহায্য সহায়তা করেছি এবং গরীব মিছকিনদেরকে দান করেছি। আল্লাহ পাক ও ফেরেশতা মন্ডলী তাকে তখন মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করবেন। তৎপর রব্বুল আলামীন বলবেন , তোমার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে দাতা পদবী লাভ করা, তাতো তুমি অর্জন করে এসেছ।

অতঃপর শহীদ মুজাহিদ ব্যক্তিকে আহ্বান করা হবে। মহান রব্বুল আলামীন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি পৃথিবীতে কি করে এসেছ? সে উত্তরে বলবে, হে মহান রব্বুল আলামীন। তুমি তোমার রাস্তায় জিহাদ করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুকুম করেছিলে, তা ই আমি তোমার রাস্তায় জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, ফিরেশতা মন্ডলীও বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তৎপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি বীর পুরুষ খেতাব লাভের জন্য জেহাদ করেছ, তা তুমি লাভ করেছ। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন: এ পর্যন্ত ফরমায়ে হযরত রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর ডান হস্ত মোবারক আমার হাটুর ওপরে রেখে ফরমালেন : হে আবু হোরায়রা (রাঃ)! আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মাঝে এ তিন ব্যক্তিই সর্বাগ্রে দোযখের অগ্নিকুন্ডলীতে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে হাদীস ফরমাতে শ্রবণ করেছি যে, জাহান্নাম ও জাহান্নামের অধিবাসীরা রিয়াকারীদেরকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, জিজ্ঞেস করা হল: হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জাহান্নাম কিরূপে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে? তিনি ফরমালেন, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্যে তার অগ্নিকে চরমরূপে উত্তপ্ত করবার কারণেই তা সংঘটিত হবে। মোটামোটি কথা হচ্ছে: এ সকল চরম শাস্তি ও লাঞ্চনার কথা বর্ণনার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে খোরাক বর্তমান রয়েছে।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইখলাছ ও রিয়ার আসল পরিচয়

আমাদের আলেম সমাজের মতে ইখলাছ দু প্রকারের। প্রথমত: আমলের ক্ষেত্রে ইখলাছ। দ্বিতীয়ত: পুরস্কার প্রাপ্তির ইখলাছ। আমলের ক্ষেত্রে ইখলাছ হচ্ছে: তার মাধ্যমে শুধু আল্লাহ তাআলার নৈকট্যতা প্রাপ্তিকে উদ্দেশ্য করা, তাঁর হুকুমকে সবার উপরে স্থান দান করা এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। এ সকল ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে ইখলাছ তথা বিশুদ্ধ ধারণা পোষণ করা অপরিহার্য।

ইখলাছের বিপরীত হচ্ছে নেফাক্বী। তা হচ্ছে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেনঃ নেফাকী বলতে সে ভ্রান্ত ধারণাকে বুঝায় যা মোনাফেক ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে পোষণ করে থাকে এবং স্বীয় দোষ ত্রুটির জন্যে নিজেই তার ক্ষতি বুঝতে সক্ষম হয় না।

ছওয়াব বা পুরস্কার প্রার্থনার ক্ষেত্রে ইখলাস অর্থ হচ্ছে, নেক আমল করে তার প্রতিদান আখেরাতে কামনা করা। আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন, কল্যানজনক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের সুফল প্রাপ্তির ইচ্ছাই হচ্ছে পুরস্কারের ক্ষেত্রে ইখলাছ। অতএব এ প্রকার আমলে দুনিয়াবী বাসনা বর্তমান না থাকায় ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে না।

হাওয়ারীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমলে ইখলাছ কাকে বলে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে আমল শুধু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে এবং তার সাথে অন্য কারোর বন্দনা জড়িত না থাকে। রিয়া বর্জনের এটা হচ্ছে প্রথম স্তর বা ঘাটি। এটা বিশেষরূপে একারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইখলাসের পথে এটাই বৃহৎ বাধা হয়ে দাড়ায়।

হযরত জুনায়েদ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইখলাস আমলকে অপবিত্রতা হতে রক্ষা করে থাকে। হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেছেন ঃ স্থায়ীভাবে মোরাকাবা করা এবং তার জন্যে অন্য সর্বকিছু ভুলে যাবার নাম হচ্ছে ইখলাছ। এখানে সামগ্রিক ভাবে ইখলাছের আলোচনা করা হল। এ ক্ষেত্রে অনেক মতামত রয়েছে। কিন্তু অল্পের মধ্যে মুল বিষয়টি যখন স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন আলোচনা অযথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদি ও আখেরী মহামানব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে যখন ইখলাছের অর্থ জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি ফরমালেন, আল্লাহ তায়ালাকে রব বলে স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তাঁর হুকুম আহকামের প্রতি সুদৃঢ়রূপে অটল থাকবে। অর্থাৎ স্বীয় খেয়ালের বশবর্তী হয়ে চলবে না এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো ইবাদত বন্দেগী করবে না। ইবাদত বন্দেগী যতটুকু করবে, তাও তাঁর হুকুম মাফিক করবে। মোটামোটি কথা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সর্বকিছু হতে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আর তাই হবে খাঁটি ইখলাছ। ইখলাছের বিপরীত হচ্ছে রিয়া বা প্রদর্শনী, আর পার্থিব বিষয়টি আখেরাতের উপর প্রাধান্য দান করা।

রিয়ার প্রকারও দুটি। প্রথমটি হচ্ছেঃ নিরঙ্কুশ বা নির্ভেজাল রিয়া। এ প্রকারের রিয়ার শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থ কামনা করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে; মিশ্র রিয়া। এ প্রকার রিয়ায় একই সঙ্গে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় স্বার্থ কামনা করা হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে ইখলাছ ও রিয়ার আসল সংজ্ঞা ও তাৎপর্য।

আমলে ইখলাছ রাখার ফল হচ্ছে এর দ্বারা আমল নিখুত হয়ে থাকে এবং তা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের ও ছওয়াব লাভের বেলায় সাহায্য করে থাকে। আর বিনিময় বা ছওয়াবের ইখলাছের কারণে বান্দার আমল আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হয়ে থাকে এবং বান্দা অধিকতর ছওয়াব লাভ করে।

পক্ষান্তরে নেফাক্বী নেক আমলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলে। বান্দাকে পুণ্য হতে মাহরূম করে। কতক আলেমের মতে ভেজালহীন রিয়া দেখা দিতে সক্ষম হয় না। অন্য কতক আলেমের মতে আরেফদের থেকেও তা দেখা দেওয়া সম্ভব। প্রথম ঃ আলেমগণের মতে আরেফগণের মাঝে কোন প্রকার রিয়ার প্রকাশ ঘটলে অর্দ্ধেক পুণ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় আলেমগণ বলেন; সমস্ত পুণ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর মিশ্র রিয়া দেখা দিলে চার ভাগের একভাগ পুণ্য বিলুপ্ত হয়ে থাকে।

আমাদের ওস্তাদের মতে সঠিক সিদ্ধান্ত হল এই: সাধারণভাবে আখেরাত চর্চায় মনোনিবেশকৃত আরেফগণ হতে অবিমিশ্র রিয়া দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, বেখেয়াল বশত তা ঘটে যেতে পারে। সে অবস্থায় রিয়ার কারণে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমল মঞ্জুর হওয়ার অন্তরায় জন্ম হয় এবং পুণ্য কম হয়ে যায়। অর্দ্ধেক বা চার ভাগের এক ভাগ কোন ব্যাপার নয়। এ বিষয়টি এহ্ইয়ায়ে উলুমুদ্দীন কেতাবে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কতক ওলামায়ে কেরামের মতে আমল তিন প্রকারের। এক প্রকারের আমলে দু প্রকারের ইখলাছের সমাবেশ ঘটে থাকে। যথার্থ প্রকাশ্য ইবাদত বন্দেগী হচ্ছে সেই আমল। আর এক প্রকারের আমলের ভেতরে দু প্রকারের ইখলাছের একটি ও পাওয়া যায় না। ইহা হচ্ছে অপ্রকাশ্য বা বাতেনী ইবাদত বন্দেগী। আর তৃতীয় প্রকারের আমলের মধ্যে পুণ্য কামনা করা হয়ে থাকে বটে কিন্তু ইখলাছ তালাশ করে পাওয়া যায় না। তা হচেছ মোবাহ কার্যাদি বা আমলসমূহ। আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন, যে আমল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যেও করা চলে, তার ভেতরেও ইখলাছ দেখা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অপ্রকাশ্য ইবাদত বন্দেগীতে ইখলাছ অধিক পরিদৃষ্ট হয়।

কারামিয়ার ওলামাগণ পুণ্য কামনায় ইখলাছ সম্পর্কে বলেছেনঃ ইহা অপ্রকাশ্য (বাতেনী) ইবাদত বন্দেগীর বেলায় ঘটে না। যেহেতু সে ইবাদত বন্দেগীর খবর তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। তথায় রিয়ার কথা আসে না। অতএব সে ক্ষেত্রে পুণ্যের আশা করার বেলায় ইখলাছ অপ্রয়োজন।

আমাদের ওস্তাদ (রহঃ) বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা গোপনীয় ইবাদত বন্দেগীর দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা লাভ করে এবং তা থেকে পার্থিব মর্যাদা ও সুযোগ ইত্যাদি লাভের আশাও রাখে তাও রিয়া বটে। আমার ধারণায় গোপন ইবাদত বন্দেগীতেও দু প্রকারের ইখলাছের সমন্বয় হতে পারে। নফল ইবাদত সমূহেও প্রথম দিকে তা হওয়া সম্ভব। তৎপর যত মোবাহ আমল পরকালের সংগ্রহ হিসাবে করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে আখেরাত কামনার ইখলাছ পাওয়া যায়। অবশ্য তাতে আমলের ইখলাছ অবর্তমান। যেহেতু সে সকল আমলই আমল হিসাবে নৈকট্যতা হাসিলের যোগ্যতা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, নৈকট্যতা হাসিলের শুধু উসিলা বা সহায়ক হতে পারে।

এতোক্ষণ তো গেল ইখলাছ ও নেক আমলের নানান রূপ। এখন জিজ্ঞাসার ব্যাপার হচ্ছে, কখন ইখলাছের সৃষ্টি করতে হবে? স্মরণ রেখ, আমলের সঙ্গে ইখলাছ অবিচ্ছেদ্য থাকতে হবে। কোন সময় তা হতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাদা হবে না। এখন রইল পুণ্যের বিষয়ে ইখলাছ, তা বহু সময় পরবর্তিতেও সৃষ্টি হয়ে থাকে। কতক ওলামায়ে কেরামের মতে আমল সমাধা করার পরে সে ইখলাছের ব্যাপার দেখা দিয়ে থাকে যে আমলটি দুনিয়াবী স্বার্থে, তা কাজ সমাধার পরেই স্থির হয়ে থাকে। পরবর্তিতে তার তদারক করা হয় না বললেই চলে। এ বিষয়ে কারামিয়াদের ও আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ একমত যে, যত সময় পর্যন্ত রিয়া দ্বারা কোন দুনিয়াবী স্বার্থ বা উদ্দেশ্য লাভ না হয়, তত সময় পর্যন্ত ইখলাছ সৃষ্টি করার যথাযথ সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। তবে সে স্বার্থ বা উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়ে গেলে পর তা আর সংশোধন করার সময় বাকী থাকে না।

কোন কোন ওলামায়ে কেরামের মতে মরণের আগে পর্যন্ত ফরজ ইবাদত সমূহে ইখলাস সংযোজন করা যায়। অথচ নফল ও মোবাহ ইবাদতে পরবর্তিতে আর তার রাস্তা খোলা থাকে না। যেহেতু ফরজ ইবাদত সমূহ আল্লাহ পাক নিজে বান্দার প্রতি নির্দ্ধারিত করেছেন। তার ভেতরে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা রেখেছেন। পক্ষান্তরে নফল ও মোবাহ হচ্ছে বান্দার ইচ্ছাধীন ইবাদত। তার ব্যাপারে সে সকল সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকতে পারে না। সেটা ত্রুটিহীন ভাবে নিখুঁত হলে পরই শুধু ছাওয়াব আশা করা সম্ভব হবে।

আমাদের মতে এ ব্যাপারটির অন্য একটি সমাধান আছে। তা হচ্ছে এই, যে লোকের আমলে রিয়া দেখা দিয়ে থাকে কিংবা তার ইখলাছের অবর্তমানে আমল উত্তম হয় না, তার তদারকি বর্ণনাকৃত পথ সমূহের দ্বারা করা সম্ভব হতে পারে। অন্যসব মতামতগুলো বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই, সঠিক ভাবে আমল করারও সঠিক পন্থা সহজ হবে। যদি সে লোক তার ব্যাধির ঔষধ একটা সহ হাতে না পায় তবে রোগের বিভিন্নতার ভিত্তিতে সে অন্যসব চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র গ্রহন করতে পারে।

এক্ষনে প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিটি আমলের জন্যেই আলাদাভাবে ইখলাছ সৃষ্টির দরকার আছে কিনা? এ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কতক আলেম বলেছেন, প্রয়োজন রয়েছে এবং অন্যেরা বলেছেন, সকল ইবাদত বন্দেগীর জন্যে ইখলাছ একবার মাত্র সৃষ্টি হলেই চলবে। বিশেষভাবে নামায, অজু ইত্যাদি হুকুম আহকামের ইবাদতের একবার মাত্র ইখলাছ সৃষ্টি করাই যথেষ্ট। ইহার একটি অন্যটির হওয়া না হওয়ার সঙ্গে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব সমস্ত একত্রিত করে একটি মাত্র ইবাদত হিসাবেই পরিগনিত হতে পারে।

যদি কোন লোক নেকীর আমল করে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই বিনিময় বা স্বার্থ কামনা করে এবং মানুষের প্রশংসা কিংবা তাদের নিকট থেকে কোন স্বার্থ বা বিনিময় কামনা না করে তবেও কি রিয়া হয়ে যাবে? তবে হ্যাঁ ইহাও ভেজালহীন রিয়া হবে। ওলামাগণ বলেছেন, রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে লক্ষ উদ্দেশ্য, বস্ত নিয়ত নয়। যদি নেকীর আমল করে পার্থিব স্বার্থ কামনা করা হয়, তাও রিয়ার মধ্যে গণ্য হবে। হোকনা তা আল্লাহর নিকট কামনা করা বা লোকের নিকট কামনা করা। আল্লাহ তাআলা নিজে এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ - وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ *

উচ্চারণ ঃ মান কা-না ইয়ুরীদু হারছাল আ-খিরাতি নাযিদ লাহূ ফী হারছিহী, ওয়া মান কা-না ইয়ুরীদু হারছাদ্ দুনইয়া নু'তিহী মিনহা- ওয়া মা-লাহু ফিল আ-খিরাতি মিন নাছীব।

অর্থ ঃ যে লোক আখেরাতের ফল, ফসল পেতে চায় তাকে তা বেশী করেই দেয়া হয়। আর যে লোক পার্থিব ফল, ফসল কামনা করে, তাকে তা পৃথিবীতে দিয়ে থাকি, কিন্তু আখেরাতে তার জন্যে কিছুই রাখা হয় না।

রিয়া শব্দের মূল অর্থ এখানে বিবেচ্য নয় বরং তার লক্ষ ও উদ্দেশ্য বিবেচ্য। আরবী রুইয়্যাত হতে এ শব্দটির উৎপত্তি। শরীয়তের পরিভাষায় এ শব্দটি এ কারণে নেয়া হয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই রিয়ার বিষয়টি লোক দেখানো কর্মে সংঘটিত হয়ে থাকে।

যদি কোন ব্যাক্তি আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়াবী স্বার্থ এ জন্যে কামনা করে যে, তাহলে সে লোকের নিকট হাত পাতা থেকে মুক্তি পাবে ও নিশ্চিন্ত অন্তরে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত হতে পারবে। তবে কি এ প্রকার নিয়ত ও আশা করা কি রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হবে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর উত্তর হচ্ছে এই : লোকের নিকট হাত পাতা থেকে নাজাত লাভ করা কখনো দুনিয়াবী ধন সম্পদ ও প্রাচুর্যের দ্বারা ঘটেনা, বরং তা ঘটে থাকে অল্পে তুষ্টি ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার মাধ্যমে। তবে হ্যাঁ পার্থিব স্বার্থ যদি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রস্তুতির জন্যে যে টুকু দরকার ঠিক ততটুকু হয়, তবে তা রিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। যেহেতু সেটা হবে পরকালের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়। পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কামনা করা হলে তাও পরকালের স্বার্থ কামনা বলে গণ্য হয়ে যায়। সৎ নিয়ত কখনো রিয়ার মধ্যে গণ্য হতে পারে না। তেমনভাবে যদি তুমি কোন সুযোগের মাধ্যমে লোকের প্রতি প্রভাব পতিপত্তি এবং ওলামাগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ইচ্ছা কর এবং এর দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় পরিচালনা ও বিদআতের উচ্ছেদ সাধন করার কামনা কর তবে তোমার সে কর্ম কখনো রিয়ার মধ্যে গণ্য হবে না। যেহেতু আসলে এটা আখেরাতের কামনারই তুল্য।

আমি কোন কোন মাশায়েখে কেরামের কাছে প্রশ্ন করেছি যে, দেখা যাচ্ছে যে, কোন কোন বুজুর্গ অলি আল্লাহ সাংঘাতিক অর্থনৈতিককালে ও অভাব অনটনের কালে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে থাকেন। এটার লক্ষ এ নয় কি যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের দুনিয়াবী অভাব দূর করে দিন এবং তাদের সাংসারিক জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ প্রদান করে দিন। যদি এটা লক্ষ হয় তবে তা জায়েয হবে কি?

মাশায়েখে কেরামগণ উত্তরে বলেছেন : উক্ত অলি আল্লাহগণের সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে; আল্লাহ পাক যেন তাঁদের একান্ত দরকারী জীবিকাটুকু প্রদান করেন। যার দ্বারা তাঁরা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর প্রস্তুতি ও দ্বীনি ইলমের চর্চা জারী রাখতে সমর্থ হন। অতএব তাদেঁর এ আমল প্রকৃত পক্ষে নেক নিয়ত সমৃদ্ধ। তাদের উদ্দেশ্য দুনিয়াবী কিছু নয়। এ ব্যতীত অভাব অনটন ও অর্থনৈতিক সংকটকালে উক্ত সূরা ওয়াক্বিয়া পড়া ও তাকে ঐতিহ্য হিসাবে গ্রহনের মধ্যে নানান কারণ রয়েছে। দরকারী লাভের জন্যে এ সূরা তেলাওয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণ হতে বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) এন্তেকালের আগে তাঁর সকল সম্পদ গরীব মিছকিনদের মধ্যে বিতরন করে দিয়েছিলেন। স্বীয় সন্তানদের জন্যে মোটেও রাখেননি। এ জন্যে তাঁকে জিজ্ঞেস করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলে, তিনি বলেছেন, আমি আমার সন্তান সন্ততিদের জন্যে সূরা ওয়াক্বিয়া রেখে গেলাম। এ সকল ঘটনার কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত রিতিটি মান্য করে চলতেছেন। তা না হলে তাঁরা এ পথে অগ্রসর হতেন না। তাঁরা তো চরম দুর্দিন ও দুর্বিপাকে পড়েও আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে চলতেছেন। তেমনিভাবে তারা সুদিনেও আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকেন। তারা দুর্দিন দুঃসময় ও সুদিন সর্ব কিছুকেই মহান আল্লাহ পাকের দান হিসাবে গনীমত মনে করে গ্রহন করে থাকেন। এমনকি সুদিন আগমন করলে সাধারণ জনগণ খুশী হয়ে থাকে এবং তানারা ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ পাক হয়তবা তাঁদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। কি জানি এর জন্যে কোন বিপদাপদ এসে যায়।

যেহেতু সাধকগণের লক্ষ হচ্ছে দুর্দিনের পার্থিব জিন্দেগীর সফর কোন প্রকারে শেষ করা। ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেই তাঁরা অধিকাংশ পথ কাটিয়ে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন, ক্ষুধাই তো আমাদের আসল সম্পদ। ইলমে তাসাউফের বেলায় এটাই হচ্ছে প্রকৃত মূল নীতি। আমার ও আমার শায়েখদের মাযহাব হচ্ছে এটাই। পূর্বসুরীদের রীতি নীতিও এ রকম ছিল। দু'একজন পরবর্তী সময়ের সাধক যে এর ব্যতিক্রম করেছেন, তার নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায় না। আমি এটা এ জন্য সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করলাম, যেন কোন অজ্ঞ মুর্খ কিংবা প্রাথমিক স্তরের কোন সাধক বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়েন।

যদি কেহ বলে যে, আলেম, জাহেদ ও ধৈর্যশীল মানুষের পক্ষে এটা (সূরা ওয়াক্বিয়ার আমল) কি সমীচীন হবে? এর উত্তর হচ্ছে এটা সুন্নতের পথ। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্বানায়াত অর্থাৎ যা রয়েছে তা নিয়েই খুশী মনে ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা। অভাব অভিযোগ কিংবা সম্পদের প্রাচুর্য যেন আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর পথে বাঁধা হয়ে না দাড়ায়। অন্তকরণ যেন সর্ব হালতে সুস্থির ও শান্ত থাকে। মন্দ বস্তু কামনা বাসনা, অভাব অভিযোগ ও দুঃখ দৈন্যের নিকট এটা আত্মসমর্পন করা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এ আমলের (সুরা ওয়াক্বিয়া পড়ার) পরে অন্তর তুষ্টি ঘটে থাকে এবং কুকুর সদৃশ ক্ষুধা দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। অভিজ্ঞজনদের এটা পরীক্ষিত ব্যবস্থা। অতএব এ ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝে নিয়ে আমল করা উচিৎ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে আত্মম্ভরিতা, তা হতেও দুটো কারনে বেঁচে থাকা আবশ্যক। প্রথম কারণ এ মনোভাব আল্লাহ পাকের সাহায্য ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করে থাকে। যথাশিঘ্র ধ্বংস চলে আসে। সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন, তিনটি বস্তু ধ্বংস তরান্বিত করে থাকে। (১) কৃপনতা অনুসরণ করা, (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, (৩) আত্মপ্রসাদ লাভ করা। দ্বিতীয় কারণ এর ফলে নেকীর কাজ সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন; বহু লণ্ঠনই বাতাশ বুঝিয়ে দিয়েছে এবং অনেক আবেদকে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রশংসা বরবাদ করে ফেলেছে।

মোটামোটি কথা হচ্ছে; নিষ্কলুষ ইবাদত বন্দেগীই হচ্ছে কল্যানজনক। কিন্তু আত্মম্ভরিতা সেক্ষেত্রে বান্দাকে এ রকম করে ফেলে যে, তার থেকে কোন প্রকার কল্যানজনক আমল পরিদৃষ্ট হয় না। সে যা কিছু করে থাকে তা ফলপ্রদ কমই হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত কল্যাণপ্রদ কোন আমলই তার অবশিষ্ট থাকে না। অতএব এ থেকে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এ রোগ হতে নাজাত দান করেন। স্বীয় দয়ায় বান্দাকে সত্য পথ অনুসরণ শক্তি দান করেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলে, তিনি বলেছেন, আমি আমার সন্তান সন্ততিদের জন্যে সূরা ওয়াক্বিয়া রেখে গেলাম। এ সকল ঘটনার কারণেই ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত রিতিটি মান্য করে চলতেছেন। তা না হলে তাঁরা এ পথে অগ্রসর হতেন না। তাঁরা তো চরম দুর্দিন ও দুর্বিপাকে পড়েও আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে চলতেছেন। তেমনিভাবে তারা সুদিনেও আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকেন। তারা দুর্দিন দুঃসময় ও সুদিন সর্ব কিছুকেই মহান আল্লাহ পাকের দান হিসাবে গনীমত মনে করে গ্রহন করে থাকেন। এমনকি সুদিন আগমন করলে সাধারণ জনগণ খুশী হয়ে থাকে এবং তানারা ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহ পাক হয়তবা তাঁদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। কি জানি এর জন্যে কোন বিপদাপদ এসে যায়।

যেহেতু সাধকগণের লক্ষ হচ্ছে দুর্দিনের পার্থিব জিন্দেগীর সফর কোন প্রকারে শেষ করা। ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেই তাঁরা অধিকাংশ পথ কাটিয়ে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন, ক্ষুধাই তো আমাদের আসল সম্পদ। ইলমে তাসাউফের বেলায় এটাই হচ্ছে প্রকৃত মূল নীতি। আমার ও আমার শায়েখদের মাযহাব হচ্ছে এটাই। পূর্বসুরীদের রীতি নীতিও এ রকম ছিল। দু'একজন পরবর্তী সময়ের সাধক যে এর ব্যতিক্রম করেছেন, তার নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায় না। আমি এটা এ জন্য সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করলাম, যেন কোন অজ্ঞ মুর্খ কিংবা প্রাথমিক স্তরের কোন সাধক বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়েন।

যদি কেহ বলে যে, আলেম, জাহেদ ও ধৈর্যশীল মানুষের পক্ষে এটা (সূরা ওয়াক্বিয়ার আমল) কি সমীচীন হবে? এর উত্তর হচ্ছে এটা সুন্নতের পথ। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্বানায়াত অর্থাৎ যা রয়েছে তা নিয়েই খুশী মনে ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকার ব্যবস্থা। অভাব অভিযোগ কিংবা সম্পদের প্রাচুর্য যেন আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীর পথে বাঁধা হয়ে না দাড়ায়। অন্তকরণ যেন সর্ব হালতে সুস্থির ও শান্ত থাকে। মন্দ বস্তু কামনা বাসনা, অভাব অভিযোগ ও দুঃখ দৈন্যের নিকট এটা আত্মসমর্পন করা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এ আমলের (সুরা ওয়াক্বিয়া পড়ার) পরে অন্তর তুষ্টি ঘটে থাকে এবং কুকুর সদৃশ ক্ষুধা দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। অভিজ্ঞজনদের এটা পরীক্ষিত ব্যবস্থা। অতএব এ ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝে নিয়ে আমল করা উচিৎ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে আত্মম্ভরিতা, তা হতেও দুটো কারনে বেঁচে থাকা আবশ্যক। প্রথম কারণ এ মনোভাব আল্লাহ পাকের সাহায্য ও শক্তি থেকে বঞ্চিত করে থাকে। যথাশিঘ্র ধ্বংস চলে আসে। সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন, তিনটি বস্তু ধ্বংস তরান্বিত করে থাকে। (১) কৃপনতা অনুসরণ করা, (২) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা, (৩) আত্মপ্রসাদ লাভ করা। দ্বিতীয় কারণ এর ফলে নেকীর কাজ সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন; বহু লণ্ঠনই বাতাশ বুঝিয়ে দিয়েছে এবং অনেক আবেদকে আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রশংসা বরবাদ করে ফেলেছে।

মোটামোটি কথা হচ্ছে; নিস্কলুষ ইবাদত বন্দেগীই হচ্ছে কল্যানজনক। কিন্তু আত্মম্ভরিতা সেক্ষেত্রে বান্দাকে এ রকম করে ফেলে যে, তার থেকে কোন প্রকার কল্যানজনক আমল পরিদৃষ্ট হয় না। সে যা কিছু করে থাকে তা ফলপ্রদ কমই হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত কল্যাণপ্রদ কোন আমলই তার অবশিস্ট থাকে না। অতএব এ থেকে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এ রোগ হতে নাজাত দান করেন। স্বীয় দয়ায় বান্দাকে সত্য পথ অনুসরণ শক্তি দান করেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ওজব বা আত্মম্ভরিতা

ওজব এর প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে ইবাদত বন্দেগী করে নিজের ব্যাপারে আত্মপ্রসাদ লাভ করা। ওলামাগণ আত্মপ্রসাদের ব্যাপক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন বস্তু, কোন সৃষ্টি কিংবা কোন নফসের সঙ্গে জাত্যাভিমান ও বুজর্গীকে প্রকাশ করাকে আত্মপ্রসাদ বলা হয়। মানুষ নানা ভাবে তা প্রকাশ করে থাকে।

ওজবের বিপরীত হচ্ছে মিন্নত বা বিনীত ভাব। বান্দার সর্ব কিছু কৃতিত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের দান বলে জাহির করাকে মিন্নত বা বিনীত ভাব বলা হয়। ওজব দূর করার জন্যে মিন্নত অবশ্য কর্তব্য এবং অন্যান্য সময় তা মোস্তাহাব। পূণ্য কাজে আত্মপ্রসাদের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে ওলামাগণ বলেছেন; আত্ম প্রসাদ বান্দার আমলকে ধ্বংস করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। যদি বান্দা মরণের আগে তওবা করে, তবে সে নিরাপদ হয়ে থাকে নচেৎ তার ভাগ্যে শুধু ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকে না।

কারামিয়াদের বুজুর্গ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে সাবীরও এ মত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, আমল ধ্বংস হওয়ার অর্থ হচ্ছে, আমলের সৌন্দর্য ও সুফল নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর অন্য ওলামাগণ বলেছেন, এর কারণে বর্দ্ধিত পূণ্য নষ্ট হয়ে যায় মাত্র।

এক্ষনে যদি প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে, আরেফ ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট পরিমাণে মর্যাদা দান করেছেন। দয়া করে তিনি তাকে তাঁর নেক আমলের জন্য দ্বিগুণ মর্যাদা ও ছওয়াব দিয়ে থাকেন। তবুও তাঁর থেকে এ প্রকার আমল কি করে জাহির হবে? এর উত্তরে সুক্ষ রহস্য জ্ঞাত হও। ওজবের বেলায় বান্দা তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) সর্ব হালতে বান্দা আত্মম্ভরিতায় নিমজ্জিত থাকে। যথাঃ কাদেরিয়া ও মোতাজালা সমপ্রদায়গণ। তারা নিজেদের আমলের জন্যে আল্লাহ তায়ালার নিকট সকৃতজ্ঞ থাকা দরকার মনে করে না। তারা বান্দার নিকট আল্লাহ তায়ালার দয়া ও তওফিক প্রয়োজন বলে স্বীকার করে না। তারা যা কিছু বলে থাকে, তাতে ইহাই প্রমান হয়।

(২) সর্বাবস্থায় বান্দা আল্লাহ পাকের দান ও তওফিক স্বীকার করে থাকে। এরা সঠিক সত্যের অনুসারী। তাদের থেকে কোন সময় আত্মম্ভরিতা পরিদৃষ্ট হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি যে দয়া অবতীর্ণ করে থাকেন তার কারণেই তারা এ সত্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এটা হচ্ছে বিশিষ্ট দান।

(৩) সাধারণ স্তরের সাধকবৃন্দ, সকল আহলে সুন্নত অল জামায়াত এর অন্তর্ভুক্ত; যত সময় সচেতন থাকে তত সময় তারা আল্লাহ পাকের দয়া ও তওফিককে মনে করে আত্মম্ভরিতা বাদ দিয়ে চলে এবং অসাবধান হয়ে পড়লেই তাতে জাড়ায়ে যায়।

এখন বিবেচনার বিষয় হচ্ছে কাদেরিয়া ও মোতাজিলাদের আমলের পরিমান কি হবে? এ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কতক আলেম বলেছেন; তাদের ধারণার কারণে আত্মম্ভরিতা তাদের আমলকেই আলাদা করে ফেলে দেয়। ইসলামের রীতি নীতির পার্থক্যের কারণে যে কোন লোকের আমল পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় না, তাও বলা হয়েছে। এমনকি তারা ইহাও বলতেছে যে, সে আমল আত্মম্ভরিতা সহকারে হলেও সম্পুর্ণরূপে বরবাদ হয় না। আহলে সুন্নত অল জামায়াতের বিশ্বাস বা আক্বিদা হচ্ছে এই; আত্মম্ভরিতা কোন কাজেরই অন্তরায় সৃষ্টি করে না। মিন্নতপূর্ণ কাজের ন্যায়ই তা ফলপ্রসু হওয়া সম্ভব।

এক্ষনে প্রশ্ন হতে পারে; রিয়া এবং ওজর ব্যতীত আর কোন কিছুইকি কাজের ক্ষতি করতে পারে? তবে হ্যাঁ, ঐ দুটো ব্যতীত অন্যান্য এমনি বিষয় রয়েছে যে, যা নাকি বান্দার কাজকে ত্রুটিপূর্ণ করতে সক্ষম। তবুও ঐ দুটোকে বিশেষরূপে এ জন্যে বলা হলো যে, বেশীর ভাগ অনিস্ট তা থেকেই হয়ে থাকে।

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন; বান্দার আমলগুলোকে দশটি বস্তু থেকে নিরাপদ রাখতে হবে। সেগুলো হচ্ছে এই; (১) নেফাক্ব (২) রিয়া (৩) ইখতেরাত (৪) ইহসান (৫) নাদামাত (৬) ওজব (৭) আজা (৮) হাসরাত (৯) জিল্লত ও (১০) খাওফে ইনসান।

আমাদের মাশায়েখে কেরামগণ উল্লেখিত দশটি বস্তুর বিপরীতে দশটি বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। যথা ঃ

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) নেফাকের বিপরীত ইখলাছ সৃষ্টি করা।

(২) রিয়ার বিপরীত পূণ্য কামনায় ইখলাছ সৃষ্টি করা।

(৩) ইখতেলাতের বিপরীত দুনিয়াবী সম্পর্কচ্ছেদ করা।

(৪) ইহসানের বিপরীত হচ্ছে, আল্লাহর নিকট স্বীয় কাজের সুফল কামনা করা।

(৫) আজার বিপরীত হচ্ছে, স্বীয় আমলকে সুরক্ষিত করা।

(৬) নাদামাতের বিপরীত হচ্ছে, মানষিক দৃঢ়তা।

(৭) ওজবের বিপরীত হচেছ, মিন্নত বা স্বকৃতজ্ঞ হওয়া।

(৮) পূণ্য আমলের সাময়িক নোকসানে আক্ষেপ পরিদৃস্ট হলে, তার প্রতিষেধক হচ্ছে, নেকের আমলকে সৌভাগ্যের মূল বিষয় মনে করা।

(৯) জিল্লাতের বিপরীত হচ্ছে, আল্লাহর তওফিকের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

(১০) খাওফে ইনসান বা লোক নিন্দার বিপরীত হচ্ছে আল্লাহ ভীতি।

নেফাক সর্বদিক দিয়ে নেক আমলকে ধ্বংস করে দিয়ে থাকে। রিয়ার কারণে আমল সমূহ সর্বদিক দিয়ে তওবার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঋন গ্রস্তকে কষ্ট ক্লেশ দেয়া কিংবা তার ওপরে বড়াই করার কারণে আমল দুরুস্ত থাকে বটে কিন্তু পুণ্য বর্দ্ধিত হওয়া রুদ্ধ হয়ে যায়। হাসরাত জিল্লাত ও লোক নিন্দার ভয় আমলকে দুর্বলতর করে দিয়ে থাকে। এবং তার সৌন্দর্যতা লুপ্ত করে দেয়।

আমি বলতেছি, বান্দার আমল মঞ্জুর হওয়া বা না হওয়া কতক মুহাক্কিক আলেমের মতে, আমলের নিজস্ব গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল। আমল কোন কোন সময় অন্য কার্যকারণ দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়, আর কোন কোন সময় পুণ্য বাতিল হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে থাকে। অনেক সময় আমল অতিরিক্ত পুণ্য বাতিল হওয়ার জন্যে নিস্ফল হয়ে থাকে। পুণ্য হচ্ছে লভ্য বস্তু। কোন আমলের বিশেষ অবস্থা ও লক্ষন সমূহের মাধ্যমেতো অর্জিত হয়ে থাকে। তা হল, আমলের বিশেষ সৌন্দর্যতা ও গুণসমূহ। যথা জঙ্গে খয়বরে অংশ নেয়া পিতা মাতা অথবা কোন নবী রাসূলের সঙ্গে সন্তোষ্টি জনক আচরণ করা অন্যতম সৌন্দর্যজনক আমল। কিন্তু তাতে পুণ্য বৃদ্ধি পায় না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা আলোচনা করলাম। এ স্থানটি উত্তমরূপে বুঝে নাও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রিয়া এবং ওজবের কুফল থেকে বাঁচার উপায়

অতঃপর সেই মারাত্মক প্রান্তর পারি দেওয়া আবশ্যক যা বাস্তবিকই বিপদ সঙ্কুল ও দুর্ভেদ্য। যেহেতু যারা উপাসনা হতে সাফল্য লাভ করতে উচ্ছা করে, তারা নিশ্চয়ই এ সকল স্তর পাড়ি দিয়ে যাবে এবং এ পথের যাবতীয় কষ্ট ক্লেশ খুশী মনে সহ্য করে নেবে। সে সময়ই তারা এ ক্ষেত্রে সম্মানজনক স্থান লাভ করবে।

উপাসনার বেলায় তাদের সর্ব সাকুল্যে সাধনার পথে এ অন্তরায় ব্যতীত তেমন আর কোন বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে না। এটা এ প্রকার বিপদ সঙ্কুল প্রান্তর যথায় পৌঁছে তার খেই হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ তার উপাসনা সর্বতোরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। রিয়া এবং ওজব বিপদ হিসাবে যেমন মারাত্তক তার প্রকাশও তেমনি ব্যাপকতর। সুতরাং তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে এমন উত্তম কতক নীতি উল্লেখ করতে চাই যা অনুসরণ করলে পর বিনা বাঁধায় তা হতে বেঁচে যাবে। তোমার কষ্ট ও পরিশ্রমও অনেক লাঘব হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ*

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুল্লাযী খলাক্বা সাবআ’ সামা–ওয়াতিওঁ ওয়া মিনাল আরদ্বি মিছলাহুন্না ইয়াতানাযযালুল আমরু বাইনাহুন্না লিতা’লামূ ইন্নাল্লাহা আ’লা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বদ আহা-ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন আ’লীমা।

অর্থ ঃ আল্লাহই সপ্ত আকাশ ও অনুরূপ যমীনের শ্রষ্টা। সে সবের মধ্যে আল্লাহর বিধানাবলী অবতীর্ণ হতে থাকে। আর এটা এজন্যে বলে দিলাম যেন তোমরা জানতে পার যে, সর্ব কিছুর ওপরে আল্লাহর শক্তি ও প্রভাব অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ সর্ব কিছুই তাঁর জ্ঞানের আয়ত্বাধীন রেখেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ যেন এরশাদ করেছেন, আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যকার যতরূপ কারুকার্য ও রীতি নীতিসমূহ দর্শন করছ, সমস্তই আমার কীর্তি-কলাপ। তোমার গবেষনার উদ্দেশ্যে এতখানিই যথেষ্ট যে, আমি সর্বকিছু জ্ঞাত এবং সর্ব কিছুই করতে পারি। তুমি শুধু দু'রাকয়াত নামায আদায় করছো। তার মধ্যেও থাকে অগনিত ভুল ত্রুটি। এতদসত্বেও আমি তা মঞ্জুর করছি এবং তার তারিফ করছি। এটা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়? আবার তুমি লোকের নিকট থেকে তার প্রশংসা শ্রবন করতে উঠে পড়ে লেগেছ? এটা কি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বিশ্বস্ততার পরিচায়ক? এটা কি কোন জ্ঞানমান ব্যক্তির কাজ হতে পারে? হে অজ্ঞ, মুর্খ! একটু চিন্তা ভাবনা করে কাজ কর।

দ্বিতীয় রীতি হচ্ছে এইঃ কারোর নিকট যদি লক্ষ টাকা মূল্যের একটা মুক্তা থাকে, সেটা যদি সে এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে, তাকি তার জন্যে ক্ষতি জনক বিষয় নয় কি? অতএব উপাসনার বদলায় স্বয়ং আল্লাহ পাকের সন্তোষ্টি ও প্রশংসা বর্জন করে লোকের সন্তোষ্টি ও প্রশংসা লাভের প্রচেষ্টা কি অনুরূপ মুর্খতা বা অজ্ঞতা নয় কি? আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকৃত পুণ্যের মূল্য তো লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। তা হারিয়ে ফেলে সামান্য মানুষের প্রশংসা কামাই বোকামী বা মুর্খতা নয় কি?

যদি সে ঘৃনিত মনোভাব এড়ানোর কোনই রাস্তা না থাকে, তখন পরকালের চিন্তা ভাবনা করবে। পরকালের স্বার্থের সঙ্গে পার্থিব স্বার্থ নিজ থেকেই এসে যাবে। আসলে কিন্ত বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করলে তো তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা প্রদান করবেন। যেহেতু তিনি ইহ পরকালের মালিক।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ *

উচ্চারণ ঃ মান কা-না ইয়ুরীদু ছাওয়াবাদ্‌ দুন্‌ইয়া ফাই'ন্দাল্লাহি ছাওয়া-বুদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বার্থ তালাশ করছে। (তার জন্য উচিৎ) আমার নিকটই দুনিয়া ও আখেরাতের স্বার্থ সংরক্ষিত রয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা পরকালের আমলের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থও দান করেন। কিন্তু পার্থিব আমলের বিনিময়ে আখেরাতের স্বার্থ দান করেন না।

অতএব তুমি নিয়ত দুরুস্ত করে জিন্দেগীর সকল প্রয়াস ও সাহস শুধুমাত্র আখেরাতের কাজের জন্যে ব্যয় করো, তবেই পার্থিব ও আখেরাত উভয়ই হাসিল হবে। আর যদি তুমি শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থ তালাশ কর, তবে আখেরাত হারিয়ে ফেলবে। আর কখনোই দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জিত হবে না, যদিও বা তা অর্জিত হয় কিন্তু তার ফলাফল ক্ষনস্থায়ী হবে। অতএব ইহকাল ও পরকাল উভয় হারাবারই রাসূলের উপরোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

তৃতীয় রীতি হচ্ছে এই; যদি তুমি কোন লোককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোনও কাজ কর এবং তার পক্ষ হতে তোমার কোন উদ্দেশ্য লাভ করা লক্ষ হয়, তবে এ কথা সে জানতে পারলে বরং অসন্তুষ্ট হবে এবং তোমাকে লজ্জিত ও লাঞ্চিত করবে। অতএব কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি এ প্রকার কাজ করতে পারে? হে দুর্ভাগ্যবান! সেই মহান প্রভুকে রাজী খুশী করার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাও যিনি তোমার এ লক্ষ উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তোমাকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করবেন এবং তোমাকে এত সব প্রদান করবেন যাতে তুমি অত্যাধিক সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। ফলতঃ তুমি সর্ব প্রকার মুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে যাবে। সুতরাং এ পথেই লক্ষ ও উদ্দেশ্য লাভের প্রয়াসকে অপরিহার্য করে নাও।

চতুর্থ রীতি হচ্ছে এই; যে লোক স্বীয় কার্য দ্বারা সব রাজার রাজাধিরাজকে রাজী খুশী করে থাকে, তাঁর নিকট হতেই স্বীয় কাম্য বস্তু লাভ করতে পারে, সে কেন একজন সাধারণ লোকের নিকট হাত প্রসারিত করতে যাবে? তা কি তার জন্যে একান্ত মুর্খতা ও বোকামী নয়? তার নিকট এ প্রশ্ন করা হলে সে যেখানে রাজাধিরাজের সন্তুস্টি লাভ করা সহজ, সেখানে কেন সে নিকৃষ্ট চরিত্রের মহাজনের পেছনে ধর্না দিতে যাবে? দুর্ভাগ্যরূপে যদি রাজাধিরাজের অখুশীর কারণে সে মানুষটি তোমার প্রতি রেগে যায়, তবে তো ইহকাল পরকাল উভয়ই বরবাদ হয়ে গেল।

রিয়াকারীর অবস্থাটা ঠিক তাই। পৃথিবীর নিকৃষ্টতর মানুষদেরকে সন্তুষ্ট করার লক্ষে তার উঠে পড়ে লাগার কি দরকার, যেখানে সে সেই কাজ সমুহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বারাই বিশ্ব সৃষ্টির পালনকর্তা মহান প্রভুকে পেয়ে যাচ্ছে? তাঁকে পেয়ে গেলে তার আর কিসের অভাব? যদি শক্তি সাহস মোটেও না থাকে এবং মানুষের সন্তুষ্টই যদি তোমার উদ্দেশ্যে হয়ে দাড়ায়, তবে সে দরকারেও নিয়ত দুরুস্ত করে আল্লাহরই লক্ষে সকল সাধনা চালিয়ে যাও। যেহেতু সকল মানুষের অন্তরের চাবিকাঠি তো আল্লাহর কাছে। তিনিই তাদের মন তোমার প্রতি ঝুকায়ে দেবেন। তোমার পেছনে সকল মানবকে ভিড়ায়ে দেবেন। সকলের মন তোমার মহব্বতে পরিপূর্ণ করে দেবেন। তোমার শত সহস্র প্রচেষ্টায় যা না হবে, তা তাঁর সামান্য ইশারায় হয়ে যাবে। যদি তুমি কোন কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্তন না কর এবং লোকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রত থাক, তবে তিনি তাদের অন্তকরণকে তোমার দিক হতে অন্য দিকে প্রত্যাবর্তন করায়ে দেবেন। এমনকি তাদের সকলের অন্তকরণকে ঘৃনায় তোমার প্রতি পরিপূর্ণ করে দেবেন, যার কারণে লোকজন তোমার প্রতি ক্ষেপে যাবে। শেষমেষ আল্লাহ ও লোকের মিলিত অসন্তুষ্টির অগ্নিতে তুমি দগ্ধ হতে থাকবে। এটা সাংঘাতিক বঞ্চনা ও পরিতাপের বিষয় হবে।

হযরত হাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, এক লোক বলত আল্লাহর কসম! আমি এত অধিক ইবাদত বন্দেগী আদায় করব যাতে লোকে আমাকে মনে করে। অতএব সে লোক মসজিদে সকলের পূর্বে গমন করত এবং সকলের শেষে বের হয়ে যেত। নামাযের সময়ে যে কেহ মসজিদে এসে তাকে নামায আদায় রত দেখতো, তেমনিভাবে সে লোক নিয়মিত রোজা ব্রত পালন করতো। জিকিরের মাহফিলেও সে নিয়মিত উপস্থিত হতো। এ রিয়া কারীকে আল্লাহ তায়ালা সুমতি দান করুন। তখন সে নিজেকে ধিককার দিয়ে বলে উঠলঃ আমি অযথা রিয়া করে করে মরতেছি। তখন থেকে সে ব্যক্তি নিয়ত দুরুস্ত করে একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে ইবাদত বন্দেগী করা আরম্ভ করলো। ইবাদত সে পূর্বের মতই সবকিছু করতেছিল, একটুও কমবেশী করেনি, শুধুমাত্র নিয়ত পরিবর্তন করেছে। অতঃপর যখন সে ব্যক্তি কোন মাহফিলে ও মজলিসে হাযির হতো, তখন লোকে তাকে দেখে পরস্পর বলা বলি করতো, আল্লাহ পাক লোকটিকে সুমতি প্রদান করেছেন। তার প্রতি আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক। এ কেচ্ছা উল্লেখ করে হযরত হাসান (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া আ'মিলুছ ছা-লিহাতি সাইয়াজআ'লু লাহুমুর রাহমানু উদ্দা।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের জন্যে (সকলের অন্তরে) সহব্বৎ সৃষ্টি করে দেবেন।

হে প্রশংসালোভী! যদি রিয়ার দ্বারা তা আকাংখা কর, তবে জেনে নাও, আল্লাহ প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। যে লোক আল্লাহ পাকের দীদার আকাংখা করে, সে যেন তাঁরই কাছে রয়েছে, তাঁর দয়া হলে তিনি তোমাকে অজস্র প্রদান করবেন। অথচ মানুষের তো কোন কিছু দেওয়ার শক্তি সামর্থ নেই। সুতরাং তাদের প্রতি ভরষা করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

ওজব বা আত্মগর্বের বিপদ সমূহ

এখন আমি ওজব বা আত্মগর্ব সম্পর্কে কতক রীতি-নীতি বর্ণনা করছি। তা মনে রাখা দরকার।

কথা হচ্ছে এই; বান্দার আমল সমূহ যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে মঞ্জুর হয়ে যায়, তা হলে তার মূল্য অপরিসীম, নতুবা তার কোনই মুল্য নেই। লক্ষ করে দেখ! একটা শ্রমিক দুটি টাকার জন্য সারাদিন কাজ করে চলছে, একজন পাহারাদার সারা রাত জেগে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। এক কথায় সকল জীবিকা তালাশকারীরা এ প্রকারে যত সামান্য মজুরীর জন্যে দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সে অবস্থায় যদি তুমি শুধু আল্লাহ তাআলাকে রাজী খুশী করার উদ্দেশ্যে একটি মাত্র রোজা ব্রত পালন করো এবং তা যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে মকবুল হয়ে যায়, তবে সে রোজার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা- ইয়ুওয়াফফাছ ছা-বিরূনা আজরাহুম বিগইরি হিসা-ব।

অর্থ ঃ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের বিনিময় লাভ করার কোন হিসেব নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এক হাদীসে বর্ণিত আছে; আল্লাহ বলেন, যা কেউ কোন দিন চোখে দেখেনি, কর্নেও শুনেনি, এমনকি কেহ তা কোন দিন অন্তরে কল্পনাও করতে পারেনি।

সারা দিন খেটে দু'টাকা মজুরী পাচ্ছ, সে দিনের দুপুর বেলার আহার দেরী করে সন্ধ্যা বেলা ভক্ষণ করলে অবর্ণনীয় পুরস্কার লাভ করতে পার। আর যদি একটি মাত্র রজনী আল্লাহর উদ্দেশ্যে জাগরণ কর এবং তার দ্বারা যদি শুধুমাত্র আল্লাহকেই কামনা করো, তবে সে রজনীর মূল্য কেউই তোমাকে দিতে পারবে না।

সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

উচ্চারণ ঃ ফালা- তা'লামু নাফছুম্ মা-উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আ'ইয়ুনিন জাযা-আম বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন।

অর্থ ঃ অনন্তর যা কিছু চক্ষু শীতলকারী বিনিময় তাদের জন্যে আল্লাহর ভান্ডারে মৌজুদ রাখা হয়েছে তার খবর কেহ রাখে না, এগুলো তাদের উত্তম কাজের বিনিময়।

এতো হচ্ছে সেই দিন রাত্রির বিনিময়ে. যার খাটুনির মজুরী হচ্ছে শুধু দু টাকা। একমাত্র নিয়তের জন্যে তাতে এত অধিক পরিমাণে বিনিময় অর্জিত হতে পারে। এমনকি তার মধ্যে হতে যদি কিছুটা সময় বের করে কেহ দু রাকয়াত নফল নামায আদায় করতে পারে কিংবা একটি মাত্র নিঃশ্বাসের সময় বেরকরে একটি বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু জিকির করে নিতে পারে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ - فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া মান আ'মিলা ছ্ব-লিহান মিন যাকারিন আও উনছা- ওয়া হুওয়া মু'মিনুন, ফাউলা-য়িকা ইয়াদখুলূনাল জান্নাতা ওয়া ইয়ারযুকুনা- ফীহা বিগইরি হিসা-ব।

অর্থ ঃ যদি কোন বিশ্বাসি পুরুষ বা নারী নেক কাজ করে,সে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং অশেষ নেয়ামত প্রাপ্ত হবে।

তোমার অগনীত শ্বাস প্রশ্বাসের একটি মাত্র নিঃশ্বাসের দাম তোমার কিংবা পৃথিবীর কারোর নিকট নেই। অযথা তুমি কত বেহুদা সময় কাটিয়ে থাকো। কিন্ত যদি সেই সময়টুকু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ব্যয় করো, তবে তার জন্য কত অধিক মূল্য বা বিনিময় ও মান মর্যাদা হাসিল করতে পারো।

অতএব বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষের উচিৎ যে, যেন তারা তাদের করনীয় অনুসৃত দুনিয়াবী কাজের ক্ষুদ্রতা বা নগন্যতা বুঝে নেয় এবং জেনে নেয় যে, কার্যাদির যথাযথ মুল্যায়ন হতে পারে তখনই যখন তা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। সুতরাং আপন কার্যের মান মর্যাদা বর্দ্ধিত করার জন্যে সদা সর্বদা তারা যেন ইহা খেয়াল করে তা করে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাজী খুশী হয়েছেন কি না? যদি তার রেজামন্দিকে অবহেলা করে কোন কিছু করা হয়, তবে তার দিন রাতের কাজের সেই সামান্য দু'টাকা মজুরী বা বিনিময়ই পাওনা হবে।

এর মেছাল বা উদাহরণ হচ্ছে এই; এক থোকা আঙ্গুর বা অন্য ফল হাটে বাজারে নিলে তার মুল্য দুটাকার অধিক হচ্ছে না। অথচ তা যদি কোন রাজা বাদশার দরবারে উপহার সামগ্রি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলে,যদি তিনি তার আন্তরিকতায় সন্তুষ্ট হয়ে যান তবে তার বদলায় তিনি হয়তবা সহস্র টাকা প্রদান করতে পারেন। কিন্ত রাজা কিংবা বাদশাহ যদি তা অসন্তুষ্ট হয়ে না রেখে ফেরৎ দিয়ে দেন, তবে তার মূল্য অতি সামান্যই স্থির হবে অথবা ফেরৎ বস্তু হিসেবে তার মূল্য আরও অনেক কম হয়ে যাবে।

আমাদের কার্যের অবস্থাও তদ্রুপ। অতএব সাবধানতার সঙ্গে কার্য করে যেতে হবে। আপন আমল বা কাজ যেন আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হতে পারে সে জন্যে সর্ব সময় খেয়াল রাখতে হবে।

দ্বিতীয় রীতিটি হচ্ছে এই; যদি কোন রাজা বাদশা কাকেও ভরন পোষনের জন্যে নিয়োগ করে অথবা সামান্য কিছু মজুরী প্রদান করে নিজ খায় খেদমতের জন্যে নিয়োগ দান করে, তা হলে সে লোক দিবা নিশি তার খায় খেদমত করে চলতে থাকে। যদিও সেই খায় খেদমতে নানা প্রকার লাঞ্চনা ও গঞ্জনার সম্ভাবনা রয়েছে। সে লোক দু পায়ে সর্বদা দাড়ায়ে থাকবে

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাদশার যে কোন ধরণের খায় খেদমতের উদ্দেশ্যে। বাদশার পা টিপে দেওয়া হতে যে কোন প্রকারের সেবার জন্যে সর্ব সময় প্রস্তুত থাকবে।

শুধুমাত্র এটাই নয়; সমস্ত রাত ব্যাপী সে বাদশার দরজায় পাহাড়া দেবে। তার কোন শত্রু আগমন করলে তার সঙ্গে লড়াই করে জান দিতে তৈয়ার থাকবে। মোটামোটি কথা হচ্ছে, সামান্য মজুরীর বদলায় জীবনের সর্ব কিছু উজাড় করে দিতে সে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু বাদশাহ তাকে সামান্য যা কিছু দিয়ে থাকে, প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহরই দান সে তো শুধু উসিলা। তোমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অনাস্তিত্ব হতে অস্তিত্ত প্রদান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাকে যত্ন সহকারে লালন পালনের সুব্যাবস্থা করে দিয়েছেন। তোমর আত্মাগত ও শরীরগত নানা প্রকার আবরনের ব্যাবস্থা করে দিয়ে তোমাকে অলংকৃত করে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছেন। এত নেয়ামত সমূহ তিনি তোমাকে প্রদান করেছেন যা গণনা করে তুমি শেষ করতে পারবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন তাউ'দ্দু নি'মাতাল্লাহি লা-তুহছুহা।

অর্থ ঃ তুমি যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও, তা তুমি শেষ করতে সক্ষম হবে না।

অতঃপর তুমি ভুল ত্রুটি সহকারে দু রাকআত নামায আদায় কর এবং তা হতে ভবিষ্যৎ জিন্দেগীতে নেকী ও মান মর্যাদা আকাংখা কর, তা নিয়েও তুমি আবার বড়াই করে থাক এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাক? বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্নদের পক্ষে তা কখনো শোভনীয় হতে পারে না।

তৃতীয় রীতিটি হচ্ছে এইঃ সেই শাহেনশাহের সেবা যত্নে অনেক রাজা বাদশাহ ও আমীর ওমরাহ নিয়োজিত রয়েছে, বিজ্ঞ বড় বড় নামকরা মনিষী ও বিজ্ঞানীরা তার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সর্ব সময় উদগ্রীব থাকে, যার চতুর্পাশে ঘিরে রয়েছে দেশ গায়ের সর্ব শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয় মানুষেরা, তথায় যদি তিনি গাও গ্রামের সাধারণ এক লোককে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেরকে অবহেলা করে তাকে বেশকিছু প্রদান করেন এবং তার দোষ ত্রুটি যুক্ত সামান্য উপহার সামগ্রীকে অতি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহন করে থাকেন, তবে বলতে হবে তা শাহেন শাহের অত্যন্ত মেহেরবানী ছাড়া অন্য কিছু নয়। যদি সে লোক তার সেই সামান্য নিকৃষ্টতম উপহার সামগ্রী দিয়ে শাহেন শাহকে যথেষ্ট উপকৃত করেছে বলে বড়াই করে চলে, তবে তাকে সাংঘাতিক অজ্ঞান বা উন্মাদ বলতে হয়।

এ যুক্তিটি তোমার অন্তরে গেঁথে নেওয়ার পর একটা কাজের মত কাজ হবে যে, আমাদের সেই মহান শাহেনশাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসায় শপ্ত আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু সর্ব সময় মুখরীত রয়েছে, এমন কিছুই নেই যে, যা তাঁর প্রশংসা কীর্তন থেকে বিরত রয়েছে, সেই মহান রব্বুল আলামীনের সম্মুখে সপ্ত আসমান ও যমীনের সর্ব কিছুই আনত রয়েছে। হোকনা স্বইচ্ছায় অযথা অনিচ্ছায়, জিব্রাঈল (আঃ) মীকাঈল (আঃ) ইস্রাফীল (আঃ) আজরাঈল (আঃ) ও আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণসহ অন্যান্য অগনীত ফেরেশতা মন্ডলী দিবা রাত্রি যার সেবা কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নুহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত রাসূলে করীম (সঃ) যাঁর মহান দরবারে সেবক হয়ে ধন্য হয়েছেন। যাঁর গুণ কীর্তনের জন্যে অগনীত আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ, অলী আল্লাহ, দরবেশ, গাওছ, কুতুব, মুজাদ্দিদগণ সর্ব কিছু পন করে চলেছেন। সেই মহান রব্বুল আলামীনকে উপেক্ষা করে আমরা কি রূপে তাঁরই এক নিকৃষ্ট বান্দা পৃথিবীর সেই বাদশাহের সেবা যত্নে আত্মনিয়োজিত করাকে শ্রেয় বলে ভাবতে পারি? সে বাদশাহ দিবা নিশি লাঞ্চনা ও অপমানের ভয়ে ভীত হয়ে আনত থাকে এবং সে নিজেই মহান শাহেনশাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে মস্তক ঠুকে নিজের মনোবাসনা পূরণের জন্যে রোনাজারী করে থাকে? মহান রব্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে হয়তো বা সে জালিমকে মাফ করে থাকেন ও তার দেলের আকাংখা পূর্ণ করে থাকেন।

সেখানে তোমার নগন্যতা ও অগনীত দোষ ত্রুটি জ্ঞাত হয়েও শ্রবন করেও তিনি তাঁর মহান দরবারে তোমার স্থান দিয়েছেন, ইহাই তো যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিষয়। তুমি শহর বন্দরের অধিপতির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে পাও না। এমনকি নিজের দলপতির সঙ্গেও তোমাকে কথা বার্তা বলার এজাজত দেওয়া হয় না। কোন বাদশাহের নিকট গিয়ে তার পদযুগলে লুটোপুটি খেলেও তোমার প্রতি সে ফিরেও নজর করে না, অথচ সেই বাদশাহের বাদশাহ মহান রব্বুল আলামীন তোমাকে তাঁর দরবারে উপস্থিতির

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ও তাঁকে যা কিছু দেওয়ার ও তার বদলায় অনেক কিছু পাওয়ার পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ দান করেছেন। তিনি তোমার দুরাকয়াত নামায আদায় করা প্রাপ্ত হয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট এবং তার বদলায় তিনি তোমাকে অচিন্তনীয় দান প্রদানে ধন্য করে থাকেন। এত সব কিছু সত্তেও তুমি সেই দু রাকআত নামায নিয়ে কি প্রকারে বড়াই করতে পার? তুমি কি তার বদলায় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে প্রাপ্ত অসংখ্য নেয়ামতের প্রতি তাকাচ্ছ না?

দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই; মানুষ অত্যাধিক পাপকারী ও অজ্ঞ মুর্খ। মহান প্রভূ আল্লাহ পাকই তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনিই মানবের নাফরমান ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে সঠিক সরল পথ দর্শন করান। একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনই সর্ব বিষয়ে মানবগুষ্ঠির একমাত্র আশা আকাংখার স্থল।

বান্দার নগন্যতা ও প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন

আর একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচ্য ব্যাপারটিকে বুঝবার চেষ্টা কর। কোন এক নামকরা বাদশাহ যদি তাঁর দরবারে উপহার সামগ্রী দেয়ার জন্য পাইকারী এজাজত দান করেন,তখন অতি সাভাবিকভাবেই দেশের গণ্য মান্য শ্রেষ্ঠ নেতা নেত্রী, আমীর ওমরা, বড় বড় ব্যবসায়ীগণ যার যা যোগ্যতানুসারে ধন সম্পদ. মনি মুক্তা সহকারে বাদশাহের দরবারে প্রদান করতে হাযির হয়ে যায়। তার সঙ্গে যদি গাও গ্রামের কোন শাক শব্জি বিক্রয়কারী যৎসামান্য শাক সব্জি কিংবা কোনও গরীব লোক দু এক টাকা দামের ফলমুল বাদশাহের দরবারে উপহার হিসেবে প্রদান করে এবং যদি বাদশাহ তা গ্রহন করে তাকে মহামুল্যবান পুরস্কার দেওয়ার হুকুম প্রদান করেন, তা হলে তা তাঁর চরম উদারতা ও বদন্যতার পরিচায়ক নয় কি? এ কাহিনীর পর যদি সে ব্যক্তি বাদশাহকে দান কিংবা সাহায্য করেছে বিধায় যত্রতত্র আত্মগৌরব জাহির করে চলতে থাকে এবং তাকে দেয়া বাদশাহের মুল্যবান উপহার সামগ্রীর কথা সে উল্লেখই না করে, তা হলে তাকে বড্ড পাগল ছাড়া আঁর কি বলা যেতে পারে। অবশ্যই তাকে মস্তিস্ক বিকৃত উন্মাদ বা চরম বেকুফ ও বেয়াদব বলবে।

অতএব তুমি কোন রজনীতে দু'রাকয়াত নফল নামায আদায় করে থাক, তখন তুমি এর স্মরণে রেখ যে, আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি জগৎ তাঁর

অগনীত পেয়ারা বান্দা জ্বলে স্থলে পাহাড় পর্বতে ও বনে জংগলে অবস্থান করে মহান প্রভুর ইবাদত বন্দেগীতে পুর্ণ রজনী বিনিদ্র রূপে নিয়োজিত ছিল। আল্লাহ পাকের দরবারে তখন অসংখ্য আল্লাহ ভীরু ও পবিত্র আত্মা সমূহের ইবাদত বন্দেগী স্তুপিকৃত হয়ে রয়েছে। যদি তোমার যৎসামান্য ইবাদত অতি সাবধানতার সঙ্গেও আদায় করে থাক, তবুও তা সেই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করার মত যোগ্য নয়। যে সকল মহা মুল্যবান ইবাদত বন্দেগী তাঁর সুমহান দরবারে স্তুপিকৃত হয়ে আছে, তার তুলনায় তোমার এ নগন্য ইবাদত কিছুই নয়।

যেহেতু, তোমার ইবাদতে রয়েছে অবহেলা, শরীরে রয়েছে পাপাচারের অপবিত্রতা, আর জবানে রয়েছে অনাচারের লক্ষন সমূহ। তাই তার থেকে করা ইবাদত বন্দেগী কি সেই মহান রব্বুল আলামীনের পাক খেদমতে পেশ করার যোগ্য? আল্লাহ পাকের দরবারে সঠিকভাবে কার ইবাদত বন্দেগী পেশ করার সামর্থ থাকতে পারে?

আমার শায়েখ (ওস্তাদ) বলেছেন, তোমার কোনও নামায কি তুমি সঠিক ভাবে কোনও সময় আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করতে সমর্থ হয়েছ কি?

জনাব আবু বকর আল ওয়াক (রহঃ) বলেছেন, আমি প্রতিবার নামায আদায় পূর্ণ করে ব্যভিচারিনী যেভাবে ব্যভিচারের পরে লজ্জায় মরে থাকে. ঠিক তদ্রুপ দোষ ত্রুটির লজ্জায় আমি মরেছি। (সুবহানাল্লাহি বিহামদিহী)।

মহান রব্বুল আলামীন নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের এ দু চার রাকয়াত নামাযকে মর্যাদা দান করে থাকেন এবং তার বদলায়ে আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত প্রদান করে থাকেন। অবস্থা তো এই যে, তুমি তো তাঁরই একমাত্র বান্দা এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে তোমাকে নিয়োগ করা হয়েছে, তুমি যতটুকু আমল করছো, তা তাঁরই দেওয়া শক্তি সামর্থ ও সহজকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পালন করছো। এত কিছু থাকা সত্বেও তুমি কিরূপে আত্মতৃপ্তি লাভ করে বড়াই করে চলতে পার? তার অশেষ উপকার ও নেয়ামত কি ভাবে বিসৃত হচ্ছ? বড়াই করা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষেই সম্ভব। মোট কথা হচ্ছে, অজ্ঞ, মুর্খ,বোকা ও বিবেকহীন আত্মাই এভাবে বড়াই করতে পারে। আমরা সরল সঠিক পথে চলার জন্যে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচ্য বিষয়ের আশ্চর্য পর্যালোচনা

পূর্বোক্ত আলোচনার উপসংহারে আমি বলছি, হে মানবগণ! এখনো অলসতা, ঔদাসীন্যতা ত্যাগ কর। তা না হলে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। যেহেতু এ ময়দান বড়ই দুস্তর, অতি কঠিন ও বিপদজনক। সবার আগে এ ঘাটি সম্মুখে আসে। যেহেতু ইহা সর্বকিছুর মূল। এ ব্যাপারে যদি নিরাপদ হতে সক্ষম হও, তবে কোনই ভয় ভীতি নেই, সফলতা অনিবার্য। যদি পদ যুগল ফসকে যায় তবে সর্বনাস। সকল আশা আকাংখা মাটি। জিন্দেগী বরবাদ অবধারিত।

মোট কথা, এ প্রান্তর সম্পর্কিত তিনটি ব্যাপার উল্লেখ যোগ্য। প্রথম ব্যাপার, ক্ষেত্রটি যথেষ্ট সাংঘাতিক, অত্যাধিক সুক্ষ। সমস্যাটি হচ্ছে এই, ওজব ও রিয়া কার্যাদি করে থাকে অতি গোপনে। ধর্মীয় ব্যাপারে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে সাবধানতা অতি কঠিন হয়ে পড়ে। অজ্ঞ, মুর্খ, বেআদব, উদাসীন ব্যক্তি ও নিন্দাকারী এর ধারে কাছে আসতে সক্ষম হয় না।

আমি নিশাপুরের কতক ওলামায়ে কেরামকে বলতে শুনেছি যে, জনাব আতা সালমা (রহঃ) নিজ হাতে একটি পাঞ্জাবী তৈয়ার করে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে আসলেন। জনৈক ক্রেতা তা দেখে বল্ল, পাঞ্জাবীটিতে এই এই দোষ-ত্রুটি রয়েছে। জনাব আতা সসালমা (রহঃ) ক্রেতার নিকট হতে পাঞ্জাবীটি ফিরায়ে নিলেন এবং বসে পড়ে অনেক কাঁন্নাকাটি করলেন। তা দর্শন করে ক্রেতা ব্যক্তি অনেক সরমিন্দা হলেন এবং মাফ চাইলেন। এমনকি পাঞ্জাবীর মূল্য আগ বাড়িয়ে দিতে তৈরী হলেন। তখন জনাব আতা সালমা (রহঃ) বললেন, আপনি যা ভেবেছেন, আমি সে জন্যে কান্নাকাটি করছিনা। আমি এ জন্যে কাঁন্নাকাটি করছি যে, পাঞ্জাবীতে কোন প্রকার দোষ ত্রুটি না থাকে সে জন্যে আমি জান প্রান দিয়ে চেষ্টা সাধ্য করে সর্বদিক দিয়ে পাঞ্জাবিটিকে ত্রুটিহীন করে উত্তমরূপে তৈরী করেছি। অথচ যখন আমি পাঞ্জাবীটা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির হস্তে দিলাম, তিনি তাতে অনেক ত্রুটি দেখলেন। কিন্তু আমি সে সকল বিষয়ে পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলাম। সে অবস্থায় আমি আখেরাতের উদ্দেশ্যে যে সকল আমল করে আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করেছি, তার মধ্যে যে কত দোষ ত্রুটি রয়েছে তার হদীছ কি? সে বিষয়ে তো আমি একেবারে চিন্তাহীন ও গাফেল হয়ে আছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জনৈক নেককার ব্যক্তি বলেছেন, এক রজনীতে সেহরী কালে আমার উপর দিকের কামড়ায় বসে সূরা ত্বা-হা তেলাওয়াত করতে ছিলাম। আমি যখন সূরাটি তেলাওয়াত করে শেষ করলাম, তখন আমার চোখে তন্দ্রা এসে গেল। তখন দর্শন করলাম যে, একলোক আসমান থেকে অবতরণ করছেন, তার হস্তে একখানা কেতাব। তা এনে আমার সম্মুখে মেলে ধরলেন। আমি দর্শন করলাম, তার মধ্যে সূরা ত্বা-হা লিখিত রয়েছে এবং তার প্রত্যেক হরফের নীচে দশটী করে নেকী লিখিত রয়েছে। অথচ একটি হরফের নীচে কিছুই লিখিত নেই, সে জায়গাটি মোছা অবস্থায় রয়েছে। আমি আগন্তককে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর শপথ! এ বাক্যটিও আমি তেরাওয়াত করেছি কিন্তু তার নেকী লেখা হল না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিশ্চয় আপনি তা তেলাওয়াত করেছেন বটে এবং আমিও তার নেকী লিপিবদ্ধ করেছিলাম, কিন্তু আসমান হতে শব্দ শ্রবন করলাম, আরশে মোয়াল্লার নীচ হতে কে জেন তা মুছে ফেলার জন্যে হুকুম দিলেন। সুতরাং আমি তা মুছে দিয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম হলো কেন? তিনি উত্তরে বললেন, একলোক তোমার নিকট থেকে যেতে ছিল তুমি তা টের পেয়ে শব্দটি জোড়ে আওয়াজ করে তেলাওয়াত করেছ, সুতরাং তার নেকী কর্তন করা হল।

আসলে রিয়া, ওজব ক্ষনিকের তরে দেখা দিয়ে সত্তর বছরের ইবাদত বন্দেগী বরবাদ করে ফেলে।

বর্ণিত আছে; এক ব্যক্তি হযরত ছুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ও তার শাগরিদদেরকে দাওয়াত করলেন। সে তার গৃহের লোকদেরকে বললো, পূর্ব বছরের হজ্জের সময় যে খেজুর এনেছিলাম, তা নিয়ে এস, পরবর্তি বছরের হজ্জের খেজুর নিয়ে এসোনা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) লোকটির প্রতি তাকায়ে বললেন, হে দুর্ভাগা! তুমি তো একথা বলে তোমার উভয় হজ্জকে বরবাদ করে ফেললে।

রিয়া এবং ওজবের দ্বিতীয় ক্ষতি হচ্ছে এই, ক্ষুদ্র ইবাদতও যদি এ রোগ হতে রক্ষা পায় তবে তাতে অসংখ্য নেকী লাভ হয়। অথচ বিশাল ইবাদত বন্দেগী এর খপপরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক যদি দয়া করে তা রক্ষা করেন, তবে তা ভিন্ন ব্যাপার।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ কবুলকৃত আমলের নেকী কিছুতেই কম হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যা গ্রহন করেছেন, তা বরবাদ হবে কি রূপে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত নখঈর (রহঃ) এর নিকট কতক বিশেষ আমলের পূণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে পর তিনি বললেন, যদি তা আল্লাহ তায়ালা গ্রহন করে থাকেন, তবে তার পুণ্যের সীমা নেই।

হযরত ওয়াহাব (রহঃ) বলেছেন, পূর্বেকার যমানায় একলোক সত্তর বছর যাবৎ আল্লাহ পাকের এমনি ইবাদত বন্দেগী করল যে, একাদিক্রমে রোজা রাখতো। কিন্তু সপ্তাহের ভেতরে একবারও ইফতারী করতো না সে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে একটি বিশেষ প্রার্থনা জানিয়েছিল, কিন্তু তা গৃহীত হলো না। তখন সে ব্যক্তি নিজেকে ধিককার দিতে ছিল যে, তোর অন্যায়ের কারণেই কবুল হলো না, যদি তুই আদৌ উত্তম কিছু আমল করতি, তবে নিশ্চয়ই দোয়া প্রার্থনা মঞ্জুর হতো। তখন আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের নিকট এক ফেরেশতা পাঠালেন, তিনি আগমন করে বললেন, তোমার এ আত্ম ধিককার পূর্বেকার সমস্ত আমল হতে অতি উত্তম হয়েছে।

আমি বলতেছি, ইহা কি বিশাল ক্ষতি জনক বিষয় নয় কি যে, সত্তর বছরের অসাবধানী ইবাদত বন্দেগী, অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ভোগ কোন কাজেই আসলোনা? অথচ ক্ষনিকের সচেতন আত্মধিককার সত্তর বছরের একাধারের ইবাদত বন্দেগী যদি মুহুর্তের ইবাদত অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়, তবে তার চাইতে ক্ষতিজনক বিষয় আর কি হতে পারে?

আল্লাহর কসম! ইহা বিশাল ক্ষতি। এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অত্যান্ত সাংঘাতিক কাজ। পক্ষান্তরে যে সাবধানতার দাম এত অধিক, তাকে অপরিহার্য করে নেয়া উচিৎ। এ ধ্বংসাত্মক রোগ হতে মুক্ত থাকা উচিৎ। এ জন্যেই সুক্ষদর্শী ইবাদতকারীগণ এ দিকে নজর রাখেন। তারা প্রথম রোগ চিনে ফেলেছেন। অতঃপর তা হতে সাবধান হয়েছেন। তারা প্রকাশ্যে ইবাদত বন্দেগীর আধিক্যতাকে যথেষ্ট ধারণা করেননি। তারা বলেছেন যে, দোষ ত্রুটি মুক্ত ইবাদতই ফজীলত প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে। অজ্ঞ, মুর্খ অথবা কম বিদ্যার মানুষই এ দিকে নজর দিতে অক্ষম হয়ে থাকে।

তারা তো শুধু রুকু সিজদার পরিমাণ বৃদ্ধি করা পানাহার বর্জন করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। পরিমানের ধোকায় পতিত হয়ে তার নির্মলতা ও ত্রুটিবিহীনতার বিষয় চিন্তা করার সময় পাননি। আখরোট পরিমাণে যতই অধিক হোকনা কেন তার মধ্যে শাঁস না থাকলে মুল্যহীন হতে বাধ্য। মুলভিত্তি পাকা পোক্ত না করে ছাঁদ উচুঁ করলে কোন ফল হবে না। মোটামোটি কথা হচ্ছে, এ বিষয় সম্পর্কে তো ওলামায়ে কেরাম ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই সাবধান থাকতে সক্ষম হতে পারেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ব্যাধির প্রতিবিধান

মহান প্রভূ এমনি মহান শাহেনশাহ যার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তোমার প্রতি তাঁর অসংখ্য দান অবদান রয়েছে। তোমার শরীরটা অপ্রকাশ্য দোষত্রুটিতে পরিপূর্ণ ও বিপদাপদ পরিবেষ্টিত রয়েছে। তার মধ্যে যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন প্রকার তোমার পদস্থলন বা পতন ঘটে যায়, যদি শরীরের মধ্যে পাপাচারের সুত্রপাত সৃষ্টি হয়, তবে সে শরীরটাকে এমনিরূপে পাক পবিত্র করে গড়ে তুলতে হবে যে, তা যেন মহান রব্বুল আলামীনের পাক দরবারে হাযির করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। শরীরটির কার্য কলাপ দেখে শুনে যেন মহান প্রভূর দরবারে কবুল হওয়ার মত নিখুঁত হয়। তা না হলে তার দ্বারা আদায় করা ইবাদত বন্দেগীর কোনই মূল্য হবে না। যার কারণে তাকে সাংঘাতিক বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হবে। আল্লাহর শপথ! সে বিপদাপদ অত্যান্ত কঠিন।

মহান মাবুদে ইলাহীর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় আর কি বলব, তাঁর নিকটতম ফেরেশতামন্ডলী সৃষ্টি থেকে কেহ সিজদাহ, কেহ রুকু এবং কেহ কেহ তাসবীহ তাহলীলে অব্যাহতরূপে নিয়োজিত রয়েছেন। এমনকি তারা নিজ নিজ কাজে এরূপে কেয়ামত পর্যন্ত নিয়োজিত থাকবে। এমনি অবস্থায়ও তারা কেয়ামতের দিবসে মস্তক উত্তোলন করে বলতে থাকবে, হে মহান রব্বুল আলামীন! আমরা তোমার ইবাদত বন্দেগী সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হইনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সয়ং ফরমান, হে মহান প্রভূ ! আমি তোমার যোগ্যতানুসারে ইবাদত বন্দেগী আদায় করার যোগ্যতা রাখি না। তোমার নির্দেশক্রমেই আমি তোমার প্রশংসা করেছি। তোমার যথপযুক্ত প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই। তোমার মর্যাদানুসারে তোমার ইবাদত বন্দেগী করার শক্তি সামর্থ আমি রাখিনা। হযরত রাসূলে করীম (সঃ) আরও ইরশাদ করেন, আমলের মাধ্যমে কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আপনিও কি সক্ষম হবেন না? উত্তরে তিনি ফরমালেন; না, আমিও না। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আমাকে আশ্রয় প্রদান করেন, তা আলাদা কথা। আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ যে কত অফূরন্ত, তা তিনি স্বয়ং এরশাদ করেছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন তাউ'দ্দূ নি'মাতাল্লাহি লা-তুহ্‌ছূহা-।

অর্থ ঃ যদি আল্লাহর নেয়ামত সমূহের সংখ্যা হিসেব করতে চাও, তা হিসেব করে শেষ করতে পারবে না।

বর্ণিত রয়েছে, তিনটি দফতরের অধীনে মানুষের শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম নেককারদের দফতর। দ্বিতীয় পাপীদের দফতর। তৃতীয় পুরস্কারের দফতর। নেক আমলের বিনিময়ে পুরস্কার দেওয়া হবে। এমনি কোন নেক আমল হবে না যার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হবে না। এমনকি নেকী সমূহ পুরস্কার দ্বারা পরিবেষ্টন অবস্থায় থাকবে। তারপর থাকবে পাপ সমূহ ও তার বিনিময়ে কুফল সমূহ, তথায় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাই হবে সর্বকিছু। আমি শরীরের দোষ ত্রুটি ও বিপদ সমূহ আলোচনা করেছি। ভয় ও আশংকার বিষয় হচ্ছে এইঃ মানুষ সত্তর বছর ইবাদত বন্দেগী করেও আভ্যন্তরীন ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে গাফেল থাকে। বেশীর ভাগ সময় তার ইবাদত কিছুই কবুল হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বান্দার অনেক বছরের ইবাদত বন্দেগী ক্ষনিকের তরে বরবাদ হয়ে যায়। সব চেয়ে ক্ষতি জনক বিষয় হচ্ছে রিয়া। আল্লাহ তায়ালা সর্ব কিছুই দেখতেছেন। যত সব ইবাদত বন্দেগী তা বাহির থেকে তো দেখা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা মানুষের নিকট হতে সুনাম লাভের জন্যে করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করুন। শেষ মেষ আল্লাহ তায়ালা সে বান্দার ইবাদত বন্দেগী ফেরৎ দিয়ে থাকেন।

কোন এক বুজুর্গ আলেম ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রাঃ)-কে তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তী সময়ে খাবের মধ্যে দেখতে পেলেন, তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান করায়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে হাসান বসরী! তোমার সে দিবসের কথা স্মরণে পড়ে, যে দিবসে তুমি মসজিদের ভেতরে নামায আদায় করতেছিলে এবং অন্য লোকেরা তোমার নামায দেখতেছে ধারণা করে অতি উত্তমরূপে নামায আদায় করেছিলে? যদি তোমার জীবনের পেছনের ইবাদত বন্দেগী সমূহ খাটি না হতো, তবে আমি আজকে তোমাকে দরওয়াজা থেকে তাড়িয়ে বিদায় করে দিতাম এবং তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটকথা হচ্ছে এই, যখন অবস্থা এরূপ ভয়াবহ, তখন কতক জ্ঞানমান সুক্ষদর্শী মানুষ সে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং নিজেদের ইবাদত সম্পর্কে অত্যাধিক সাবধান হলেন। এমনকি বহু বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ইবাদত বন্দেগীতে সফলতা প্রাপ্তির বাহ্যিক সকল পথ বর্জন করলেন।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমল যত বেশীই হোক না কেন, আমি তো হিসেবে ধরিনা। অন্য আর এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন ঃ নেকীকে কাজের জন্যে যদি কোন আলাদা তাঁবু সৃষ্টি করতে সক্ষম হও, তবে তাই করো।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আশা আকাংখার পরিবর্তে ভয় বেশী পোষন করেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, যারাই প্রকাশ্যে ইবাদত বন্দেগী করবে, তাদেরই ধর পাকড় বা হিসেব অধিক হবে।

বর্ণিত রয়েছে; হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) এবং হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) দুই বুজুর্গ দরবেশ একত্রিত হলেন। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বললেন, হয়তো আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগী নয়তো অগ্নি ও জাহান্নাম। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) বললেন, হয়তো আল্লাহ তায়ালার রহমত, নয়তো জাহান্নাম, তখন হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বললেন, তোমার চাইতে বড় ওস্তাদের আর দরকার নেই।

হযরত আবু ইয়াযীদ বুস্তামী (রহঃ) বলেছেন, ত্রিশ বছর যাবৎ আমি আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী করলাম, তখন দর্শন করলাম যে, কে যেন বলতেছে, হে আবু ইয়াযীদ (রহঃ)! ইবাদত বন্দেগী দ্বারা তো ভান্ডার বোঝাই করেছো, যদি তা কাজে লাগাতে ইচ্ছা করো, তবে দারিদ্রতা ও লাঞ্জনা গঞ্চনা বরণ করো।

আমি শায়েখ আবুল হাসানকে বলতে শুনেছি, তিনি শায়েখ আবুল ফজল সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বলতেন, আমি যতকিছু ইবাদত বন্দেগী করতেছি, তা যে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল হয় না আমার জানা আছে। এর প্রতি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন নেই,তো তা কবুল করবেন কেন? তা ব্যতীত আমি তাঁর যোগ্যতানুসারে ইবাদত বন্দেগী করতে পারছি না। তাই বুঝতে সক্ষম হলাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, যত কিছু নেক আমল করেছি; তা মকবুল হচ্ছে না। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তবে আপনি ইবাদত বন্দেগী করা ছেড়ে দিন। তার উত্তরে তিনি বললেন, হয়তো বা একদিন আল্লাহ তায়ালার সুদৃষ্টি পতিত হবে এবং আমার আত্মা উত্তম আমল করার শক্তি সামর্থ লাভ করবে। সুতরাং ইবাদত বন্দেগী ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। নেক আমলের চর্চা থাকা উত্তম।

ভেবে চিন্তে দেখ, বুজুর্গ সাধক দরবেশের নেক আমলের যদি অবস্থা এ হয়, তবে তোমার ইবাদত বন্দেগীর হালত তো আলোচনা মতই হবে। কোন শায়ের (কবি) বলছেন, তো নিজের জন্যে অন্যের সংস্রব তালাশ করো। হতাশা জাগরিত হয়েছে তো আশা আকাংখা নির্মুল হয়েছে। দুঃখ হচ্ছে ; ঔদাসীন্য নিয়ে নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখছো? রিপু নির্মুলের চেষ্টা তদবীর করো আর সাবধানতার সঙ্গে সাধনা চালিয়ে যাও।

এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করছি। এ হাদীসটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। হযরত ইবনে মুবারক (রাঃ) হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত মায়াজ (রাঃ)-কে বললেন, আমার নিকট এমনি হাদীস বর্ণনা করো, যা তুমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবন করেছো এবং যে কোন হালতে তা ভুলে যাও নি। হযরত মায়াজ (রাঃ) বললেন, ঠিক আছে এ কথা বলে তিনি বহু সময় কাঁন্নাকাটি করলেন, অতঃপর তিনি বললেন, হায়! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে দেখা করার আকাংখা ও আগ্রহ আমাকে অস্থির করছে। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করা শুরু করলেন, তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে ছওয়ারীর পেছন দিকে উপবেশন করালেন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসমানের দিকে মস্তক তুলে ফরমালেন, সকল প্রশংসাই সে মহান রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য, তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে যেমন মর্জী হুকুম আহকাম জারী করেন। অতঃপর আমাকে ডাকলেন, হে মায়াজ! আমি উত্তরে বললাম, আমি তো এখানেই রয়েছি, হে নবী রাসূলগণের নেতা? তখন তিনি ফরমালেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতেছি, যদি স্মরণ রাখতে সক্ষম হও, তবে তোমর কল্যান নছীব হবে। আর যদি তুমি তা বিস্মৃত হও, সে জন্যে তুমি আল্লাহ তাআলার নিকট সরমেন্দাহ হবে। অতঃপর তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফরমালেন, হে মায়াজ! আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বে সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। প্রত্যেকটি আসমানে একেকজন ফেরেশতা দারোয়ান ও পাহাড়াদার হিসেবে নিযুক্ত হলেন। আসমানের দরওয়াজার আকার ও গুরুত্বানুযায়ী প্রতিটি দরওয়াজায় একজন করে ফেরেশতা রয়েছেন। যখন ফেরেশতাগণ বান্দার আমল সহকারে উর্দ্ধ দিকে চলতে থাকেন, তখন বান্দার সে আমলে সূর্যের মত অত্যুজ্জল আলোকিত কিরন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে আলোক আসমান হতে যমীন পর্যন্ত আলোকিত করে থাকে। ফেরেশতাগণ বান্দার আমলের এ অবস্থা দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং তার প্রশংসা করতে থাকেন। অতঃপর যখন সে আমল আসমানের দরওয়াজায় নিয়ে উপস্থিত করা হয়, তখন আসমানের পাহাড়াদার ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বলেন, এ আমল আমলকারীর মুখমন্ডলের প্রতি নিক্ষেপ করো। আমি গায়েবের ভেদ অবগত আছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম করেছেন যে, আমি যেন পরনিন্দাকারীর আমলকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না দেই।

পরের দিন অন্য এক বান্দার আমল সহকারে দ্বিতীয় আসমানের দিকে উঠতে থাকবেন। এর মধ্যেও আলোক রশ্মি থাকবে।

আমলের প্রশংসা করতে করতে ফেরেশতা চলতে থাকেন, এভাবে সে দ্বিতীয় আসমানের দরওয়াজায় হাযির হয়ে যান। তখন সে আসামনের পাহাড়াদার ফেরেশতা বলে থাকেন,দাড়াও। এ আমল আমলকারীর মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করো। যেহেতু সে আমলের মাধ্যমে পার্থিব সাজ সরঞ্জাম কামনা করেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে হুকুম করেছেন, আমি যেন এ আমলকে ভেতরে ঢুকতে না দেই। তখন থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ফেরেশতা সে আমলকারীকে অভিসম্পাদ দিতে থাকেন।

পরের দিন আবার কতক ফেরেশতা নামায. রোজা, সদকা খয়রাত, ইত্যাদি নেক আমল সহকারে অত্যান্ত আনন্দের সঙ্গে উপরে উঠতে থাকবেন। তাঁরা সকল আমলের প্রশংসা কীর্তন করতে থাকবেন। তৃতীয় আসমানের দরওয়াজায় তারা হাযির হলে, তথাকার পাহাড়াদার ফেরেশতা বলবেন, দাড়াও! এ সকল আমলগুলো নিয়ে আমলকারীর মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করো। আমি অহংকারীদের আমলের দায়িত্বে আছি। এ লোক মজলিসে বসে লোকের বিকট অহংকার করে বেড়ায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্য একদল ফেরেশতা চমৎকার নেক আমল নিয়ে উপরে উঠতে থাকবে, সে আমল থেকে আসমানের তারকারাজীর ন্যায় আলো ঝিকিমিকি করতে থাকবে। তার মধ্য হতে আওয়াজ শ্রুত হবে। তাতে এবাদতকারীর এ সকল রোযা, নামায ও ওমরা হজ্জের প্রশংসা শুনা যাবে। সে আমল সহকারে ফেরেশতা যখন চতুর্থ আসমানের দরওয়াজায় পৌছাবে, তখন তথাকার পাহাড়াদার ফেরেশতা বলবেন, দাড়াও! এ সকল আমল নিয়ে গিয়ে আমলকারীর মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করো। আমি আত্মপ্রসাদ লাভ কারীদের দায়িত্বে আছি। আমার প্রতি আল্লাহ পাকের হুকুম হচ্ছে, আত্মপ্রসাদ লাভ কারীদের আমল যেন আমি প্রবেশ করতে না দেই। যেহেতু ঐ লোক কোন নেক আমল করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে প্রকাশ করে চলতো।

অন্য আর একদল ফেরেশতা এক ব্যক্তির আমল নিয়ে আসমানের দিকে যেতে থাকবে। আমল সমূহকে দুলার ন্যায় সাজায়ে নেয়া হবে, যখন ফেরেশতাগণ সেই জেহাদ হজ্জ ও ওমরা ইত্যাদির নেক আমল সমূহ সঙ্গে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দরওয়াজায় পৌঁছবে, তখন সে আসমানের পাহাড়াদার ফেরেশতা উক্ত উজ্জলতর আমলসমূহ দর্শন করে বলবেন, দাড়াও! আমি হিংসাকারীদের দায়িত্বে আঁছি। কোন হিংসাকারীর আমল যতই নেকের হোকনা কেন তা আমি প্রবেশ করতে দেব না। এটা আমার পালনকর্তার হুকুম। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকে বহুত নেয়ামত দান করেছিলেন কিন্ত তা সে লাভ করে উৎসুক সেজেছে।

পুণঃ একদল ফেরেশতা এক বান্দার নেক আমল সহকারে আসমানের দিকে যেতে থাকবে। নিখুঁৎ নির্দোষ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত তার মধ্যে সমুজ্জল হয়ে থাকবে। তারা তা নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দরওয়াজায় পৌছার সাথে সাথে তার পাহাড়াদার ফেরেশতা বলবেন, আমি রহমতের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছি, এ সব নেক আমল আমলকারীর মুখে ছুড়ে মার। এ বান্দা কোন মানুষের প্রতি দয়া করেনি, কারো সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হলে, তার সঙ্গে সে খারাপ আচরণ করেছে। আমার প্রতি আল্লাহ পাকের হুকুম হচ্ছে, তার আমলকে প্রবেশ করতে না দেয়া।

আর একদল ফেরেশতা এক লোকের নেক আমল নিয়ে আসমানের দিকে যেতে থাকবেন। তার ভেতরেও দান-সদকা, নামায, রোযা, পরহেজগারী ইত্যাদি সকলই থাকবে। বিজলীর ন্যায় তা চমকাতে থাকবে ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বজ্রের ন্যায় শব্দ করতে থাকবে। ফেরেশতারা তা নিয়ে সপ্তম আসমানের দরওয়াজায় গেলে, তার প্রহরী ফেরেশতা বলবেন, আমি রিয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত আছি। এ বান্দা মজলিসে সুনাম অর্জন করা ও জনগণের মধ্যে মর্যাদা পাওয়ার লক্ষে এ সকল আমল করেছে। আমার প্রতি মাবুদের হুকুম হচ্ছে, এ বান্দার নেক আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে না দেওয়া, আল্লাহ তাআলা রিয়াকরীর আমল মঞ্জুর করেন না।

তৎপর আবার কতক ফেরেশতামন্ডলী এক ব্যক্তির নেক আমল নিয়ে আসমানে যাবেন। নির্দোশ নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি তার মধ্যে থাকবে। এমনকি তাতে খুলুসিয়াত যুক্ত যিকিরসমূহও থাকবে। সুতরাং সপ্ত আসমান অতিক্রম করে তা নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছায়ে যায়, সকল পর্দা সমূহ ভেদ করে ফেরেশতামন্ডলী আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে। ফেরেশতাগণ সাক্ষী দেবে সে সবকে নির্দোষ ও মহৎ হিসেবে। মহান আল্লাহ পাক তখন বলবেন, তোমরা আমার বান্দার আমলগুলো রক্ষনের দায়িত্ব পালন করেছ শুধু আমি তো তাদের দেলের সংবাদ রাখি। সে সকল আমল সার্থহীন রূপে আমার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। সুতরাং ইহা আমার নয়। সে বান্দা এর বদলায় কিছু পেতে আকাংখা করেছে, এ প্রকার বান্দার প্রতি আমার লানত বর্ষিত হোক। সে বান্দা লোকদেরকে ধোকা দিতে সক্ষম হয়নি। আমি তো গায়েবের সকল খবরই জানি। দেলের সংবাদ রাখি। আমার নিকট যেমন কিছুই অপ্রকাশ্য থাকতে পারে না, তেমনি আমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকিছুই আমার জ্ঞানের মধ্যে। কিরুপে বান্দা আমাকে ধোকা দেবে? তার প্রতি আমার অভিসম্পাত। তখন আসমানের সর্বকিছুই সমস্বরে বলে ওঠবে আমাদের ও অন্যদের সকলের অভিসম্পাত তার প্রতি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এ হাদীস বলা শ্রবন করে হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল কান্না শুরু করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে আরজ পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যা কিছু ফরমালেন, তা হতে রক্ষা পাবার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমালেন, হে মায়াজ! দৃঢ়রূপে রাসূলের অনুসরণ করে যাও। হযরত মায়াজ (রাঃ) আরজ পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আপনি তো আল্লাহ পাকের খাছ রাসূল (সঃ)। আর আমিতো আপনার অনুসরণকারী মায়াজ (রাঃ) আমি এ সকল বিপদাপদ থেকে কিরূপে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাজাত লাভ করব? রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমালেন, হে মায়াজ ! তোমার কাজে যদি দোষ ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তুমি ক্বোরআন অনুসরণকারী কোন লোকের কাজের সমালোচনা করবে না, বরং তুমি লোকের নিকট তোমার পাপি আত্মার সমালোচনা কর। অপরের দোষ ত্রুটি বলাবলি করে নিজেকে ভাল করার এবং অপরকে হেয় করে নিজের মর্যাদা বর্দ্ধিত করার চেষ্টা করো না। নিজের নেক কাজকে অন্যদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করে চলো না। দুনিয়াবী কাজে এমনিভাবে জড়ায়ে যেওনা, যাতে পরকালের কামাইটাই ভুলে যাও।

অনেক লোকের মজলিসে একজনের সঙ্গে কান কথা বল না। লোকের নিকট তোমার কাজের বড়াই করে বেড়িও না। যেহেতু তাতে ইহকাল পরকাল উভয়েরই মঙ্গল হতে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও মজলিসে বেহুদা, অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল, নির্লজ্জ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তা বলো না। তাতে মানুষ তোমার প্রতি বিরক্ত ভাব পোষন করে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। অতি সহজে কাকেও কোন ব্যাপারে বঞ্চিত করো না। তুমি তোমার কথা বার্তার দ্বারা কারোর অন্তরে ব্যাথা দিও না, যেহেতু তাতে জাহান্নামের কুকুর তোমাকে কামড়ায়ে তছনছ করে ফেলবে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়ান্নাশিত্বাতি নাশত্বা।

অর্থ ঃ হাড্ডি হতে গোশত ছিড়ে ছিড়ে আলাদা করা হবে।

হযরত মায়াজ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আরজ পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! এ সব মান্য করে চলা কার পক্ষে সম্ভবপর? রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করলেন, হে মায়াজ (রাঃ)! আল্লাহ পাক যার জন্যে সহজ করে দেবেন তার পক্ষেই ইহা মান্য করে চলা সম্ভব হবে। এর মধ্যে থেকে তোমার জন্যে এ কাজটি যথেষ্ট হবে যে, তুমি তোমার নিজের জন্যে যে কাজটি পছন্দ করবে, ঠিক তাই অপরের জন্যে পছন্দ করবে, তেমনি রূপে তোমার নিজের জন্যে যা অপছন্দ করবে, অন্যের জন্যেও তা অপছন্দ করবে। তবেই তুমি নিরাপদ থাকতে সক্ষম হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেছেন, হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এ হাদীস শরীফ শ্রবন করার পর যত অধিক পড়তেন, যত অধিক কোরআন শরীফ পড়তেন না।

এ হাদীস শরীফ শ্রবন করার পর এ ধারণা পোষণ করা দরকার যে, তোমাদের সকলেরই ব্যাধি এ হাদীস শরীফে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপার সমূহ অতি উচু ধরণের এবং বিপদাপদের আশংখাও এতো অধিক, যা ভেবে চিন্তে অন্তর ঘাবড়িয়ে যায়, অগাধজ্ঞান হতভম্ব হয়ে পড়ে।

অতএব স্বীয় মহান প্রভুর আশ্রায় গ্রহন করো এবং তাঁর দরবারে দিবা নিশি বিলাপকারীদের দলে অন্তরভূক্ত হয়ে যাও। যেহেতু এ সকল রোগ হতে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত নাজাত লাভের কোন পথ নেই। তিনি মদদ না করলে এ দুর্গম পথে চলা মুস্কিল। অতএব ঐদাসীন্য পরিত্যাগ করো। এ ভয়ানক পথে কু প্রবৃত্তির সঙ্গে কিছু সংগ্রাম করো। তা না করলে ধ্বংস নিশ্চিত।

'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।'

এ সকল বর্ণনার পর তুমি যদি চিন্তা ভাবনা করে কার্যাদি করো যে, কতখানি আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করতে পেরেছ, তা যাচাই বাছাই করে দেখ এবং এটাও লক্ষ কর যে, লোকের দুর্বলতা ও অজ্ঞতা কত অধিক, তা হলে নিশ্চয়ই বেহুদা কথা-বার্তা ও কাজের চিন্তা ভাবনা করা হতে বিরত থেকে ইবাদত বন্দেগী নির্দোষ রাখতে স্বচেষ্ট হবে। পৃথিবীর অসারতা ও পার্থিব জিন্দেগীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা লক্ষ করে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে তার কোন প্রভাবই ঢুকতে দেবে না।

তখন বলতে থাকবে, হে নফসে আম্মারা। সেই রব্বুল আলামীনের প্রশংসায় ও গুণগানে রত হও। তারা তোমার অনেক কস্ট ক্লেশের ইবাদত বন্দেগীকে ধ্বংস করে দিয়ে থাকে। এর মূল্যায়ন করতে তারা অপারগ তারা তোমার চেয়ে একজন নিকৃষ্ট লোককে মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং প্রয়োজন কালে তোমাকে একেবারে ভুলে গিয়ে থাকে। যদি তারা তা নাও করে তবুও তাদের হস্তে তোমাকে মান সম্মান দেওয়ার কি শক্তি সামর্থ তাদের রয়েছে? সর্বময় ক্ষমতা তো আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হস্তে ন্যাস্ত। তিনি মানুষের অন্তর যার প্রতি খুশি ঝুকায়ে দেন এবং যার উপর থেকে ইচ্ছা ফিরায়ে নেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব হে নফসে আম্মারা। কিছুটা ভেবে-চিন্তে বুঝা-পড়া করে আমল করে যাও। মানুষের থেকে মর্যাদা লাভের লোভে পড়ে স্বীয় মহামুল্যবান ইবাদত বন্দেগী বরবাদ করো না। যার প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করা মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করা ভুলে যেওনা, তিনি যাকে দিতে চান তাকে পুরাপুরি দিয়ে থাকেন, এবং যার উপর থেকে খুশী, তা ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন।

অতএব হে নফসে আম্মারা! কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে বুঝাপড়া করে আমল করো, মানুষের মান মর্যাদার লোভে পড়ে স্বীয় মহামুল্যবান ইবাদত বন্দেগী বরবাদ করো না। যাঁর প্রশংসা ও গুণগান করা গৌরব ও মর্যাদার বিষয়, তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করতে ভুলে যেও না। তিনি যাকে ইচ্ছা সর্বকিছুই পূর্ণমাত্রায় থলে পরিপূর্ণ করে দিয়ে থাকেন। কোন এক ওয়ায়েজীন যথার্ত বলেছেন যে, বিনা উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ করা যেমন মূল্যহীন, তেমন কিছুই না হারায়ে হা হুতাশ করাও মুল্যহীন।

তোমার নফসকে জিজ্ঞেস করো, চিরস্থায়ী সুখ শান্তির আবাসস্থল বেহেশত উত্তম, না এ দুদিনের খেলাঘর হারাম পৃথিবী উত্তম? যখন তোমার ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মহান প্রতিদান দাতা রব্বুল আলামীনকে জয় করতে সমর্থ হও তখন কেন নীচ হয়ে নিজেকে দুর্বল ও অসহায় দুর্বল করতে ইচ্ছে কর? অতএব স্বীয় সর্ব প্রকার প্রয়াসকে আসমানের দিকে নিয়োজিত করো, স্বীয় অন্তকরণকে আল্লাহ ব্যতীত সকল সম্পর্ক হতে আলাদা করে নাও এবং যা কিছু ইবাদত বন্দেগী করো তা যেন কোন আজেবাজে বস্তু এসে নষ্ট না করে ফেলে।

এ প্রকারে যখন চিন্তা ভাবনা ও বুঝে শুনে আমল করবে, তখন তোমার ইবাদত বন্দেগীতে আল্লাহ তাআলার মদদে রহমত দর্শন করবে। সর্বাগ্রে তোমাকে সে পথের পাথেয় প্রদান করবেন। এমন কি তুমি তাঁর ইবাদত বন্দেগীর জন্যে আলগ হয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাকে এ ব্যাপারে শক্তি-সামর্থ যোগাবেন। ইবাদত-বন্দেগীকে তোমার পক্ষে আসান করে দেবেন। তোমার অন্তকরণকে সর্ব সময় ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকার জন্যে তৈরী করে দেবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবশ্য তিনি তোমাদের ইবাদত বন্দেগীর মুখাপেক্ষী নহেন। তোমাকে এমনিই তিনি অগনিত নেয়ামত প্রদান করে ধন্য করেছেন। তবুও তিনি তোমার ক্ষুদ্র ইবাদত বন্দেগীর জন্যে অসংখ্য পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তোমাকে তাঁর একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহন করবেন।

মোটকথা হচ্ছে, এ সকলই তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। নতুবা আল্লাহ পাকের নিকট এ সকল ক্ষুদ্র ইবাদত বন্দেগীর বদলায় তুমি কি আকাংখা করতে পারো? হে আত্মা! স্বীয় মা'বুদের ইহসান স্মরণ করো। ভেবে চিন্তে দেখ, সামান্য ইবাদত বন্দেগীর বদলায় তোমাকে তিনি কতো অধিক প্রদান করেছেন।

অতএব নগন্য ইবাদত বন্দেগী করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করা হতে সরমেন্দা হও। মর্যাদা ও মঙ্গলের যা কিছু দর্শন করেছ, তা তো সকলই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ। আনুগত্যের এ ঘাটিতে পৌঁছে তোমার পক্ষে হায়-হুতাশ ও রোনাজারী করা ব্যতীত আর কিছুই করা ঠিক নয়। যথা সাধ্য প্রয়াস চালানো দরকার, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা তোমার ইবাদত বন্দেগী কবুল করেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার ঘরখানা তৈরী করা সমাধা করে কি বলেছিলেন, তা কি তোমাদের মনে নেই? তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে কত অধিক রোনাজারী করলেন। তখন তাঁর সে কার্যসমূহ আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন। তিনি আরজ পেশ করলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

উচ্চার ঃ রব্বানা- তাক্বাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্তাস সামীউ'ল আ'লীম।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমার এ কাজ তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বকিছু শ্রবন কর ও জানতে পার।

তিনি এ প্রার্থনা পেশ করে পুণঃরায় বললেন ঃ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءُ *

উচ্চারণ ঃ রব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল দুআ'য়ি।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার এ সামান্য ও ক্ষুদ্র আমল টুকু কবুল করে সঙ্গে সঙ্গে তার বদলা স্বরুপ নেয়ামতে তোমাকে ধন্য করবেন, তবে তা তোমার পক্ষে কতইনা সৌভাগ্য ও খুশির কথা কিন্তু তিনি যদি তা না করেন, তবে তা যে, কতো অধিক ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের বিষয় তা অতি সহজে বোধগম্য।

হে মানব! ব্যাপারটি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে সঠিকভাবে আমল করতে চেষ্টিত হও। যাই হোক এরপর ইবাদত বন্দেগী হতে অবসর হয়ে বারংবার এ ব্যাপারটি চিন্তা ভাবনা করো এবং আল্লাহ পাকের দরবারে সাহায্য চাও। তৎপর লোক সমাজ হতে এর কোন বদলা আকাংখা করে রিয়া বা আত্মপ্রসাদ ইত্যাদিতে জড়িত না হও; বরং সর্ব কিছুই আল্লাহ তওয়ালার জন্য করো, সর্ব অবস্থায় তাঁরই মদদের প্রত্যাশায় ও তাঁরই প্রতিদানের আকাংখায়। আর ইবাদত বন্দেগী যদি বাহ্যিক দিক দিয়ে দোষ ত্রুটি বিহীন হয় আর তার ভেতরকার দিকটিও যদি সর্ব রকম কলুষতা ও পঙ্কিলতাহীন হয়, তবে তা এমনিভাবে গ্রহন যোগ্য ইবাদত বন্দেগী হবে যে, জিন্দেগীতে যদি একবারও এমনি ইবাদত বন্দেগী সৌভাগ্য হয়, তবে তা একটি অমুল্য সম্পদরূপে পরিগনিত হবে। পরিমান যতই কম হোকনা কেন, মর্যাদা ও পুণ্যের দিক দিয়ে এর মূল্য ও গুরুত্ব অসংখ্য। এর শেষফল মঙ্গলজনক।

আমার জিন্দেগীর শপথ! এ প্রকারের ইবাদত বন্দেগী আদায় করা যেমন কঠিন তেমনি এর প্রতিদানও অসংখ্য। মহান রব্বুল আলামীন যে ইবাদত বন্দেগীর প্রশংসা করেন ও যার প্রতিদানে অশেষ দানে ধন্য করেন, তার থেকে উত্তম পুঞ্জী আর কি হওয়া সম্ভব।

ওহে হতভাগার দল। ভেবে চিন্তে ও বুঝে শুনে কাজ করে যাও। অন্যদের ন্যায় ধোকাবাজীতে যেন গ্রেফতার না হও? বরং এ প্রকারের ইবাদত বন্দেগী যদি করতে সমর্থ হও, তবে তোমাকেও আল্লাহ পাকের খাস বান্দাদের দলে অন্তর্ভক্ত করা হবে।

এ প্রকারেই তুমি এ সাংঘাতিক দুর্যোগপূর্ণ ঘাটিটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তাআলাই উত্তম শক্তি সামর্থ প্রদানকারী। 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।'

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হামদ ও শোকর (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা)

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাদেরকে শক্তি সামর্থ দান করুন। এ বিপদ সংকুল স্তর অতিক্রম করার পর আমাদের প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করা। দুটি কারণে তা অপরিহার্য। প্রথম, আল্লাহ পাকের নেয়ামত যেন আমাদের ওপর স্থায়ী হয়। দ্বিতীয় আল্লাহর নেয়ামত যেন আরও বর্দ্ধিত করে দেওয়া হয়। শোকর আদায়ে যেহেতু নেয়ামতের স্থায়িত্ব প্রদান করে আর তা প্রশংসা ও গুণগানের মাধ্যমে তা অর্জন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নাশোকরগুজার হলে তা দূরীভুত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা লা-ইয়ুগাইয়্যিরু মা-বিক্বাওমিন্ হাত্তা ইয়ুগাইয়্যিরু মা- বিআংফুসিহিম।

অর্থ ঃ আল্লাহ কখনো কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেরা পরিবর্তন না করে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেনঃ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফাকাফারাত বিআনউ'মিল্লাহি ফাআযা- ক্বাহাল্লা-হু লিবাসাল জূয়ি ওয়ালখাওফি বিমা- কা-নূ ইয়াছনাউ'ন।

অর্থ ঃ তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ তাদের কর্মফলরূপে দুর্ভীক্ষ ও সন্ত্রাস দান করলেন। আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ *

উচ্চারণ ঃ মা-ইয়াফআ'লুল্লাহু বিআ'যা-ব্বিকুম ইন শাকারতুম ওয়া আ-মানতুম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থ ঃ হে মোনাফেক দল! তোমাদেরকে সাস্তি দিয়ে আল্লাহর কি লাভ? যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আনয়ন কর।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমায়েছেন, নিশ্চয়ই নেয়ামত হচ্ছে বন্য প্রাণীর ন্যায় লাগামহীন। তাই তাকে আল্লাহর শোকর গুজারীর রশিতে বেঁধে আয়ত্বাধীন রাখ।

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ *

উচ্চারণ ঃ লায়িন শাকারতুম লাআযীদান্নাকুম।

অর্থ ঃ তোমরা যদি শোকর আদায় কর, অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেব।

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনাহ্‌তাদাও যা-দাহুম হুদান।

অর্থ ঃ যারা সঠিক পথে আসে, আল্লাহ তাদেরকে বেশী করে পথ দেখান। তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা জা-হাদু ফীনা- লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা-।

অর্থ ঃ আমার পথে চলার জন্যে যারা প্রয়াসী হয়, অবশ্যই তাদেরকে আমি আমার পথ দেখায়ে থাকি।

অতএব আল্লাহ তাআলা নেয়ামতের জন্যে যখন বান্দাকে শোকর আদায় করতে দেখেন, তখন তিনি অবশ্যই তা বাড়ায়ে দিয়ে থাকেন। যেহেতু তাকেই তিনি নেয়ামত প্রাপ্তির যোগ্য ধারণা করেন।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নেয়ামতের শ্রেণীভেদ

প্রথমতঃ নেয়ামত দু'ধরণের। পার্থিব নেয়ামত ও অপার্থিব নেয়ামত। আবার পার্থিব নেয়ামত দু'ধরণের,যেমন কল্যাণকর (উপকারী) নেয়ামত ও প্রতিরোধকারী নেয়ামত। কল্যানকর নেয়ামত আবার দু'ধরণের, তার একটি হচ্ছে, সৃষ্টিগত আর অপরটি হচ্ছে, ভোগজনক। বান্দাকে সঠিক ও সুস্থ দেহ প্রদান মরা হচ্ছে সৃষ্টিগত নেয়ামত আর বান্দার কামনা বাসনা ও আনন্দ ফুর্তির সামগ্রী দান করা হচ্ছে ভোগজনক নেয়ামত।

প্রতিরোধকারী নেয়ামত হচ্ছে, বিপদাপদ হতে বান্দাকে মুক্ত রাখা। আবার তাও দু'ধরণের হয়ে থাকে। শারীরিক ও মানষিক রোগ ব্যাধি হতে মুক্ত রাখা এবং বাহ্যিক বিপদ যথা, মানুষ, জিন ও হিংস্র জীব-জন্তু প্রভৃতির ক্ষতি লোকসান হতে বাঁচায়ে রাখা। তেমনভাবে অপার্থিব নেয়ামতও দুধরণের। প্রথম, তওফিক দান করা। দ্বিতীয়, হেফাজতে রাখা। তাওফিক দান করা নেয়ামত বলতে প্রথমত বান্দাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহনের তাওফিক দান করা এবং তৎপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ ও রীতি নীতি মান্য করে চলার ও আল্লাহ পাকের আনুগত্য এবং ইবাদত বন্দেগীর তাওফিক দান করা। হেফাজত বা রক্ষনাবেক্ষনের নেয়ামতের প্রথম আলামত হচ্ছে, কুফরী হতে রক্ষা করা। তারপর বিদআত ও বিভ্রান্তিকর সব কিছু থেকে দুরে সরিয়ে রাখা। এ সকল আয়ত্বাধীন রাখা আল্লাহর নেয়ামত প্রাপ্তি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। অতএব তোমার প্রতি আল্লাহ পাকের যে অগনীত নেয়ামত রয়েছে, তার হিসেব নিকেশ কে রাখে? তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন তাউ'দ্দু নি'মাতাল্লাহি লা-তুহছূহা-।

অর্থ ঃ যদি আল্লাহর নেয়ামত হিসেব করতে বস, তবে তা গণনা করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা যদি তোমার প্রতি দয়াশীল হন, তাহলেই তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামতরাজী স্থায়ী হওয়া সম্ভব এবং বর্দ্ধিত হতেও পারে। তুমি ভেবে চিন্তে ঠিক করতে পারবে না, এ প্রকার সর্ব দিক দিয়ে নেয়ামত আসতে থাকবে। এ সবের মূল হচ্ছে, শোকরগুজার, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা বা গুণগান করা। অতএব এ মহামুল্যবান সম্পদকে নিজের পক্ষে অপরিহার্য করে লও।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হামদ ও শোকরের পরিচয়

হামদ ও শোকরের পরিচয় সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তা অর্জন করার পন্থার ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তা যাই হোকনা কেন, আল্লাহ পাকের জিকির আজকারের মাধ্যমে জাহেরী ইবাদত-বন্দেগীকে বলা হচ্ছে হামদ। পক্ষান্তরে আনুগত্য, সমর্পন ও ধৈর্য অবলম্বনের নাম হচ্ছে শোকর বা কৃতজ্ঞতা। শোকর হচ্ছে কুফরীর বিপরীত এবং হামদ হচ্ছে গালি গালাজের বিপরীত। হামদ হচ্ছে সাধারণ জিনিষ আর তা সবাইর মধ্যে থাকা সম্ভব, কিন্ত শোকর হচ্ছে দুর্লভ জিনিষ। ইহা অর্জন করা অনেকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُوْرُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বালীলুম্ মিন্ ই'বা-দিয়াশ্ শাকূর।

অর্থ ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্প সংখ্যক।

জানা গেল যে, হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য অনেক। হামদ হচ্ছে, কারোর কোন ভাল কাজের প্রশংসা করা আর শোকরের অর্থ হচ্ছে বহুত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সর্ব শরীর দিয়ে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের ইবাদত করা। আমাদের কোন কোন ওস্তাদ (শায়েখ) এ মতের সমর্থক। তাঁরা বলেছেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা নিয়োজিত থাকার নাম হচ্ছে শোকর। অতঃপর তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, প্রকাশ্যে ও গোপনীয় সর্ব প্রকার পাপের কাজ থেকে নিরাপদ থাকার নাম হচ্ছে শোকর।

এ দুদল আলেমের মতে পার্থক্য হচ্ছে এই, পূর্ববর্তী আলেমগণ 'নিরাপদ' থাকা বলতে বিরত রাখা অপেক্ষা ব্যাপক অর্থে গ্রহন করেছেন। পাপের কাজ থেকে 'বিরত' থাকা অর্থ হচ্ছে ; এমনিরূপে পাপের কাজে আসক্ত না হওয়া যাতে করে আল্লাহ পাকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা হওয়াকে অপরিহার্য করে দিয়ে থাকে। আমাদের ওস্তাদ বলেছেন, নেয়ামত দান কারীকে নেয়ামতের বদলায় এত অধিক মর্যাদা প্রদান করতে হবে, যেন কোন সময়ই তাঁর নাফরমানী পরিদৃষ্ট না হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি বলা যায় যে,উপকারের বদলায় উপকারকারীকে সন্মান করা কর্তব্য (ওয়াজিব) আর এটাই বাস্তব সত্য। সুতরাং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বদলায় বান্দার পক্ষে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব (কর্তব্য)। এ মতামতটি সঠিক কিন্তু এর ব্যাপক বর্ণনা এহ্ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন, কেতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটামোটি কথা হচ্ছে এই, শোকর হচ্ছে বান্দার সে সন্মান দেখানোর নাম, যার কারণে উপকারী ও নেয়ামতদানকারীর নাফরমানী হতে সে নাজাত পেয়ে থাকে। এর প্রতিফল অত্যাধিক কল্যাণকর। আর অকৃতজ্ঞতার পরিনাম অতি অকল্যাণকর।

আমি বলতেছি, সর্বনিন্ম স্তরের শোকর (কৃতজ্ঞতা) হচ্ছে উপকারকারীর নাফরমানী কোন অবস্থায় না করা, উপকারকারীর উপকার যে বান্দার নাফরমানীর পথ উন্মুক্ত করে দেয়, সে বান্দাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যবান। এ কারণেই নেয়ামত দানকারীর নেয়ামতের স্মরণ করা এবং তাঁর প্রশংসায় নিয়োজিত থাকা কর্তব্য। তা হলেই নাফরমানী পরিদৃষ্ট হওয়ার সুযোগ ঘটবে না এবং অভিষ্ট লাভ হবে।

এরপর আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগীর ধারা জারী রাখা দরকার। কারণ, এ দুটো নেয়ামতের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। অতএব নাফরমানী ও গুণাহের কাজ থেকে বিরত থাকাও জরুরী হয়ে দাড়ায়।

এক্ষনে প্রশ্নের উদয় হয় যে,শোকর (কৃতজ্ঞতা) কখন কি কারণে কতটুকু আদায় করতে হবে? উত্তর হচ্ছে এই; পার্থিব ও অপার্থিব নেয়ামত সমূহের পরিমান অনুযায়ী সকলের প্রতি শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

যদি পার্থিব ধন দৌলত এবং সন্তানদের প্রতি সর্বদা বিপদ লেগেই থাকে, তখনো কি শোকর আদায় করা ওয়াজিব হবে? এ প্রশ্নটির বিষয়ে সম্মুখে বর্ণনা করতেছি। কতক আলেমের মত হচ্ছে, তখন শোকর আদায় করা ওয়াজিব নয়। তার প্রতি তখন ধৈর্য অবলম্বন করা ওয়াজিব। যেহেতু নেয়ামত ব্যতীত অন্য কোন কিছুর জন্যে শোকর ওয়াজিব হয় না। তবে কোন বিপদাপদ একাকী আগমন করে না, তার সঙ্গে আল্লাহর নেয়ামতও যুক্ত থাকে। সেই নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করা ওয়াজিব। কিন্ত বিপদাপদের জন্যে শোকর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত নেয়ামত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি যখনই কোন বিপদাপদ বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তখন তার ভেতরে চার প্রকার নেয়ামত দর্শন করেছি। প্রথম, এ বিপদাপদ আমার ধর্মীয় ব্যাপারে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়, এর চাইতেও কোন বৃহৎ বিপদাপদ বঞ্চিত হইনি। চতুর্থ, এ সকল বিপদাপদ থেকে পুণ্য লাভের আকাংখা করছি।

অন্য কতক আলেমগণ বলেছেন, পার্থিব বিপদাপদের সময়ে বান্দার প্রতি শোকর আদায় করা ওয়াজিব। যেহেতু, এ সকল বিপদ প্রকৃতপক্ষে নেয়ামতেরই রূপান্তর। এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের অনেক কল্যান ও আখেরাতের অসংখ্য পূণ্য লাভ হয়। সে সকল নেয়ামত ও পুণ্য সর্বদা বিপদকেই তালাশ করে থাকে। আমাদের ওস্তাদও (শায়েখ) এমতের সমর্থক। অতএব এ অপেক্ষা বৃহৎ নেয়ামত আর কি হওয়া সম্ভব?

এর উদাহরণ হচ্ছে যে, মনে কর তোমার অসুখ হয়েছে, আর ডাক্তার তিক্ত ঔষধ দিলেন। যা অসুখ আরোগ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু, এ তিক্ত ঔষধের ভেতরেই তোমার রোগমুক্তি সুশান্তি ও সুস্বাস্থ্য নিহিত। অতএব এ অবস্থায় তোমার তিক্ত ঔষধই উত্তম নেয়ামত। তিক্ত ঔষধ দর্শন করে তো অন্তর বিষিয়ে ওঠে থাকে, আত্মা বিরক্ত ও ভিত হয়ে পড়ে, যে লোক জবরদস্তি করে তা সেবন করায় তার ওপরে রাগ ধরে যায়, কিন্তু ইহা সত্তেও তা তোমার জন্যে আসল শান্তি বয়ে নিয়ে আসে। এ অবস্থায়ও তদ্রুপ সেই একইরূপ। বিপদাপদ বান্দার জন্যে অসংখ্য নেয়ামত বয়ে নিয়ে আসে।

তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শোকর গুজারীর রীতিনীতি দর্শন করনি? সুসময়ে তিনি যেমন আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতেন, তেমনিরূপে দুঃসময়েও করতেন। আল্লাহ পাকের ফরমান কি তুমি শ্রবন করনি? তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *

উচ্চারণ ঃ ফাআ'সা- আন তাকরাহূ শাইয়াওঁ ওয়া ইয়াজ আলাল্লাহু ফীহি খাইরান্ কাছীরা।

অর্থ ঃ হতে পারে তোমরা যেটাকে খারাপ ভাবছ, আল্লাহ তার মধ্যে অশেষ কল্যান রেখেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ পাকের সে কঠোর ব্যবস্থাকে মঙ্গল জনক রূপে গ্রহন করা তোমার জ্ঞান সীমার বাইরে বটে। কিন্ত এর সমর্থন পাচ্ছি আমরা এ কথার মধ্যে যে, প্রবৃত্তির চাহিদার জবাবে কোন মঙ্গল নেই। মঙ্গল রয়েছে এর অনেক উর্দ্ধে, অতিরিক্ত অন্য কোন কিছুতে। সুতরাং তার নাম দেয়া হয়েছে নেয়ামত। যদি বিপদাপদ বান্দার পরকালীন জিন্দেগীতে অধিকতর মর্যাদা প্রদান করে, তবে তা নেয়ামত ব্যতীত আর কি? বাহ্যিক দিক দিয়ে তা যত বড় বিপদাপদই দেখা দিয়ে থাকুক না কেন।

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের মর্যাদার ব্যবধান

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বালীলুম্ মিন্ ই'বা দিয়াশ্শাকূর।

অর্থ ঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞের সংখ্যা অতি কম।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ছবরকারী অপেক্ষা শোকরকারীর (কৃতজ্ঞের) মর্যাদা অধিক। যেহেতু এরা বিশেষ বান্দাদের মধ্যে বিশিষ্ট।

হযরত নূহ (আঃ)-এর বিষয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহূ কা-না আ'বদান শাকূরা-।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সে (নূহ) শোকর কারী (কৃতজ্ঞ) বান্দা ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্পর্কেও বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ *

উচ্চারণ ঃ শা-কিরাল লি আনউ'মিহী।

অর্থ ঃ আল্লাহর নেয়ামতের শোকরকারী।

যেহেতু তাদের স্তর হচ্ছে অনুগ্রহ ও ক্ষমতা প্রাপ্তদের স্তর। সুতরাং আল্লাহ পাক জানালেন, নেয়ামত লাভ করে শোকর আদায় করবে, ইহাই আমার নিকট বিপদাপদ গ্রস্তের ছবর অপেক্ষা উত্তম। শোকরকারী অপেক্ষা ছবরকারী উত্তম। সে কারণে তাদের চাহিদা অপেক্ষা অধিক দেয়া হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না ওয়াজাদনা-হু ছা-বিরান নি'মাল আ'বদু।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। তারা উত্তম বান্দা ছিল।

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা- ইয়ুওয়াফফাছ্ ছাবিরূনা আজরাহুম বিগাইরি হিসা-ব।

অর্থ ঃ ধৈর্যশীলদের বিনিময় বিনা হিসাবে পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে।

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুছ্ ছা-বিরীন।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

আমার ধারণায় ছবরকারীর ও শোকরকারীর স্তর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এর একটি ব্যতীত অপরটি অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে এমনি কোন নেয়ামত নেই যার শোকর গুজারীর সঙ্গে কষ্ট ক্লেশ জড়িত থাকে না।

যেহেতু নাফরমানীর মনোবৃত্তি দমন করে রাখতে অজস্র সংগ্রাম ও সাধনার দরকার। অতএব তথায় ধৈর্য একান্ত জরুরী। ঠিক তদ্রুপ এমনি কোন বিপদাপদ নেই, যার সঙ্গে কল্যান থাকে না। তা ইতিপূর্বেই দেখা গেছে। অতএব সেই কল্যান বা নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করা জরুরী। এক্ষনে বুঝা যাচ্ছে যে, ছবরকরীকে শোকর গুজার এবং শোকর কারীকে ধৈর্যশীল হতেই হয়।

শোকর গুজারের জন্যে ইবাদত বন্দেগী দরকার এবং পাপ কাজ বর্জন করাও দরকার। যাতে নেয়ামতের প্রতি নাশুকুরী প্রকাশ না ঘটে। পাপ কার্য যেন প্রলুব্ধ করতে সক্ষম না হয়, আত্মাকে সকৃতজ্ঞ থাকার জন্যে প্রয়াস চালাতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বনের দরকার।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একইরূপে ছবরকারীদের মনে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ববোধ থাকতে হবে এবং তাঁর প্রতি সন্মান দেখানোর ক্ষেত্রে অন্তরের অস্থিরতা না থাকা উচিৎ। এ সকল অবস্থার কারণে বিপদকালে অন্তরে সান্তি ও শক্তি সামর্থ বলবৎ থাকে যাতে করে সে আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হয়। এ প্রকারে ছবরকারীর অন্তরে যে ছবরের তাওফিক দান করা হয়েছে, ধৈর্যচ্যুতি হয়ে সে পাপ কার্যের দিকে অগ্রসর হয়নি। এটা তার পক্ষে নেয়ামত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

অতএব এর বদলায় শোকর আদায় করা দরকার। এ ক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে, ছবর ও শোকর একটি অন্যটি হতে আলাদা হতে পারে না। তবে যে জিনিষটি এ দুটো ব্যাপারেই উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তা হচ্ছে অন্তরের শক্তি। অন্তরের শক্তিই এর মূল বিষয়।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই নেয়ামতের হকদার

এগুরুত্বপূর্ণ স্তরটি উত্তীর্ণ হওয়া সকল বন্দার জন্যে একান্ত জরুরী। এ বিষয়ে দুটি বস্তু বুঝে নেওয়া আবশ্যক। সে বান্দাকেই নেয়ামত দান করা হয়ে থাকে, যে তার মূল্যায়ন করতে সক্ষম। শোকর গুজার বান্দা নেয়ামতের যাথাযথ মূল্য দিয়ে থাকে। আমাদের একথার দলিল প্রমান খোদ আল্লাহ পাকের কালামে মজীদে পাই। কাফেরগণের কাজ সমূহের ব্যর্থতা প্রকাশ করতে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

اَهٰؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আহাউলা-য়ি মান্নাল্লাহু আ'লাইহিম মিম্ বাইনিনা আলাইছাল্লা-হু বিআ'লামা বিশ্শা-কিরীন।

অর্থ ঃ এরা কি আমাদের সেই দল, যাদেরকে আল্লাহ অনেক নেয়ামত ও সন্মান দিয়েছেন। কারা কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ তা কি আল্লাহ সবার চেয়ে বেশী জানেন না?

মুর্খ লোকদের এরূপ ধারণা ছিল যে, বংশ বর্যাদা ও ধন দৌলত দেখেই আল্লাহ তাআলা নেয়ামত ও সন্মানের মালিক বানাবেন। অথচ আল্লাহ তাআলা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদেরকে বাদ দিয়ে যখন নিম্নস্তরের ও নিঃশ্ব শ্রেনীর লোকদেরকে দিলেন, তখন তারা বিস্ময় বোধ করলো। তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত ও মর্যাদা এ সব আজেবাজে লোকদেরকে দিলেন? আল্লাহ তায়ালা এর উত্তরে এরশাদ করলেন, নেয়ামতের মর্যাদা কারা কতটুকু দিতে সক্ষম বা অক্ষম তা আল্লাহ পাকই উত্তম জানেন।

মোটকথা হচ্ছে, যারা নেয়ামতের মূল্য দিয়ে থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নেয়ামত দান করে থাকেন। আর তারাই নেয়ামতের মূল্য দিয়ে থাকে, যারা শরীর ও অন্তর দিয়ে তার প্রতি শোকর গুজার হয়ে থাকে এবং সর্ব কিছু হতে তাকে বেশী মুল্য দিয়ে থাকে। এ জন্যে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তৈরী থাকে। সুদৃঢ় ঈমানের সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজারী করে। দুর্বল চিত্ত ও গরীব ধরণের লোকেরাই যেহেতু এ সমস্ত কিছু করার জন্যে তৈরী থাকে, সুতরাং তারাই আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অধিকারী।

ধনী, বড় লোকেরাত গুষ্টি গৌরব ও বংশ মর্যাদা এবং দুনিয়াবী জৌলুশকে সর্ব কিছু ভেবে বসে রয়েছে। তাদের নিকট সরল, সঠিক সত্য ধর্ম বা আল্লাহ পরিচিতির কোন গুরুত্ব নেই। তাদের পরস্পরের মধ্যে অহংকার ও বাহাদুরীর প্রতিযোগীতা হচ্ছে তাদের দৈনন্দিন কাজ কারবার। তারা সরল, সঠিক সত্য ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করতে সক্ষম হলেও তা করে না। আর একান্ত পক্ষে কেহ যদি মনোনিবেশ করে থাকে, তবে তা নিয়েও বাহাদুরী করে বেড়ায়। সব চাইতে মূল কথা হচ্ছে, তারা সত্য ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। তাই তারা ধর্মকে তেমন তোয়াক্কা করে না।

পক্ষান্তরে সাধারণ ধরণের জনগণ তাদের যথা সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে ধর্মীয় কার্যাদী পালন করে থাকে। কে ভাল কিছু বল্লো, আর কে শত্রুতে পরিণত হলো, সে ভাবনা চিন্তা তাদের অন্তরে থাকে না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের গুরুত্ব ও মূল্য তারাই দিতে সক্ষম। সে উদ্দেশ্যে তারা নিরঙ্কুষ ও গভীর আস্থা ধারণ করে সর্ব কিছু উৎসর্গ করতে পারে। অতএব তারা সারা জিন্দেগী ভরে আল্লাহ পাকের শোকর গুজারীতে মগ্ন থাকে। এ সকল কিছু আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ভান্ডারে জমা ছিল বলেই তিনি লোকগুলোকে নেয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। ধনী, বড় লোকদেরকে বাদ দিয়ে গরীব মিসকীনদেরকে সে জন্যে মনোনীত করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার মতে মহান আল্লাহ পাক তাঁর সরল সঠিক সত্য ধর্মরূপ নেয়ামতের জন্যে সর্ব কালে, সর্ব যুগে এ প্রকারের লোকজনকে মনোনীত করেছেন। তুমিও ভাল করে লক্ষ করলে তাদেরকে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী দেখতে সক্ষম হবে। তারাই আল্লাহ পাকের নেয়ামতরে শোকর গুজারীর জন্যে আধাজল খেয়ে কোমর শক্ত করে তৈরী হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল লোকদেরকে এ মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে রাখেন, যারা এর যথাযথ মর্যাদা দেখায় না এবং এ নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ইলম ও ইবাদত বন্দেগীর মর্যাদা দেয় না এবং এ সব নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। ইলম ও ইবাদত বন্দেগীর মর্যাদা যে রূপে ওলামায়ে কেরাম ও পরহেজগার দরবেশগণ দিয়ে থাকেন, তদ্রুপ যদি ব্যবসায়ী ও অন্যসব দুনিয়াদার লোকেরা দিতে সক্ষম হতো, তবে ব্যবসা বানিজ্য ও অন্যসব কাজের ওপরে তারা ইলম ও ইবাদত বন্দেগীকেই স্থান দিত। তখন তাদের জন্যে দুনিয়াবী লোভ লালসা ও আকাংখা অতি সহজ সাধ্য হতো।

তুমি কি লক্ষ করনি? কোন গরীব বা ফকীর ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু অর্থ কড়ি পেয়ে যায়, তবে তখন সে কতো খুশী ও আনন্দিত হয়ে থাকে? সামান্য অর্থে লক্ষ টাকার খুশী ও আনন্দিত হয়ে যায়। বহু সময় সরল, সঠিক সত্য ধর্মের কোন রহস্য উদঘাটিত করতে দশ বিশ বছর সময় লেগে যায়। তবুও তারা তা হতে বিরত হয় না। শেষ পর্যন্ত হয়তো তারা সে সত্য রহস্য লাভ করেও থাকে। তখন তাদের অন্তরে অজস্র আনন্দের বন্যা প্রদর্শিত হয়। তাকে তারা আল্লাহ পাকের বিশাল নেয়ামত মনে করে থাকে। অজস্র সম্পদ অপেক্ষা এটাকে বিরাট সম্পদ ভেবে থাকে।

এ প্রকার একটি তত্বপূর্ণ রহস্য আবিস্কার করে কখনো সে গরীব বা ফকীরগণ ইলমের দিকে দৃষ্টি ও মহব্বৎ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কোন বড় ধনী লোক ব্যবসায়ীকে তো শ্রবন করাতে চাইলে বা গমন করলে, তারা এমনকি অন্তর দিয়ে শ্রবন করতেও রাজী হয় না। আলোচনাটা একটু লম্বা হলেই কষ্ট-ক্লেশ অবুভব করে থাকে। হয়তো বা তারা নিদ্রামগ্ন হয়ে যায়। বিস্তারিত রূপে খোলা মেলাভাবে তাদেরকে কিছু বুঝালেও আলেম সাহেবের প্রতি অমনোযোগের কারণে তা তাদেরকে বুঝানো হয়ে উঠেনা। আল্লাহ পাকের প্রতি যাদের অন্তর রয়েছে শুধু তারাই ক্লান্তহীন সাধনা ও পরিশ্রম চালিয়ে যেতে পারে। তারাই সর্ব প্রকার সুখ সুবিধার মোহ হতে আত্মাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়ে থাকে। ইবাদত বন্দেগী যেটুকু করে থাকে, তা পূর্ণরূপে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরকান আহকাম ইত্যাদি আদায় করে থাকে, যেন আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার দরবারে রোনাজারী করে থাকে, যেন আল্লাহ পাক তার ক্ষনকালের ইবাদত বন্দেগী -কে সঠিক, সুন্দর ও ভালভাবে আদায় করার তাওফিক দান করেন। যদি মাস, বছর কিংবা সারা জিন্দেগীতেও একবার মনের সাদ মিটিয়ে ইবাদত বন্দেগী করতে সক্ষম হয়, তবেই তারা সেটাকে বিশাল নেয়ামত মনে করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর জন্যে রাত জাগরণ, মোহ ইত্যাদি বর্জন এবং এরূপ যতই সাধনা চালাতে হোকনা কেন, তারা তার মোটেই পরোয়া করে না।

তারপর তারা সে সকল লোকদেরকে তালাশ করে বেড়িয়ে থাকে, যাদের অন্তরে সত্য ধর্মের প্রতি আগ্রহ আকার্ষন রয়েছে। তাদেরকে সাধনার পথে টেনে নিয়ে আসার জন্যে এক বেলা কম খানা খেয়েও লেগে যায়। আজে বাজে কথা বার্তা বলা কিংবা আরাম আয়েশ ত্যাগ করেও তারা লোকদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা তদবীর করে থাকে। তারা তাতে সফলকাম না হলেও কিন্তু সুখী। যদি কেউ তাদের প্রচেষ্টায় সৎ পথে চলে আসে, তার প্রতি তারা খুব একটা কিছু ভাবে না।

বড় লোকেরা তো দুটো টাকা পেলেই মহা খুশী। উত্তম খাওয়া পরায় তাদের মনে আনন্দ। কিছুটা আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিতে কাটাতে পারলেই তারা আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে থাকে এবং বলতে থাকে এ আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি আল্লাহ পাকই দান করেছেন।

একটু চিন্তা করে দেখ, এ শরীরের পুজারী বে আকল, বে তমীজ লোকদের সঙ্গে সাধক দরবশেগনের কিরূপে তুলনা হওয়া সম্ভব? সুতরাং তারা কল্যান জনক কাজ হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। অথচ গরীব, ফকীর দরবশেগণ তাতে সফলতা লাভ করে থাকেন। সর্বশ্রেষ্ট বিচারপতির বিচার অবশ্যই সঠিক রয়েছে। তিনিই সর্বজ্ঞাতা।

মোটকথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে এরশাদ করেছেন, কারা কৃতজ্ঞ তা কি আল্লাহ বেশী জানেনা। এ বাণীটির বিশদ বিশ্লেষন দেয়া হল। উত্তমরূপে বুঝে শুনে নিয়ে মনে রেখ।

অতঃপর স্মরণ রেখ, নফসের প্ররোচনায় পতিত না হলে, তুমি কোন সময়ই কল্যানজনক কাজ হতে বঞ্চিত থাকবে না। অতএব আল্লাহ তাআলার নেয়ামত লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। হয়তো বা তা তোমার জন্যে স্থায়ী হয়ে যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় যেরূপে তা করা হয়েছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবজ্ঞাকারীর নেয়ামত কেড়ে নেয়া হয়

যারা নেয়ামতের মূল্য বুঝেনা বা কদর করেনা, তাদের থেকে নেয়ামত কেড়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ তারা নেয়ামত লাভ করে শোকর আদায় করেনি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنَاهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াতলু আলাইহিম নাবাআল্লাযী আতাইনা-হু আয়াতিনা-ফানসালাখা মিনহা- ফাআতবায়াহুশ শায়ত্বা-নু ফাকা-না মিনাল গা-বীন।

অর্থ ঃ তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পাঠ করে শোনাও যাকে আমি আমার পূর্ণ নেয়ামত দান করা সত্বেও সে বেড়িয়ে গেল। এবং তার পেছনে শয়তান লেগে গেল। অতএব সে বিভ্রান্তদের দলভুক্ত হয়ে গেল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি সে বান্দাকে বিরাট নেয়ামত দান করেছিলাম, আর ধর্মের ব্যাপারেও তাকে আমি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। তাকে আমি এমন শক্তি সামর্থ দান করেছিলাম, যাতে সে আমার নিকট উচ্চ আসন লাভ করতে সক্ষম হতো কিন্ত সে আমার নেয়ামতের গুরুত্ব দিলনা। সে পার্থিব দুনিয়ার পঙ্কিল নিকৃস্ট জীবন ধারায় ডুবে গেল। সে ঘৃন্য কামনা বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। যদি সে বুঝতে সক্ষম হতো যে, সারা পৃথিবীর একত্রিত স্বার্থ ও ধর্মীয় অবদানের বিন্দু মাত্রের মর্যাদাও রাখেনা এবং আল্লাহ পাকের বিচারে একটি নিকৃষ্ট মশার পালকের মুল্যও তার ভেতরে নেই।

সে ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে সেই কুকুরের ন্যায়, যে লাঞ্চনা গঞ্জনা, কষ্ট ক্লেশ ও মর্যাদা আরামের মধ্যে কোনও পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। সে উচ্চতা ও মান-মর্যাদা হতে নীচতা ও অপমানকে পৃথক করে দেখতে জানে না। সে তো উভয় অবস্থায় শুধু ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সে তো শুধু এক টুকরো রুটি কিংবা দস্তরখানের ঝুটার মর্যাদা বুঝে। তাকে পালঙ্কে বসায়ে না মাটিতে বসায়ে খাবার দেয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন তার নিকট অবান্তর। তার নিকট একমাত্র মর্যাদা ও খুশীর বিষয় হচ্ছে খাদ্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঠিক এ অবস্থাই হচ্ছে মানব জাতির। তারা তেমনভঅবে আমার মর্যাদাময় ব্যবস্থাদি ও নেয়অমতের গুরুত্ব অনুধাবন করে না। যার ফলে তার বিবেচনার শক্তি সামর্থ হারিয়ে ফেলে। সে আমার বিরাট নেয়ামতকে উপেক্ষা করে নিকৃষ্টতর দুনিয়াবী ভোগ বিলাশে লিপ্ত হয়ে বিভ্রান্ত বেআদবদের দলভুক্ত হয়ে যায়। তখন তাকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি শরীয়াতী বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি এবং তাকে দান করা সকল মান মর্যাদাওয়ালা পোশাক পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নেই। তার দেল হতে আমার পরিচয়ের সকল প্রভাব ধুয়ে মুছে ফেলি। আমার সকল দয়ার দুয়ার তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে সে অভিশপ্ত কুকুর ও বিতারিত ইবলিসের সম পর্যায়ে নেমে পড়ে। আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে তার জন্যে নির্দ্ধারন করা মারাত্মক আজাব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রার্থনা জানাই।

এখন এক শাহেনশাহ বাদশার উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি তাঁর এক চাকরকে অতিরিক্ত স্নেহ করে নিজের বিশিষ্ট পোশাক প্রদান করেন এবং সেই চাকরকে সর্বদা তার নিকটেই রাখেন। অন্য সব চাকরও পাহারাদারদের অপেক্ষা তাকে বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তাকে তিনি নিজের বিশিষ্ট কামড়া পাহারা দেয়ার কাজে নিযুক্ত করেন।

অতঃপর হুকুম জারী করলেন অমুক বিশেষ স্থানে তার জন্যে এক বিরাট মহল তৈরী করে দেয়ার জন্যে। তথায় তিনি অজস্র খাদ্য সামগ্রী যোগার রাখার ও সুন্দর চাকর চাকরানীতে পরিপূর্ণ রাখারও হুকুম দিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা জারী করলেন, আমার এই বিশিষ্ট চাকরের চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হলেই, সে নিজে বাদশাহ হয়ে উক্ত মহলে বসবাস করবে, আর তার চাকুরীর মাত্র একদিন মেয়াদ বাকী আছে।

তখন যদি সেই চাকর বাদশাহের বিশেষ কামরার দুয়ারে দন্ডায়মান হয়ে বাদশাহের পরিচর্জা ত্যাগ করে কুকুর ও অন্যসব প্রানীর রুটি ও হাড্ডি আহারের দিকে প্রলুব্ধ হয় এবং বাদশাহের পাহাড়াদারী ত্যাগ করে চলে যায় কুকুরের নিকট থেকে হাড্ডি ও রুটি খাবার উদ্দেশ্যে ছিনিয়ে আনার জন্যে আর যদি বাদশাহ তা দেখে ফেলে, তবে কি সেই চাকরকে অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট চরিত্রের ধারণা করবেন না? তিনি কি বুঝবেন না যে, আমি তাকে যেই সন্মান ও মর্যাদার আসনে বসাতে ইচ্ছা করছি, সে তার গুরুত্ব অনুধাবন করেনা? অতএব এ প্রকার হীনতা প্রসুত চরিত্রের চাকরকে তিনি যা কিছু পোশাক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আষাক ও মান সন্মান দিয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই ছিনিয়ে নেবেন। আর তাকে তিনি স্বীয় কামড়ার পাহাড়াদারী হতে চিরদিনের জন্যে বিতাড়িত করে দেবেন।

যে সকল ওলামায়ে কেরাম ও পরহেজগার লোকেরা পার্থিব দুনিয়ার মোহে পতীত হয়ে যায়, তাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। আল্লাহ পাক যে, তাদেরকে ইলম ও ইবাদত বন্দেগী প্রদান করে ধন্য করেছিলেন, তারা তা অবহেলা করে খাহেশাতে নফসানীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের দান করা মান মর্যাদা ও নেয়ামতকে অবজ্ঞা করে পার্থিব লোভ লালসায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তেমন ভাবে যে সকল বান্দাকে আল্লাহ তাআলা খাস দানে ধন্য করে স্বীয় অনুগ্রহ ও নেয়ামতের মধ্যে পরিপূর্ণ রাখেন, তাদেরকে নিয়ে তিনি ফেরেশতা মন্ডলীর মাঝে গৌরব করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকল দোয়া প্রার্থনা মকবুল করেন, তাদের সুফারিশসমূহ মঞ্জুর করেন এবং তিনি তাদেরকে অজস্র মান সন্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। তবুও যদি তারা তা ত্যাগ করে নফসের তাড়নায় দুনিয়াবী লোভ লালসায় নিমজ্জিত হয়ে যায়, আখেরাতের বিশাল সম্ভাবনাময় জিন্দেগীকে ধুলায় মিশিয়ে দেয়, তবে তারা সন্দেহহীন রূপে নিজেদের মহা সর্বনাশ ডেকে আনলো। যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও তার এ মারাত্বক ক্ষতি বুঝতে সক্ষম হয়ে থাকে। মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে এরূপ সাংঘাতিক সর্বনাশ থেকে নাজাত প্রদান করুন।

অতঃপর হে মানব মন্ডলী! আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের ঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে তোমাদের যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী। আল্লাহ তাআলা যখন তোমাকে সত্য সঠিক ধর্মরূপে নেয়ামত প্রদান করে ধন্য বানিয়েছেন, তখন ঘৃনিত দুনিয়াবী উপায় উপকরণের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকো। নতুবা ভাগ্যে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি নছীব হবে। তুমি কি আল্লাহ পাকের সেই এরশাদ শ্রবন করনি? যা তিনি হযরত রাসূলে করীম (সঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ -

لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ ওয়ালাক্বদ আ-তাইনা-কা সাবআ'ম মিনাল মাছানী ওয়াল কুরআনাল আযীম। লা-তামুদ্দান্না আইনাইকা ইলা-মা-মাত্তা'না বিহী আয-ওয়াজাম মিনহুম।

অর্থ ঃ আমি তোমাকে নামাযের মধ্যে বারংবার পাঠ করার জন্যে বাণী সপ্তক ও মহান কোরআন দান করেছি। সুতরাং কাফেরগণকে যে আমি নানারূপ পার্থিব সম্ভোগ সম্পদ দান করেছি তার দিকে কখনো দৃষ্টিপাত করো না।

অর্থাৎ, যে লোককে মহান কোরআন দান করা হয়েছে, সে কোন ক্রমেই ঐ সকল পার্থিব ক্ষুদ্র জিনিষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে না। সে কখনোই দুনিয়াবী মোহে মোহগ্রস্ত হতে পারে না। যেহেতু কোরআনের সত্য তো এত অধিক মুল্যবান ও আকর্ষনীয় বস্তু যা হয়রত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের বন্ধু হয়েও স্বীয় আব্বার জন্যে প্রার্থনা করেও পাননি।

পক্ষান্তরে দুনিয়াবী ধন সম্পদ ও সুখ শান্তির সামগ্রী তো কাফির, মুশরিক, ফেরাউন, যে কোন প্রকারের মানুষই পেতে পারে। পৃথিবীর একদম নিকৃষ্টতম মানবেরাও পেতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, সুফী সাধকগণ এবং ওলামায়ে কেরামগণকে আল্লাহ তাআলা তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁরা সকলেই দুনিয়াবী মোহ হতে মুক্ত থাকেন।

মহান রব্বুল আলামীন একথাই হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-কে এরশাদ করেছিলেন। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এমনি সব ধন-দৌলতে পূর্ণ করে দিতে সক্ষম, যা দর্শন করে ফেরাউন ভাবতে বাধ্য হয় যে, সকলই তার ক্ষমতার উর্দ্ধে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে সে সকল দুনিয়াবী ধন দৌলত ও চাকচিক্য থেকে তোমাদেরকে দুরে সরিয়ে রাখতে চাই। আমি আমার প্রিয় বন্ধুগণের সঙ্গে এ প্রকার ব্যবহার করে থাকি। আমি তাদের জন্যে আমার নেয়ামত সমূহ সঞ্চিত করে রাখি, রাখাল যেমন ভাবে মায়া মমতার কারণে উটের জন্যে খাদ্য যোগার করে রাখে, ঠিক তদ্রূপ। আমি আমার প্রিয় বন্ধুদেরকে সুখ শান্তি থেকে দুরে সরিয়ে রাখি। ইহা আমার পক্ষে কোনই কঠিন ব্যপার নয়। আমি তো তা এ জন্যে করে থাকি যে, তাদেরকে বুজুর্গী ও কারামাত দানে ধন্য করবো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَوْلَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ
بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া লাওলা আইয়্যাকূনান না-সু উম্মাতাওঁ ওয়াহিদাতাল লাজায়া'লনা লিমাইয়্যাঁকফুরু বিররহমানি লিবুয়ুতিহিম সুকুফাম মিন ফিদ্দাতিন।

অর্থ ঃ মানুষ যদি একই রীতিতে পরিচালিত ও একই জাতিভুক্ত না হতো, তাহলে কাফেরদের গৃহগুলোকে রূপার ছাদের ব্যবস্থা করতাম।

যারা জ্ঞানী গুণী তারা ইহা থেকেই দুদলের মধ্যে বুঝতে সক্ষম হয় বলে, সকল প্রশংসাই মহান রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য। তিনি আমাদেরকে নিজের বন্ধুত্বের মর্যাদা প্রদান করেছেন। আমাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার জন্যে ক্ষতিজনক বস্তু সমূহ হতে দুরে সরিয়ে রেখেছেন। সমস্ত শোকর ও তারিফের মূল ইসলাম রূপ বিশাল নেয়ামত তিনি নির্দিষ্ট রূপে আমাদেরকে প্রদান করেছেন। সুতরাং দিবা নিশি এর শোকরিয়া আদায়ে নিমজ্জিত থাকা জরুরী।

যদি তুমি এ বিশাল নেয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম না হও, তবে এতটুকু বোঝা পড়া করে নাও যে, তুমি যদি সৃষ্টি শুরুতে জন্ম গ্রহন করে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জিন্দা থেকে ইসলাম রূপ নেয়ামতের শোকর গুজারী করতে সক্ষম হতে, তবুও তার পুরাপুরী হক আদায় হতো না। সে অবস্থায় তুমি তার শোকর গুজারীর ক্ষুদ্রতম অংশ আদায় করেছো, তবুও তোমাকে আল্লাহ পাক অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন।

আমার কথা হচ্ছে এই, এ ব্যপারটি এত ব্যপক যে, আমি তার পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। যদি এক লক্ষ পৃষ্ঠাও এর ব্যাখ্যায় লিখে শেষ করি, তবুও কিছুই বর্ণনা করা হবে না। আমার ইলমের দৌরত্বইবা কতখানি? আমি জ্ঞাত নই যে, এ প্রকার বিষয়ও এ ক্ষেত্রে অধিক রয়েছে যার সম্মুখে আমার জ্ঞাত কথা সমুদ্রের সম্মুখে পানি বিন্দুর ন্যায়ই। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্পর্কে যা এরশাদ করেছেন, তা তুমি লক্ষ করে দেখনি? তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتَابُ وَالْاِيْمَانُ *

উচ্চারণ ঃ মা-কুনতা তাদরী মাল কিতা-বু ওয়াল ঈমা-নু।

অর্থ ঃ আল্লাহর কিতাব কাকে বলে এবং ঈমানই বা কি বস্তু, এসব খবর পর্যন্ত আপনার জানা ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আ'ল্লামাকা মা-লাম তাকুন তা'লাম ওয়া কা-না ফাদলুল্লাহি আ'লাইকা আ'যীমা-।

অর্থ ঃ আপনি যে সকল কথা জানতেন না তা আপনাকে শিখানো হয়েছে এবং আপনার প্রতি আল্লাহর এক বিরাট দান।

আর এক জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ *

উচ্চারণ ঃ বালিল্লাহু ইয়ামুন্নু আ'লাইকুম আন হাদা-কুম লিলঈমানি।

অর্থ ঃ বরং ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমান্দার হওয়ার তাওফিক দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ হাদীসটি তোমার নজরে পড়েনি? তিনি এক লোককে ইসলামরূপ নেয়ামতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার শোকর সুচক প্রশংসা করতে শ্রবন করে ফরমায়েছেন, তুমি তো সর্ব শ্রেষ্ঠ নেয়ামতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা প্রকাশ করছো।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট সুসংবাদবাহী আগমন করে তাঁকে সুসংবাদ পৌঁছালো, তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তাঁকে (পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে) কি অবস্থায় দেখে এসেছো? সে উত্তরে বললো, ইসলামের ওপরে দেখে এসেছি। তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, এখন তার প্রতি নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করলো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণিত আছে, শোকর আদায়ের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বাক্য হচ্ছে এই ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْعَمَ عَلَيْنَاوَهَدَانَا اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ *

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আনআ'মা আ'লাইনা ওয়া হাদা-না ইলা-দীনিল ইসলামি।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্যে যিনি আমাদেরকে নেয়ামত প্রদান করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের পথ প্রদর্শন করেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রাপ্তির শোকর আদায়ে শিথিলতা করা উচিৎ নয়। আল্লাহ পাকের পরিচিতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং নির্দোষ খাঁটি জিন্দেগীর অধিকারী হয়ে পুণঃরায় পথ ভ্রস্টতা হতে বেঁচে থাকার জন্যে আপ্রান চেস্টা করা জরুরী। কারণ এত কিছু লাভ করার পরে শিথিলতা করার কোন সুযোগই নেই। সর্ব কিছুই নির্ভর করে শেষ ফলের ওপর।

হযরত ছুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, ধর্মের ক্ষেত্রে উদাসীন লোকের নিকট থেকে ধর্ম ছিনিয়ে নেয়া হয়ে থাকে। আমাদের শায়েখ (ওস্তাদ) বলেছেন, কাফেরগণের দোযখী হওয়ার কথা শ্রবন করে স্বীয় আত্ম -প্রসাদ লাভের সামান্যতম অবকাশ নেই। যেহেতু কারণটি অতি জটিল। কি দ্বারা ক্ষমা প্রাপ্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে তা তোমার জানা নেই। তোমার ভাগ্য লিপিও তুমি জানো না। সুখময় পরিবেশ লাভ করে ধোকার মধ্যে পতিত হওনা। যেহেতু এর অন্তরালেই বিপদ লুকায়ে রয়েছে।

কোন বিশেষ বুজুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, হে নিরাপদ ও নিস্পাপ বোধকারী বিভ্রান্তের দল!এর মধ্যে প্রতিশোধ ও বিপদ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ পাক ইবলিস শয়তানকে পাক পবিত্র জীবন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সে প্রকৃত অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ অনুগ্রহ লাভ করে কতো মানুষই যে, ধোকা খেয়ে বসে, তার কোন হিসেব নেই। ভাল কথায় বিভ্রান্তিতে পড়ে বহু লোক বিপদগ্রস্থ হয়েছে। অবস্থাটা গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম না হয়ে বহু লোক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ কিসের দ্বারা সর্বাধিক ধোকায় পতিত হয়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, দয়া ও কেরামতি দর্শন করে মানুষ অধিক ধোকায় পতিত হয়।

তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ সানাসতাদরিজুহুম মিন হাইছু লা-ইয়া'লামূন।

অর্থ ঃ আমি তাদেরকে ধীরে সুস্থে এমনিভাবে নিয়ে যাচ্ছি যে, তারা তা বুঝতেই পারছে না।

ইলমে মারেফতপন্থী বুজুর্গগণ বলেছেন, নেয়ামত লাভ করে খুশীর চোটে আমরা তার শোকর গুজারীর কথা একেবারেই ভুলে যাই।

শায়ের (কবি) এ কথাটিকে এরূপে বলেছেন, সুদিন দেখলেই তোমার অন্তকরণ খুশীতে টগমগ করে। তার অন্তড়ালে যে কষ্ট-ক্লেশ লুকায়ে রয়েছে, তাতে তুমি ভীত হও না। উজ্জল রজনী দর্শন করে আনন্দে বিভ্রান্ত হয়ে পড়। রজনীর উজ্জলতার অন্তড়ালেই তার কদর্যতা লুকায়ে থাকে।

মোটকথা হচ্ছে, আল্লাহর যতই নৈকট্যতা প্রাপ্ত হবে ততই ভয়-ভীতি ও বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ব্যাপারটা ততই সঙ্গীন হয়ে উঠবে। এ সুক্ষ পন্থায় মারাত্মক বিপদাপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। যখন কোন জিনিষ পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে গিয়ে থাকে, তখন তাতে এক ভয়ানক বিবর্তন দৃষ্টি গোচর হয়। এমনি কোন পক্ষীকুল নেই যে, সে উড়াল দিতে গিয়ে সীমানা পেড়িয়ে গেলে সে ভুপাতিত হয় না।

অতএব, এক্ষেত্রে বেপরোয়া ও উদাসীন হওয়ার অথবা সাধনা ত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেছেন, তোমরা কিভাবে নির্ভর হলে যে, যখন নবীবর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছেন ঃ

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়াজনুবনী ওয়া বানিয়্যা আননা'বুদাল আছনা-মা।

অর্থ ঃ আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পুজা হতে বাচিয়ে রাখ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইউনুস (আঃ) বলেছেন ঃ

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا *

উচ্চারণ ঃ তাওয়াফফানী মুসলিমান।

অর্থ ঃ আমাকে মুসলমান রূপে মৃত্যু দান কর।

হযরত ছুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) সর্বদা বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ নিরাপদ রাখ, নিরাপত্তা প্রদান কর।

তিনি একথা বারংবার পাঠ করতে থাকতেন, তা দর্শন করে মনে হত যে, তিনি একটি ডুবন্তপ্রায় নৌকায় আরোহন করে ভয়ানক অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে এরূপ দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) সারা রাত্রিব্যপী চিন্তায় মগ্ন থেকে রোনাজারী করতে থাকতেন। আমি তার নিকট আরজ পেশ করলাম, গুণাহ মাফীর উদ্দেশ্যে আপনি এতো রোনাজারী ও বিলাপ করছেন? তখন তিনি তাঁর হস্তে একটি টাকা ধারণ করে বললেন, গুণাহ মার্জনা করা তো আল্লাহর নিকট এ টাকাটির ন্যায়ই সহজ বস্তু। আমি ভয় করছি যে, আমার নিকট থেকে ইসলাম ধর্ম ছিনতাই করা হয় নাকি?

আমি এক বুজুর্গ দরবেশের নিকট শ্রবন করেছি, কোন কোন নবী (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে প্রশ্ন করেছিলেন যে, হে রব্বুল আলামীন! বলআম বাউরকে এত নাজ নেয়ামত ও বুজুর্গ প্রদান করে তার নিকট থেকে তা কেন আবার ছিনিয়ে নিলেন? তার উত্তরে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, সে এক দিবসের তরেও আমার দেওয়া নেয়ামতের শোকর গুজারী করেনি। যদি সে তা করতো, তবে তার নিকট থেকে নেয়ামত ও বুজুর্গী ছিনিয়ে নিতাম না।

হে মানব মন্ডলী! ইহা অতি মর্তবার স্থান। শোকর গুজারীকে শক্তভাবে আকড়িয়ে ধর। ইসলাম ধর্মীয় নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগান করতে থাক। তার মধ্যে সর্বাধিক বৃহৎ হচ্ছে ইসলাম ও মারেফাতে ইলাহী, তৎপর হচ্ছে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করার তাওফিক। তারপর হচ্ছে আমল ও আজে বাজে কথা বলা হতে বেঁচে থাকা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সমূহ পূর্ণরূপে প্রদান করবেন। এবং নেয়ামত সমূহ দূরীভূত হবার তিক্ত অভিজ্ঞতা তোমাদেরকে প্রদান করবেন না। যেহেতু মর্যাদা প্রদান করে অতঃপর তা ছিনিয়ে লয়ে লাঞ্ছিত করা সর্বাধিক মর্মান্তিক বিষয়। নৈকট্যতা প্রাপ্তির পরে বিতারিত হওয়া এবং মিলিত হওয়ার পরে বিচ্ছেদ ঘটানো একান্ত বেদনাবিধুর ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা সর্বদা অনুগ্রহ প্রদানকারী ও দয়াশীল। তিনিই বান্দার জন্যে যথেষ্ট। কতই না উত্তম সেই মহান অভিভাবক।

আল্লাহ পাকের এই অজস্র নেয়ামত সমূহ এবং তা লাভ করে শক্তি সামর্থের বিষয়ে ভেবে চিন্তে দেখ। এতো অশেষ নেয়ামত তুমি প্রাপ্ত হয়েছ যার হিসেব নেই, তোমার অন্তর তা আয়ত্ব করে হিসেব নিকেশ করতেও অসমর্থ হবে। সে সব লাভ করার ক্ষেত্রে কত রকম যে বিপদ ঘেরা পথ রয়েছে, সে সমস্ত তুমি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেছ। তোমাকে ইলম ও হিকমতের দ্বারা ধন্য করা হয়ে থাকে। কবীরা গুণাহ ও অন্য সব গুণাহের কার্যাদি হতে তোমাকে পাক পবিত্র রাখা হয়ে থাকে। অন্যায় অত্যাচার ও অনাচার থেকে মুক্তি ও দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা হতে রক্ষা পেয়ে থাক। এ প্রকারে সর্ববিধ ধ্বংস মুলক কার্যাদি হতে রক্ষা পাও এবং নিরাপত্তা লাভ কর।

মন মগজ খাটিয়ে বুঝা দরকার যে, যার জিন্দেগী আরম্ভ হয় আল্লাহ পাকের মারিফাত ও শুক্ষদর্শীতা দ্বারা আর তা শেষ হয়ে থাকে মান মর্যাদা ও নৈকট্যতা লাভ করে, তার জিন্দেগী কত সৌভাগ্যে ভরা। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী সাধ্যমত করা দরকার। তোমার জবানে সদা সর্বদা তার প্রশংসা ও গুণগান থাকা প্রয়োজন এবং অন্তকরণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অপরিসীম আস্থায় পরিপূর্ণ থাকা উচিৎ। যার ফলে তোমার ভেতরে এমনি হালত দেখা যাবে যে, যাতে করে তোমার অন্তর পাপের পথে অগ্রসর হবেই না।

তোমার ইবাদত বন্দেগী অনুযায়ী যতটুকু আনুগত্যতা ও সাধনা জন্য হবে, তা ততটুকু তোমাকে অপরাধে বিব্রত রাখবে। তখন তুমি দেখতে পাবে, অসংখ্য নেয়ামতের মোকাবিলায় তোমার ইবাদত বন্দেগী সামান্য মাত্র। সুতরাং যখনই শোকরগুজারীর বেলায় সিথিলতা দেখা দেবে, তখন পূর্ণরূপে প্রয়াস চালাতে হবে। তার জন্যে রোনাজারী করবে আল্লাহ পাকের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিকটে স্বীয় সীথিলতার জন্যে মাফ চেয়ে চেয়ে। আর কান্নাকাটি করে বলতে থাকবে, হে রব্বুল আলামীন! যেরূপে তুমি এ অধমকে না চাইতেও বেশুমার নেয়ামত প্রদান করেছ, সে রুপে তুমি নেয়ামত সমূহ পূর্ণরূপে প্রদান কর।

আর তুমি সে সকল ওলী আওলিয়াদের ন্যায় আল্লাহ পাকের দরবারে ধাক্কা দিতে থাক, যারা হেদায়াতে ইলাহীর মুকুট প্রাপ্ত হয়ে মারেফাতে ইলাহীর সুগভীর আনন্দে বিভোর হয়ে এবং পুণঃরায় বিচ্ছেদ, বঞ্চনা লাঞ্চনার ভয়ে ভীত হয়ে আকুলতার কান্নাকাটি করে এ প্রকার দোয়া প্রার্থনা করতে থাকতো;

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ *

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্‌লানা মিল্লাদুংকা রহমাতান্ ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের দিলকে আর কঠিন হতে দিও না। তোমার রহমত ধারা আমাদের প্রতি বর্ষন কর। তুমিই একমাত্র দাতা।

আমার মতে এই দোয়ার সারমর্ম হচ্ছে এই, তোমার পক্ষ হতে রহমতের বর্ষন আরম্ভ হয়েছিল, যার ফলে আমি লালায়িত হয়ে অন্যান্য নেয়ামতের আশায় আকাংখিত হয়েছিলাম। তুমিই একমাত্র দানকারী ও করুনার আঁধার। শুরুতে তুমি আমাকে তোমার নেয়ামতের দ্বারা সৌভাগ্যবান করেছিলে, তদ্রুপ হে মাবুদ! তুমি তাতে পূর্ণতা প্রদান কর।

হে মানব মন্ডলী! তোমরা অনুধাবন করতে পারনি যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানগণকে সর্ব প্রথম যেই দোয়াটি সর্বদা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে;

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ *

উচ্চারণ ঃ ইহ্‌দিনাছ ছিরাত্বল মুস্তাক্বীম।

অর্থ ঃ (হে প্রভূ!) আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এ পথে দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা দান কর। যেহেতু এপথে অগনিত বিপদাপদ রয়েছে।

বহু মনীষীগণ চিন্তা করে এ পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার বিপদাপদ বা কষ্ট ক্লেশের কথা আবিস্কার করেছেন। যেমন ; (প্রথম) অভাবকালে রোগ ব্যাধি হওয়া, (দ্বীতিয়) বার্দ্ধক্যাবস্থায় দারিদ্রতা থাকা, (তৃতীয়) যৌবনকালে মৃত্যু হওয়া, (চতুর্থ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া এবং (পঞ্চম) মারেফাতে এলাহী প্রাপ্ত হয়ে তা হারিয়ে ফেলা।

এক মনীষী এ বিষয়ে একটি মুল্যবান কথা বলেছেন যে, এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে পরিপুরক রয়েছে,কিন্ত মহান আল্লাহ তায়ালাকে হারিয়ে ফেললে তার কোনই পরিপুরক নেই। যদি দুনিয়া দ্বারা ধর্মের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, তবে দুনিয়া ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলোর প্রত্যেকটির অবস্থা তদ্রুপ। এ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে তিনি সামর্থ দান করেছেন, তারও বদলা হয় না। এর ফলশ্রুতিতে সত্য সঠিক দ্বীন স্থিতিশীলতা ও উন্নতি হাসিল হয়।

মোটকথা হচ্ছে, তুমি আল্লাহ পাকের দেওয়া নেয়ামত সঠিক রাখতে পারলে তার সাহায্যেই সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। তখন দুটো মর্যাদাময় ভান্ডারই তোমার হস্তগত হবে। দ্বীনের স্থিতিশীলতা লাভ করবে, উন্নতি ও হবে। নেয়ামত ও স্থায়ীত্ব হবে। তুমি না চাইলেও নেয়ামত বর্দ্ধিত হতে থাকবে। তা হারিয়ে যাওয়ারও আর আশংকা থাকবে না। তখন তুমি ওলামায়ে কেরাম এর প্রিয় হবে, ধার্মিক হবে, তওবাকারী হবে, দুনিয়া ত্যাগকারী হবে, উৎসর্গকারী হবে, সেবক হবে, শয়তানের উপর জয়ী হবে, মুত্তাকী পরহেজগার হবে, দুর্দমনীয় আকাংখী হবে, বিনয়ী হবে, ইবাদতকারী হবে, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবে, আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী হবে, আল্লাহ ভীরু হবে, শোকরগুজার ও আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বান্দাদের দলভুক্ত হবে। যার ফলে মান মর্যাদার সাথে আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা হাসিল করবে আর অন্তকরনের সত্যতা দৃঢ়তর হবে।

বিষয়টি অতি উত্তমরূপে বুঝে লও। কেহ হয়তবা বলবে, এরকম অবস্থা হলে অতি নগন্য সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের ইবাদত করে অভিষ্ট লাভ করতে সমর্থ হবে। কে ই বা রয়েছে এত তাকলীফ স্বীকার করার আর এত সব শর্তাদি পালন করার ?

এ সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ক্বালীলুম্ মিন্ ইবাদিয়াশ্ শাকূর।

অর্থ ঃ অনন্তর আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই শোকরগুজার হয়।

আসলে বেশীরভাগ লোকেরা নাশোকরগুজার। তারা তা বুঝে না ও জানে না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ পাক যার জন্যে বিষয়টি আসান করে দেন, তার জন্যে অতি সহজ। বান্দার জন্যে চেষ্টা করা দরকার, আর তার প্রতিফল দাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

আল্লাহ পাক এরশা-া করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

উচ্চারণ ঃ ওয়াল্লাযীনা জা-হাদু ফীনা লানাহ্‌দিয়া ন্নাহুম সুবুলানা-।

অর্থ ঃ যারা আমার পথ পাওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে আমি অবশ্যই পথ প্রদর্শন করি।

সুতরাং যখন বান্দা তার সামর্থানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাবে তখন কি মহান দাতা, দয়ালু রব্বুল আলামীন চুপ হয়ে থাকবেন ধারণা কর?

যদি চিন্তা ভাবনা করতে আরম্ভ কর যে, সামান্য জিন্দেগীতে এতো বৃহৎ কঠোর সাধনা কি করে চালায়ে যাবে? কিরূপে এত সব ভয়ানক ঘাটি পাড়ি দিয়ে মঞ্জিলে মকছুদে পৌছাবে? এত শর্ত গুলোই বা কি করে আদায় করবে? আমার জিন্দেগীর কসম! স্তরগুলো নিশ্চয়ই কঠিন। কিন্ত কেউ যদি তা অতিক্রম করার সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালাই তার পথ প্রসস্ত ও সহজ করে দেবেন। তখন সে পথচারী অতি সহজে জলদি করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে বলে উঠবে, এ পথ তো অতি নিকটে ও সংক্ষিপ্ত। এ কাজ তো খুবই সহজ ও কষ্টহীন। যারা এ স্তরে এসে পৌঁছে যায়, তাদেরকে আমি সয়ং এ পংতি কটি শ্রবন করাচ্ছি।

সোজা পথের সংবাদ সন্ধানকারীদের যথেষ্ট জানা আছে। কিন্ত আমি যে অন্তরগুলোকে দলীল প্রমানের বেলায় অজ্ঞ দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দর্শন করতে পাচ্ছি, যাদেরকে বলা হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বরবাদ। তদ্রুপ যারা

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিজেদেরকে নাজাত প্রাপ্ত হিসেবে প্রমান করছে, তাদের হালত দর্শন করেও বিস্ময় বোধ করছি।

আসলে কোন বুজুর্গ ব্যক্তি এ পথ সত্তর বছরে, কেউ বিশ বছরে, কেউ দশ বছরে, কেউ এক বছরে, কেউ এক মাসে, কেউ এক সপ্তাহে, কেউ এক ঘন্টায়, কেউ এক মুহূর্তে আল্লাহর মদদে এ দুর্গম কন্টকাকীর্ন পথ অতিক্রম করছে।

আসহাবে কাহাফের কাহিনী সম্মুখে রাখা উচিৎ। যখন তাঁদের বাদশাহ দাকিয়ানুসের অন্তরে পরিবর্তন আসল, তখন তাঁদের জন্যে কি ভয়াভহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা তখন আপন মনে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল ঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰـهًا *

উচ্চারণ ঃ রব্বুনা রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি লান নাদউ' মিন দুনিহী ইলাহান্।

অর্থ ঃ আসমান ও যমীনের যিনি একমাত্র অধিপতি তিনিই আমাদের রব। আমরা তাঁকে ব্যতীত আর কাউকে প্রভু বলব না।

সাথে সাথে তাদের মারেফাতে ইলাহী হাসিল হল। এ পথের সকল সুক্ষ তত্ব ও জটিল সমস্যাদি তাদের জন্যে অতি সহজ হয়ে গেল। সে কন্টকাকীর্ন দুর্গম পথ তারা নিমিশের মধ্যে সহজে অতিক্রম করল। তাঁরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল ও সুদৃঢ় ঈমান্দার বান্দা হয়ে গেল। যার ফলে তাদের এ মর্যাদা লাভ হল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ *

উচ্চারণ ঃ ফা'উ' ইলাল্ কাহ্ফি ইয়ান্শুরালাকুম রব্বুকুম মির রহমাতিহী।

অর্থ ঃ তাহলে তোমরা অমুক পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপরে রহমতের ছায়া ছড়িয়ে দেবেন।

ফেরাউনের যাদুকরগণ মুহূর্তের মধ্যে এ পথ উত্তীর্ন হলো। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাজেযা দর্শন করে তারা বলে উঠল ঃ

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ ক্বা-লূ আ-মান্না বিরাব্বিল আ'লামীনা রাব্বি মূসা- ওয়া হা-রূন।

অর্থ ঃ নিখিল ভুবনের প্রতিপালক , যিনি মূসা ও হারুনের প্রভু আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম।

যার ফলে তারা পলকের মধ্যে কিংবা তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তারা আল্লাহ পাকের রহস্য ঘেরা দুর্গম পথ পারি দিল। আল্লাহ তাত্বিক, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল, ছবরকারী ও শোকরগুজার সাধকগন দীদারে ইলাহী লাভের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠল ঃ

لَاضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা-দ্বাইরা ইন্না-ইলা-রব্বিনা- মুনক্বালিবূন।

অর্থ ঃ (মৃত্যুতে) কোন ক্ষতি নেই, আমরা তো আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করব।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) পার্থিব মোহে কত গভীর ভাবে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা ত্যাগ করে যখনই তিনি সত্য সাধনার পথে নিমগ্ন হলেন, তখন শুধু বলখ রাজ্য হতে মারোয়াউজ পৌঁছনো পর্যন্ত সময় তাঁর প্রয়োজন হল। অতঃপর তিনি এমন স্তরে পৌঁছে গেলেন যে, পুল (সাকো) হতে গভীর পানির মধ্যে পতনোন্মুখ লোককে বললেন, থেমে যাও! সঙ্গে সঙ্গে সে থেমে গেল, পানির মধ্যে পতিত হল না।

হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) ছিলেন এক বৃদ্ধা দাসী মাত্র। সে বসরা বাজারের অলি গলিতে ঘুরে ফিরছিলেন। বার্দ্ধক্যের কারণে তার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করলো না। এক ব্যবসায়ীর দিলে দয়ার উদ্রেক হলো। সে তাকে একশত দিরহাম দিয়ে খরিদ করে আজাদ করে দিল। আজাদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি সত্য সঠিক সাধনার পথে নেমে পড়লেন। ইবাদতে ইলাহীতে মগ্ন হয়ে তাঁর এক বছর পূর্ণ না হতেই দেখা গেল যে, নামকরা ওলামায়ে কেরামগণ ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ বসরায় আসা শুরু করে দিলেন তাঁর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে।

যার প্রতি মহান আল্লাহ পাকের দয়া নেই, আল্লাহ তাআলা যার প্রতি অনুগ্রহ মাখা দৃষ্টি দান করেন না, যে লোক প্রকৃত পক্ষে নফসের অনুগত হয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত বন্দেগী চালিয়ে যায়, সে বান্দা সত্তর বছর যাবৎ সাধনা করেও এ পথ পারি দিতে সক্ষম হয় না। তখন সে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করে বলতে থাকে,এ পথ অতি কঠিন। এ সব কিছুরই মূলে রয়েছে আল্লাহ পাকের অসহযোগিতা।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সফলতা আল্লাহ পাকের তাওফিকের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে কেন? ইবাদত বন্দেগী তো উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে করা হয়ে থাকে। এর উত্তরে ঐশী সাবধানবাণী আসবে, 'আদব রক্ষা করে চলতে থাক।' মহান রব্বুল আলামীনের প্রতিপালনের সুগভীর তত রব্বুল আলামীনের ইবাদত বন্দেগীর হকের বিষয়ে পূর্বেই অবহিত হও। যেহেতু তাঁর কার্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা কারোরই নেই। তোমরা তোমাদের কার্য সমূহের জন্যে তাঁরই নিকট জবাব দিহী হবে।

জেনে রাখা উত্তম, এ দুনিয়ায় সত্য সাধনার পথটি হচ্ছে আখেরাতের পুলসিরাতের ন্যায়। কেহ পুলসিরাত অতিক্রম করবে বিদ্যুতের ন্যায়, কেহ ঝড় তুফানের বেগের ন্যায়, কেহ পায় হেঁটে হেঁটে আস্তে ধীরে, কেহ খোঁড়াতে খোঁড়াতে, কেহ আবার তথায় আটকিয়ে যাবে। কাউকে আবার পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সত্য সাধকের এই পৃথিবীর পথ ঠিক ঐ রকমই। অতএব দুটি পথের একটি পথ (সিরাত) হচ্ছে দুনিয়ার এবং অন্যটি হচ্ছে আখেরাতের পথ (সিরাত)। পরকালের পথ (সিরাত) অতিক্রমের জন্যে যে সকল দুরদর্শী সম্পন্ন জ্ঞানী সাথক তাঁরা পূর্ব হতেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। তারা সে সিরাত অতি সহজে অতিক্রম করবে। তদ্রুপ এ দুনিয়ার পথ (সিরাত) অতিক্রম করতে সে সকল জ্ঞানী সাধক যত্নবান হয়ে থাকেন, তাঁরাও তা অতি সহজে অতিক্রম করে থাকেন। পৃথিবীর পথের (সিরাতের) পার হওয়ার বেলায় সুবিধা-অসুবিধা পরকালের পথের (সিরাতের) পার হওয়ার বেলায় সুবিধা-অসুবিধা এ মূল বিষয়টি সম্মুখে রেখে আমল করে চলতে থাক।

সঠিক সত্য সাধনার পথ (সিরাত) সহজ কিংবা কঠিন হওয়ার ব্যাপারে জেনে রেখ যে, তা পথের দৈর্ঘ ও দূরত্বের বা জলদি চলা কিংবা ধীরে চলার বিচার বিবেচনায় সহজ কিংবা কঠিন বিবেচিত হয় না। এ পথ তো আধ্যাত্মিক পথ, আর অন্তকরন হচ্ছে তার পথিক আর ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস হচ্ছে তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিশারী। আসল কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ঐশী আলো ও আল্লাহর সুনজরের ব্যাপার। বান্দার অন্তকরনে তা সৃষ্টি হয়। ফলতঃ সে ভাবতে শিখে এবং আখেরাতের রহস্যের ব্যাপারেও ভাবতে থাকে। সেই নূর কোন সময়ে বান্দা বছর ব্যাপী সাধনা করেও লাভ করতে পারে না। যেহেতু তার সাধনার মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকে। হয়তো সাধনা জানেই না। আবার কেহ পঞ্চাশ বছর সাধনা করে তা পেয়ে যায়। কেহ দশ বছরে কেহ এক দিবসে, কেহ বা এক ঘন্টায় আবার কেহ এক পলকে আল্লাহর দয়ায় পেয়ে যায়। বান্দাকে সাধনা চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে, তা তার জন্যে ওয়াজিব। ফলাফল সবই পূর্বে নির্দ্ধারিত হয়ে রয়েছে। প্রতিপালক আল্লাহ ন্যায় বিচারপতি।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

يَفْعَلُ مَايَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَايُرِيْدُ *

উচ্চারণ ঃ ইয়াফআ'লূ মা-ইয়াশা-উ 'ওয়া ইয়াফআ'লু মা-ইয়ুরীদ।

অর্থ ঃ তিনি যা চান তাই করে এবং নিজ খেয়াল মতেই কাজ করেন।

এখন চিন্তা ভাবনার বিষয় হচ্ছে এই, সবচেয়ে জটিল ও কঠিন কোনটি, মানুষ এপথে কোন বস্তর প্রতি অধিক বির্ভরশীল। যে সকল শর্ত ও কার্যধারা উল্লেখ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করা জরুরী কেন?

আমি বলতেছি, আমার জীবনের কসম! তুমি যথার্তই বলেছ। ব্যাপারটি অতি জটিল। বিপদ খুবই ভয়ঙ্কর। তাই আল্লাহ এরশাদ করেছেন

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ *

উচ্চারণ ঃ লাক্বদ খলাক্বনাল ইনসা-না ফী কাবাদ।

অর্থ ঃ আমি মানুষকে বড়ই বিপদবেষ্টিত করে সৃষ্টি করেছি।

আল্লাহ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ ইন্না আরদনাল আমা-নাতা আলাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়াল জিবালি আইঁইয়াহমিলনাহা- ওয়া আশফাক্বনা মিনহা- ওয়া হামালাহাল ইনসা-নু ইন্নাহূ কা-না যালূমান জাহূলা।

অর্থ ঃ আমি এ আমানত (কোরআন) আসমান, যমীন ও পর্বত প্রত্যেকের নিকট রাখার জন্য হাযির করেছি, কিন্তু এ গুরুভার বহনে কেহই রাজী হয়নি। কারণ, তারা ভয়ে কেঁপে উঠল। শুধু মানুষ সাহস করে এ দায়িত্ব ঘাড়ে নিল। নিশ্চয়ই মানুষ অতি বোকা ও আত্মনাশক।

তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি যতকিছু জানি, তা যদি তোমরাও জানতে, তাহলে হাসতে অতি কম এবং কাঁদতে অনেক বেশী।

বর্ণিত রয়েছে, আসমান হতে এক ঘোষনাকারী ঘোষণা করছে, হায় ! মানব জাতির যদি সৃষ্টি না হতো। হায়! সৃষ্টি হবার পরে যদি তারা তাদের সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারতো। হায়! সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করে যদি তারা তা কাজে পরিনত করতো।

পূর্বকালের বুজুর্গগণ বলেছেন ঃ খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) আখেরাতের শাস্তির ভয়ে বলতেন, হায়! আমি যদি তরকারী হতাম যা মানুষ খেয়ে ফেলে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا -

উচ্চারণ ঃ হাল আতা আলাল ইনসা-নি হীনুম্‌মিনাদ্দাহরি লাম ইয়াকুন শাইয়া'ম মাযকূরা।

অর্থ ঃ সন্দেহ নেই মানুষের উপরে এমন একটা সময়ও এসেছে যখন সে আদৌ কোন উল্লেখ যোগ্য ছিল না।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক লোককে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করতে শুনে বললেন, হায়! যদি সেটা পুর্ণ হতো।

হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জরাহ (রাঃ) বলতেন, হায় ! আমি যদি গুষ্ঠির দুম্বা হতাম, আর তারা আমার গোশত কেঁটে কেঁটে রান্না করে খেয়ে ফেলতো। অথবা আমাকে পয়দাই করা না হতো।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাঃ) বলতেন; মানুষ বড়ই বোকা। যদি তারা বোকা না হতো, তবে তাদেরকে কখনোই সৃষ্টির জন্যে মনোনীত করা হতো না।

হযরত ফজল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলতেন, আমি আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতা, প্রেরীত নবী-রাসূলগণ অথবা পুণ্যবান বান্দার প্রতি ইর্ষান্বিত নই। যেহেতু তাদেরকেও রোজ কেয়ামতে জবাবদেহী হতে হবে। আমি তাদের প্রতি ইর্ষান্বিত যারা সৃষ্টিই হয়নি।

হযরত আতা সলমী (রহঃ) বলেছেন, যদি অগ্নি জ্বালিয়ে বলা হয়, কে আছ যে, এর মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে নিজেকে বরবাদ করবে? তা হলে স্বইচ্ছায় তাতে ঝাপ দিয়ে পড়ার পূর্বেই যেন আমার মরণ হয়। যেহেতু, আত্ম হত্যা হলেও তা আমার পক্ষে আনন্দই হবে। হে মানুষ! তোমাদের ধারণা মতই ব্যপারটা খুবই জটিল। এমনকি তোমাদের ধারণা অপেক্ষাও অতি জটিল। কিন্তু তা তো তকদীরে সর্বজ্ঞাতা সুবিচারপতি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। অতএব বান্দার পক্ষে সাধনা চালিয়ে যাওয়া, দৃঢ়রূপে মতকে আকড়িয়ে রাখা এবং মহান প্রতিপালকের দরবারে দিবা নিশি রোনাজারী করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। হয়তোবা এর ফলে আল্লাহ পাক তার প্রতি দয়া করে রহমত বর্ষন করবেন এবং তাকে নিরাপদে রাখবেন।

প্রশ্ন হচ্ছে এতো সব কি জন্যে? তোমার প্রশ্ন একেবারে গাফলতি ও বোকামীর পরিচায়ক। বরং তোমার এ প্রশ্ন করা দরকার ছিল যে, দুর্বল বান্দার মস্তকে এত সব প্রশ্ন উদয় হয় কিভাবে? বান্দা কি চাচ্ছে তা তোমার জ্ঞাত রয়েছে। বান্দা সাভাবিকভাবে দুটো বিষয় আকাংখা করে।

প্রথমতঃ দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও নিরাপদ জিন্দেগী।

দ্বিতীয়তঃ ইহ-পরকালের বাদশাহী। দুনিয়াবী শান্তি ও নিরাপদ জীবন সম্পর্কে ইহাই জেনে নাও যে, এ পৃথিবীতে বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ থেকে আল্লাহ পাকের নিকট ফেরেশতাগণও রেহাই পায়নি।

হারুত মারুতের কাহিনী হয়তো তোমরা শ্রবন করে থাকবে। এমনকি বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষের প্রাণবায়ু যখন দেহ পিঞ্জর ছেড়ে আসমানের দরজায় পৌছবে, তখন সে দরজায় পাহাড়াদার ফেরেশতা হয়রান পেরেশান হয়ে বলবে, যেখানে আমাদের সন্মানিত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, সেখানে কি ভাবে এ প্রাণবায়ু পালিয়ে আসল?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আখেরাতের অবস্থা এতো ভয়ানক হবে যে, সয়ং নবী রাসূলগণ ইয়া নফসী, ইয়া নফসী (আমাকে বাচাঁও, আমাকে বাচাঁও) বলতে থাকবেন।

বর্ণিত রয়েছে, কোন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী যদি সত্তর জন নবীর সমতুল্য হয়, তবুও তার নাজাতের ব্যাপারে সন্দেহ উদয় হবে। সে সময়ের জন্যে যে লোক নিরাপত্তা আশা করে, তার জন্যে উচিৎ হচ্ছে দ্বীন ইসলামের কার্যাদিতে এতো অধিক মগ্ন হওয়া যেন তাতে কোন প্রকার গাফলতি দেখা না দেয়। তা হলে সে ব্যক্তি সহজে বেহেশতে দাখেল হবে। এক্ষনে চিন্তা ভাবনা করে বলো যে, সে কাজ কি আসান নয়?

দ্বীন দুনিয়ার বাদশাহী ও বুজুর্গী আসলে আল্লাহ পাকের স্বতস্ফূর্ত বাস্তবায়ন। এ সব আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দাদের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের ফায়সালা অবনত মস্তকে মেনে নেয়। তাদের জন্যে জল স্থল সর্ব পৃথিবীই একাকার। তাদের জন্যে মাটির ঢিলা এবং পাথর কুচাও স্বর্ণ। মানব, জীন, জীব-জন্তু সকলেই তাদের অনুগতশীল। তারা যাই আকাংখা করে তাই লাভ করে থাকে। যেহেতু, তারা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই চায় না। বরং সকলেই তাদেরকে ভয় করে চলে থাকে। পৃথিবীর বাদশাহগণের এক দশমাংস রাজ্যও তাদের কারোর নেই। সে দিক দিয়ে তারা অনেকটা দুর্বল। অথচ আখেরাতের বাদশাহগণের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইযা রয়াইতা ছুম্মা রয়াইতা নাঈ'মাওঁ ওয়া মুলকান্ কাবীরা।

অর্থ ঃ এবং যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তা হলে দেখতে তারা বিশাল সম্পদ ও রাজ্যের মালিক হয়ে রয়েছে।

আল্লাহ পাক সয়ং যাদের বাদশাহ তিনি এরশাদ করেন, তাদের অপেক্ষা আর বড় বাদশাহ কারা হতে পারে? তুমি জ্ঞাত হও যে, পৃথিবী সে অপেক্ষা ক্ষুদ্র। পৃথিবীর শুরু ও শেষ মিলিয়ে কোনই গুরুত্ব বা দাম নেই। আমরা হয়তো তারই নগণ্যতম অংশের মালিকানা পেতে পারি। হে পাঠকবৃন্দ! যদি তোমরা আখেরাতের সেই বাদশাহী দর্শন করতে, তা হলে এটাকে ক্ষুদ্রতম বুঝতে। কিন্তু তার জন্যে অর্থ কড়ি ও জান প্রান উৎসর্গ করে দিয়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কতটুকুইবা লাভ করা যায়? যদি কোন প্রকারেই সে জগতের বিষয়ে জ্ঞাত হতে, তা হলে সর্বকিছু ত্যাগ করতে এবং এই ঘৃণিত বস্তু কামাইয়ের জন্যে নিজেকে ধ্বংস করতে না। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের জমানার নামকরা বিখ্যাত কবি ইমরাউল কায়েস বলেছেন, লক্ষে পৌছবার পথে বাঁধা দর্শন করে আমার প্রিয়া কান্না শুরু করলো। এ ধারণা পাকাপাকি হল যে, কাসীর পর্যন্ত যেয়ে মিলিত হবো। তাকে আমি বললাম! কেঁদনা হয়তো আমি বাদশাহ হবো, নয়তো বিফল হবো।

দুর্ভাগ্য তাদের জন্যে, যারা অস্থায়ী জগতের বাদশাহীর আশা করে, তারা দু'রাকয়াত নামায আদায় করা, দু'টাকা যাকাত দেওয়া এবং দু'রজনী জাগ্রত থাকাকেই যথেষ্ট ধারণা করে থাকে। তা কখনো হতে পারে না। যদি এভাবে লক্ষ কোটি মানুষ পৃথিবীর সমস্ত আয়ুকাল ব্যাপী তা লাভের জন্যে সাধনা চালিয়ে যায় তবুও তা স্বল্পই হবে। যদি এর পরেও তার সফলতা দেখা যায়, তবে তা আল্লাহ পাকের দয়া বৈ কিছুই নয়। বিরাট গনীমত সে কামাই করলো। সুতরাং অমনোযোগী উদাসীনগণের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা দরকার।

আল্লাহ পাকের আনুগত্যে চল্লিশটি ফযীলত

আমি বহু চিন্তা ভাবনা ও গবেষনা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী, খেদমত ও আনুগত্যের ধারা অব্যাহত ভাবে আকড়িয়ে ধরে থাকলে সামগ্রিক বিবেচনায় চল্লিশ প্রকারের কারামত ও ফযীলত লাভ হয়ে থাকে। তার মধ্যে বিশটি দুনিয়াবী এবং বিশটি উখরুবী। দুনিয়াবী কারামাত ও ফজীলত তথা পুরস্কার বিশটি হচ্ছে এই;

প্রথম ঃ আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তার প্রশংসা করে থাকেন। আল্লাহ পাক নিজে যেই বান্দার প্রশংসা করে থাকেন, সে বান্দা নিশ্চয়ই বিপুল মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ পাক নিজে সে বান্দার কাজে কর্মে সন্তুস্ট হয়ে তাকে সন্মান দিয়ে থাকেন। তোমার সম পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন ব্যক্তি যদি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে সন্মান দেখায়, তাকেই যখন তুমি আভিজাত্য বোধের জন্যে অনেক কিছু মনে কর, তখন সেই মহান প্রতিপালক সর্ব যুগের মাবুদের সন্মান প্রদান কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৃতীয় ঃ আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবেসে থাকেন। যদি তোমার এলাকার বড় সাহেব অথবা শহরের কর্তাব্যক্তি তোমাকে মহব্বত করতে আরম্ভ করেন, তাকে তুমি গৌরব জনক ধারণা কর এবং নানাভাবে এ মহব্বতের পুঞ্জী ব্যবহার করে কার্য হাসিল করে থাক। সে অবস্থায় মহাজগৎ সৃষ্টিকারী মহান রব্বুল আলামীন মা'বুদের মহব্বতের গুরুত্ব ও মূল্য এবং মর্যাদা কত অধিক।

চতুর্থ ঃ মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির কার্যাদি দেখ-ভালের দায়িত্ব গ্রহন করেন।

পঞ্চম ঃ মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক তার রুজীর দায়িত্বভার নিয়ে থাকেন এবং কোন প্রকার প্রয়াস ব্যতীতই তিনি তার রিযিকের বন্দোবস্ত করেন।

ষষ্ঠম ঃ যে কোন দুশমন ও বিপদাপদের বেলায় সে বান্দা আল্লাহ পাকের সাহায্য সহযোগীতা প্রাপ্ত হবে।

সপ্তম ঃ আল্লাহ পাক তার বন্ধু হয়ে যাবেন। সুতরাং তার ভয় ভীতি কিংবা উত্থান পতনের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থাকবে না।

অষ্টম ঃ যেহেতু সে বান্দা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত দুনিয়ার আর কারোর দাসত্ব গিরী করে না, এমনকি কোন রাজা বাদশার দাসত্ব মান্য করতে সম্মত হয় না, তাই তার আত্মা মর্যাদার হয়ে থাকে।

নবম ঃ সে বান্দা উচ্চ সাহসের অধিকারী হয়ে থাকে। যেহেতু সে জগতের অন্যদের সঙ্গে দুনিয়াবী ঘৃনিত কার্যাদিতে লিপ্ত হয় না। দুনিয়ার খেলাদুলা ও হাসি মশকারীতে যোগদান করে না এমনকি কচি শিশু বা মেয়েদের সঙ্গে আমোদ ফুর্তি কিংবা খেলাধুনায় অংশ নেয় না। এ গুলো হচ্ছে জ্ঞানী গুণী ও সাধকদের চরিত্র।

দশম ঃ সে বান্দার অন্তকরণ সয়ংসম্পুর্ণ ও বেপরোয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সে পৃথিবীর যে কোন সম্পদশালী অপেক্ষা সুখী হয়ে থাকে। তার আত্মা পাক পবিত্র এবং অন্তর প্রশস্ত হয়ে থাকে। যে কোন হালতে বেকারার হয় না। কোন কিছু লাভ করলেও আত্মহারা হয় না। লাভ না করলেও হতাশায় ভোগে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একাদশতমঃ তার অন্তকরণ অত্যুজ্জল ও অন্তরদৃষ্টি স্বচ্ছ, পরিস্কার হয়।

সুতরাং সে যে কোন সুক্ষ রহস্য ও জ্ঞান সহজে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। অন্য লোকেরা তা অত্যাধিক অধ্যাবসায় ব্যতীত বুঝতে সক্ষম হয় না।

দ্বাদশতমঃ সে উদার মনের অধিকারী হয়। সুতরাং দুনিয়াবী কোন বিপদ বা দুঃখ কষ্ট দর্শন করে ভেঙ্গে পড়ে না।

ত্রয়োদশতমঃ অন্যদের অন্তকরণে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে এবং তার উদ্দেশ্যে সম্ভ্রম বোধও জন্ম হয়। ফলে ভাল লোকেরা তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এবং খারাপ লোকেরা তাকে ভয় করে থাকে।

পঞ্চদশতমঃ সে বান্দার সর্ব কাজেই বরকত দেখা দিয়ে থাকে। এমন কি তার কথা বর্তা চলাফেরা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং ওঠা বসা সর্ব ব্যাপারেই বরকত প্রকাশিত হয়। তার সঙ্গে যারা উঠা বসা চলাফিরা করে, তাদের মধ্যেও বরকতের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

ষষ্ঠদশতমঃ দুনিয়ার জল স্থলের সকলেই তার বাধ্যগত হয়ে যায়। এমনকি সে বাতাশে উড়াল দিতে পারে, পানির ওপরে চলতে পারে এবং দূর দেশের রাস্তা পলকে অতিক্রম করতে পারে।

সপ্তদশতমঃ চতুস্পদ জীব জানোয়ার, হিংস্র প্রানী ও পশু পাখীর মধ্যেও তার জন্যে মহব্বত জন্ম হয়। তারাও তাকে মান্য করে চলে।

অষ্টাদশতমঃ দুনিয়ার সকল ধন দৌলত তার আয়ত্বাধীন এসে যায়, যথায়ই সে হাত বিস্তারিত করে, তথায়ই সে দরকারী দৌলত পেয়ে যায়। তার প্রয়োজন হলে মরুভুমিতে পায়ের আঘাত করলে পানি পেয়ে যায়।

উনবিংশতমঃ আল্লাহ তায়ালার দরবারে সে নেতৃত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষেরা তখন তার উসিলা ধরে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজ নিজ দোয়া প্রার্থনা পেশ করে থাকে। ফলে তা কবুল হয়।

বিংশতমঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট তার দোয়া প্রার্থনা সর্বদা মঞ্জুর হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের দরবারে তার মর্যাদা এতো অধিক হয় যে, সে কোনও বিষয়ে আল্লাহর শপথ করলে, আল্লাহ তায়ালা তা পূর্ণ করে থাকেন। যদি সে বান্দা পর্বতকে হাটতে বলে, তবে পর্বত হেঁটে সরে পড়ে। এ জন্যে তার ইঙ্গিত করাই যথেস্ট,. জবানে কিছুই আওড়াতে হয় না। সে বান্দা যদি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তরে কোন কিছু কামনা করে, তা হলে তা এমনিতেই হাযির হয়ে যায়। তখন ইঙ্গিত করাও দরকার হয় না। এগুলো হচ্ছে তার দুনিয়াবী ফজীলত ও কারামাতের আলোচনা।

এখন বর্ণনা করছি তার উখরুবী ফজীলত ও কারামাতের বিশটির কথা।

প্রথম ঃ আল্লাহ তায়ালা সে বান্দার মৃত্যুকষ্ট লাঘব করবেন। অথচ মৃত্যুকষ্ট নবী রাসূলগণকেও ঘাবড়িয়ে দিয়েছে। এমন কি তাঁরা মৃত্যুকস্ট থেকে নাজাত লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া মোনাজাত করেছে। সাধকগণের কারো কারোর মরণ তো এতো শান্তির সঙ্গে হয় যে, যেমন পিপাশার্ত ব্যক্তি পানি পান করার খুশীতে বিভোর থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাযীনা তাতাওয়াফ্‌ফা- হুমুল মালা-য়িকাতু ত্বয়্যেবীন।

অর্থ ঃ যাদের প্রান ফেরেশতারা এমনিভাবে হরন করে যে, তারা পাক পবিত্র হয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঃ তার মধ্যে মারেফাতে এলাহী ও ঈমানের ওপর সুদৃঢ়তা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। ফলে চক্ষু দিয়ে সদা সর্বদা পানি গড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

উচ্চারণ ঃ ইয়ুছাব্বিতুল্লাহুল্লাযীনা আ-মানূ বিলক্বওলিছ্ ছা-বিতি ফিল হায়াওয়া তিদ্ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি।

অর্থ ঃ এবং আল্লাহ ঈমান্দারদেরকে তাদের সুদৃঢ় কালেমার উসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতের দৃঢ়তা দান করেন।

তৃতীয় ঃ সে বান্দার আত্মা সু-সংবাদ, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও ইহকাল এবং পরকালের নিরাপত্তা বোধে প্রশান্ত থাকে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লা-তাখা-ফূ ওয়ালা- তাহযানূ ওয়া আবশিরূ বিল জান্নাতিল্লাতী- কুনতুম তূআ'দূন।

অর্থ ঃ তোমার ভয় ভাবনা কিছুই নেই। তোমাদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদ রয়েছে। নবীদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই ওয়াদা দেওয়া হত।

আসলে পরকালে ভবিষ্যৎ জিন্দেগী সম্পর্কে তার কোন ভাবনা-চিন্তা থাকে না, দুনিয়াবী জিন্দেগীতে কিছু না পাওয়ার বেদনাও তাকে স্পর্শ করেনা।

চতুর্থঃ সকল সময়ের জন্যে বেহেশতে আল্লাহ পাকের প্রতিবেশী রূপে থাকবার সৌভাগ্য লাভ করবে।

পঞ্চমঃ তার আত্মাকে গোপন ভাবে অজস্র মর্যাদায় ভুষিত করা হয়। ফলে আসমান ও যমীনের ফেরেশতা মন্ডলীর মধ্যে সে বিপুল মর্যাদা ও সন্মান লাভ করে থাকে। সকলেই তার জানাযা নামাযের বরকত লাভের জন্যে চলে আসে।

ষষ্ঠমঃ কবর আজাব ও তার ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে সে নাজাত পায়। সুতরাং কঠিন সময়ে তার কোন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থাকে না।

সপ্তমঃ তার কবর উজ্জল ও প্রশস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সে বেহেশতের বাগানে পরিভ্রমন করে চলতে পারে।

অষ্টমঃ তাঁর আত্মা প্রিয় ও সন্মানিত আত্মার মদদ পায়, সবুজ পাখীর রূপ ধারণ করে সে আত্মা অন্যান্য পুণ্যবান আত্মাদের সঙ্গে আনন্দে বিভোর থাকে। যেহেতু তারা বেহেশতের সুসংবাদে মগ্ন থাকে।

নবমঃ হাশর ময়দানে তাকে টুপী, বোরাক ইত্যাদি প্রদান করে তাকে সুসন্মানিত করা হবে।

দশমঃ হাশরের ময়দানে তার চেহারা সমুজ্জল থাকবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *

উচ্চারণ ঃ উজূহুইঁ ইয়াওমায়িযিন নাদিরতুন ইলা- রব্বিহা- না-যিরাহ।

অর্থ ঃ সে দিবসে কতক চেতক চেহারা সমুজ্জল থাকবে এবং তারা স্বীয় রবের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকবে।

আল্লাহ তাযালা আরও এরশাদ করেছেনঃ

وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ *

উচ্চারণ ঃ উজূহুইঁ ইয়াওমায়িযিম্ মুসফিরাতুন্ দ্বহিকাতুম্ মুস্তাবশিরাহ।

অর্থ ঃ এবং সে দিবসে বহু চেহারা ঈমানের উসিলায় হর্ষোৎফুল্ল এবং সমুজ্জল হয়ে বিরাজ করবে।

একাদশতমঃ কেয়ামতের সাংঘাতিক ভয়ানক অবস্থায়ও সে বান্দা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

أَمْ مَّنْ يَّأْتِىْ أٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ *

উচ্চারণ ঃ আম্মান্ ইয়া'তী আ-মিনাইঁ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি।

অর্থ ঃ (যে লোক দোযখে নিক্ষিপ্ত হয় সে ভাল নয়) যে লোক রোজ ক্বেয়ামতে নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ করে। (সে উত্তম)।

দ্বাদশতমঃ সে বান্দা দক্ষিন হস্তে আমলনামা লাভ করবে। আবার কেউ কেউ আমলনামার বালাই থেকে নাজাত পেয়ে যাবে।

ত্রয়োদশতমঃ সে বান্দার হিসেব নিকেশ অতি আসানে হয়ে যাবে। আবার কেহ তো হিসেব নিকেশের ব্যাপার থেকেই রেহাই পেয়ে যাবে।

চতুর্দশতমঃ সে বান্দার পাপ পূণ্য ওজনকালে মীজানে তার পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে। আবার কোন কোন সাধক ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে যে, তাকে মীজানের জন্যে দাড়াতেই হবে না।

পঞ্চদশতমঃ সে বান্দা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর সাথে হাউজে কাওছারের পানি পান করবে। সুতরাং তার পিপাসা কষ্ট মোটেও থাকবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ষষ্ঠদশতমঃ সে বান্দা অনায়াসে পুলসিরাত পারি দেওয়ার অনুমতি লাভ করবে এবং দোযখ অতিক্রম করে যাবে। কোন কোন সাধকের অবস্থা এমন হবে যে,

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ লা-ইয়াসমাউ'না হাসীসাহা- ওয়া হুম ফীমাশতাহাত আংফুসাহুম খা-লিদূন।

অর্থ ঃ তাদেরকে কোন আহাজাবী শুনানো হবে না এবং তাদের পিপাসা কষ্ট আদৌ থাকবে না।

সপ্তদশতমঃ সে ক্বেয়ামতের দিবসে নবী রাসূলের ন্যায় শাফায়াত করার অধিকার প্রাপ্ত হবে।

অষ্টাদশতমঃ সে বেহেশতে রাজাধিরাজের ন্যায় ঐষর্যের মালিক হবে।

উনবিংশতমঃ সে সর্বশ্রেষ্ট সন্তোষ্টি লাভ করবে।

বিংশতমঃ সে মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ দীদার লাভ করবে।

আমি আমার নগন্য জ্ঞান বুদ্ধি ও সীমিত ইলমের দ্বারা কতক ফযীলত ও কারামাত আবিস্কার করে তা বর্ণনা করলাম। শুধু মাত্র সফলতার আসল কথাগুলো তুলে ধরলাম। এবং কোথাও পবিত্র কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে তার ওপরে আলোকপাত করেছি।

শেষমেষ আমি উপসংহারে মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে সর্ব প্রকার ভুল ভ্রান্তি হতে উদ্ধার লাভের জন্য স্ববিনয় আরজ পেশ করছি। আমার লিখিত বর্ণনায় যেন কোনরূপ সীমালঙ্গন না করে, তা আমার নিজ হতে করি না, আর তা যেন আমার জবান থেকে বের না হয়, সে উদ্দেশ্যেও আমি শক্তি সামর্থ প্রার্থনা করছি। ধর্মের ব্যাপারে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও যা কিছু বর্ণনা করলাম, সে জন্যে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। আমার এ কিতাবের সকল বক্তব্য, সকল কথা ও শিক্ষাগুলো যেন রিয়া ও প্রশংসার উদ্দেশ্যে না হয় সে জন্যেও আল্লাহ পাকের নিকট নাজাত কামনা করছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আমি মহান প্রভুর নিকট এ আকাংখা রাখছি যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে ইলম অনুসারে আমল করার শক্তি সামর্থ প্রদান করেন। তারই একমাত্র দয়ায় সর্ব কাজে বরকত হয়ে থাকে। সর্বোত্তম মহান সৃষ্টি রহমাতুল্লিল আলামীন ছরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর কদম মুবারকে আমার পিতা মাতা কোরবান হোক। তিনিই সর্বশ্রেস্ট সর্বোত্তম মা'বুদের পরিচয় প্রদান করেছেন এবং তারই সর্ব শ্রেষ্ঠ পথে সকলকে দাওয়াত দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর উপরে সর্ব মুহুর্তে হাজারো কোটি সালাম ও দরুদ এবং রহমত বর্ষিত হোক। আমীন।

সমাপ্ত

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com